INDEX

——::——

ERRATA

Please read the correct head lines as indicated against pages in the books of different dates.

June 16 1977	
OBITUARY REFERENCE	11
OBITUARY REFERENCE	13
June 18, 1977	
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1977 78	17
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1977 78	19
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	21
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	23
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	25
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	27
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	29
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES	31
June 17 1977	
Chief Minister	17
PAPERS LAID ON THE TABLE	18
June 20 1977	
PAPERS LAID ON THE TABLE	51
PAPERS LAID ON THE TABLE	53
PAPERS LAID ON THE TABLE	55

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, June, 16, 1977

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujyanta Palace on Thursday the 16th June, 1977 at 11 A M

Present

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, Six Ministers, three Ministers of State, Deputy Speaker, Deputy Minister, 42 Members

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার অধ্যক্ষতায় সভা চলার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এখানে উত্থাপন করছি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন গত অধিবেশনের শেষের দিনে আপনি হাউসে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত সারা পৃথিবীর পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমরা দেখেছি আপনি গত অধিবেশনের শেষের দিনে বুলেটিন দিয়ে সাইনি ডাই অধিবেশন বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(গণ্ডগোল)

Mr Speaker —Hon'ble Member, I would request you to take your seat Please give notice (interruption) There can not be any privilege motion

Shri Kalipada Banerjee .— স্পীকারের এগেইনষ্ট প্রিভিলেজ মোশান আসেনা (গণ্ডগোল)।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : আপনার কাছে গত অধিবেশনে আমাদের পার্টি লীডার সহ অভিযোগ করেছিলেন—

মিঃ স্পীকার : আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু গিভ প্রপার নোটিশ।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : দ্যাট নোটিশ হ্যাজ বিন সার্ভড ইন দি লাস্ট সেশান—আওয়ার পার্টি লীডার হ্যাজ গিভেন ইউর নোটিশ।

মিঃ স্পীকার : — নো। আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু টেক ইউর সিট

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য .— আমরা আজকে চাচ্ছি যে আপনার অধ্যক্ষতায় আমাদের রাইট অব প্রিভিলেজ রক্ষিত হবে কি না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ টেক ইওর সীট (গণ্ডগোল)।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— আপনি বুলেটিন দিয়ে সাইনি ডাই হাউস এডজোর্ণ করেছেন, আবার বুলেটিন না দিয়ে হাউস আরম্ভ করেছেন, আপনি সেটা করতে পারেন না।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to take your seat Let us take up the business of the House To day in the list of the Business are the following question to be answered by the Minister concerned Shri Jitendra Lal Das

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— আমি একটা কথা জানতে চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— পরে বলবেন।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান : না স্যার, এখনই আমি বলব।

মিঃ স্পীকার : নো।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান : স্যার আমাকে এখানে বসানো হল কেন জানতে চাই

শ্রী[illegible] আলি : [illegible] চেয়েছেন, সেটা কেন দেওয়া হোল না স্যার?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান — আমি জানতে চাই তাঁরা [illegible] সব অন্য [illegible] মেম্বার কিনা? আমাকে কেন তাদের মাঝখানে দেওয়া হল?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ হুইপ) : আমি একটা অনুরোধ করতে চাই মাননীয় বিরোধী পক্ষকে [illegible] যদি [illegible] চলেন তাহলে সকলেই সহযোগিতা করে চলুন। কিন্তু আপনারা যদি [illegible] হবে না। বাজেটে আপনাদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার নিয়ে কথা বলবেন।

শ্রীযদুপ্রসন্ন [illegible] : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি আপনাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে পারেন। আমাদের [illegible] বারে কথা বলতে পারবেন না। ([illegible])

শ্রীসু[illegible] চন্দ্র দত্ত : [illegible] কংগ্রেসের [illegible] [illegible] কথা বলবেন সেটাই আমরা আশা করি [illegible] স্পীকারকে অ্যাড্রেস করে বলতে পারেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস — আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই। আপনারা কথা বলুন আমাদেরও কথা বলতে দিন। এর আগে উনারা বাজেট পাশ করতে পারেননি। এবার আমরা বাজেট পাশ করতে এসেছি, এটা মূল ব্যাপার। ([illegible]) আর সদস্যদের যা কিছু বক্তব্য তার জন্য প্রাইভেট মেম্বার বিজনেসের জন্য সময় রাখা হয়েছে। এখন যদি বাজেটের যে নরম্যাল বিজনেস তা চলতে না দেন তাহলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আশা করব হাউস যাতে কোন বিশৃঙ্খলা না করে আলোচনা চালিয়ে, যে সমস্ত আইনগত ব্যবস্থা আছে সেই আইনগত ব্যবস্থা অনুযায়ী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হাউস চালাবেন। সুতরাং আমি আশা করব তাঁরা হাউসের ডেকরাম মেনে চলবেন।

শ্রীমনসুর আলী : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন সেটা চিন্তার বিষয় নয়। সেই কথাটা হচ্ছে আপনি যখন মিটিং ডেকেছিলেন তখন সেটা শুধু একদল মেম্বারকে জানিয়ে মিটিং ডাকতে পারেন কিনা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মাননীয় হংসধ্বজ দেওয়ান বলেছেন যে

তিনি ভিন্ন সীট চেয়েছিলেন, ভিন্ন সীট পান নাই। কাজেই ঐ হল্লা তারাই করছেন, আমরা করছি না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার): -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাউকে লক্ষ্য করে গণতন্ত্র মানিনা বলে বলিনি। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রেখেছি যে তাঁরা যেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যেতে স্পীকারকে সাহায্য করেন। বক্তব্য বাধা এবং বক্তব্যের উত্তর দেওয়া এটাই আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এটার অপব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। আর দ্বিতীয়তঃ আমার শরীরটা ঠিক সুস্থ নয়: কাজেই—

শ্রীমনসুর আলী :—আপনি বসে বলুন না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার) :—যখন আমার দরকার হবে বসে বলাব তখন আমি স্পীকার মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে বসে বলব। আর একটা কথা, একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি জনতা পার্টির লোক, কাজেই আলাদা সীট চান। আমরাও জনতা পার্টি, উনিও জনতা পার্টির। কাজেই আলাদা সীট চাওয়ার কি থাকতে পারে আমি জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম হল যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য শ্রীভট্টাচার্য্য উপস্থাপিত করেছেন, আমি বিরোধী পক্ষকে অনুরোধ করব তাঁরা যদি মনে করেন যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন যে প্রস্তাব আকারে সেই বিষয়টা উত্থাপিত করুন, তাঁরা সেটা করতে পারেন। আমি জানি যে আমাদের কারোরই এই ইচ্ছা নেই যে বিরোধী পক্ষের কোন অধিকারকে সংকুচিত করা হবে। বরং আমরা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে আশ্বাস দিতে পারি যে এর আগে বিরোধী দল যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা আমরা তাদের দেব। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য দেওয়ান যে প্রশ্নটা তুলেছেন, আমি অনুরোধ করব যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবেন যে তিনি কোয়ালিশনের অংশীদার থাকতে চান কিনা। যদি তিনি থাকতে না চান তাহলে তাঁকে ভিন্ন সীট দেওয়া উচিত।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান : -স্যার, আমার সেপারেট সীটের ব্যাপারে কি হল ?

মিঃ স্পীকার : আপনি যদি জনতা পার্টির হয়ে থাকেন তবে আপনাকে তো রুলিং জনতা পার্টির সংগেই সীট দেওয়া হয়েছে

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—স্যার, আমি জানতে চাই, এই জনতা রুলিং পার্টি বলে যারা দাবী করেন তাঁরা জনতা অনুমোদিত পার্টি কিনা ? আপনাকে আমাদের অফিস থেকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে সেটা আপনি পেয়েছেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আমি সেই চিঠি অনুযায়ী চলতে বাধ্য নই।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—তাহলে আমি এর প্রতিবাদে হাউস ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

(এই বলে শ্রীদেওয়ান সভা ত্যাগ করেন)

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এবং অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন, বোধ করি তাঁরা আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু উপলব্ধি

করতে পারেন নি। তাছাড়া আমাদের অধিকার এবং প্রিভিলেজ রক্ষা করা হবে কিনা, তাঁর সম্পর্কেও আমরা রুলিং পার্টি থেকে কোন আশ্বাস পেতে চাই না। তারপর বিষয় বস্তুটা কোন রকম প্রপার ফরমে আনতে হবে কিনা, তাও আমাদের জানা আছে। কারণ আপনি বিষয় বস্তুটার উপর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই বিগত সেসানে আমাদের ভূতপূর্ব লীডার দিয়ে গিয়েছেন, এবং সেটা আপনি ইচ্ছা করলে প্রিভিলেজ কমিটিতে দিতে পারতেন অথবা সেটা এখানেও আনতে পারতেন যাতে করে সুষ্ঠুভাবে আমাদের এ্যাসেম্বলীর কাজ চলতে পারে। আর এজন্যই আমরা এই প্রিভিলেজ মটারটা আর্জেন্ট মনে করে এখানে উপস্থাপন করেছি। আমাদের যে রুলস অব প্রসিডিউর আছে, তার ১১৬ ধারাতেও এটা আছে যে কোন একটা বিষয়ে যদি স্পীকার মহোদয় আর্জেন্ট মনে করেন, তাহলে সেই বিষয়ে তিনি যে কোন সময়ে আলোচনা করবার সুযোগ দিতে পারেন এবং তা করলে পরে আমাদের কোন রকম অধিকার কারটেইল হবে না।

শ্রীতাপস দে — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন গণতন্ত্র সম্পর্কে তা আমাদের প্রিভিলেজ মটারের উপর এই গণতন্ত্রের কথাটা টেনে আনার কোন অর্থ হয় না। স্পীকার মহোদয় যেভাবে একটা করেছেন তাতে উনার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা হবে কিনা, সেই সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। কাজেই আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই হাউসটা এভাবে চলতে পারে কিনা

([illegible])

স্পীকার যেখানে আমাদের রাইটস এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ কার্টেইল করবেন, কারণ আমরাও তো এই হাউসের একটা পার্ট এ্যাণ্ড পার্শেল, আমাদের বাদ দিয়ে কি এই হাউসে কিছু হতে পারে? স্যার, আপনি যা করেছেন, তা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধ্যক্ষ অথবা সদস্য করতে পারে বলে আমার জানা নাই। স্যার স্পীকার যদি এইরকম কাজ করেন তাহলে আমরা সেখানে কোথায় দাঁড়াবো।

Mr Speaker :—To day in the list of business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Starred Question Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :—Starred question No 15

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred question No 15

প্রশ্ন

১) যে সমস্ত উপজাতীয়দের জমি বে আইনী ভাবে অ-উপজাতীয়দের নিকট বিক্রয় হয়ে গিয়েছে, সে সমস্ত জমি বিক্রয়কারী উপজাতীয়দের ফেরত দেওয়ার আইনটি কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১) ১. ১. ১৯৬৯ সালের পর হতে ত্রিপুরার উপজাতিদের বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্ম আইনে ধরা আছে। ত্রিপুরা

রাজ্যের সকল অতিরিক্ত জেলা শাসকদের ও সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তদুপরি ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে পি. ডবলিউ. ডির মন্ত্রী বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও এই কাজের জন্য গঠন করা হইয়াছে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য: অতিরিক্ত জেলাশাসকের একটা [illegible] পুলিশ এবং সার্কেল অফিসার যে বাড়ি বাঙ্গালীর পক্ষে রয়েছে, সেই জমি আবার ট্রাইবেলকে দেওয়া হয়েছে, এমন কোন খবর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—মাননীয় সদস্য যদি এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য দেন, তবে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পর্যন্ত [illegible] রাজ্যে কত উপজাতির জমি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়েছে বলতে পারেন কি?

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা: স্যার, এই প্রশ্নের অরিজিন্যাল প্রশ্নের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দেব।

শ্রী[illegible] দে: [illegible] স্যার, [illegible] এই প্রশ্নের সংগে অরিজিন্যাল প্রশ্নের সম্পর্ক আছে [illegible] ঠিক করবেন, [illegible]

মিঃ স্পীকার:—আমি।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা: [illegible]

শ্রী[illegible] লাল দাস:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ট্রাইবেলদের বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত কি পদক্ষেপ [illegible] আছে?

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅনন্ত[illegible]: মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ব্যাপারে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি [illegible] করা হয়েছে এবং [illegible] কাজের প্রোগ্রেস হয়েছে?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কমিটির একটা মিটিং হয়েছে এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুসারে কাজ চলছে।

শ্রীতাপস দে: মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি সেই কমিটির কয়টি মিটিং হয়েছে?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটির একটা মিটিং হয়েছে।

শ্রীতাপস দে: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই কমিটির সদস্য কারা কারা?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী: (স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে) এই কমিটির উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে। আপনি একটু বিচার বিবেচনা করে দেখুন এই প্রসংগে এই প্রশ্ন আসতে পারে কিনা।

শ্রীসমর চৌধুরী:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে কত দরখাস্ত আছে এবং কত জমি উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ট্রাইবেলদের বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি এনে এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ জমি ট্রাইবেলদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে?

মি. স্পীকার :— উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : —স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে এখন কতদিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে?

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য : —মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন —আমরা জানলাম কমিটির একটি মিটিং হয়েছে সেই কমিটির নিকট ক'টি পিটিশান পেন্ডিং আছে ক'টি পিটিশান এর ডিসপোজাল হয়েছে সেই বিষয় কি আলোচিত হবে না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : —স্যার, কমিটির কি কাজ ক'টা মিটিং হয়েছে কি তার সিদ্ধান্ত সেগুলি এই প্রশ্নের মধ্যে পরে কিনা সেটা আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

মিঃ স্পীকার : —মিটিংয়ের প্রসিডিংস নিয়ে আলোচনা হতে পারে না কিন্তু মিটিং-এ ক'টা দরখাস্ত পেন্ডিং আছে সে প্রশ্ন কি করতে পারেন।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য —স্যার আমি জানি মাননীয় মন্ত্রীরা এই কমিটির মেম্বার আছেন তাদের প্রগ্রেস সম্পর্কে জানাব কথা এবং মিনিষ্টাররা নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে তথ্য নিয়েছেন?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে নূতন করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। (ইন্টারাপশান)

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য : স্যার, ট্রাইবেলদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ কতদূর এগুল ইত্যাদি বিষয় সেই কমিটির কাজ—মিনিষ্টাররা জেনে নিন কতটা কাজ প্রগ্রেস হয়েছে এবং কতগুলি এখনও পেন্ডিং আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : —মাননীয় অপজিশান মেম্বার একটা ভুল ধারণায় রয়েছেন —ল্যাণ্ড রিফর্মস এক্টের একটা কোর্ট করা হয়েছে সেই কোর্ট বিচার বিবেচনা করে ঠিক করবেন একটা জায়গা কাকে দেওয়া হবে। এখানে উনি যে কথা বলছেন সেই কমিটির সংগে এর সম্পর্ক নেই। কাজেই সেই কমিটির কথা তুলে এখানে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে এটা একেবারে অবান্তর। এখানে ল্যাণ্ড রিফর্মস কোর্টের ডিসিশানের উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে —সেই বিষয়ে সুযোগ সুবিধা কতটুকু পেয়েছে সেটাই কোয়েশ্চান। সেখানে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটির উপর কোন কোয়েশ্চান একেবারে অবান্তর।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত —স্যার, এখানে আপনি একটা কোয়েশ্চান এলাও করেছেন এবং সেই প্রশ্ন থেকে যে সব কোয়েশ্চান ডিরাইভ করতে পারে সেগুলিকে অবান্তর উনি বলতে পারেন না। স্যার, এটা আমাদের পার্লামেন্টারী প্রিভিলিজকে হ্যাম্পার করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা বলা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার যে প্রশ্ন এলাও করেছেন সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবং তার উপর মাননীয় সদস্যরা যত খুশী সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করতে পারেন। কিন্তু এলটমেন্ট অব ল্যাণ্ডের জন্য যে কমিটি সেই কমিটি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এখানে আসতে পারে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই নুতন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত, যে সমস্ত আইনের কথা বলেছেন তাতে কি পরিমাণ জমি উপজাতিদের হাত থেকে উপজাতিদের হাতে এসেছে সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে তথ্য পরে সংগ্রহ করে জানাবো।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলির নির্ব্বাচন নিয়মমাফিক কখন হওয়ার কথা ছিল?

উত্তর

কতগুলি গাঁও সভা আছে যেগুলির নির্ব্বাচনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর কতগুলি আছে যেগুলির মেয়াদ অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর কতগুলি আছে যেগুলির মেয়াদ [illegible] উত্তীর্ণ হয়েছে। এইগুলি সম্পর্কে আমি বিস্তৃত তথ্য এখানে দিচ্ছি।

ব্লকের নাম		নির্বাচন কখন হওয়ার কথা ছিল	মন্তব্য
১) জিরানীয়া	ব্লক	জানুয়ারী '৭৭	ইউ, পি, পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট ১৯৭৪ ইং (ত্রিপুরা সম্প্রসারিত) এর ৮ ধারার ২নং উপধারা, ১২ ধারার ৩নং উপধারার এবং ৪৫ নং ধারা বলে এই ব্লকগুলির গাঁও পঞ্চায়েতের কার্য্যকাল এক বৎসর বাড়ানো হয়েছিল।
২) মোহনপুর	,,	মার্চ '৭১	
৩) খোয়াই	,,	মার্চ '৭৩	
৪ পানিসাগর	,,	ডিসেম্বর '৭২	
৫) কমলপুর	,,	মার্চ '৭৭	
৬) উদয়পুর	,,	ফেব্রুয়ারী '৭৫	
৭) বগাফা	,,	,, '৭৫	
৮) রাজনগর	,,	,, '৭৫	
৯) তেলিয়ামুড়া	,,	মে '৭৭	
১০) ছাওমনু	,,	এপ্রিল '৭৭	
১১) সাবরুম	,,	,, '৭৭	
১২) অমরপুর	,,	মে '৭৭	
১৩) বিশালগড়	,,	মে '৭৭	উপরোক্ত ধারাগুলির বিধান অনুসারে এই সমস্ত ব্লকের গাঁও পঞ্চায়েতের কার্য্যকাল এক বৎসর প্রতি বাড়ানো হয়েছে।
১৪) মেলাঘর	,,	ডিসেম্বর '৭৭	
১৫) কুমারঘাট	,,	নভেম্বর '৭৭	
১৬) কাঞ্চনপুর	,,	,, '৭৭	
১৭) ডুম্বুরনগর	,,	ডিসেম্বর '৭৭	উপরোক্ত ধারাগুলির বিধান অনুসারে এই ব্লকগুলির গাঁও পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদ এক বৎসর বাড়ানো যাইতে পারে।

প্রশ্ন

১) মেয়াদ পার হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত কোন ভিত্তিতে কাজ করে আসছেন ?

উত্তর

২) মাননীয় সদস্য কার প্রশ্নের ৩ নং প্রশ্নের উত্তর আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলে দিয়েছি।

প্রশ্ন

৩) নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে গাঁও পঞ্চায়েত গঠন করার ব্যাপারে বর্তমান সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

৩) হাঁ, গ্রহণ করছি উপযুক্ত সময়ে করা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে গাঁও পঞ্চায়েতের কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর এক বৎসর বাড়ানো যায়। কিন্তু পানিসাগর ব্লকে দেখা যায় মেয়াদ শেষ হয়েছে ডিসেম্বরে, ১৯৭০ এবং সেখানে গাঁও প্রধান ও উপপ্রধান তারা কাজ করে আসছে। তারা আর কত দিন কাজ করবে এবং সেটা কোন আইনে কোন বিধানে করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুনরায় নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত তারা কাজ করতে পারবে। অবশ্য সেটা ডেমোক্রেসির দিক থেকে ঠিক হবে কিনা কিন্তু অনিবার্য কারণ থাকলে কিছু করা যায় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : অনির্দিষ্ট কাল এই জন্য আমি বলছি যে, পানিসাগর ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচন ১৯৭০ সালে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে এই পর্যন্ত ৭ বছর চলে গেছে এখন কি আরো পাঁচ বছর চলে যাবে। আপনারা বলছেন যে সেখানে কাজ হচ্ছে প্রধান এবং উপপ্রধানদের মত নিয়ে। সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস : — আপনি অনির্দিষ্ট কাল যে বলছেন, এটা কোন ধারায় বলা আছে ? যাতে অবিলম্বে নির্বাচন হয় সেটা আমরা এই নতুন সরকার চিন্তা করছি। এখন হয়ত অনিবার্য্য কারণে হয় নি এখন কি ভাবে করা যায় এটার ব্যবস্থা আমরা নেব। আর ন নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ১০ (ক) ধারা অনুযায়ী প্রধান এবং উপ প্রধান কাজ চালিয়ে নিতে পারে কন্টিনিউয়াসলি। আমরা কোথায় আইন লঙ্ঘন করলাম ? এটা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই ভাবে কন্টিনিউয়াসলী চালিয়ে যাবেন ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়া শুধু মাত্র প্রধান এবং উপপ্রধানদের মত অনুযায়ী পঞ্চায়েত কার্য্য চলতে পারে এটা গণতান্ত্রিক কি না ?

মিঃ স্পীকার :— এটার উত্তরও দিয়েছেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আমরা দেখব এই বিষয়টা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— কাজ চালিয়ে কি হবে? আমি জানি ব্লকগুলিতে পঞ্চায়েতের কাজ হচ্ছে না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এখনও প্রধান এবং উপ প্রধানরা আইনের ধারা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে বি, ডি, সি, আছে তারাও প্রধান এবং উপ প্রধানদের সাহায্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে চলছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পঞ্চায়েৎগুলি না থাকার ফলে সেক্রেটারীরা কেহ কেহ বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে এটা ঠিক কি না? আর একটা সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পঞ্চায়েৎ না থাকার ফলে বি, ডি, সি, গুলি অচল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোন কিছু নেই এটা সত্য কি না?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এটা ক্লাসিফিকেশন ওয়েতে, ঠিক ঠিক মত অভিযোগ পেলে সেটা দেখা যেতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রধান এবং উপ প্রধানরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার যে আইনী ভাবে এটা করেছিলেন, এর সঙ্গে সম্পর্ক চিন্তা করছেন এটা কি বলতে চাইছেন?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আমি আর কি বলব? আপনারা যদি এরকম প্রশ্ন করেন তাহলে একই উত্তর হবে তাতে অন্য প্রশ্ন সাপ্লাই করবে। সেই জন্য বলছিলাম যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আইনানুযায়ী।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— যে সমস্ত ব্লকে নির্বাচন হয়নি পঞ্চায়েৎ রাজের নিয়ম অনুসারে এটা করা হয়েছে এবং যেগুলিতে এখনও করা হয়নি এই সব জায়গাতে প্রধানদের সহায়তা নিয়ে সেক্রেটারীরা বিভিন্ন রকম দুর্নীতি করছেন এই অভিযোগ সরকার তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছে কি না?

মিঃ স্পীকার :— এটা প্রশ্ন ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে পঞ্চায়েতগুলিকে দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সেটা করে হবে?

মিঃ স্পীকার :— উত্তর দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, এইরকম যদি কোন অভিযোগ আসে, দুর্নীতির অভিযোগ তাহলে তদন্ত করে দেখবেন সেই জন্য আমি বলছি যে—

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— নিশ্চয়ই। যদি স্পেসিফিক অভিযোগ আসে, তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আমার চড়িলাম ব্লকে যে রকম দুর্নীতি চলছে তা আর কি বলব? প্রধান এবং উপ-প্রধানদের সাহায্য নিয়ে সেখানে নানা রকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে?

সেখানে পেশা কর, হাউসিং কর এই রকম জল কর ইত্যাদি নানা রকম কর বসিয়ে গ্রামবাসীদের উপর জুলুম চালানো হচ্ছে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— বে-আইনী ভাবে কাজ হলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— রাধারমন নাথ

শ্রীরাধারমন নাথ : কোয়েশ্চান নং ১৯।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার সমস্ত মন্দির ও দেবতা বাড়িতে তপশিলী জাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রবেশ অধিকার আছে কি?

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যাবাবু খুবত তখন গলাবাজী করতেন। এখন উনি কি বলছেন তা শোনা যাচ্ছে না?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা গলাবাজী আমি করছি না।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার সমস্ত মন্দির ও দেবতা বাড়িতে তপশিলী জাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রবেশ অধিকার আছে কি?

২) ১৯৫৫ ইং সনের অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন চালু হওয়ার পর ত্রিপুরায় "অস্পৃশ্যতার ব্যাপকতা" সম্পর্কে কোন সমীক্ষা হয়েছে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ত্রিপুরার সকল মন্দিরে সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রবেশের অধিকার আছে। তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রবেশের অধিকার আছে।

২) না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ধর্মনগরের কালী বাড়ীতে প্রবেশ করার জন্য কিছু লোক বাধা দিয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— না, জানা নাই। এটা ব্যক্তিগত জানার প্রশ্ন নয়।

শ্রীরাধারমন নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেই গণ্ডগোলের সময় অনেক পুলিশ ডি. এস. পি. এবং পুলিশরা উপস্থিত ছিলেন। তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন কি এই ব্যাপারে?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

Mr. Speaker :— Question Our is over.

Ministers are requested to lay on the table of the House the replies of the Starred Questions which were not answered orally.

Hon'ble Members, I would now make obituary reference to the passing away of Achariya Suniti Kumar Chattopadhya.

আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের

স্মৃতি তর্পন

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের ১৫ই জৈষ্ঠ্য (ইং ২৯শে মে ১৯৭৭) রবিবার বিকাল ৪টায় নির্ব্বাপিত হয়েছে এক মহাপুরুষের জীবনদীপ, আর সেই সাথে যবনিকা নেমে এসেছে বঙ্গ সংস্কৃতির এক স্বর্ণখচিত অধ্যায়ের উপর। বিদায় নিয়েছেন একটি মানুষ, একটি যুগ, একটি প্রতিভা। বিদায় নিয়েছেন ভাষাচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীতি কুমার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, জাতীয় জীবনের এক সোনার ফসল ফলার অব্দে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দেশ ও জাতির গৌরব ও গরিমার প্রতীক। বিদ্যার, বাক্‌ শক্তি, চরিত্রে ও মানবিক মহত্বে যার তুলনা সমকালিন ভারতেতো নেই-ই, পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতেও যথেষ্ট সুলভ ছিল না। ভাষা-তত্বের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসংশয়ে অগ্রগামী পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ বিদ্যা, শিল্প শাস্ত্র, ধর্ম তত্ব এমন বিদ্যা কমই ছিল যার আদ্যোপান্ত তিনি না মন্থন করেছিলেন। সর্ব্ববিদ্যাকে জীবন ও কর্ম্মের মধ্যে রূপায়িত করার একাগ্রতাই তাঁকে দেশ ও দুনিয়ায় এত সম্মানের অধিকারী করেছিল। ছাত্র জীবন থেকেই কৃতিত্বের দ্যুতি আচার্য্য সুনীতি কুমার, প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ স্কলার ও জুবিলী গবেষণা পুরস্কার বিজয়ী সুনীতি কুমার কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ., উভয় পরীক্ষাতেই ১ম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্ম্ম-জীবন সুরু হয় কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। ১৯২০ সালে ফোনেটিকসে ডিপলোমা পায়। ১৯২০ সালে নিযুক্ত হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও শব্দ তত্বের খয়রা অধ্যাপক। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশে। ১৯৬৫তে হলেন আচার্য্য সুনীতি কুমার—জাতীয় অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন সুনীতি বাবু।

উনিশ শতকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্র সান্নিধ্য যাদের গড়ে তুলেছিল আচার্য্য সুনীতি কুমার ছিলেন তাঁদের শেষতম প্রতিনিধি। ত্রিপুরার সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক নিবিড় সম্পর্ক। তাঁহার চিন্তায় ও প্রকাশে ত্রিপুরার আদিবাসীরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ত্রিপুরার রাজকার্য্য পরিচালিত হত বাংলায়, কেবলমাত্র ত্রিপুরাতেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্থান পেয়েছিল। সুনীতিবাবু মুগ্ধ হয়েছিলেন যে রাজকার্য্য পরিচালনা করা বাংলা ভাষার মাধ্যমে কত সহজ। তাই ত্রিপুরার প্রতি আকর্ষণ ছিল সুনীতি বাবুর।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে এক মহান সন্তানকে। সুনীতিবাবু জাতির ইতিহাসে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

ত্রিপুরা বিধান সভা আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

আমি মাননীয় সদস্য বর্গকে ২ মিনিটকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্যগণ সকলেই দু মিনিটকাল দণ্ডায়মান থেকে বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন)।

শ্রীতাপস দে :—আমার একটা এডজর্ণমেন্ট মোশান ছিল।

মি: স্পীকার :—আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—না স্যার, আমাকে জানানো হয়নি। আমার একটা এডজর্ণমেন্ট মোশান ছিল যে বন্যায় এবং ঝড়ে নলছড়, বাগমা ও ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে বন্যাগ্রস্তদের সরকারী ত্রাণের অপ্রতুলতা সম্পর্কে এবং সরকার যে দলীয় পার্টির মাধ্যমে এবং সংগঠনের মাধ্যমে যে হারে টাকা-পয়সা দিচ্ছে ব. এস. ডি. ও.দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পার্টির অরগান ছাড়া কাউকে যেন জি. আর. টি. আর না দেওয়া হয়, ওদের পার্টির এফিলেটেড পারসন ছাড়া যেন কাউকে না দেওয়া হয়, এই সম্পর্কে আমি একটা এডজর্ণমেন্ট মোশান এনেছিলাম।

Mr. Speaker : This is not been admitted by me you will have opportunity to discuss of these thinks in the House

Shri Tapas Dey, Sir, it is very important, it is so vital. এটা যদি এখন না দেওয়া হয় স্যার- -

মি: স্পীকার :—আপনি এই বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।

শ্রীতাপস দে :—যেখানে স্যার, এডমিনিষ্ট্রেশন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে স্যার, যেখানে ওরা বলছেন স্যার এডমিনিষ্ট্রেশনকে নিয়ে ওরা রাজনীতি খাটাবে না ওরা যে এডমিনিষ্ট্রেশনকে রাজনীতিতে খাটাচ্ছে এটা তো ফার্ষ্ট প্রায়োরিটি পাবে এবং ইট শুড বি ডিসকাসড—

(গণ্ডগোল)

যেখানে কাজের মধ্যে রিলিফ নিয়ে রাজনীতি চলছে সেটা স্যার,—

(গণ্ডগোল)

মানুষ না খেয়ে মরছে স্যার, একটা লোক রাজনীতি করে না, সি. এফ. ডি. করেনা, একটা লোক এখানে রাজনীতি সমর্থন করল না এ কারণে ওরা স্যার রিলিফ পাবে না এটা তো হতে পারেনা স্যার--

মি: স্পীকার :—যে কারণে আপনার মোশান আমি এডমিট করিনি তা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।

শ্রীতাপস দে :—যে লোকটা শাসক গোষ্ঠীর কোন শরিক দলের অংশীদার হলো না বা কোন ব্যক্তিকে সমর্থন করল না সে কি ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে? সে কি না খেয়ে মরবে? সে রিলিফ পাবে না? ঐ অঞ্চলের লোকেরা জি. আর পাবে না? টি. আর পাবে না? দাদন পাবে না? এটা আপনি এডমিট করেন স্যার, এটা একটা চমৎকার ব্যাপার এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে সেখানে স্যার—

(গণ্ডগোল)

ওরা বলছে যে দলবাজি করা চলবে না স্যার, যদি ঐ ধরনের কাউকে করা হয় এটা যদি আপনি এলাউ না করেন স্যার—

মিঃ স্পীকার :—আমার বক্তব্য আমি বলেছি স্পষ্ট করে।

শ্রীতাপস দে :—আপনার অসীম ক্ষমতা স্যার, আপনি এলাউ করতে পারেন, ডিস-এলাউ করতে পারেন তবে স্যার, আমি জানি না—

(গণ্ডগোল)

আমি দেখেছি প্রত্যেক অফিসে ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া আছে নন্ অফিসিয়াল যে জি. আর, টি. আর দেওয়ার জন্য অমুক অমুকের মাধ্যমে যেন করা হয়। আমার এলাকায় আমি দেখেছি স্যার—

(গণ্ডগোল)

এস. ডি ও এবং বি ডি ও-কে বলছে যে রাম, শ্যাম, যদু, মধু যদি এপ্রুভ করে তাদের যেন জি. আর টি আর না দেওয়া হয় স্যার, এটা কি একটা লোকের দুর্ভাগ্য হল যে এখানে এম, পিকে সমর্থন করল না সে দলকে সমর্থন করল না বলে সে পাবে না? ঐ জি. আর, পাবে না? টি আর পাবে না? এটা স্যার আপনারা করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে—

(গণ্ডগোল)

শ্রীপঙ্কজ কুমার দাস : মাননীয় তাপস বাবু আজকে যে গরীব মানুষের জন্য অত্যন্ত দরদী হয়ে দুঃখিত যে তথ্য তিনি তুলেছেন আমি জানি এই ঘটনা কি থেকে হয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে গ্রামের যে সমস্ত টাউটরা এতদিন দুর্নীতি করে আসছিল আমরা তাদের বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছি

(গণ্ডগোল)

শ্রীতাপস দে : না স্যার, ভূতের মুখে রাম নাম শোভা পায় না ওদের মুখে তারা বলতে পারে আমরা খবর পেয়েছি স্যার

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ টেক ইওর সীট।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা এডজর্ণমেন্ট মোশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :—আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কি কারণে আপনার এডজর্ণমেন্ট মোশান ডিস্ এলাউ করা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমার এডজর্ন মোশানটা ছিল স্যার, এই ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকাতে তাদের ২৬ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে—

(গণ্ডগোল)

সেখানে স্যার, রেশনের ব্যবস্থা করা দরকার, সেখানে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে স্যার। সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে এই কর্মচারীদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কৃষকরা আজকে কৃষিঋণ পাচ্ছে না আজকে সমস্ত কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে ত্রিপুরার মানুষ কি করে বাঁচবে, তাদের আজকে কি দুরাবস্থা।

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker - I have received Calling Attention Notice from the Shri Taritmohan Das Gupta M L A on the subject of

বিগত ৪ঠা জুন খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়ায় রাত্রি অনুমান ৭ ঘটিকায় বিধায়ক শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রকে গ্রামের একদল লোক কর্ত্তৃক মারধর করা কালে পুলিশ কর্ত্তৃক তাহাকে উদ্ধার ও পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে—

এস দি মেম্বার ইজ এবসেন্ট হিজ কলিং এটেনশান ফলস থ্রো।

I have received Calling Attention Notice from Shri Sushil Ranjan Saha. M L A on the subject of –

গত ২১শে মে অমরপুরে দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে ২৯শে মে সুধীর দাসের মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Sushil Ranjan Saha

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement to-day, if he is not in a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৮ তারিখ আমার স্টেটমেন্ট দেব।

শ্রীতাপস দে : না স্যার এটা কি করে হয় ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার এটা বাজেট সেশান। তিনি বলেছেন ২৮ জুন এই সম্পর্কে স্টেটমেন্ট দেবেন।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এটা আর কোন দিন তো এরকম হয়নি, আমরা তো আরো বাজেট সেশান করেছি।

মিঃ স্পীকার : অনারেবল মেম্বার বাজেট সেশানে এইসব বিষয়ে আলোচনা পরে হয়। তথাপি আমরা বাজেট সেশানে এখানে এডমিট করছি।

শ্রীতাপস দে :— প্রতিটি বাজেতে সেশানে কলিং এটেনশান রাখা হয়েছে এবং মিনিষ্টার রিপ্লাই দিয়েছেন। আমরা প্রতিটি সেশান এটেণ্ড করেছি। এখন এটা হবে না কেন ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ ভেরী সর্ট।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কলিং এটেনশান মোশান এসেছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনেছি যে কয়েকদিন পরে রিপ্লাই দেওয়া হবে ১০ | ১২ দিন পরে এটা বুঝতে পারছি না। এইক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব যে মাননীয় মন্ত্রী যত তাড়াতাড়ি পারেন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

শ্রীতাপস দে :— যে কলিং এটেনশান আসবে তার যদি আরজেন্সি না থাকে তাহলে কলিং এটেনশান এনে লাভ কি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার—অন্ততঃ ৭ | ৮ দিন পরে মন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, সেই রকম রেকর্ড আছে।

শ্রীতাপস দে :— আচ্ছা স্যার, একটা লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলবে ১০ দিন পর এটার রিপ্লাই এটা আমরা হাউসের কাছে আশা করি না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ষ্টেটমেন্ট কালেই করতে পারি নি। আমি এইদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট আলোচনার আমরা যথেষ্ট স্কোপ পাই। এই সম্পর্কে আপনারা উত্তর পাবেন। মাননীয় স্পীকার সাহেব যে রুলিং দিয়েছেন আমি ওনাকে ওভার রোলিং করতে চাই না। দুই দিন পরে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে তখন এই প্রসঙ্গ আনতে পারবেন। আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এই আলোচনার মধ্যদিয়ে পেয়ে যাবেন, ২৮ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। মাননীয় স্পীকার সাহেব যা বলেছেন সেটা ফাইন্যাল।

শ্রীতাপস দে :— ১২ দিন ১৪ দিন পরে রিপ্লাই দেবেন সেটা হতে পারে না স্যার। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে, রিকোয়েষ্ট করব উনি যেটা বলেছেন, আপনি স্যার, আপনার নোটিশ পেশ করুন মুখ্যমন্ত্রীর উপর যাতে তিনি তাড়াতাড়ি এটার রিপ্লাই দিতে পারে না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি ২৮ তারিখের আগেও এটার উত্তর দিয়ে দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আমার পক্ষ থেকে রিপ্লাই দিন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি হাউসের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে একথা বলতে পারে না যে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ডেট দেবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি যদি আর্লিয়ার ডেটটা বলতে পারেন তাহলে আমার আপত্তি নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি যাতে তাড়াতাড়ি এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একশান নেওয়া হয়।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যতদূর পর্যন্ত সে ব্যাপারে বক্তব্য রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি যদি আর্লিয়ার ডেটটা বলতে পারেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।

অনারেবল চীফ মিনিষ্টার উইল মেক এ ষ্টেটমেন্ট দিস ইস অন ২১ ফার্ষ্ট জুন ১৯৭৭।

I have received Colling Attention Notice from the following Member— Shri Jitendra Lal Das M L A. on subject of—

সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ৫০০ (পাঁচশত) হোমগার্ড ছাঁটাই সম্পর্কে—

I have given consent to the Motion of Shri Jitendra Lal Das,

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to m statement to day, if he is not a position to make statement to day he

will kindly give me a date when calling Attention Notice will be shown on the order paper for statement.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২০ তারিখ ষ্টেটমেন্ট দেব।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার উইল মেক এ ষ্টেটমেন্ট অন ২০ জুন, ১৯৭৭।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— আজকে আর হবে না।

শ্রীতাপস দে :— কেন হবে না স্যার, ৪ | ৫টা করে তো হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— আপনারটা বাতিল হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : আমারটা বাতিল হয়ে গেছে স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :- এখানে ভীষণ চোর ডাকাতের উপদ্রব হচ্ছে স্যার। বর্ডারের কাছে যে সমস্ত লোক থাকে তারা বর্ডার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে স্যার ? সেই সম্পর্কে কলিং এটেনশানটা বাতিল হয়ে গেছে স্যার ?

মিঃ স্পীকার : – ভেজ বিন ডান একর্ডিং টু রুল।

শ্রীতাপস দে : স্যার, কলিং এটেনশান নোটিশটা কোন রুলে বাতিল করেছেন জানাবেন কি স্যার ?

মিঃ স্পীকার : – জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে : স্যার, আমার একটা প্রিভিলেজ মোশান ছিল স্যার। আমি একটা নোটিশ দিয়েছিলাম ব্রীচ অব প্রিভিলেজের।

মিঃ স্পীকার : আমি তা পাইনি।

শ্রীতাপস দে :— আমি আজকে নোটিশ দিয়েছি স্যার।

মিঃ স্পীকার : এটা বাতিল হয়ে গেছে।

Mr Speaker :— Now, I announce the Report of the Business advisory Committee setting the Business of the House from the 16th June to 30th June, 1977.

Now, I call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker designated by me to move the motion—"That this House agreed with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee".

Deputy Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to move—"That this House agree with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee".

(Interruption)

Shri Tapas Dey :— Sir, This House does not agree with this Report.

Mr. Speaker :— No, there can not be any amendment on this Report.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, 'রুল' আমাদের এমেণ্ডমেন্টটা আনার স্কোপ দিয়েছে স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ— আপনাদের রুলস বের করেন।

Shri Tapas Dey :— Sir, Rules 234 (2)

'Previded that on amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter.'

Mr Speaker :— No, this is not an amendment

Shri Tapas Dey .— Yes sir, this is an amendment.

মি: স্পীকার ঃ— এইটা এমেণ্ডমেণ্ট নয়। দিস কেন নট বি রেফার্ড টু দি বিজিনেস এডভাইসরি কমিটি।

শ্রীতাপস দে ঃ— আপনার স্যার, হাউসে মোভ করেছেন। আমারও স্কোপ আছে মোভ করার। দিস হাউস ডাস নট এগ্রি উইথ দিস রিপোর্ট।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস ঃ— স্যার, আমাদের কিছু বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার্স, আপনারা যে রুল সাইট করেছেন সেই রুল অনুসারে কি আপনারা এমেণ্ডমেণ্ট মুভ করেছেন ?

শ্রীতাপস দে : হ্যাঁ স্যার।

Mr. Speaker — No.

'When such a motion is accepted by the House, it shall take effect as if it were an order of the House

Provided that an amendment may be moved that the report be reffered back to the Committee either without limitation of with reference to any particular matter '

শ্রীতাপস দে :— স্যার, পার্টিকুলার মেটারগুলি শুনুন কি কি।

মি. স্পীকার :— নো, ইউ হেভ নট প্রপারলি মোভড দি মোশান।

শ্রী তাপস দে :— আমি তো বলেছি স্যার, ইট শুড বি রেফারড টু দি বিজিনেস এডভাইজরী কমিটি।

মি: স্পীকার :- নো।

শ্রীতাপস দে :— হোয়াট নট স্যার। দিস হাউস ডাস নট এগ্রি উইথ দিস রিপোর্ট এণ্ড দিস রিপোর্ট এগেইন বি রেফারড টু দি কমিটি। দিস ইজ মাই এমেণ্ডমেণ্ট স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— আপনাদের এমেণ্ডমেণ্ট নোটিশ কোথায় ?

শ্রীতাপস দে :— এইটার নোটিশ লাগে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী : – কেন লাগবে না ? এক সময় আমরাও করেছিলাম। নোটিশ ছাড়া হয় না।

শ্রীতাপস দে :— নোটিশ লাগে না। হাউসে মুভ করলে পর দাঁড়িয়ে বলতে হয়। নোটিশ লাগে না স্যার। এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে আমার পার্টির রিপ্রেজেন্টিটিভ কম এই হল এক নম্বর। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে রুলস ১৫২ এবং ১৫৬ ঠিকমত ফলো করা হয়নি, এই কমিটি মেম্বারসদের প্রিভিলেজ খর্ব করেছে। আমরা বছরে একটা বাজেট সেশান পাই যেখানে আমরা বাজেটের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু আলোচনা করতে পারি। এখানে তার জন্য মাত্র পাঁচদিন সময় দেওয়া হয়েছে। রুলে যেখানে ২৪ দিন দিতে পারে, সেখানে কিছু কমও হতে পারে। গত বিধানসভার সেশান চলাকালে, প্রায় ১৪ জন সদস্য জেলে ছিল তখন যে সময় দেওয়া হয়েছিল, এখনও সেই সময়ই দেওয়া হয়েছে। এই কমিটির আমাদের সুযোগ সুবিধা খর্ব করার কোন ক্ষমতা নেই, আমরা একটা মাত্র সেশান পেয়ে থাকি বছরে বাজেট সেশান যেখানে আমরা সমস্ত ব্যাপারটা থবো এবং মনোভাব প্রকাশ করতে পারি। আর বাকী দুটো সেশানের কন্টিনিউয়েশান রক্ষা করার জন্য তিন চার দিনের সেশান ডাকা হয়। রুলস-এ বেশ ভাল বলা হয়েছে যে বাজেট ডিসকাশান ২৪ দিন হতে পারে কমও হতে পারে সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু আইনগুলি টেকনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশানের জন্য নয়, সেগুলি করা হয়েছে আমাদের সুযোগ সুবিধা এবং জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার জন্য। যেখানে দিনে নমাস পাঁচদিন করার কথা, তার বেশীও হতে পারে সেখানে কম দেওয়া হয়েছে। যেখানে জেনারেল ডিসকাশান ২৪ দিন দেওয়ার কথা আমাদের কম দওয়া হয়েছে অতএব আমাদের প্রিভিলেজ খর্ব করা হচ্ছে। তারপর যে সে শনিবার কখনও কোন মিটিং হয়নি সেখানে এর মধ্যে শনিবার সিটিং রাখা হয়েছে, শনিবার করা যেতে পারে কিন্তু সেটা লাষ্টে করা যায়। প্রাইভেট মেম্বারস ডে-কাটছে, সেটা আমরা পাইনি, এই সমস্ত কারণে আমি বলছি এই রিপোর্ট বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে রেফার করা হোক এই এ্যামেণ্ডমেন্ট।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস কথা হচ্ছে যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে অপোজিশান এবং প্রত্যেক পার্টির থেকে একজন মেম্বার নেওয়া হয়। বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করেছি, সেখানে লীডার অব দি অপোজিশান—তিনিও মেম্বার ছিলেন, আমরা সকলে আলাপ আলোচনা করে সবার মধ্যে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে বাজেটের দিক থেকে বিচার করে, মেম্বারসদের যে রাইট অব প্রিভিলেজ আছে, সেই দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে আমরা একটা সর্বসম্মত এ্যাডভাইসরী কমিটিতে করেছি। এখন স্যার, আমি যতদূর বুঝি, আপনি সেটা হাউসে প্লেস করবেন, হাউসের কনসেন্ট নেবেন এবপর অন্য কারও যদি কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট থেকে থাকে, তাহলে বলুন এবং ভোটে যদি পাশ করিয়ে নিতে পারে। তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের কথা হচ্ছে আপনি হাউসের কনসেন্ট নেবেন, মেজরিটি যদি এটা স্বীকার করে নেন, তাহলে এটা পাশ হবে, আর যদি মেজরিটি পাশ না করেন তাহলে পাশ হবেনা স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় যে একটু মিসলেড করা হচ্ছে হাউসকে প্রাইভেট মেম্বারসদের জন্য তিন দিন রাখা হয়েছে, কাজেই এটা ঠিক নয় যে

প্রাইভেট মেম্বারস রেজলুশান ডিস্কাস করার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি কোন সময় রাখেনি, রি-এ্যারেনজমেন্ট করা হয়েছে, কেন রি-এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে? কারণ ভোট অন এ্যাকাউন্ট আমরা পাশ করেছি, এরপর এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা বাজেট পাশ করাতে না পারি তাহলে সমস্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশানে একটা ক্রাইসীস-এর মুখে পড়বে, সেইজন্যে আমাদের এটা করতে হয়েছে এবং আমাদের অপজিশানের যে মাননীয় নেতা, তিনিও এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং তিনিও সেটা মেনে নিয়েছেন এবং আমি মনে করি যে কেউ এর যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন যদি তিনি এ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে কোন অসুবিধায় ফেলতে না চান। আমি মনে করি এনটায়ার অপজিশান আমার সংগে একমত হবেন এবং এই যে এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, কিছুটা নিশ্চয়ই অসুবিধার কথা, কারণ শনিবার সিটিং করা আমি সমর্থন করি না বা ডগমেটিক ভাবে কিন্তু এটা অবস্থার মধ্যে পড়ে যেহেতু এটা করতে হয়েছে সেই জন্য আমি অনুরোধ করব লীডার অব দি অপজিশান এবং অন্যান্য মেম্বারদের যে এই এ্যারেঞ্জমেন্টএ একটু অসুবিধা থাকলেও আমাদের দিকে তাকিয়ে এটা আপনারা মেনে নিন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস: -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করবার ব্যাপারে আমরা রুল অনুসারেই সেটা গঠন করেছি। এর মধ্যে আমাদের কোয়ালিশানের পার্টনাররা আলাদা আলাদা ভাবে তাদের নির্বাচিত লোক দিয়েছেন, আমাদের নির্বাচিত লোক আছে এবং অপজিশানেরও নির্বাচিত লোক এর মধ্যে আছে। প্রত্যেকের চিন্তাধারা যাতে প্রতিফলিত হতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি মনে করি এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক দলের প্রতিনিধি এর মধ্যে আছে মোটামুটি ভাবে এবং প্রত্যেক দলের তরফ থেকে তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ সেখানে আছে। কাজেই সামগ্রিক ভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিগার্ডিং বিজনেস অব দি হাউস ডিউরিং দি সেশান, আমার মনে হয় সেটাই হাউসের মত কারণ বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে আজকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলি তাঁদের রিপ্রেজেন্টেটিভের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সমস্ত কিছু টেকিং ইন্টু এ্যাকাউন্ট তাঁরা এই বিজনেস স্থির করেছেন, অতএব এটা থেকে সরে যাওয়ার কোন কারণ নেই। আমি আশা করি যে কথাগুলো ওরা বলছেন এগুলি আগেই বিবেচিত হয়েছে, এখন এর থেকে সরে যাওয়ার কারণ নেই, এই বিজনেস পাশ হয়ে যাবে এটাই আমরা আশা করব।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগে থেকে কনভেনশানে দেখেছি যে অপজিশান থেকে তিনজন এবং পজিশান থেকে ৬ জন মেম্বার বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে নেওয়া হয়। কিন্তু এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে আমরা দেখছি যে আমাদের মাত্র দুইজন মেম্বার নেওয়া হয়েছে এবং পজিশানের আছে সাতজন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী:—স্পীকার এবং ডিপুটী স্পীকার আছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতাপস দে: — স্পীকার যেদিন থেকে স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন সেদিন থেকেই তিনি নির্দল।

মি: স্পীকার :— দিস ইজ নট এ পয়েন্ট টু ডিসকাস হিয়ার।

শ্রীতাপস দে :— আমাদের ডিসিভ্‌ড করা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার, লীডার অব দি অপজিশান ওয়জ প্রেজেন্ট ইন দি মিটিং সো ইট ক্যান নথ বি ডিসকাস্‌ড হিয়ার। ইউ ওয়ের রিপ্রেজেন্টেড বাই ইউর লীডার। অনারাবল লীডার অব দি অপজিশান এ্যাগ্রীড উইদ দি ডিসিশান অব দি বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি।

শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ :— আমাদের রাইট কার্টেল করা হয়েছে স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতাপস দে :— অপজিশানদের সুযোগ সুবিধা বেশী দেওয়ার কথা, এই যদি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নমুনা হয়—

মি: স্পীকার :— আপনি অপজিশান লীডারকে জিজ্ঞাসা করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে যখন আলোচনা হয়েছিল এ বিষয়ে তখন আমি সময়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেছি। কিন্তু অন্যান্য মেম্বাররা আমাকে বললেন যে এটা গভর্ণমেন্টের ডিসিশান, এটা আমরা নাড়তে পারিনা। তখন আমি বলেছিলাম যে গভর্ণমেন্টের ডিসিশান যদি আমরা নাড়তে না পারি তাহলে এই কমিটি করে কি লাভ, এই কমিটি করা একটা ফার্স, এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? মনোরঞ্জনবাবু বললেন যে শনিবার মিটিং করার কথা রুলসে আছে, কিন্তু রুলে আছে যে শেষের দিকে করতে পারে, কাজেই আমি সেখানে আপত্তি করেছি এবং আরও বলেছি যে গত ইমার্জেন্সী সেশানের আগে যে মিটিং হয়েছে সেখানে কত ঘন্টা দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত কাগজপত্র 'এর কথা আমরা বলেছি। ১৭ জন মেম্বার আমাদের উপস্থিত ছিল না, তাঁরা জেলে ছিল, ঐ সতের জন মেম্বার যদি আমরা এখানে এ্যাড করি তাহলে আমরা সময় কত ঘন্টা পাই। এটা বাজেট সেশান, এখানে ডিসকাশানের সুযোগ আমাদের মেম্বারদের দেওয়া উচিত এবং দেওয়া প্রয়োজন। তারপর তাঁরা বললেন এই বাজেট ২৭ তারিখের মধ্যে পাশ করতে হবে, তা না হলে অসুবিধা হবে, তখন আমি বললাম—

শ্রীসমর চৌধুরী :—এটা মাইনিউট সম্পর্কে বলা হচ্ছে স্যার—

শ্রীমনসুর আলী :— আমি কিসের উপর বলছি সেটাতো বলতে হবে। তাঁরা যখন বলেছিলেন যে ৩০ তারিখের মধ্যে গভর্ণরের সাইন হতে হবে তখন আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে আমাদের আরও দুইদিন সময় দেওয়া হোক, কারণ একদিনের মধ্যেই গভর্ণরের সই আনা যায়। আমরা ৬০ জন মেম্বারের রাইট তিন দিন আর গভর্ণরের একটা সই আনার জন্য লাগবে তিন দিন এটা হতে পারেনা, একথা আমি বলেছি। আরও বলেছি যে অন্ততঃ ২৯ তারিখ পর্যান্ত আমাদের সময় দেওয়া হোক, একদিনেই আপনারা গভর্ণরের সই আনতে পারবেন—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার। একটা কমিটির ডিটেল ডিসকাশান এ্যাসেম্বলীতে একজন মেম্বার আনতে পারেন কিনা আমি আপনার কাছে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— নো। মাইনিউটস অব দি প্রসিডিংস ক্যান নট বি ডিসকাজ্‌ড।

শ্রীতাপস দে :— গত হাউসে আনা হয়েছিল স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মিনিটস ইজ সিক্রেট।

শ্রীমনসুর আলী :— কেন স্যার ? আমি তো মিটিংএই এই কথা বলেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনারা যা বলেছেন এখন তা মিটিংএ বলেছিলেন তা ঠিক। কিন্তু সবশেষে এগ্রি করেছিলেন কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো সেটা আগেই বলেছি যে শেষ পর্যন্ত এগ্রি করেছি। কিন্তু বলার কারণটা কি ? আপনি যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর দিকে লক্ষ্য রেখে একটা বাজেট যাতে বানচাল না হয় সেটা দেখছি আজকে হাউসের মেম্বারদের রাইট কার্টেল করা হয়েছে কিনা সেটা বিচার্য বিষয় আপনার। আমি যদি দুইদিন হাউসের কাজ বাড়িয়ে দিই তাহলে গভর্ণরের সইটা কি একদিনের মধ্যে আনা যায় না ? আর একটা বলেছেন যে কমিটির মাইনুটস ডিসকাসনের মধ্যে আনা যায় না। অথচ তখনকার আমলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এত ধরণের ডিসকাশন সমর্থন করেছিলেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেটা তিনি মেনে নিয়েছেন সেই অনুযায়ী এটা এখানে এসেছে। এখন উনার সংগে কার কি আলাপ হয়েছে সেটা যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে লেট আস ষ্টার্ট ফ্রম দি বিগিনিং। আমার কথা হল সকলে যখন এটা মেনে নিয়েছেন তখন দিস ইজ ফাইন্যাল। বাজেটটা পাশ করানোর পরে সেটা চলে যাবে গভর্ণরের কাছে। আর বাকী তিন দিন আমরা রেখেছি প্রাইভেট মেম্বারদের ডিসকাসনের জন্য। অনেক সময় খারাপ আবহাওয়ার জন্য, গোলমালের জন্য আমরা তিন দিন সময় হাতে নিয়েই শেষ করতে চাই। কাজেই আশা করি মাননীয় সদস্য সেটা বুঝতে পেরেছেন।

শ্রীমধুসুদন দাস ঃ - মাননীয় স্পীকার, স্যার, অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই চাইছেন যে বাজেটের উপর আলোচনা হোক এবং এই জন্যই তিনি শনিবার দিন আলোচনা হোক চাইছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য হল যে যাতে কোন আলোচনা না হয়, বিরোধীপক্ষ যাতে সেই সুযোগ না পায়। কিন্তু আমাদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের হাতে। বাজেট ডিসকাশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মাত্র সময় পাচ্ছি ১০/১০ দিন। কাজেই ত্রিপুরার নাগরিক বাজেট সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মনে করি শনিবার দিন বাদ দিয়ে বাজেট আলোচনা করা হোক

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস — লীডার অব দি অপোজিশন বলছেন শনিবার দিন বাদ দেওয়া হোক। কাজেই একই কথার বারবার আলোচনা হওয়ার কি দরকার আছে স্যার ?

শ্রীমধুসুদন দাস :— আমার কোন বক্তব্যের উপর উনি পয়েন্ট অব অর্ডার এনে এই কথা বললেন স্যার। পয়েন্ট অব অর্ডার তখুনি আনতে পারেন যদি আমার কোন বক্তব্য আন-পার্লামেন্টারী হয়।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমি আপনার কাছে একটা সাজেশান রাখছি এই ব্যাপারে যে বিরোধী পক্ষের সকলের একটা সেনস আপনি পেয়েছেন যে আমরা এই ব্যাপারে খুশী নই। কাজেই একটা সাজেশান রাখছি আমাদের অপোজিশান লীডার এবং ট্রেজারী বেঞ্চের লীডার এবং আপনি একত্রে বসে এটাকে একটা রি-কনসিলিয়েশানে আনা যায় কিনা সেটা দেখবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যারা রয়েছেন আমরা এই কথা বলেছি যে এটা উচিত হবে না, আমরা সবসময়েই বিরোধী পক্ষকে অনেক বেশি সময় দেওয়ার পক্ষপাতী এবং যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন সেজন্যই আমরা আরও আগে মিটিং ডাকতে পারিনি এবং এবার আমাদের বাজেট পাশ করার জন্য যে নির্দ্ধারিত সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে বাজেট পাশ করতে হবে। যাই হোক, আমরা অনুরোধ করছি যাতে যে সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে আমরা সেটা পাশ করতে পারি সেই সহযোগিতা তাঁরা করবেন।

(Mr. Speaker then put the Motion of Shri U. R. Sen, Deputy Speaker that this House agrees with the allocation of time made by the Business Advisory Committee which was agreed to by the House)

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত বিধানসভার অধিবেশনে যে সমস্ত বিল এসেছিল সেগুলি পাশ হয়েছে কিনা? যদি পাশ না হয়ে থাকে তাহলে কোন অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পাশ হয়েছে কিনা?

মিঃ স্পীকার— সেটা আমার চেম্বারে যাবেন, তখন বুঝিয়ে দেব।

শ্রীমধুসুদন দাস— সেটার প্রশ্ন উঠে না। কেন চেম্বারে যাব?

Mr. Speaker— Next item of business is presentation of Budget Estimates for the year 1977-78. I would request the Hon'ble Finance Minister to make his Budget Speech and to present before the House the Budget Estimates for the year 1977-78.

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, আপনার বাজেট স্পীচ শেষ করতে কত সময় লাগবে। কারণ আমাদের রিসেসের আর মাত্র ১০ মিনিট বাকী আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস— স্যার, রিসেসের আগেই বাজেট স্পীচটা শেষ করে দিন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট পেশ করছি।

চূড়ান্ত বাজেট পেশ করা সাপেক্ষ গত মার্চ মাসে ১৯৭৭ ইং সনের এপ্রিল থেকে জুন পর্য্যন্ত এই তিন মাসের সরকারী ব্যয় মেটানোর জন্য 'ভোট অন একাউন্টস' উপস্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত বরাদ্দ বর্ত্তমান বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট পেশ করা হচ্ছে। কেন্দ্রে বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে বহির্বিষয়ক এবং আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেই সংগে সংবাদপত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সারা দেশ গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সংগে ত্রিপুরাতেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে।

সমগ্র দেশ যে আজ এক কঠোর আর্থিক অসুবিধার কবলে সেটাকে এই রাজ্যের বাজেট এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উপেক্ষা করতে পারে না। বিগত দুই বৎসরে পূর্বতন শাসকদল কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতিগুলো গোটা দেশকে আর্থিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টি ও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল করেছে। আর্থিক সংকটের চাপ সাধারণ মানুষের উপর বাড়িয়েছিল। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের কিছু সংখ্যক লোকের হাতেই জমি কেন্দ্রীভূত ছিল।

তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা এক কোটি অতিক্রম করেছে এবং গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা পাঁচ কোটিরও উপর। বিগত দুই বৎসরে করের চাপ ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যেমন কাপড়, কয়লা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বাজার মন্দা ছিল, ফলে শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যখন দেশের বাইরের ও ভেতরের সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন অর্থের যোগান মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তথাপি খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গত দশকে বা অনুরূপ সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিশ্চলতা ও মুদ্রাস্ফীতির সহাবস্থানের ফলে সব রকমের পরিকল্পনার প্রচেষ্টা বাধা বাধা পাচ্ছিল। মুদ্রাস্ফীতি রোধে বেশীরভাগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোই পরিশ্রমী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছিল, ফলে বর্দ্ধিত কর তাদের আর্থিক সঙ্কটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ত্রিপুরার মত অনগ্রসর রাজ্যের উপজাতি ও উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। এই সীমান্ত রাজ্যকে পাকিস্থানের সংঘর্ষের মুখোমুখী হতে হয়েছিল,—বিশেষ করে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ত্রিপুরাবাসীদের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত খরা ও বন্যা এই রাজ্যের মানুষের দুর্বল আর্থিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে রাজ্যের ৮০ শতাংশ কৃষকের দখলে মাত্র ২ একর অথবা কম জমি রয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ জমিই টিলা। মাত্র ১০ শতাংশ জমিতে সেঁচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিছু জমি বন্যা কবলিত ও অন্যগুলি খরা কবলিত। এ রাজ্যের বেশীর ভাগ কৃষক মাত্র ৬ মাসের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। রাজ্যে রেল যোগাযোগের অভাব ও অন্যান্য অসুবিধার দরুন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে

পারেনি। একটি পাটকল অবশ্য নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু কাগজের কলটি অনিশ্চয়তায় রয়েছে। ডুম্বুরের জল বিদ্যুৎ প্রকল্পটি রাজ্যের ভবিষ্যত প্রয়োজনের মাত্র আংশিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে। এমতাবস্থায় রাজ্যের কুটির শিল্পগুলোও ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ১ লক্ষ ২০ হাজার তাঁতীকেই বৎসরের প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই বেকার বসে থাকতে হচ্ছে। ভুল পরিকল্পনা ও সেগুলোর বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের দরুন জুমিয়া, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সামান্যতম অংশেরও উপকার সাধন করতে পারে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা আশ্চর্যের কিছুই না যে এখনো রাজ্যের ৫০,০০০ তালিকাভুক্ত শিক্ষিত বেকার রয়েছে সেই সঙ্গে গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাও প্রচুর যাদের ভাগ্যে বৎসরে ১৫০ দিনের কাজও জুটে না। অনুমান করা হচ্ছে এ রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষেই দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। ত্রিপুরা সম্বন্ধে যদি আমরা মূল বিষয়গুলো মনে রাখি তাহলে আধুনিক ও সুখী ত্রিপুরা গঠনের জন্য বাজেটের মূল লক্ষ্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়ক হবে।

লক্ষ্যগুলোর মধ্যে এইগুলি আমরা নিতে পারি

ক) প্রান্তিক ও দুস্থ কৃষকদেরে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করা।

খ) ভূমিহীন ও উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে জমি বন্টন ও সেই জমিতে চাষ করতে সাহায্য করা।

গ) বন্যা ও খরা কবলিত এলাকাগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে মুক্ত করা।

ঘ) গ্রামীণ কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের জন্য বিদ্যুতের সুযোগ সম্প্রসারিত করা।

ঙ) গ্রামীণ কুটির ও হস্ত শিল্পগুলোকে পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আংশিক গ্রামীণ বেকারদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চ) প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা ও অন্যান্য শিক্ষাসূচি সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যসূচী গ্রহণ এবং কৃষি ও বনজ ভিত্তিক শিল্প স্থাপন।

ছ) উপজাতি জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তথা রাজ্যের রবার, ফল, রেশম ও মৎস চাষের উন্নতির জন্য লক্ষ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

জ) গৃহীত প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের সময়ে তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা তা ছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা।

ঝ) কাগজ ও সুতার মিল প্রভৃতি স্থাপনের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক উদ্যোগ নেয়া এবং সাবরুম পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে সর্বপ্রকারের চেষ্টা।

ঞ) অল্প জমির মালিক ও দুর্বলতর শ্রেণীর লোকদের কর ও রাজস্ব আদায় থেকে রেহায় দেওয়ার চেষ্টা করা।

ট) সকল স্তর থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট বরাদ্দে উপরোক্ত বিষয়গুলো রূপায়ণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি কারণ এ বাজেট পূর্বতন সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে তৈরী আমরা আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলো প্ল্যানিং কমিশনের গোচরীভূত করছি

এবং প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন পেলে সময়মত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করা হবে। গ্রামসভা, পৌরসভা সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা সময় মত করা হবে।

৩। অভূতপূর্ব বৃষ্টি এবং ঝড়ের ফলে গ্রামীণ এলাকায় যে দু:খ-কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে তজ্জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ বিশেষ ভাবে দু:খিত ও বিচলিত। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মন্ত্রীসভা ঝড় ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প খাতে বরাদ্দের ৫৫·৫০ লক্ষ টাকা অগ্রিম খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং ঐ সকল কাজ আগামী ৩০শে জুলাইর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অনুমোদিত পরিকল্পনার মধ্যেই এই শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত এলাকার শ্রমিক কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতে রাজ্য পরিকল্পনায় এ জাতীয় উন্নয়নমুখী প্রকল্পের সংযোজনের বিষয়েও তাঁরা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

৪। (১) গত দু'বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্য চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এর একটা কারণ মনে হচ্ছে এই যে এ রাজ্যের মহালেখাকার পূর্বতন বৎসরগুলোতে খরচ করা অনেক টাকা রাজ্য সরকারের ইদানীংকার হিসাবে অংশীভূত করেছেন। গত ১১/১২/১৯৭৬ ইং বিধান সভায় উপস্থাপিত কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে গত ৩১/৩ ৭৫ ইং পর্যন্ত এ রাজ্যের মোট ঘাটতি ছিল ১৪৫৮ ১৮ লাখ টাকা। এ সমস্ত খরচের কিছু অংশ ত্রিপুরার মহালেখাকার ও রাজ্য সরকার পরীক্ষা করেছেন। বাকী অংশ এখনও পরীক্ষাধীন রয়েছে পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির পূর্বে রাজ্য সরকার যে সকল জিনিসপত্র কাজে লাগিয়েছে এবং যার দায়ভার মহালেখাকার পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের উপর চাপিয়েছেন তার দায়ভার রাজ্য সরকারে বর্তাবে না কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাবে তা খুঁটিয়ে দেখার জন্য অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করছে।

(২) মহালেখাকার কর্তৃক পূর্বতন বছরের অনেক টাকার দায়ভার পরবর্তী বছরে রাজ্য সরকারের উপর দেবার ফলে যে আর্থিক পার্বাস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা গত ১৪/১/৭৭ ইং তারিখে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ও প্ল্যানিং কমিশন আলাদা ভাবে দেখবেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রক কর্তৃক চাওয়া বিস্তৃত বিবরণও রাজ্য সরকার পাঠিয়েছে।

(৩) প্রচুর চেষ্টার পর ভারত সরকার দেয় টাকার ৯০ শতাংশ সাহায্য গ্র্যান্ট হিসাবে এবং ১০ শতাংশ ঋণ হিসাবে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বর্ষ হতে অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ হতে মঞ্জুর করেছিলেন। পূর্বে তার ছিল ৭০ শতাংশ ঋণ ও ৩০ শতাংশ গ্র্যান্ট। ১৪/১/৭৭ ইং তারিখে প্ল্যানিং কমিশনের সাথে আলোচনা কালে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় টাকার সংশোধিত হার ১৯৭৪-৭৫ এর আগে থেকে

চালু করার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে ছিল। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত হারের সুত্র কবে থেকে দেওয়া যেতে পারে তা খতিয়ে দেখা হবে রাজ্যের অর্থ দপ্তর এ ব্যাপারে পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ২১/১/৭২ ইং তারিখ থেকে সংশোধিত হার প্রয়োগের অনুরোধ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন।

(৪) পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির তারিখে অর্থাৎ ২১/১ ৭২ ইং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শাসিত সংস্থা থেকে মোট ২৮,৭৫ ৪৯,০০০ টাকা ঋণ ভার রাজ্য সরকারের উপর বর্তেছিল। বিভিন্ন রাজ্য সরকার অর্থ কমিশনের কাছে ঋণ ভার লাঘবের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু কমিশন শুধু ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি সংশোধন করেছিল যা রাজ্য সরকারের বেশী উপকার আসে নাই। ঋণ পরিশোধ এবং সুদ দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয় তাতে উন্নয়নমুলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে

(৫) ১৯৭২ সালের উত্তর পূর্বাঞ্চল পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট তারিখের সম্পদ এবং দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এর মধ্যে জি, পি, ফাণ্ডের জমা ২,৫১,৫৪,০৬৮ টাকাও ছিল--যার জন্য রাজ্য সরকার কোন টাকা পান না অথচ প্রতি বছরই এ বাবত রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হচ্ছে। এটাও রাজ্য সরকারের আর্থিক সংকটের একটি কারণ।

(৬) ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির দিন পর্যন্ত গোমতী হাইডেল প্রোজেক্টে বিনিয়োগরত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৮৭৮১ লক্ষ টাকা। এ টাকার পরিমাণ উপরোক্ত (৪) ধারায় টাকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থ দপ্তর ভারত সরকারের নিকট এ প্রশ্নটি তুলেছেন যে যেহেতু আইনানুযায়ী উক্ত অর্থে অর্জিত সম্পদ রাজ্য সরকারেরই সম্পদ, তাই ওই টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে ঋণ হিসাবে গৃহীত হবার কারণ নেই।

৫। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের বিশেষতঃ গ্রামীণ এবং পাহাড়ী এলাকার লোকদের নিকট সহজে ঋণের টাকা পৌছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করা হয়। আগরতলায় এ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আর চারটি শাখা অফিস রয়েছে আগরতলা, জোলাইবাড়ী, বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড়ে। তাছাড়া ১৯৭৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর কাঞ্চনপুরে আর একটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। উক্ত ব্যাঙ্কে নিয়োজিত মুলধনের মধ্যে ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শতকরা হার ক্রমানুয়ে ৩৫ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ। বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে আরো ২০টি শাখা খোলার প্রস্তাব রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আভ্যন্তরীণ এবং পাহাড়ী এলাকায় এ শাখাগুলো খোলা হলে উক্ত এলাকার দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা স্বল্প সুদে ঋণ পাবেন।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এর সভাপতিদের সভায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এর সুদের হার কমানোর বিষয়টি আলোচিত হয়। অর্থ দপ্তর এ বিষয়টি দেখছেন।

উপযুক্ত তথ্য পর্যবেক্ষণের পর রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত স্থানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খোলার ব্যাপারটিও অর্থ দপ্তর দেখছেন।

৬। ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী বিশেষতঃ অনুন্নত এলাকায় ব্যাঙ্কের কাজ সম্প্রসারণের বিষয়ে একটি নিরীক্ষা চালিয়ে উপযুক্ত সুপারিশ দেবার জন্য মনুভাই শাহের নেতৃত্বে একটা কমিশন গঠিত হয়। রাজ্য সরকার কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করেন। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উক্ত কমিশনের আলোচনা হওয়ার পূর্বেই চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন। আলোচনা-কালের সম্ভাব্য বিষয়গুলো ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাঙ্ক দপ্তরের নিকট পেশ করা হয়েছে।

৭। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্যাঙ্কের ঋণদানের সমস্যা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ বসানো হয়। এ রাজ্য থেকে রাজ্যের অর্থ সচিব উক্ত গ্রুপে প্রতিনিধিত্ব করেন। উক্ত গ্রুপ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৮। বর্ত্তমানে দেশে যে পরোক্ষ কর ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্য্যালোচনা করে সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ভারত সরকার শ্রীএল, কে, ঝা'র নেতৃত্বে একটা পরোক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটী গঠন করেন। কমিটী যে সকল তথ্যাদি চেয়েছিলেন রাজ্য সরকার সেগুলো যথাসময়ে পরিবেশন করেন।

৯। সপ্তম অর্থ কমিশন গঠনের কথা সম্ভবতঃ শীঘ্র ঘোষণা করা হবে। রাজ্য সরকারকে এ রাজ্যের সামগ্রিক তথ্য সম্বলিত এমন একটা স্মারকলিপি কমিশনের নিকট পরিবেশন করতে হবে যার ফলে আগামী কয়েক বছরের জন্য রাজ্য সরকার এ অনগ্রসর রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচুর পরিমাণ দান, অনুদান পেতে পারেন।

১০। একাউন্টেন্ট জেনারেলের নিকট থেকে এন্টাইটেলমেন্ট ওয়ার্কের (অনুমতি, বেতন ও ভাতা দান, ছুটীর বেতন, পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জি, পি, ফাণ্ডের হিসাব ইত্যাদি) দায়িত্বগুলো নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বলেছেন। ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল, ১লা জুলাই এবং ১লা অক্টোবর তিনটি ধাপে ভারত সরকারের প্রত্যেকটী মন্ত্রণালয়ে অডিট থেকে হিসাবকে পৃথক করে রাখার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এ রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টী বিবেচনাধীন রয়েছে।

১১। কৈলাসহরের জেলা ট্রেজারী এবং খোয়াই কমলপুর, অমরপুর, বিলোনীয়া, সাবরুম এবং সোনামুড়াস্থিত ছয়টী সাব ট্রেজারীকে এতদিন আর্থিক লেনদেনও করতে হত। আর্থিক লেনদেনের দায়িত্বভার রাজ্য সরকার ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন।

১২। ভারত সরকার জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাজ্যের পেনসনভোগীদের পেনসন প্রদানের জন্য একটা প্রকল্পের কথা প্রচার করেছেন। ভারত সরকারের ইচ্ছানুযায়ী একাউন্টেন জেনারেলের সাথে আলোচনাক্রমে রাজ্য পর্য্যায়ে একটা প্রকল্প রচনা করা হয়েছে এবং ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩। আসাম ফিনান্সিয়েল কর্পোরেশন, যাতে রাজ্য সরকারের শেয়ার রয়েছে—আগরতলায় একটা শাখা অফিস খুলেছে। এখানে কর্পোরেশনের শাখা অফিস খোলার ফলে আশা করা যাচ্ছে যে কর্পোরেশনের পক্ষে এ রাজ্যে বেশী অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

১৪। আভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান কর্ম্মসূচীতে স্বল্প সঞ্চয়ের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে যে টাকা সংগৃহীত হবে তার দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে। তাছাড়া এ প্রকল্প জনগণের আর্থিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করণের মাধ্যমে তাদেরকে মিতব্যয়ী এবং স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। শুধু মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য নয়, রাজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য প্রার্থীত অর্থ ঋণ হিসাবে পাওয়ার জন্যও রাজ্য সরকার স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

১৫। সরকার রাজ্য লটারী পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২৭শে মার্চ প্রথম খেলা হয়েছে। দ্বিতীয় খেলা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ই জুলাই, ১৯৭৭ ইং।

১৬। রাজ্য সরকার মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংস্থা এবং কর্পোরেশনকে পরিশোধযোগ্য ঋণ দেন। কিন্তু এ সকল ঋণের টাকা সব সময় সন্তোষজনকভাবে পরিশোধ করা হয় না। এরফলে শুধু ভবিষ্যতের জন্য ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি হয় না, রাজ্যের আর্থিক সম্পদের উপরও চাপ সৃষ্টি হয়। এ সকল ঋণের টাকা আদায়ের জন্য উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে অর্থ সচিবকে সভাপতি করে সরকার একটা কমিটী গঠন করেছিলেন। যে সকল সংস্থা, কর্পোরেশন এবং সমিতি সরকার থেকে পরিশোধযোগ্য ঋণ নিতে চান সরকার তাদেরকে নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য বলেছেন যাতে করে সরকার বিনা অসুবিধায় ঋণদান কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে পারেন।

১। আমি এখন রাজ্যের স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করব। এসকল কর্পোরেশন এবং প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ নেয়া হচ্ছে।

১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

১৮। ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ হলো

১৭৭৮,০০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ—

লাখের অংক

ক্রমিক নং	উন্নয়ন খাত	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৬-৭৭	সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৬-৭৭	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৭-৭৮
১		৩	৪	৫
১	কৃষি	৫৯.০০	৫৮.৯৭	৯৯.০০
২।	বাজার উন্নয়ন (রাজস্ব)	৫.০০	৫.০০	৪.০০
৩।	ভূমি সংস্কার	২২.০০	১৮.০০	২২.০
৪।	ক্ষুদ্র সেচ —			
	(ক) কৃষি	১৮.০০	১৮.০০	১৯.০০
	(খ) পূর্ত বিভাগ	২৭.০০	৩৫.৭৫	
৫।	(১) ভূমি সংরক্ষণ ও কৃষি এলাকা উন্নয়ন	৩৪.০০	৩৪.০০	৪২.০০
	(২) ভূমি সংরক্ষণ (বনায়ন)	৩১.০০	৩০.২৫	১৮.০০
৬।	খাদ্য	৫.০	১.৫৬	১০.০০
৭।	পশু পালন	৩২.০০	৩১.৫৩	৬৪.০
৮।	দুগ্ধ উন্নয়ন	৩৫.০০	২৮.৪০	২১.০০
৯।	মৎস্য চাষ	১৯.০০	১৮.৩৫	২২.০০
১০।	বন	৮০.০০	৭৭.০০	৯৪.০০
১১	কৃষি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ	৫.০০	-	৮.০০
১২	সমষ্টি উন্নয়ন (পঞ্চায়েৎ)	৭.০০	৫.০	৮.০০
১৩।	সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি	৭.০০	৮.৭১	৭.০০
১৪।	গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি			
	(১) সমষ্টি উন্নয়ন	১.৭৫		১.০০
	(২) কৃষি	০.৭৫	০.৩০	১.০০
	(৩) শিক্ষা	০.৫০		১.০০
	মোট প্রস্তাবাংশ— কৃষি ও সমজাতীয় বিষয়	৩৮৯.০০	৩৭৪.৮২	৫২৮.০০
১।	সমবায়	৩০.০০	৩১.৯৯	৩৩.০০
	মোট — সমবায়	৩০.০০	৩১.৯৯	৩৩.০০

১	২	৩	৪	৫
১।	সেচ প্রকল্প ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	২৯ ০০	৪৭ ০০	৩৬.০০
২।	বিদ্যুৎ প্রকল্প	৩৬৪ ০০	৩৬৪ ২১	৩৬০.০০
	মোট—৩ জল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন	৩৯৩ ০০	৪১১ ২১	৯৮ ০০
১।	শিল্প	৯২ ০০	৯১ ৫০	৪ ০০
২।	ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প	৫৪ ০০	৪৮.২৩	৫৭ ০০
৩।	খনি ও আবহাওয়া সংক্রান্ত	১ ৫০	০ ৮০	০.৫০
	মোট—৪ শিল্প ও খনি	১৪৭ ৫০	১৪০ ৫৩	৬১ ৪০
১।	রাস্তা ও পুল	১৮৫ ০০	১৯০ ০০	২০০
৩।	যোগাযোগ ও পরিবহন	২৫ ০০	২১.৮১	৩০ ০০
৬	পর্যটন	৯.৫০	১ ০০	৫.০০
	মোট—৫ পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯৯.৫০	২১২ ৮১	২৩৫.০০
১।	সাধারণ শিক্ষা	৬৬ ৭০	৬৯ ৪৬	৩৮ ৭৫
।	কারিগরী শিক্ষা	৮ ০০		৮ ০০
৩।	কলা ও সংস্কৃতি	৪ ০০	২ ৪৯	৫ ৫০
।	স্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা)	৫৫.০০	৫৩ ০০	৭৮ ০০
৫।	পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহ			
	১) শহর (পৌর)	০০	৫ ০০	১৬ ০০
	২) শহর (পূর্ত বিভাগ)	৭ ০০	১২ ৯৮	১৪ ০০
	৩) গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন (আর, ডব্লু, এস)	৩৫ ০০	২০ ০০	৩০ ০০
৬।	গৃহ নির্মাণ:—			
	১) সরকারী কর্মীদের ঋণ	১০ ০০	১০ ৪৫	৮ ০০
	২) মধ্য আয়াদের গৃহ নির্মাণ	১.৬০	১.১২	
	৩) স্বল্প আয়ীদের গৃহ নির্ম্মাণ	৩ ৯৩	৪ ৪১	১৩.০০
	৪) সাধারণ প্রশাসন ও দালান বাড়ী সম্প্রসারণ	১৬ ০০	৩৬ ৪৩	৫০ ০০
	৫) পুলিশদের গৃহ নির্ম্মান	৩ ০০		

১	২	৩	৪	৫
	৬) গ্রামীণ গৃহ নির্ম্মান	১.৫০	১.১৩	৩.০০
	৭) ভর্ত্তুকী দিয়ে শিল্প শ্রমিক-দের আবাস তৈরী	০.৫৫	০.৫৫	৭.৬২
	৮) গৃহ সংখ্যায়ন বিভাগ	০.১৭	০.১৮	০.১৮
	৯) আদর্শ কলোনী নির্ম্মাণ	২.২৫	২.২৫	১.২
	১০) বাড়ীর জায়গা (এম, এন প)	৩.০০	৩.০০	৪.০০
৭।	শহর উন্নয়ন :—			
	১) স্থানীয় সংস্থা (পৌর)	৬ ০০	৬.০০	৬ ৫০
	২) শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা	১.৮০	০.৮৫	১.০০
	৩) বস্তি উন্নয়ন	৭.০০	৩ ০০	২.৫০
	৪) ঘোষিত এলাকা গঠন	২.০০		০০০
৮।	তথ্য ও প্রচার	৩ ৭৫	৫.৮০	৬ ৫০
৯।	শ্রমিক উন্নয়ন			
	১) কর্মবিনিয়োগ	০.২০	০ ২৫	০ ৫
	২) শ্রম ও প্রশাসন	০.৩০	৩০	০.২৫
	৩) কারিগরী প্রশিক্ষণ (শিল্প)	২ ২৭	২.১১	২ ৭৫
	৪) শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষণ	০.৪০	০ ৪০	০.৭৫
১০।	১) তপশিলী উপজাতি, তপশিলী ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী উন্নয়ন	৫০.০০	৫ ২৭	৫৫.০০
	২) সমাজ কল্যাণ	২.৪০	৭.০৯	২.৫০
	৩) পুষ্টি	৬.০০	৫.০০	১১.০০
	মোট -৬ সমাজ ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯৮ ০০	৩০২.০৯	৪১৭.২৫

ক)

১) রাজ্য পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বোর্ড	০.৮৫	১.৩৮	০.৬০
২) মূল্যায়ন সংস্থা	০.১৫	০.৪৪	০.২০
মোট—	১.০০	১.৮২	০.৮০

খ) অন্যান্য অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা

১	২	৩	৪	৫
	১) পরিসংখ্যান	২.০০	১.৫০	২.০০
	২) ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ	১.00	০.৭৭	১.৪৫
	মোট—(খ)	৩.০০	২.২৭	৩.৪৫
মোট—৭ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা		৪.00	৪.০৯	৪.২৫
সাধারণ কাজ				
	১) মুদ্রনালয়	৩.০০	১. ০	৩.০০
মোট—৮ সাধারণ কাজ		৩.০০	১.০০	৩.00
সর্ব্ব মোট :—		১৪৫৬ 00	১৩৭৮.৪২	১৫৭৮.০০

গত ১৯৭৬-৭৭ সালের আর্থিক বৎসরের বাজেটে পরিকল্পনা বরাদ্দের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল মোট ১৪৫৬.০০ লক্ষ টাকা। ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে পরিকল্পনা সাহায্য হিসাবে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে অগ্রিম ১১১.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। ঐ বছরের রাজ্য বন্যা জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের মোট পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :—

(১)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ	— ৪0.00 লক্ষ
(২)	কাঠের পল অপসারণ	— ৫0.00 লক্ষ
(৩)	বিশেষ নমুনা কর্ম্মসূচ	— ৬.00 লক্ষ
(৪)	ক্ষুদ্র সেচ	— ১৫ ০.০ লক্ষ
	মোট	১১১.00 লক্ষ

এর মধ্যে রাজ্য সরকার মাত্র ৫১ লক্ষ খরচ করতে পারেন ও ষাট লক্ষ টাকা থেকে যায়। ঐ ষাট লাখ টাকা ১৯৭৭-৭৮ সালে খরচ করা হবে। ফলে ১৯৭৭-৭৮ সালের পরিকল্পনা বরাদ্দ দাঁড়াবে ১৬.৩৮ লাখ টাকায়।

১১। উপরোক্ত রাজ্য পরিকল্পনার বাইরে এন, ই, সি স্কীম, এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর বিনিয়োগ নিম্নরূপ ঃ—

		(লক্ষ টাকায়) ১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
এন, ই, সি, স্কীম		১২৭.২২	১৬৪.০২
কেন্দ্র পরিচালিত প্রকল্প	প্ল্যান—	২৮৫.৪২	৩৭০.৩০
	নন-প্ল্যান—	৫০.৮0	২০.৫২

২০। স্বীকার করতে হচ্ছে যে রাজ্য সরকার, রাজ্য পরিকল্পনা, কেন্দ্র পরিচালিত প্রকল্প এবং এন, ই, সি, প্রকল্প খাতে ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বছরে ১,০৩,৫২,০০০ টাকা খরচ করতে পারেন নি। নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো :—

রাজ্য পরিকল্পনা প্রকল্প—	৩৫,৫৬,০০০ টাকা
কেন্দ্রীয় উদ্যোগের প্রকল্প—	৬০,৮৫,000 টাকা
এন, ই, সি, প্রকল্প—	৭ ১১ ০০০ টাকা
মোট—	১,০৩,৫২,০০০

উপরে ১৮ নম্বর প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত ভারত সরকারের নিকট থেকে পরিকল্পনার সাহায্যার্থে অগ্রীম প্রাপ্ত ৬০,০০ লক্ষ টাকার ব্যবহার ব্যাতিরেকেই উপরের হিসাব দেয়া হয়েছে।

অনগ্রসর বাংলার পক্ষে এটি একটি দুঃখজনক ব্যাপার। ভবিষ্যতে যাতে রাজ্য প্রকল্প, কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রকল্প এবং এন, ই, সি, পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পরোপুরি ব্যয়িত হয় তজ্জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

২১। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন দপ্তরে নিম্নোক্ত নতুন প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :—

ক) নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনানুযায়ী বীজ পরীক্ষা গবেষণাগার স্থাপন।

খ) ১৯৭৬ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আলোচনার ভিত্তিতে গ্রাম, শিল্প এলাকা এবং উন্মুক্ত জায়গায় বনায়নের জন্য সামাজিক বনায়ন প্রকল্প।

গ) গ্রামীন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য দেয় ঋণের টাকার সুদের হার পার্থক্য এবং নতুন ভর্তুকী প্রকল্প।

ঘ) হস্তচালিত তাঁত শিল্প খাতে সমবায়ের জন্য প্রান্তিক অর্থ বরাদ্দ, উপযুক্ত তাঁত শিল্পীদের জন্য কারখানা নির্মাণার্থে পুরো টাকা মঞ্জুর, তাঁত শিল্পীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং সুদের হার ভর্তুকী প্রদান।

২২। এবারের বাজেটের হিসেবে কন্সলিডেটেড ফাণ্ডে ৪,৭৫,৬৮,০০ টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে। পাবলিক একাউন্ট ফাণ্ডে উদ্বৃত্ত টাকার মধ্য থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণে ব্যয়িত হবে। ফলে নীট ঘাটতির পরিমাণ হবে ৬,১৬,৫৮,000 টাকা।

ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রস্তাব রাখা হয় নি। রাজ্য পর্যায়ে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা আদৌ নেই, অভূতপূর্ব বৃষ্টি ইত্যাদির ফলে যে দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান আইন কানুন পরিবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি, ভারত সরকারের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়, সরকারী খরচ কমানো প্রভৃতি বিষয়গুলো সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

২৩। অর্থ দপ্তরের যে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী এ বাজেট তৈরী করেছেন এবং সরকারী মুদ্রণালয়ের যে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী এ বিশালায়তন বাজেটের দলিলাদি মুদ্রণের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং অন্যান্য দপ্তরের যে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী ভালভাবে প্রস্তাবাদি প্রেরণ করেছেন ও প্রকল্পগুলো রূপায়িত করেছেন আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

এই বক্তব্য রেখে আমার বাজেট স্পীচ এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Members are requested to submit Cut Motion, if any, on: the demands of the Budget Estimates within 20th June '77 by 4 P.M

Members are also requested to collect their copies of the Budget Estimates, Budget Speech and other papers relating to Budget. from 'Notice, Office".

The HOUSE stands adjourned till 11 A. M. of Friday, the 17th June, 1977.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 4

By—Shri Jitendra Lal Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় আলু সংরক্ষণের জন্য বগাফা ব্লক এরিয়ায় একখানা হিম ঘর (কোল্ড ষ্টোরেজ) চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সময়ে সরকারের আছে কি না ?

২। থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 25.

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Minister in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের জন্য কোন বাস্তব প্রয়াশ নেওয়া হবে কি ?

২। নেওয়া হলে, কবে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Annexure—'A'

Starred Question No. 70.

By—Shri Radha Raman Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নাগরিক রক্ষা আইন, ১৯৫৫ যথাযথভাবে প্রয়োগে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য বিভিন্ন স্তরে কমিটি করার নির্দেশানুসারে ত্রিপুরায় কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত স্তরে এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য কমিটি গঠন করার বিধান নাগরিক রক্ষা আইনের ১৫ (ক) (৪) উপধারায় সংস্থান আছে। ত্রিপুরাতে এইরূপ কোন কমিটি করা হয় নাই। বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 77

By—Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Service Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৮৭৫ ইং জুন মাসে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারীকে অবসর গ্রহণের বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল ?,

২। হাঁ। হইলে ঐ সকল কর্মচারীদের নাম ও পদ এবং তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর নাম, পদ এবং দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

বাধ্যতা মূলক অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর নাম, পদ এবং
দপ্তর ভিত্তিক হিসাবের তালিকা—

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	কর্মচারীর নাম ও পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১।	ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন সাউথ।	শ্রীসুশীল বিশ্বাস সারকেল অফিসার উদয়পুর (ক্লাশ-II গেজেটেড	
২।	,,	শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার অতিরিক্ত তহশীলদার (ক্লাশ-III)	

৩	,,	শ্রীঅশ্বিনী মহাজন তহশিলদার (ক্লাশ-III)
৪।	,,	শ্রীসুকেন্দু চক্রবর্তী রিলিফ সুপারভাইজার (ক্লাশ-III)
৫।	,,	শ্রীফনীভুষণ দেববর্মা সার্ভেয়র (ক্লাশ-III)
৬।	,,	শ্রীসুশীল কুমার রায় তহশীলদার (ক্লাশ-III)
৭।	ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন নর্থ	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার কর্মকার তহশীলদার (ক্লাশ-III)
৮।	পুলিশ অরগেনাইজেশন	শ্রীএস কে রায় চৌধুরী ডিপুটি এস পি. (ক্লাশ-II গেজেটেড)
৯।	,,	শ্রীরাধামোহন সিংহ এস, আই, অপ পুলিশ (ক্লাশ-III)
১০।	,,	শ্রীহেমেন্দ্র দেব রায় এস, আই, অপ পুলিশ (ক্লাশ-III)
১১।	,,	শ্রীনীলকান্ত দেবনাথ এ, এস, আই, অপ পুলিশ (ক্লাশ-III)
১২।	,,	শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী এ, এস, অ ই, অব পুলিশ (ক্লাশ-III)
১৩।	,,	শ্রীঅনিল চক্রবর্তী এ, এস, আই, অপ পুলিশ (ক্লাশ-III)
১৪।	,,	শ্রীবিপিন দেববর্মা কনসষ্টেবল (ক্লাশ-III)
১৫।	,,	শ্রীআবু মিয়া কনসষ্টেবল (ক্লাশ-III)

১৬।	পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট	শ্রীজগৎজিৎ রাই এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার (ক্লাশ-II গেজেটেড)
১৭।	,,	শ্রীঅনঙ্গ কুমার রায় সার্ভেয়র (ক্লাশ-III)
১৮।	,,	শ্রীদিলীপ কুমার দত্ত মজুমদার অফিস সুপারিণ্টেডেন্ট (ক্লাশ-III)
১৯।	,,	শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী এল, ডি, ক্লার্ক (ক্লাশ-III)
২০।	সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেন্ট	শ্রীনলিনী ভূষণ গুপ্ত বেঞ্চ ক্লার্ক (ক্লাশ-III)
২১।	এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট	শ্রী এ, কে, ভট্টাচার্য প্রিন্সিপাল, এম, বি, বি, কলেজ (ক্লাশ-I গেজেটেড)
২২।	,,	শ্রী পি, কে, রায়, প্রিন্সিপাল, বেসিক ট্রেনিং কলেজ, পানীসাগর, (ক্লাশ II গেজেটেড)
২৩।	,,	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র লস্কর, হেড, ডি, ক্লার্ক (ক্লাশ-III)
২৪।	সেক্রেটারীয়েট এডমিনিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট	শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার এল, ডি, এসিষ্টেন্ট (ক্লাশ-III)
২৫।	,,	শ্রীচিন্তাহরণ দে গেসটেনার অপারেটর (ক্লাশ-III)

STARRED QUESTION NO. 88

By Shri Monoranjan Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে ঘাটতির পরিমাণ কি এবং বাহির থেকে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হবে ?

২) বিগত বর্ষে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) বর্তমান বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে ঘাটতির পরিমাণ আনুমানিক ২৯,০০০ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে ২১,০০০ মেট্রিক টন চাউল ও ৮,০০০ মেট্রিক টন গম।

২। বিগতবর্ষে বাহির হইতে আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

চাউল—১২,১৮১ মেট্রিক টন।

গম — ৫,৭৯২ মেট্রিক টন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly at met in the Assembly House, Agartala (Ujjayanta Palace), on Friday, the 17th June, 1977 at 11-00 A. M.

PRESENT.

Mr. Speaker (The Hon'ble Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, — Ministers, — Ministers of State — Deputy Minister, —Deputy Speaker and — Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concereied. Shri Jitendralal Das & Shri Chandrasekhar Dutta.

Shri Jitendralal Das }
Shri Chandrasekhar Dutta } Starred Question No. 1
Shri Nripen Chakraborty- Starred Question No. 1

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সময়ে সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে ?

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। না, মহাশয়।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। ত্রিপুরা পে কমিশনের সুপারিশ বিবেচনার পর, সরকারী কর্মচারীদের বেতন ক্রম ১-৩-৭৪ ইংরাজী তারিখ হইতে পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে এবং মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব নীতি স্থির করিয়াছেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা ও বেতন দেবার আর্থিক ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের নেই।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে কেন্দ্রীয় হারে ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়ার ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের নেই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার বাড়তি বাজেট বরাদ্দ চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব করেছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান বাজেট তৈরী হয়েছে বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছি যে সেটা আগেকার মন্ত্রী সভার আমলে তৈরী বাজেট। তা সত্বেও আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কিছু আলোচনা করেছি এবং তারাও জানান যে তাদের আর্থিক সংগতি না থাকার দরুন এই ডিয়ারনেস এলাউন্স দেবার উপায় নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি স্বীকার করছি যে একই কাজের জন্য—একই জায়গায় কাজ করছেন এই রকম সরকারী কর্মচারীদের একই রকম বেতন এবং ভাতা হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আমাদের ত্রিপুরার সরকারের আর্থিক সংগতি নেই সেজন্যই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে ৭ম ফিনান্স কমিশান যখন গঠন করা হবে তখন এই প্রশ্ন আমরা তাদের সামনে রাখব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি অবগত আছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতার ডিফারেন্স কত ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুব বেশী— আমি বেতন হারের কথা বলতে পারছি না তবে ভাতার জন্য আরও ৬ কোটি টাকার উপর দিতে হবে বছরে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে নূতন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই— তারা ১৯৭২ সাল পর্যান্ত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পেয়ে আসছিল—কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের যখন যে হারে মহার্ঘ ভাতা সেংশান হত ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীরাও সেদিন থেকে এটা পেত। এটা একসেপ্টেড পলিসি— পরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এখন কি আমরা আশা করব যে এটা নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছেন যে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া উচিত এবং আর্থিক সংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোথাও চেষ্টা করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা লক্ষ্য করেছি কোন কোন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার—তাদের কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেওয়ার জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন। কাজেই কোন কারণ নেই যে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই দাবী উপস্থিত করবেন না। এবং সেজন্য তাদের সাথে কিছুটা আলাপ আলোচনা আমরা করেছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানবেন কি সেই আলাপ আলোচনার ফল কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি অর্থ মন্ত্রী তিনি জানিয়েছেন এটা দেওয়ার মত আর্থিক সংগতি তাদেরও নেই।

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ছে তা থেকে যাতে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য সরকারী কর্মচারীদের ডি, এ বৃদ্ধি করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের পে কমিশানের সুপারিশ অনুসারে তাদের আরও ২টা ডি, এ, পাওনা আছে এবং তাহা আমরা দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি।

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা তারা কবে পর্যান্ত পাওয়ার আশা করতে পারে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শীঘ্রই আশা করতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই নির্দিষ্টভাবে সুপারিশ করে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানান হয়েছে কি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নেই —কিন্তু ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়া উচিত এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কনভিনসড হয়েছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে বিষয়টি ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করছেন এবং নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার এবং ৭ম ফিনান্স কমিশানের কাছে বিষয়টি রাখবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের যতগুলি স্লেপে ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়া হয়েছিল তার সবগুলিই ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল—যখনই তারা পেয়েছে তখনই এখানে তাদের সেটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা একসেপ্টেড যে '৭২ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিয়ারনেস এলাউন্স পেয়েছে এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়ে টাকাও দিয়ে আসছিলেন। তাহলে এর পরে এখন নূতন ভাবে টাকা না দেওয়ার প্রশ্ন উঠে কি না ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত এখানে কোন রাজ্য সরকার ছিল না—এখানে ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল। আর্থিক সম্যক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। এখন এখানে একটা রাজ্য সরকার গঠিত হয়েছে কাজেই তাদেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রী সভাগুলির সিদ্ধান্তেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আমরা চেষ্টা করছি এই ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন যে ১৯৭২ সালে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন ছিল, এখানে বর্তমানে রাজ্য সরকার হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা বলতে চান যে এখানে ষ্টেটহুড হওয়াতে ক্ষতি হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৯৭২ সালে এখানে রাজ্য সরকার ছিল না কিন্তু এখানে ছিল এবং এই রাজ্য সরকার আগে ১৯৭১, '৭২ সালে কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আই মুভ ইট ইনট্ কারেকশন, আমি ঠিক তথ্য পরে দিতে পারবে না। কারণ এখন আমার কাছে সঠিক তথ্যটা নেই যে কোন তারিখ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হারে দেওয়া হয়েছিল এবং কোন তারিখে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০ পাব্লিক রিলেশন এ্যাণ্ড টোরিজম ডিপার্টমেন্ট।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৬ এ এ, আই, সি, সি, অধিবেশন উপলক্ষে আসামের গৌহাটিতে যে প্রদর্শনী হয় তাতে ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন দপ্তর অংশ গ্রহণ করেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা সরকারের নিম্ন লিখিত দপ্তরগুলি যোগদান করেছে।

কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শিল্প বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ পূর্ত্ত বিভাগ পর্য্যটন দপ্তর, জনসংযোগ বিভাগ ইত্যাদি।

প্রশ্ন

২) ঐ বাবদ ত্রিপুরা সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

২) মোট খরচ হয়েছে, ১,৯৬,১৭০ টাকা। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব শিক্ষা বিভাগ—২৫,০০০ টাকা, কৃষি বিভাগ—৩০,০০০ টাকা, শিল্প বিভাগ—৮০ ০০০ টাকা, স্বাস্থ্য বিভাগ—১,১৭০ টাকা।

প্রশ্ন

৩) ঐ সব খরচ অর্থ দপ্তর কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি না ?

উত্তর

৩) হ্যাঁ।

শ্রীসমর চৌধুরী— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই খরচের আদেশ কে দিয়েছিল? ফাইনেন্স মিনিষ্টার, না ফাইনেন্স সেক্রেটারী, না মুখ্যমন্ত্রী?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—গভর্ণমেণ্ট।

শ্রীসমর চৌরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে কি কোন খরচ দেখানো হয় নাই?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের কোন খরচ নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গৌহাটিতে যাতায়াতের জন্য যে খরচ হয়েছে তাতে পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের কি কোন খরচ হয় নই?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, এ ও ডি, এ'র ব্যাপারটা আলাদা একটা হেড থেকে যায়। এটা প্রদর্শনী খাতে নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টি, এ, ও ডি, এ'র বাবতে কত টাকা খরচ হয়েছে? দপ্তর ভিত্তিক।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মূল প্রশ্নের সংগে এটা আসে না। কাজেই এটার জন্য আলাদা নোটিস পেলে সেই ভাবে বলতে পারবো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, এখানে সাপ্লিমেণ্টারী মনে হয় থাকা উচিত যে ১৯৭৬ সালে গৌহাটিতে যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অনেকেই অংশ গ্রহন করেছেন। কাজেই সেই প্রদর্শনীতে যাওয়া আসা বাবত যে খরচ হয়েছে সেই ডি, এ, এবং টি, এ, সেটার আলাদা ব্রেক আপটা আমরা চেয়েছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এ ব্যাপারে তারা আলাদা নোটিশ দিলে আমরা বলতে পারবো।

শ্রীতাপস দে—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় যেটা বললেন প্রশ্নে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা চাওয়া হয়েছে এবং সেটার মধ্যে প্রদর্শনী খাতে কত খরচ হয়েছে এবং যাতায়াতের জন্য কত খরচ হয়েছে এই সবটাই থাকবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নোটিশ চয়েছেন।

শ্রীতাপস দে—কিন্তু এটা নোটিশের আওতায় পরে কি না সেটা হলো কথা।

মিঃ স্পীকার :— উনি এই বিষয়ে নোটিশ চেয়েছেন।

শ্রীতাপস দে :— যেখানে কোয়েশ্চানটা ক্লীয়ার সেখানে উনি নোটিশ চাইতে পারেন কি না সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কেন এই দপ্তরগুলি সেখানে গিয়েছিল?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রদর্শনীতে আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিয়ন টেরিটরি সহ ৮টা রাজ্য ওখানে পার্টিসিপেট করেছিল। এটা একটা জনসংযোগ এবং মিউচিয়াল আণ্ডারষ্টেণ্ডিং এর মাধ্যমেও বটে। এই যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছিল। এটা এই রকম পৃথিবীর ছোট বড় প্রত্যেকটি দেশে এই রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে।

আমাদের দেশেও আছে কাজেই এইটা হচ্ছে—এই প্রদর্শনীটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাকে কিভাবে গড়তে চেষ্টা করছি, কিভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, তার একটা রূপরেখা তুলে ধরা। বিভিন্ন দেশ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাঁর চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, ওয়াকিবহাল হওয়া, এবং সেই সঙ্গে আছে আমাদের এইখানকার পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট বা উপজাতি দপ্তর, কালচার ইনষ্টিটিউট ডিপার্টমেন্টগুলি পার্টিসিপেয়েট করে তাদের কালচারের সঙ্গে অন্যান্যদের পরিচিত করে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেরাও পরিচিত হয়। তারপরে আমাদের হ্যাণ্ডলুম প্রডাক্স সেটার সঙ্গে, ত্রিপুরার এই প্রডাকসের সঙ্গে ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীকে পরিচিত করা, অবহিত করা। তাতে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভলাপমেণ্ট প্রসার লাভ করে। এইগুলি সবকিছুই নির্ভর করে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। এটা একটা উত্তম মাধ্যমও বটে। এই জন্যই এই প্রদর্শনীতে পার্টিসিপেযেট করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে।

শ্রীমধুসুদন দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সেখানে যে দপ্তরগুলি গিয়ে ছল সেখানে শিল্প দপ্তর যে তাদের বিভিন্ন বাঁশের জিনিষ এবং অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে গিয়েছিল, এইগুলি বিক্রি করে কত টাকা পাওয়া গিযেছিল ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ৫৪,০০০ টাকার জিনিষ বিক্রি হয়েছে মোট।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে জায়গাটা ওখানে ভাড়া করা হয়েছিল, তার একটা অংশ প্রাইভেট পার্টিকে ঘর করার জন্য দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এই ধরনের কোন কথা আমাদের কানে আসে নাই এখনও।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রদর্শনীতে যে ষ্টলগুলি করা হয়েছিল, সে জন্য ত ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, সেই ভাড়াটা কার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল বা দেওয়া হয়েছিল এটা জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— যে সমস্ত দপ্তর পার্টিসিপেট করবে সেই দপ্তরেরই সেটা দেওয়ার দায়িত্ব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সেখানে ষ্টল ভাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। তাহলে আমাদের সরকার কি ভাড়া বাবদ কোন টাকা দেয় নি ঐ সংগঠনকে, যুব কংগ্রেসকে ? ঐ যুব কংগ্রেস-এর টাকা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল যে টাকাটা যুব কংগ্রেস মেরে দিয়েছে ? তাহলে মাননীয় স্পীকার স্যার—

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— যুব কংগ্রেস বা কংগ্রেস সম্পর্কে এখানে বলার কোন অধিকার নাই। যেহেতু প্রশ্নটা হচ্ছে প্রদর্শনী সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, ইয়েস।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আজকে আপনি অপজিশানে নন। আজকে আপনি রুলিং পার্টিতে আছেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়েদার দেট একজিবিশান হেজ গট রিলিভেন্ট, নাম্বার ওয়ান। ইউ আর টু বি ডিসাইডেড ইট। নাম্বার টু হচ্ছে যে, যুব কংগ্রেসের টাকা সম্পর্কে বা যুব কংগ্রেস কিংবা কংগ্রেস সম্পর্কে এখানে কিছু বলার কোন স্কোপ নেই। এই সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ আছে কি না দেট ইউ সুড ডিসাইড। কাজেই আমার—নো ইউ। আই এম আসকিং ফর্ম ইউ, স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে প্রদর্শনী সম্পর্কে। সুতরাং অন্য কিছু বলার স্কোপ এখানে আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস অন্য কোন প্রশ্ন নেই এখানে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে আমি এমন কিছু বলব না, যেটা অপর পক্ষকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে আপনার ডিসিশান কি সেটা শুনতে চাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— প্রশ্নটা হচ্ছে এ আই. সি. সি. অধিবেশন সম্পর্কে সুতরাং এখানে এ সব কোয়েশ্চান সাপ্লিমেণ্টারীর মধ্যে আনা যেতে পারে। যেহেতু প্রশ্নটা হচ্ছে—

মিঃ স্পীকার :— নো, নো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমার একটা সাপ্লিমেণ্টার ছিল যে·

(ইণ্টারাপশান)

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে এ. আই সি সি অধিবেশন সম্পর্কে, সেখানে কংগ্রেস কিংবা যুব কংগ্রেস সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার আছে। এখানে সে প্রশ্নগুলি আসতে পারে। সুতরাং এখানে কোন অনধিকার করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। সেখানে কংগ্রেসই হোক আর যুব কংগ্রেসই হোক যেহেতু এ. আই সি সি. অধিবেশন হচ্ছে সে জন্য এখানে প্রশ্ন করার কথা আসতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমি দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারী করছি। এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত আছে, আমি বলতে পারি। যেহেতু এই প্রশ্নটা এ. আই, সি, সি. এর অধিবেশন—এ, আই, সি, সি, এর অধিবেশন মানেই কংগ্রেসের অধিবেশন। সুতরাং সেখানে কংগ্রেসের কথা বলব না কি অন্য জায়গার কথা আমি বলব ? আমি এখানে কংগ্রেসের কথা বলব।

মিঃ স্পীকার :— এখানে কোয়েশ্চানটা করা হয়েছে একজিবিশান সম্পর্কে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, কোথায় একজিবিশান। এ. আই. সি. সি. এর অধিবেশান মানেই কংগ্রেসের অধিবেশান।

মিঃ স্পীকার :— নো, নো, দিস ইজ এন অরগানাইজেশান। সুতরাং সেখানে অন্য কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। দিস ইজ ওয়ান এন অর্গানাইজেশান অব ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— না, এইটা কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে দিন। কংগ্রেস অধিবেশান করেছে। সেখানে সে অন্যান্য ষ্টেটগুলিকে ইনভাইট করেছে। এর উদ্যোক্তা হচ্ছে কংগ্রেস। সেখানে বিভিন্ন ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট পারটিসিপেট করেছে। আজকে স্যার ইন্দিরা লক্ষ লক্ষ টাকা মেরেছে, সঞ্জয় লক্ষ লক্ষ টাকা মেরেছে, সে সম্পর্কে কেন স্যার, আমি বলতে পারব না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার।

(ইণ্টারাপশান)

পয়েনট অব অর্ডার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ. আই, সি, সি, এর অধিবেশন সেটা আভ্যন্তরীণ। এই আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সুতরাং এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। আপনি ডিসিশন নেন।

মিঃ স্পীকার — ইয়েস, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আলাদা সাপলিমেন্টারী করছি।

মি: স্পীকার :— ইয়েস, সেপারেট সাপলিমেন্টারী, সেপারেট সাপলিমেন্টারী।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সল্টলেকে আমাদের যে ষ্টল খোলা ছিল—

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— সল্ট লেকে কোথায় ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সরি, যে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ভাড়া বাবদ সরকার খরচ করেছেন কি না সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মি: স্পীকার :— উনি ডিম ও নোটিশ চেয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই প্রদর্শনীতে পাবলিসিটির ডিপার্টমেনটের নেতৃত্বে কোন নিজস্ব ষ্টল ছিল না এইটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস : আমি বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত ডিপার্টমেন্ট তার পাবলিসিটি খাতে যে টাকাটা আছে ওটা পাবলিসিটি দপ্তরকে তারা দিয়ে দিয়েছে এই দপ্তর ঐ টাকার মধ্যেই সমস্ত এরেঞ্জমেন্টটা করেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী : - এটা একটা দপ্তরের টাকা পাবলিসিটির হাত দিয়ে খরচ হয়েছে। পাবলিসিটির হাত দিয়ে খরচ হয়েছে আমি বুঝে নিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী এটা কি সত্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭০ টাকা ওখান থেকে নিয়ে সমস্ত এ, আই, সি, সি-র অধিবেশনের সমস্ত ভলান্টিয়ারদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

মি: স্পীকার :—দিস ইজ নট ইরিলিভেন্ট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন যে উনি বলেছেন যে পাবলিসিটি খরচ করেনি ?

মি: স্পীকার :— দিস ইজ ইউর লাষ্ট সাপ্লিমেটারী কোয়েশ্চান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পাবলিসিটির হাত দিয়ে খরচ হয়েছে তাহলে তামাক খায় না, পাবলিসিটির হাত দিয়ে তামাক খেয়ে নিয়েছে।

(হাস্যরোল)

মি: স্পীকার :— অর্ডার প্লিজ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— গাঁজা খায় না, অমুকের হাত দিয়ে গাঁজা খায়, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এগ্রিকালচার যে সমস্ত টাকা—

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আমি একটা কথার প্রতি উল্লেখ রাখি এই গাঁজা খাওয়ারা এই সমস্ত যদি আর একজন বলে তাহলে আমরা গাঁজা খাওয়ার কথা শুনতে চাই না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাহিত্য চলে এসেছে, এটা সাহিত্যের ভিতর চলে তাহালে সাহিত্য না করে কি করবো ? এই খাতে ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন যে এগ্রিকালচারে সবচেয়ে বেশী হায়েষ্ট খরচ করার কারণ কি যে ওখানে চুন দেওয়া হয়েছিল, না ওখানে চাষবাস করা হয়েছিল ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ওখানে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের যে যে বিষয়ে খরচ হয়েছিল তার ফিনানসিয়াল কনফারেন্স ছিল সুতরাং যা কিছু খরচ হয়েছে তা ফিনানসিয়াল কনফারেন্স থেকেই খরচ হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমি উত্তর না পেলে জিজ্ঞাসা করবো।

মিঃ স্পীকার :—উনি উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— না ফিনানসিয়াল কনফারেন্সের প্রশ্ন তো আমি করি নি—আমি বলছি ৯০ হাজার টাকা যেটা খরচ হয়েছে কি কি বাবদে খরচ হয়েছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এটা ব্রেক আপ এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন রকমের কাজ আছে এই যেমন আমি আপনাদের একটা কথা বলি—

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লিজ, আপনারা সকলে কথা বললে উত্তর শুনবেন না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আলোচনা করবেন, না উত্তর শুনবেন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার উত্তর আমি যদি বলি তাহলে হৈ-চৈ এর মধ্যে কিছুই শুনবেন না, সুতরাং ওরা চুপ করুন তারপর আমি বলবো।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— সরকারের টোটাল কত খরচ হয়েছে এই ছিল প্রশ্ন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে একটা পূর্ণ ইনফরমেশান আমরা পাই নি, ওখানে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে উনি টি. এ. ডি. এ.কে আলাদা করে রেখেছেন, টি. এ., ডি. এ. খরচা এটা কি গভর্ণমেন্টের খরচা নয়, গভর্ণমেন্ট থেকে যায় নি ? কাজেই গভর্ণমেন্টের যে টোটাল খরচা প্রদর্শনীতে হয়েছে আমরা সেটা চেয়েছি কাজেই টি. এ. ডি. এটা গভর্ণমেন্ট থেকেই খরচ হয়েছে কাজেই টোটাল খরচটা এখানে এলো না কেন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—কথাটা আমি দুটো ভাগ করেছি একটা প্রদর্শনী বাবদ আর একটা টি. এ. ডি. এ. বাবদে খরচ হয়েছে ওখানে প্রশ্নটা টি. এ. ডি. এ. মানে প্রদর্শনী বাবদে আমি খরচা দিয়েছি আর টি. এ. ডি. এ. যদি চান, আমাকে যদি নোটিশ দেন তাহলে আমি সে ভাবে তার উত্তর দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— টি. এ. ডি. এ. এবং প্রদর্শনী খাতে সব মিলিয়েই জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— সেটার উত্তর দিয়েছেন। নেকষ্ট কোয়েশ্চান শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন চালু করা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরা রাজ্য সরকার পেশ করেছেন কিনা ?

২) করে থাকলে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত কি ?

উত্তর

১) প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় নাম্বার—ধর্মনগর হইতে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিবেচনাধীন আছে এটা বুঝেছি এই সম্পর্কে প্রশাসনের এই বছরের বাজেটে ১৯৭৭-৭৮ এর বাজেটে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইনের প্রস্তাব করেছেন কিনা এবং সেই প্রস্তাব এই বছরের বাজেটে গ্রহণ করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ওয়া রেল বাজেট ধরেছে বলে আমরা সরকারী ভাবে কোন খবর পাই নি তবে একটা বক্তব্য শুনেছি তিনি উল্লেখ করেছেন আমাদের দাবী পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত আমাদের দাবীর ছিল তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন যাতে অন্ততঃ ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত করা যায়। এবার রেল বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে রেলমন্ত্রী এইসব উল্লেখ করেছেন তিনি ত্রিপুরার কথাও উল্লেখ করেছেন। কাজেই আমরা আশা করছি তিনি সক্রিয়ভাবে সেটা চিন্তা করবেন এবং টাকা সংগ্রহ করার ব্যাপারেও তিনি চেষ্টা করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কেন্দ্রের মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রীমধু দণ্ডবতে আমাদের মাননীয় অর্থ-মন্ত্রীকে কি এই সম্পর্কে কোন চিঠি দিয়েছিন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ব্যক্তিগত ভাবে কোন চিঠি লিখলে তার উত্তর কি চাইবেন সেটা আলাদাভাবে আপনি প্রশ্ন করবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কি চেষ্টা করছেন। দিল্লী গেলে অনেকেই অনেকের সঙ্গে অনেক কথা বলেন, সরকারের যে রোল সেটার আমি উত্তর দিচ্ছি সরকারীভাবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বোর্ডের সমীক্ষায় দেখা যায় ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত ৩০.৫ কিলোমিটার যে রেল সম্প্রসারণ তাতে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত এবং আগরতলা হইতে ধর্মনগর এইটুকু রাস্তা মোট ১ হাজার ৫০ কিলোমিটার পথ ৪৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এই রকম তারা একটি এষ্টিমেট করেছেন এবং অনেক কিছু দাবী করেন কিন্তু সরকারের যে রোল সেটার আমি উত্তর দিচ্ছি, সরকার চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যে কেন্দ্র কি করছেন সমীক্ষায় দেখা যায় তাহলে এই সমস্ত ব্যাপারে তারা চিন্তা ভাবনা করছেন এইটুকু বোঝা যায়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন এই পেশটা কবে করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আগে যে করি নি তা নয়, মিনিষ্ট্রি ফরম করার পরও করেছি।

শ্রীতাপস দে :—দিন-তারিখটা কবে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—সেটার দিন-তারিখটা সম্পর্কে আমার কাছে নোটিশ দিলে আমি পরে বলবো।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি এই সরকার হওয়ার পর মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের যে চিঠি এসেছে তাতে কোন রেফারেন্স ছিল কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেফারেনস ছিল কিনা আমি বলতে পারছি না, তবে গভর্ণমেন্টের চিঠিটার বক্তব্য বললাম। আপনারা প্রশ্ন করুন কোন কোন মন্ত্রী কি কি কাজ করছেন, তাঁরা তার উত্তর দিবেন।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমার একটা কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন প্রস্তাব পেশ করেছেন। আমরা দেখি মন্ত্রীসভা গঠনের পর একটা চিঠি দিয়েছেন এবং তারপর সেটার জবাব এসেছে। নৃপেন বাবু তো মন্ত্রীসভার লোক, তিনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, চিঠিতে আগের কোন রেফারেন্স ছিল কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কনটিউশান নেওয়ার প্রশ্ন আসে না। যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ আমি দিয়েছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় কবে থেকে রেল লাইনের প্রস্তাব করা হয় ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এডভাইসরির আমল থেকে রেল লাইনের প্রস্তাব করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে রেল লাইনের জন্য, মাটি কাটার খরচ কি রাজ্য সরকার দেবে ? এই সম্পর্কে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা কোন স্বীকৃতি দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের কোন কথা আমার জানা নেই এটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৭৭-৭৮ সালে আর্থিক বছরে সেন্ট্রালে ত্রিপুরা রাজ্যে রেলওয়ে সম্প্রসারণের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পরে এটার উৎসাহ নিয়ে কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন বা যোগাযোগ করেছেন বলবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি নিজে শুনেছি অন বিহাফ অফ মাই গভর্ণমেন্ট। এই ব্যাপারে পারসু করা হবে সেটা আমি বলছি। রেলওয়ে সম্প্রসারণের ব্যাপারে যে একটা হরতাল বন্ধের ডাক তারা দিয়েছিল, তারা যখন ষ্টাইক উইথ ড্রো করল সেখানে আমি এবং আমার সরকার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা নেব রেলওয়ে সম্প্রসারণের দাবীকে বাস্তবায়িত করতে। এবং এটা ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের সঙ্গে জড়িত আমি একথা বলেছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—রাজ্য সরকারের কোন অনুরোধে যদি কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করেন এবং সেই অনুরোধ যদি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন তবে রাজ্য সরকার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়ার কোন রুল আছে কিনা ? যদি থেকে থাকে সেই রুল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের দাবী সম্পর্কে কিছু জানিয়েছেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দিল্লী থাকা কালীন আমার রেলওয়ে দপ্তরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এই ব্যাপারে তারা বিবেচনা করবেন, এবং রেলওয়ে দপ্তরের বিভিন্ন প্রকার চিঠিপত্র আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি? সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভা ত্রিপুরার রেলওয়ে সম্প্রসারণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন সুপারিশ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—না স্যার, হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি মনে হয় শুনেন নি এটা হয়ে গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—রাজ্য সরকার রেলওয়ে রাস্তা তৈরী করার ব্যাপারে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কোন সাহায্য চাচ্ছেন কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের সর্ব্বাত্মক প্রয়াস আছে এবং থাকবে আমি আগেই বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোন নির্দিষ্ট সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে করা হয়েছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্বাত্মক কথাটির পরে আরো বাকী থাকে সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী একটা জায়গায় বলেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে দিল্লীতে অনেক আলাপ করেছেন এবং অনেক চিঠি দিয়েছেন—তাহলে আমরা কি ধরে নেব দিল্লীতে মন্ত্রী মহাশয় গেছেন আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি অর্থ মন্ত্রী আলাপ করছেন, মুখ্যমন্ত্রী আলাপ করেছেন। এখন দেখি চিঠি, সেই সমস্ত আলাপ আলোচনা এটা কি ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে, না না সরকারকে তারা রিপ্রেজেন্ট করেছিল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সকলেই সরকারের অংশ।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি প্রথমে যে প্রশ্ন করেছিলাম যে অর্থ মন্ত্রী কি কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি না ? এই সম্পর্কে আমি কোন উত্তর পাই নাই। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ আলাপ আলোচনা তারই অন্তর্ভুক্ত এই চিঠিটি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় সদস্য চিঠি দিয়েছে কার কাছে দিয়েছে এইগুলি সম্পর্কে আপনারা আলাদা আলাদা একটা প্রশ্ন করুন, সেটার উত্তর আমি পরে দেওয়ার চেষ্টা করব।

মি স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র সর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩ স্যার।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাদ :— কোয়েশ্চান নম্বার ২৩।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হাসপাতালে বর্তমানে কয়জন ডাক্তার আছেন, এবং কোন মহিলা ডাক্তার ঐ হাসপাতালে আছেন কি?

২। ইহা কি সত্য ডাক্তারের অভাবে হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা ব্যাপারে নানা ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে?

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হইলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য অবিলম্বে আরো ডাক্তার নিয়োগ ব্যবস্থা হবে কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর হাসপাতালে ৩ জন ডাক্তার আছেন। কোন মহিলা ডাক্তার নাই।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ইনডোর এবং আউট ডোর হাসপাতালে ধর্মনগরে রোগীর সংখ্যা কত হয় এবং রোগী এবং ডাক্তারের অনুপাত কত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ত্রিপুরা হেল্থ সেন্টারের জন্য যেখানে আমাদের মোট ৬০১ জন ডাক্তারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেখানে বর্তমানে আমাদের ডাক্তার আছে মাত্র ২১০ জন। এতে বিভিন্ন সময়ে আমাদের ডাক্তার আনার জন্য ইন্টারভিউ দেওয়া হয়েছে। বাইরেও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেসপন্সটা সেইরূপ হয়নি। বর্তমানে লেটেষ্ট যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যে ইন্টারভিউ নিয়েছে তাতে ১৫ জন এডাল্ট ডাক্তার সহ মোট ৫২ জন ডাক্তারকে ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিয়োগের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। তার মধ্যে মহিলা ডাক্তারও আছেন। সবাই কাজে যোগ দিলে আমাদের এই ডাক্তারের অভাব কিছুটা পুরণ হবে এবং যেখানে যেখানে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমরা স্বীকার করি সেই অসুবিধা আমরা কিছু পরিমাণে দূর করতে পারব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর প্রসংগে সমস্ত রাজ্যের কথা টেনেছেন। সেই সুত্রে আমি বলছি যে ডাক্তারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি না থাকারই ফলে আমাদের রাজ্যে কোন ডাক্তার আসছে না। এটা সত্য কি না? যেমন—এলাউন্স দাবী করছে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দাবী করছে, এগুলি দেওয়া হচ্ছেনা বলেই ডাক্তাররা আসছে না?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ত্রিপুরা ইজ এ বেকওয়ার্ড ষ্টেট। সুতরাং বেকওয়ার্ডনেস নাম যেহেতু আছে সেইহেতু এটা অস্বীকার করার জো নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্পেশাল এলাউন্সের ব্যবস্থা করে হলেও ডাক্তারদের অবিলম্বে ত্রিপুরায় নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন—এই ধরণের কোন স্বীকৃতি দেবেন কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— সেই সংগে আর্থিক অপ্রতুলতার কথাটাও বিবেচনা করব এবং আপনার কথাটাও বিবেচনা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ডি, এম, পুলিশ অফিসারদের স্পেশাল পে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে রাখার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু ডাক্তারদের ব্যাপারে স্পেশাল এলাউন্সের ব্যবস্থা কেন থাকবে না। ওদের স্পেশাল এলাউন্স কেটে দিয়ে ডাক্তারদের স্পেশাল এলাউন্স দেওয়া উচিৎ কি না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আমি হেল্‌থ মিনিষ্টার হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বলছি এই জিনিষটাকে একটু গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় এাম্বুলেন্সের সংখ্যা (হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অনুযায়ী হিসাব)

২) মেরামতের অপেক্ষায় এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা।

৩) মেরামতের অযোগ্য এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা।

উত্তর

১) ২১টি। তারমধ্যে বর্তমানে ৬টা চালু অবস্থায় নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে দেওয়া আছে।

ডি, এম/জি, বি, হাসপাতাল		২টি
খোয়াই	,,	১টি
মেলাঘর	,,	১টি
উদয়পুর	,,	১টি
স্বাস্থ্য অধিকারে		১টি
		৬টী।

২) ৯টা।

৩) ৬টা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার এই যে ৯টা আণ্ডার রিপেয়ারে আছে, এইগুলি কোন কোন ওয়ার্কশপে আছে এবং কত দিন যাবৎ ওয়ার্কশপে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— সাবরুমে আছে ১টী, অমরপুরে আছে ১টী, কৈলাশহরে আছে ১টি, কমলপুরে আছে ১টী, কদমতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে ১টী, আর স্বাস্থ্য অধিকারে আছে ২টি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কত বৎসর যাবৎ গাড়ীগুলি আণ্ডার রিপেয়ারে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ১৯৭৫,৭৬,৭৭ থেকে আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— দুই বৎসর যাবৎ একটা, দুইটা করে গাড়ী এই সব গাড়ীর হাসপাতালে পড়ে আছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এইসব খবর আমার কানে এলে আমি খোজ খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মেকানিক কিংবা মেকানিক্যাল ইঞ্জীনিয়ারকে নির্দেশ দেই তাড়াতাড়ি কাজ সারানোর জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই গাড়ীগুলি মেরামতের জন্য গত দুই বৎসরে কত পার্টস বদলাতে হয়েছে এবং তার জন্য কত খরচ পড়েছে বৎসর ভিত্তিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কতগুলি পার্টস আছে যে পাওয়া যাচ্ছে না। আর কতগুলি আছে অনেক কষ্ট করে পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে টোটাল হিসাবটা শেষ না হলে বলা যাবে না। কাজেই এই ব্যাপারে আলাদা নোটিশ দিলে আমি জবাব দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ইউনিসেফের যে গাড়ীগুলি এসেছিল ত্রিপুরায়, এগুলি কিসের জন্য এসেছিল। এই হাসপাতালগুলিতে দেওয়ার জন্য কি ? এই হাসপাতালে কিংবা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে এই ইউনিসেফের গাড়ী কয়টা ব্যবহৃত হচ্ছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— হাসপাতালের বা যে কাজের জন্য ইউনিসেফের গাড়ীগুলি এসেছিল সেই সমস্ত কাজেই এগুলিকে লাগানো হয়েছে বলেই আমার কাছে রিপোর্ট আছে। উনি যদি জানেন যে ওটা অন্যভাবে অথরাইজড ইউটিলাইজ হচ্ছে তাহলে আমি সে ব্যাপারে খোজ নিয়ে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মোট কয়টা গাড়ী এসেছিল এবং কয়টা হাসপাতালে ইউনিসেফের গাড়ী আছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আলাদা নোটিশ চাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি একটা গাড়ী রিপেয়ার করতে কত দিন লাগে। এবং এই গাড়ীগুলি না থাকাতে, গাড়ীর অভাবে গ্রামের যে সব প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারগুলি আছে সেখানে রোগীরা প্রপার ট্রিটমেন্ট এর জন্য আগরতলায় এসে জি, বি, বা ভি, এম হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— গাড়ীগুলি অকেজো হয়ে থাকার ফলে নাগরিকদের খুব অসুবিধা হচ্ছে এইটা আমি স্বীকার করি। এইগুলি যাতে তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়ে আসতে পারে এবং যেগুলি অযোগ্য সেইগুলি বাতিল করে বিক্রি করে দিয়ে যাতে নুতন গাড়ী আসতে পারে এই ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Mr. Deputy Speaker .—Question hour is over Ministers are requested to lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল ডাক্তার সোম সম্পর্কে।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব অর্ডার। কালকে মাননীয় সদস্য যদু বাবু যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেটার রুলিং আমরা এখনও পাইনি, এই গেল এক নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে রুলস অব প্রসিডিউর হিসাবে আমরা হাউসের জার্ণেল ১০ দিনের মধ্যে পাওয়ার কথা, কিন্তু গত সেশানের জার্ণেল আমরা এখন পর্য্যন্ত পাইনি। আরেকটা হচ্ছে স্পীকার রুল ২০০ অনুসারে যে কমিটিতে

নমিনেট করে থাকেন, সেই কমিটিতে প্রত্যেক মেম্বারের—দিস ইজ প্রিভিলেজ টু দি মেম্বার টু টু বি এ মেম্বার কনভেনশনালী। যখন আমরা ১৩ জন সদস্য জেলে ছিলাম তখন আমাদেরকে কমিটিতে রাখা হয় নি। তার পরবর্তী সময়ে অনেক সদস্য জেল থেকে বেড়িয়ে আসার পর কোন কমিটিতে তাঁদের সার্ভিস রেগুলার করতে পারেন নি। তিন নম্বর হচ্ছে গতকার একটা ব্রীচ অব প্রিভিলিজ মোশান ছিল এবং আজকে একটা আছে, সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য চেয়ার থেকে আমি পাই নি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার এডজোর্ণমেণ্ট মোশানটা কি হল স্যার ?

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আপনার এডজর্ণমেণ্ট মোশান ডিসএ্যালাউড হয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—এইভাবে একজন ডাক্তার, তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে অমানুষিকভাবে মারধোর করবে, কর্মচারী.দের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে না, সে সম্পর্কে একটা এডজোর্ণমেণ্ট মোশান উঠবে না স্যার ? তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে তারা কি করে কাজ করবে ? শুধু কর্ম্মচারীই নয়, সাধারণ মানুষেরও নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না, নিরাপত্তা বলতে কোন জিনিষই নেই। যে সমস্ত কর্ম্মচারীকে পাবলিক ডাকবে, তাদের ডাকে সারা দেবে যারা, তাদের কোন নিরাপত্তা থাকবে না, তার উপর কোন এডজোর্ণমেণ্ট মোশান তুলা যাবে না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এ সম্পর্কে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আছে, সেখানে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন

শ্রীতাপস দে :—খোয়াই অঞ্চলে কোন ডাক্তার নেই এই ডাক্তার আহত হওয়ার পর সেখানে কোন ডাক্তার জেওয়া দেওয়া হয়নি। এতবড় একটা ভাইটাল ইস্যু, হসপিটালে কোন ডাক্তার নেই, সেখানে যে ডাক্তার ছিল তার উপর এইভাবে অমানুষিক আক্রমণ করা, তার উপর যে একটা এডজোর্ণমেণ্ট মোশানটা আনা হল, সেটা সরকার এ্যালাউ করলেন না, এটা গুরুত্বটা বুঝবার চেষ্টা করলেন না স্যার। আজকে শুধু খোয়াই নয়, শুধু কর্মচারীর নিরাপত্তার কথা নয়, সাধারণ মানুষ রাস্তা ঘাটে চলতে পারবে না, মা বোন রাস্তায় চলতে পারবে না, সেদিন জি, বি, হাসপাতালের পথে মাকে কিডন্যাপড করা হোল, মা বোনদের কোন নিরাপত্তা নেই, এমন একটা জিনিষের উপর সরকার কোন গুরুত্ব দিলেন না স্যার। নিয়ম মাফিক এডজোর্ণমেণ্ট মোশান আনার যে প্রিভিলেজ মেম্বারদের আছে সেটা বাতিল করে দেওয়াই ভাল স্যার। কারণ যতগুলি এডজোর্ণমেণ্ট মোশান দিয়েছি—আগেও দিয়েছি, এখনও দিয়েছি, কোন এডজোর্ণমেণ্ট মোশান এই হাউসে এ্যালাউড হয়নি স্যার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আছে, সেখানে ডিসকাশন করার সুযোগ আপনারা পাবেন।

শ্রীমধুসূদন দাস :—এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্যার, ডাক্তার যদি আজকে বলেন যে কোন বাড়ীতে কল নিলে আমি যাবনা, কারণ আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই, মা বোন হাসপাসতালে যেতে পারে না, এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ এডজোর্ণমেণ্ট মোশান আনতে দেওয়া আপনার উচিত স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রমনোরঞ্জ নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৩০ শে মার্চ এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী যে বুলেটিন দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী অবস্থায় মাননীয় স্পীকার যে বিধায় সভায় কংগ্রেস পাটি'র অনুপস্থিতিতে ভোটাভোটি করেছেন সেই সম্পর্কে কোন রুলিং দেওয়া হয় নাই। সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল সেই যে বুলেটিন ছিল, সেটা ছিল –"Hon'ble Speaker has been informed that the Council of Ministers tendered their resignation and in view of this fact the Assembly stands adjourned sine die."

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারীকে হাউস সাইনি ডাই করবার অধিকার কে দিয়েছে স্যার? আমাদের রুলে বা কনষ্টিটিউশানে আছে—রুল ১৯-এ বলা আছে যে হাউস এডজোর্ণ করতে পারেন একমাত্র স্পীকার। কনষ্টিটিউশনের ১৭৪ ধারা মতে স্পীকার হাউস এডজোর্ণ করবেন, তারপর গভর্ণর অর্থাৎ রাজ্যপাল তা প্রয়োগ করবেন, কিন্তু এখানে নজীর বিহীন নজীর আমাদের এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী সৃষ্টি করেছেন আমার মনে হয়। ভারতের ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই, পার্লামেন্টের ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই। সুতরাং পরবর্তী অবস্থায় মাননীয় অধ্যক্ষ যে কাজ করছেন তা ঠিকই করেছেন এবং সেক্রেটারী যে অর্ডার দিয়েছিলেন এবং দিয়ে কংগ্রেস পার্টিকে যে এখান থেকে বিদায় করেছিলেন, সেই সম্পর্কে সেক্রেটারীর এগেইনিষ্টে কি এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে? আমরা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। গতকাল অনেক আলোচনা এই সম্পর্কে হয়েছে, অনেক হৈ হল্লা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই সম্পর্কে কোন রুলিং পাইনি। অবিলম্বে এই সম্পর্কে যাতে আমরা রুলিং পাই, সেইদিকে আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Deputy Speaker :— আমি স্পীকার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে পরে জানাব।

CALLING ATTENTION

Deputy Speaker :— I have received Calling Attention Notiee from Hon'ble Member Shri T. M. Dasgupta on the subject :—

খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়াতে বিগত ৪ঠা মে তারিখে অনুমান রাত্র ৭ ঘটিকায় কতক সংখ্যক গ্রামবাসী কর্তৃক মারধর হইতে বিধায়ক শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্রকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষা ও পরবর্তী পর্য্যায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri T. M Dasgupta. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement to-day. If he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমি যদি এটা ৪ঠা মে লিখে থাকি তাহলে ভুল হয়েছে। ওটা ৪ঠা জুন হবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কলিং এটেনশানের উপর ষ্টেটমেন্ট করব আগামী ২২শে জুন।

Deputy Speaker :— I have received the Calling Attention Notices from the following Members, namely— Shri Niranjan Deb and Shri Chandra Sekhar Dutta on the subject :—

গত ১৯শে মে রাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাঙ্গাপানিয়া গাঁও সভাতে গরুচোরের আক্রমণে শ্রীরামচরণ দেববর্মা আহত এবং তাহার স্ত্রী নিহত হওয়া সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Niranjan Deb and Shri Chandra Sekhar Dutta to-day. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement to-day. If he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the Order paper for a statemem ot

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ষ্টেটমেন্ট করব ২২শে জুন তারিখে।

Deputy Speaker :— I have received Calling Attention Notice fr Shri Abhiram Deb Barma, M L A on the subject :—

খোয়াই হাসপাতালের ডাক্তার সোমাকে গত ১০ই জুন বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া মারধর সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Abhiram Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement to-day If he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৩শে জুন তারিখে ষ্টেটমেন্ট করব।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমার আর আচাইছি মগের কলিং অ্যাটেনশানটার কি হল স্যার? আজকে ব্যাঙ্কের লেনদেনকারী যারা তারা টাকা পয়সা পাবে না, কৃষক ঋণ পাবে না—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— ওটা হয়ে গেছে।

শ্রীতাপস দে :— আমি ধর্মঘটের কথা বলিনি। গত ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত যে অবস্থা তা'র কথা বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, পি, ডবলিউ, ডি, এবং এম, পি, সি, সি,তে যারা মাষ্টার রোলে কাজ করত তাদের ছাঁটাইয়ের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— সেটা পরে সুযোগ পাবেন বলতে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— স্যার, আমি একটা কলিং অ্যাটেনশান দিয়েছিলাম। জনজীবনের চরম দুর্ভোগ চলছে এটা। আমি এই সম্পর্কে কোন ষ্টেটমেন্ট পাব না?

LAYING OF RULES.

Mr. Deputy Speaker :— Next item of Business is laying of Rules. I would request the Hon'ble Chief Minister to lay the following Rules on the Table of the House :—

i) The Salary, Allowances and Pension of the Members of the Legislative Assembly (Tripura Pension) Rules, 1977.

ii) The Salary, Allowances and Pension of the Members of the Lagislative Assembly (Tripura) Pension Amendment Rules, 1977.

Shri P. K. Das (Chief Minister) :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Salary, Allowances and Pension of the Members of the Legislative Assembly (Tripura) Pension Rules, 1977.

Mr. Deputy Speaker :— Now, I would request the Hon'ble Speaker to-lay before the House the fourth Report of the Tripura Public Services Comission for the period from April 1, 1975 to March 31, 1976.

Shri P. K. Das (Chief Minister) :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to lay before the House the 4th Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April 1, 1975 to March 31, 1976.

Deputy Speaker :— Members are requested to collect their copies of the Rules and Report from Notice Office.

RE-LAYING OF RULES.

Mr. Deputy Speuker :— Hon'ble Members, 'The Tripura Co-operative Societies Rules, 1976' and 'The Salaries and Allowances of Ministers Tripura) Allotment of furniture Rules 1976' which were laid before the House on 24-3-77 stand relaid on the Table

Mr. Deputy Speaker ;— The House stands adjourned till 11 A. M. of Saturday the 18th June, 1977.

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—A

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 12

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether any representation has been received by the Government from the Government employees for removal of anomolies in matters of fixation of pay-scale etc. during April—May, 1977.

2. If so, number of such representation and steps taken by the Government in the matter ?

ANSWER

1. Yes, Sir.

2. In all 7 representations have been received and these are under examination.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 42

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা কত ?

২) ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) ১০ শয্যা।

২) না।

৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দেন নাই।

Starred Question No. 43.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be plesed to state –

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগের চম্পকনগর বাজার পর্যান্ত টাউন বাস, মিনি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—মুখ্যমন্ত্রী

১। সদর বিভাগের চম্পকনগর বাজার পর্য্যন্ত মিনিবাস, টাউন বাস চালু করার প্রস্তাব আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Annexnre—B

Admitted Unstarred Question No. 4.

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁও সভায় অবস্থিত জলের কল, কূয়া (পানীয় জলের জন্য) ইত্যাদির সংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে কতটি কল এবং কূয়া অকেজো হয়ে আছে ?

৩। অকেজো কল এবং কূয়া মেরামত ইত্যাদির জন্য কি প্রয়াস নেওয়া হইয়াছে ?

৪। ঐ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের কোন কোন অংশে আজ পর্য্যন্ত পানীয় জলের কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নি এবং কেন ?

উত্তর

১। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁওসভায় পানীয় জলের জন্য মোট ২৯৬টী টিউব-ওয়েল ও ৩০৮টী রিংওয়েল আছে।

২। এর মধ্যে ৪৪টী টিওবওয়েল ও ৪৭টি রিংওয়েল বর্তমানে অকেজো আছে।

৩। অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি মেরামতের জন্য ২৮,৮০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মেরামত কার্য্যের জন্য টেণ্ডার, মালসংগ্রহ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৪। ঐ ব্লকের প্রতিটি গ্রামে ন্যূনতম একটি পানীয় জলের উৎস দেওয়া হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

SATURDAY, JUNE 18, 1977.

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujyanta Palace on Saturday, the 18th June, 1977 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Manindra Lal Bhowmick) in the Chair,...Ministers, .. Ministers for State, 1 Deputy Minister and Deputy Speaker and ..Members.

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমার একটা রিকোয়েষ্ট আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের হাউসটা যদি ১১টা থেকে না হয়ে ১০টা থেকে করা হয়, তাহলে আমরা যারা হোষ্টেলে থাকি, তাদের সেখান থেকে খেয়ে দেয়ে আসার সুবিধা হয়। তার কারণ হল, আমরা ঠিক ১১টার মধ্যে ঠিক ভাবে খাওয়া দাওয়া করে আসতে পারি না, কেন না ১১টার মধ্যে হোষ্টেলে রান্না করাও হয়ে উঠে না।

শ্রীকলাপদ ব্যানার্জী—এতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

মিঃ স্পীকার—আমারও কোন আপত্তি নাই, ইফ দি হাউস এগ্রিজ। অল রাইট দ্যাট ইজ ফ্রম টু-মরো অর ফ্রম ডে আফটার টু-মরো?

(at this stage the House given a consent that "Day after To-morrow.")

Mr. Speaker—Alright, Hon'ble Members, business of the day is General Discussion on the Budget Estimates for the year 1977-78. Before general discussion begins I would like to request the Leaders of all the Parties to give me a list of members of their parties who like to participate in the General Discussion which enable me to allot time for them. জেনারেল ডিসকাশনের জন্য সাড়ে বার ঘন্টা নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং ২২শে জুন পর্য্যন্ত এই জেনারেল ডিস্কাশন চলবে। আমি মাননীয় লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব যে তারা অপজিশান পার্টিকে এই ডিস্কাশনের জন্য কত সময় দিতে চান এবং তাদের পার্টি এম, এল, এ'দের নাম দিবেন, যাতে করে আমি তাদের টাইম এলট করতে পারি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—স্যার, অপজিশান পার্টিকে ৬ ঘন্টা সময় দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার—আর ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট যে ৩ জন আছেন, তাদের কত সময় দিতে চান? নাকি এই ৬ ঘন্টার মধ্যেই তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন?

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—স্যার, তাদেরকে আধা ঘন্টা সময় দিতে চাই।

শ্রীতাপস দে—স্যার, গতকাল The Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) (Allotment of Furniture) Rules, 1976 এর এ্যামেণ্ডমেন্ট তারা এখানে রিলে করেছেন তার আগেরটার কি হল, আমি তা জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আমরা অলরেডী নোটিশ দিয়েছি, সেটা উইথ ড্র করবার জন্য।

Mr. Speker—Now, I would request the Hon'ble Leader of the Opposition Shri Munsor Ali to open discussion on the budget estimates for the year 1977-78.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—স্যার, আমি একটা পয়েন্ট তুলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে গতকাল আমাদের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু আমাদের এই হাউসের সেক্রেটারী সম্পর্কে যে কথা বলেছেন এবং আমরাও এই বিধান সভায় দেখেছি যে এই সেক্রেটারীর যে কার্য্যকলাপ আমাদের এই হাউসের সদস্যরা অনেকে সন্তুষ্ট নন এবং এই ব্যাপারে আনা তথ্য মাননীয় সদস্যরা মাননীয় অধ্যক্ষের কাছেও দিয়েছেন। কাজেই আমি তার সংগে এটুকু মাত্র যোগ করতে চাই...

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। স্যার, আমাদের সেক্রেটারীর সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থাকতে পারে। তবে সেটা আমার মনে হয় মাননীয় স্পীকারের কাছে দেওয়া দরকার। কারণ এটা এই হাউসের আলোচনার বিষয়বস্তু হলে তাকেও আমাদের বলতে দিতে হবে, কিন্তু আমরা সেটা বলতে দিতে চাই না। কাজেই এই অবস্থায় এখানে যখন সেক্রেটারীর বক্তব্য রাখার কোন সুযোগ নাই, তখন আমরাও এই সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা এই হাউসে করতে চাই না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস--স্যার, আমি কোন বক্তব্যই রাখছি না। আমি শুধু একটা পয়েন্ট যোগ করতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে সেক্রেটারীর সম্পর্কে যদি কোন বক্তব্য আপনার থাকে, আপনি সেটা রাখতে পারেন তবে এখানে নয়, আমার কাছে, আমার চেম্বারে—নট ইন দীস হাউস।

* * * *

* Expanged as ordered by the chair.

মি: স্পীকার—No This is not desirable and this should beexpunged from the proceedings of the House.

শ্রীতাপস দে—স্যার, গতকাল আমরা যে সমস্ত কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছিলাম, সেগুলি কবে এ্যাডমিট হবে বা কবে মিনিষ্টার কনসার্ণ ষ্টেটমেন্ট দিবেন, সেই সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কিছু জানলাম না।

মিঃ স্পীকার—যে সমস্ত কলিং এটেনশান নোটিশ এ্যাডমিট হয়েছে সেগুলির সম্পর্কে তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—না, স্যার। আমরা গতকাল বিকাল বেলায় যাওয়ার সময় দিয়ে গিয়েছিলাম আর সেগুলির সম্পর্কে জানতে চাইছি?

মিঃ স্পীকার—সেগুলির এ্যাডমিজিবিলিটি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আগামী সোমবার সেগুলির হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, মাননীয় সদস্য সুবল বাবু গতকাল আমি এই হাউসে সেক্রেটারীর সম্পর্কে কিছু বলেছি বলে যেটা বলছেন, সেটা ঠিক নয়। আমি শুধু আইনের ইন্টারাপশান করেছি। আমি সেক্রেটারী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কিছু বলি নি।

মিঃ স্পীকার—That is alright. তিনি বলছেন যে সেক্রেটারী সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি।

Now, I would request Hon'ble opposition leader to begin his speech.

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে যে কোয়ালিশন সরকার হয়েছে, আমরা তার প্রগতিশীল কাজকে সমর্থন করছি এবং লোক সভায় আমাদের যিনি লিডার, তিনিও বলেছেন যে সরকার এর প্রগতিশীল কাজগুলিকে আমরা সমর্থন করব। তবে সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের যে দুঃখ-কষ্ট, সেটাকে দূর করার জন্য এই সরকারের যে চেষ্টা সেটা সমভাবে অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না। আর এই সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে চাই। কারণ এই বছরের ১৫/১৬ চৈত্র তারিখ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অতি বৃষ্টি হয়ে চলছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী অঞ্চলের অনেক জায়গায় যারা জুম কেটেছিল, সেই জুম তারা পোড়া দিতে পারে নাই। আবার যারা জুম পোড়া দিয়েছিল, তারাও ধান বীজের অভাবে সেই জুমে ধান লাগাতে পারে নাই। এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদের যে অভাব অভিযোগ বিশেষ করে আদিবাসী ভাই ও জুমিয়া ভাইয়েরা না খেয়ে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থেকে, শেষ পর্য্যন্ত বাঁশের কুড়ুইল, আলু এবং অন্যান্য লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। কাজেই সরকারের, এই দিকে যতটা দেখা উচিত ছিল, সেটা তারা দেখেন নাই। এই রকম বহু জায়গা থেকে আমার কাছে খবর এসেছে আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি দেখেছি তারা আমার কাছে বলেছে যে একটি ছেলে সে চোখে দেখতে পায়না। সেই ছেলেটি নাকি লতা খেয়েছিল এখন সে ভাল চোখে দেখতে পায়না। এখন সে অন্ধ হয়েছে। এই রকম ঘটনা বহু জায়গায় হয়েছে। এই কথা আজকে আমাদের এখানকার আদিবাসী এম. এল. এ রা এবং মন্ত্রীরা আছেন তারাও জানেন। এই কথা মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং একটি ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় অনেক লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রীও তাঁর বক্তৃতায় রেখেছিলেন যে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য করে আমি বলছি যে তাদের যে কাজ তা ঠিক ঠিক ভাবে গরীব জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করতে পারে নাই এই হল আমার বক্তব্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তারা যান নাই—যেমন ধর্ম্মনগরের রাতাছড়া, জম্পুই পাহাড়, দশদা, কাঞ্চনপুর, কাঁঠালিয়াছড়া, মজিরাম হালাম পাড়া, চন্দ্রপুর, বাজীছড়া, করমছড়া, জারুলছড়া, কামেশ্বরনাথ, এবং কৈলাশহরের গোবিন্দবাড়ী, ছামনু, লালছড়া, সিন্ধুকুমার পাড়া, বগাবিল, জামিরছড়া, কমলপুরের—গণ্ডাছড়ার ৯টা গাঁওসভা—এই সমস্ত জায়গার লোকদের তাদের এক কানি জমিও নাই। তারা সবাই জুম চাষ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাছাড়া অমরপুর এলাকায় গণ্ডাছড়া, হিছাই ছড়া, রইসা বাড়ী, মন্ত্রীদাস পাড়া, করবুক এই রকম বহু জায়গা আছে। তারা সেইসব এলাকার মানুষের অভাব এই সরকার দূর করতে পারে নাই।

তার প্রমাণ আমার যতটুকু জানা আছে বর্ত্তমান সরকার মাত্র সাড়ে আট লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফের জন্য বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু এই সরকারের উচিত ছিল কোন গাঁও সভায় কতজন লোক কাজ করতে পারে তার একটা লিষ্ট তৈরী করা। এবং যে পরিবারে তিনজন লোক সেই পরিবারের জন্য একজন এবং যে পরিবারে ৫ জন ৭ জন আছে সেই পরিবারের জন্য দুইজন কাজ করবে এই রকম ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাছাড়া এই টেষ্ট রিলিফের যে কাজ এই কাজগুলি বন্টনের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। মাননীয় মন্ত্রীরা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার এবং এস. ডি ও দের বলেছেন যে আমাদের যে পার্টি সেই পার্টির লোকদেরই কাজ দিতে হবে। আমাদের পার্টির লোকেরা যে সব লোকের নাম দেবে তাদেরই শুধু কাজে এনগেজড করতে হবে তাছাড়া অন্য কাউকে কাজ দেওয়া যাবে না। এই হল তাদের চিত্র। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন যে ৫৫ লক্ষ টাকা ত্রানের জন্য খরচা করা হবে। এই ষ্টেটমেন্ট উনি কি ভাবে দিয়েছিলেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে নর্মেল বাজেটের পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা, নর্মেল বাজেটের এগ্রিকালচারের সয়েল কনজার্ভেশনের যে কাজ এবং মাইনর ইরিগেশানের যে কাজ সেই সমস্ত কাজের টাকার কথা যদি উনি বলে থাকেন তাহলে আমি বলব যে এটা ফার্স ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এই সমস্ত টাকা খরচা করতে হলে কতগুলি বাধ্য বাধকতা এবং নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। উনি যে টাকার কথা বলেছেন সেই টাকা কেবিনেট মিটিংএ এখনও পাশ করাতে পারেন নাই। এই আড়াই মাসে তিনটা মিটিং হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে একটা মিটিংএও জনসাধারণের স্বার্থে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা আমার চোখে পরে নাই। একমাত্র কর্মচারীদের তারা কিছুটা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থে ক্যাবিনেট কোন ডিসিশান নিতে পারেন নাই। কাজেই ত্রিপুরার জনসাধারণের অবস্থা কি সেটা চিন্তা করে আমি আতঙ্কিত। কারণ আজকে শুধু আদিবাসী এলাকাই নয় আজকে সমস্ত গ্রামের কৃষকের অতি বৃষ্টির ফলে বোরো এবং আলি আউষ ধান নষ্ট হয়েছে। সেই দিকেও তাদের কোন লক্ষ্য নেই। খোয়াই এলাকায়—১৮ মুড়া, আমপুরা, চম্পাহাওর— অমরপুরে গণ্ডাছড়া, রইসাবাড়ী, করবুক, মন্ত্রাদাসপাড়া, অম্পি এলাকা এবং তৈদু। বিলোনীয়ায়—পূব পিলাক, কলসী, ইছাছড়া, রাধানগর—সাব্রুমের ঘোড়াকাপা মনুবংকুল প্রভৃতি জায়গার আদিবাসীদের ঘরে খাওয়ার নেই তারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। উদয়পুর— কল্যাণী, পরিছড়ি, দক্ষিণ মহারাণী, ৭২ বাড়ী তাছাড়া সোনামুড়া এবং সদরের জমপুইজলা বিশ্রামগঞ্জ, মান্দাই ইত্যাদি বহু জায়গায় আদিবাসীদের দুরবস্থা দূর করার জন্য এই সরকার কিছুই করতে পারেন নাই।

কারণ সেই সমস্ত এলাকার যে সমস্ত আদিবাসীরা জুম কেটেছিল তারা অতি বৃষ্টির জন্য জুমে আগুন দিতে পারে নাই। আর যারা আগুন দিতে পেরেছিল তারা বীজ ধানের অভাবে ফসল ফলাতে পারে নাই। কিছু বীজ দিয়েছে সেই বীজ শুধু যাদের জমি আছে তাদেরই দেওয়া হয়েছে। এবং সেই সব বীজ বিশেষ করে তাদের পার্টির লোকদের মাধ্যমেই বিলি করা হয়েছে। সেগুলির দুই একটা নজির আমার কাছে আছে মাননীয় মন্ত্রী যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তদন্ত করে দেখতে পারেন। আমি দুই একটি নজির দিতে চাই—বেলবাড়ীতে যারা জুম কেটেছিল

তারা হল—রমারাই দেববর্মা, ভদ্রমতি দেববর্ম্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, মংগল দেববর্ম্মা, রমনীর মা তিলংরাই, তক্কিরাই এই সমস্ত মানুষ তারা জুম কেটেছিল। তারা বীজ ধান পায় নাই তাদের কোন জমি নাই। আর যাদের জমি আছে তারা হল শশীকুমার দেববর্ম্মা, তার ৪ কানি জমি আছে—তিনি এক মন ধান পেয়েছেন এবং তার স্ত্রীর নামে ১০ কে.জি ধান পেয়েছে। সেই সব এলাকায় আদিবাসীরা কোন বেনিফিট পাচ্ছে না। মাননীয় এই চিত্র যদি চলে তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে গণতন্ত্রীক পদ্ধতিতে কাজ চলছে কিনা আমার জানা নাই। দু'দিন আগে যারা বিরোধী আসনে বসে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করতেন তারা আজকে ঠিক ঠিক গণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করছেন কিনা তা দেখানোর জন্যই আমি আজ দুই একটা চিত্র তুলে ধরছি। সেই সমস্ত দিক লক্ষ্য করেই আজকে আমি বলছি যে এই সরকার ঠিক ঠিক ভাবে তাদের অভাব ঘুচাতে পারে নাই। কিছু দিন আগে বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে এসে আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে নর্থ ডিষ্ট্রীক্টে ১ কোটি টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা আমি বলছি না যে আড়াই মাসে এই মন্ত্রীসভা ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশার সমাধান করতে পারবে। কিন্তু আজকের দিনে যেটা প্রয়োজন সেটা যাতে পেয়ে মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারে সেটা প্রয়োজন। আমি মন্ত্রী বাহাদুরকে অনুরোধ করবো সেই কৃষকের যারা আমাদেরকে খাদ্য যোগায় তাদের দিকে লক্ষ্য দিবার জন্য। আজকে গ্রামের লোকের কি অবস্থা, অনেককেই না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুররা অনেক সময় মফঃস্বলে যান টোরে এবং সেখানে তারা অনেক কষ্ট করেন এবং কাজের ফলে তাদের অনেক সময় খেতে দেরী হয় তখন তারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারেন পেটে ভাত না পারলে মানুষের কি অবস্থা হয় আজকে গ্রামের ছেলেমেয়েদেরকে দেখলে সত্যিই দুঃখ লাগে। তাদের শরীর কংকালসার হয়েছে, মাথাটা মোটা এবং পেটটা বাহির হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে আজকে গ্রামের গরীব মানুষের কি অবস্থা, কি দুঃখ, কি কষ্ট, কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে তারা বাস করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগরের কুর্তি, কদমতলা ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত জমিতে বালি পরেছে সেই সমস্ত জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করছি সেদিকে লক্ষ দিতে। আমি জানি না সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমার অনুরোধ সরকার যে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে এই অঞ্চলের মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহরে সন্তর মিঞার হাওর, শ্রীরামপুর, মনুনদীর পাশে সেখানে ধান বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা একটা দুর্যোগ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি না যে সরকার কিছু করছেন না। তবে আমি এটুকু অনুরোধ করবো সরকার যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে এই সমস্ত এলাকার মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। উদয়পুরে গংগাছড়া, তিলমুড়া, বাগবাসা ইত্যাদি জায়গায় অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত জায়গায় এত বালু পড়েছে যে সেখানে যে ধান ছিল তা মাটির নীচে চলে গেছে। কৃষকদের সেই বালু সরাইয়া চাষ করার মত সংগতি তাদের নেই। তাদের ধানের বীজ নষ্ট হয়েছে এবং সেই অঞ্চলে শতে শতে গম ক্ষেত নষ্ট হয়েছে যেটা না দেখলে বুঝা যায় না। নলছর, সোনামুড়া এবং উদয়পুর বাগবাসাতে এই রকম একটা বাড়ী নাই যে তুফানে ঘর পড়ে নাই। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী দেখে এসেছেন তিনি জানেন। কোন বাড়ীতে একটা ঘরও

নাই। এবং এই সমস্ত বাড়ী দেখলে মনে হবে না যে কোন দিন এখানে ঘর ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে সরকারের কি প্রচেষ্টা এবং কি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন তার কিছুই এখানে দেখছি না। কারণ আমি জানি ৩৭টি পরিবারকে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা অতি অল্প। অন্ততঃ একটা ঘর তুলে তারা যাতে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাচিগাং সেখানে আইল ভেংগে একশো একর নয় অন্ততঃ কয়েক হাজার একর জমি বালির নীচে পরে গেছে। এই বালি যদি কৃষকরা না সরাতে পারে তাহলে তাদের আইনের ফসল সেটা তারা করতে পারবে না। এই সমস্ত জমিতে আইনের ফসলের সম্ভাবনা নাই। তছ ড়া এই জমি যদি আমরা পরিষ্কার না করি তাহলে ত্রিপুরায় কৃষকেরই শুধু ক্ষতি হবে না, ত্রিপুরার সার্বিক ক্ষতি হবে। কাচিগাং, গংগাছড়া, গজি এবং তিলমুড়া আমি গেছি সেখানে আমি দেখেছি প্রচুর জমি জলের নীচে চলে গেছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না হয় তাহলে আমন ফসল এই সমস্ত জায়গায় হবে না। এই সমস্ত কাজ করা দরকার এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের যেহেতু কাজ নাই তাদেরকে সেইহেতু কাজ দিয়ে বাঁচানোর প্রয়োজন যাতে তারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন মরার খবর আসছে, এই কাজগুলি না করলে আরও মরার খবর আসবে, অনাহারে মানুষের মৃত্যু আরও হবে। অনাবৃষ্টির ফলে যে সমস্ত জায়গায় ফসল হয় নাই এমন উদবাস্তু কলোনী টিলার উপরে সেখানে এখন বৃষ্টির পর বৃষ্টি পরার দরুন, মেস্তা, ধান সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে সমস্ত পেডিল্যাণ্ড অতিবৃষ্টির ফলে কৃষকরা বাইন দিতে পারে নাই। জমিতে হাল চাষ করে সেখানে তারা ধান ছিটাইয়া দিতে পারে নাই। তারপর কেউ কেউ পেকি বাইন তাও অতিবৃষ্টির জন্য করতে পারে নাই।

সেই জন্য আজকে গ্রামগুলিতে কোন কাজ নেই। বড় বড় কৃষক যারা, তারা ঠিক ঠিক মত কাজ করতে পারছে না। এই সময়ে হয়তো তাদের কিছুটা কাজ থাকতো, সেই কাজের মাধ্যমে তারা বাঁচতে পারতেন। আমি আপনার মাধ্যমে সদস্যদের অনুরোধ করব, যাতে ঐ সব অঞ্চলে কাজ দিয়ে বাঁচানোর একটা ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া বাঁচানোর ব্যবস্থার মধ্যেও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে, বিশেষ কোন দলের মাধ্যমে কাজ দিলে, যাদের কাজ পাবার দরকার তারা পাবে না। আমি প্রমাণ দিতে পারি। এমন নজীর আছে। বেলপুরে, উদয়-পুরে শুনেছি মিনিমাম নেড প্রোগ্রামে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেটা বিশেষ কোন দলকে দেয়া হয়েছে। এই সব জায়গায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ঐ সব লোকের কথা শুনে কাজ করবে, ঐ সব লোক ফরোয়ার্ড করে দেবে কাদের কাজ দিতে হবে, এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কে? কাকে কাজ দেয়া হবে তা দলীয় চিন্তা ধারায় হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চিন্তাধারায় যদি একটা সরকার চলে, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ ঠিক ঠিক ভাবে সুযোগ সুবিধা পাবে না। সেই দিকে আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করবো যাতে এই সমস্ত জিনিষ তারা তদন্ত করে দেখেন। তদন্ত করে একশান নেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের, মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। আমি যা বলছি তা সত্যি। শুধু তাই নয়, গাঁও সভা ভিত্তিক যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, সেই সব পঞ্চায়েতের প্রধান বা মেম্বারদের দিয়ে কাজ না করিয়ে যে সব দলীয় লোক আছে তাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্বতন সরকার যে সমস্ত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিয়েছিলেন, বর্ত্তমান সরকার সেই সব লোকদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। এই রকম নজীর আমার কাছে আছে স্যার। শুধু তাই নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে সিলিং নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং সিলিং বহির্ভূত জমি যে সব ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল, সেই জমি থেকেও তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে স্যার, আজকে কংগ্রেস সরকার নেই। এখন আমরা সরকার চালাচ্ছি। এই রকম অবস্থা যদি চলে স্যার, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের কি করে উন্নতি হবে। তারা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। আমি স্যার, নামও বলে দিতে পারি (ভয়েস :—নাম বলুন)। না, নাম বলে কোন লাভ নেই। স্যার, এই রকম অবস্থা আজকে পাহাড়ে চলছে। এটার নাম কি গণতন্ত্র? এটাই যদি গণতন্ত্র হয় তাহলে আমি জানি না গণতন্ত্র কাকে বলে। এই যদি গণতন্ত্র হয় স্যার, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ বিচার বিবেচনা করবে এই গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখবে কি না? কারণ তারাই এটা বলতে পারেন। যেহেতু কংগ্রেসের ভুল ত্রুটি দেখে তারা কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চাই না বর্তমান সরকারও তাই করুক। তাহলে তাদেরও সরে আসতে হবে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোয়ালিশন সরকার আজ যা করছে, সেটা কংগ্রেস সরকারের চেয়েও জঘন্য। আমি নিজে দেখেছি, বহু সাবডিভিশানে, অফিসারদের ধমকানো হচ্ছে, তাদের বলা হচ্ছে যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন, তাহলে তোমাদের বদলী করা হবে। পুলিশকে ধমকানো হচ্ছে, বলছে যে, আমাদের কথা না শুনলে তিনটার মধ্যে ছুটে যাবে, দুটার মধ্যে ছুটে যাবে। এই হচ্ছে আজকে ত্রিপুরার চিত্র। আর একটা কথা স্যার, ল অ্যাণ্ড অর্ডার না কি যেন বলে স্যার, আমি আবার ইংরাজী ভাল বলতে পারি না। (ভয়েস আইন শৃঙ্খলা) হাঁ, আইন শৃঙ্খলা—এই ল অ্যাণ্ড অর্ডার স্যার, সেটা কি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি সেটা কি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে? আমি একটা কথা বলছি স্যার, কয়েকদিন কাগজে আমি দেখেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খোয়াই—এর শ্যামপুরে একজনকে জীবন্ত মেরে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েকদিন পূর্বে ডাঃ সোমকে জঘন্যভাবে মেরেছে। এর কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেলেকে জোর করে আটকিয়ে রেখেছে মেরে ফেলার জন্য। খতম করে দেয়ার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কল্যাণপুরে আপনি দেখেছেন, এক জনকে খুন করা হয়েছে। এই আগরতলা শহরেও ৪।৫টা খুন হয়েছে এমন কি আমাদের মা বোনেরা হাটে-বাজারে যেতে সংকোচ বোধ করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দেখে থাকবেন আনন্দ বাজার পত্রিকাতে যে, বুদ্ধ মন্দিরের কাছে অসুস্থ মেয়েকে দেখার জন্য মা যাচ্ছিল হাসপাতালে। পথিমধ্যে সেই মাকে কি ভাবে টানা হেচড়া করা হয়েছে। এটা কি জঘন্যতম অপরাধ নয়? এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ শুধু তাই নয় স্যার, আজকে উদয়পুরে আমাদের কংগ্রেসে কেন কাজ করছে এই জন্য বাচ্চু দাস নামে একটা ছেলেকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এসে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়ে ছিল। স্যার, এই রকম মার্ডার হয়েছে বিলোনীয়াতে, অমরপুরে হয়েছে স্যার।

শুনছি স্যার, এটা দলীয় গণ্ডগোল হয়েছে। একই দলের লোক। একে অপরকে খুন করেছে। এই জন্য স্যার, আজকে কোন উচ্চ বাচ্চা নেই। এই য অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কোথায় ল অ্যাণ্ড অর্ডার। সেইটা আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে আরো পিকিউলিয়র যে তাদের দলের মন্ত্রীরা গিয়ে ঘেরাও করছেন, ডেপুটেশান দিচ্ছেন ২৭ দফা, ২৯. দফা ২০ দফ দাবী নিয়ে। (ভয়েস কোথায় মন্ত্রীরা থাকেন) পেছনে, পেছনে থাকেন। ত্রিপুরার জনসাধারণকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছেন, কি ভাবে চিন্তা করছেন তাদের নিয়ে সেটা আমি জানি না স্যার। দাবী পূরণ হবে কি করে কবে বি, ডি, ও, বাবু এস, ডি, ও বাবু কোথায় পাবেন টাকা। আর টাকা না পেলে কি ভাবে হবে দাবী পূরণ। আজকে মন্ত্রীরা গিয়ে ঘেরাও করছেন, ডেপুটেশান দিচ্ছেন, এটা স্যার, নতুন বিষয়, এটা নতুন আমদানী। নতুন আমদানী করছেন এই সরকার। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম নজীর আছে কি না আমার জানা নেই। অবশ্য আমার বয়স অল্প। আমি পৃথিবীর ব্যাপার জানি না। তবে মনে হয় এ রকম নজীর কোথাও নাই। (ভয়েস আপনি খুব পরিশ্রান্ত, বসে পড়ুন।) বসব কেন। তবে নতুন ত। শিখতে সময় লাগবে। (ভয়েসেস:—না ভাল হত বলছেন) সেখানে তাঁরা বলছেন যে, এই আমাদের লোক, এদের মাধ্যমে সব কিছু দিতে হবে। এটা যদি তাঁরা না করেন তাহলে ভয় দেখান হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যদি হয় তাহলে গণতন্ত্র এর ব্যবহার সঠিক ভাবে কি ভাবে, গণতন্ত্র কি ভাবে থাকবে সেটা ত্রিপুরার মানুষ বিচার বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুধু তাই নয় আপনি নিজে জানেন, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি তিনি নিজে দেখেছেন, আপনিও দেখেছেন ঐ হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা নিয়ে যে গে লমালের সৃষ্টি হল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত সেই গণ্ডগোলের তাণ্ডব যজ্ঞ চলছিল। স্যার, পুলিশ নিক্রিয় ছিল। পুলিশ দেখেছে কিন্তু ধরে রাখতে পারে নি। ফোন আসে। থানায় ফোন আসে' বলে যে, "অমুককে ধরে আনা হয়েছে ছেড়ে দাও।" থানা থেকে বলে যে, না স্যার, এরকমত কোন ছেলে আসে নি।' তখন বলে, "যাও ঐ কাটা খালের কাছে। মটর সাইকেল নিয়ে গিয়ে দেখ গিয়ে।" এই সমস্ত জিনিষ চলছে স্যার, আজকে। আমরা এতে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি। বেলা ১০ টায় বোধজং স্কুলে ফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে ঐ দুষ্কৃতকারীরা এল ১১ টার সময় তুলসীবতী স্কুলে, ১২ টার সময় ঐ উমাকান্তে, একটার সময় নেতাজীতে ২ টার বোধজং স্কুলে। আর ২-৩০ মিনিটের সময় কি জানি—

(মাননীয় অনিল সরকার:—বাণী বিদ্যাপীঠ) হাঁ, হাঁ, বাণী বিদ্যাপীঠ। ভুলি নি নাম। বলতে একটু সময় লাগে। তা আপনাদেরত মনে থাকবেই। কারণ আপনারাই এই সব করেছিলেন। আপনাদের মনে থাকবে না ত কার মনে থাকবে।

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, এই অবস্থা এটা আমার কথা নয়, আমি নিজে সেখানে ফলো করেছি সমস্ত মন্ত্রীরা এম, এল, এ'রা সেটা জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কি করে সম্ভব একটা রাষ্ট্রে একটা রাজধানীতে এই ভাবে ১০ থেকে ৩টা পর্য্যন্ত এই ভাবে ছাত্র-ছাত্রীকে মারা হল, পুলিশও অনেই ইটপাটকেল খেলেন পিটাও খেলেন কিন্তু সরকার তখন কোথায় ছিলেন, মন্ত্রী বাহাদুররা ছিলেন কোথায়? তারা তো এই আগরতলাতেই ছিলেন? এমন কি মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, নেতাজীর হেড মাষ্টার মহাশয় ফোন করেছেন শিক্ষা মন্ত্রীকে শুনেছি, কিন্তু তিনি গিয়েছেন এও শুনেছি দুটার পর তিনটার সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন কি নেতাজীর হেড মাষ্টার বাবু উক্তি করেছেন আমি পত্রিকায় দেখেছি যে যারা দুস্কৃতকারী তারা বলেছে তারা শ্লোগান দিয়েছে এবং বলছে আমরা বিশেষ মন্ত্রীর লোক, আমরা মন্ত্রী বানাতে পারি, আমরা মন্ত্রী নামতে পারি সুতরাং তোমার বই দেখে পরীক্ষা দিতে দিতেই হবে এই সমস্ত কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন পত্রিকায় সেটা উঠেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বড় লজ্জা হয় এটা বলতে হয় তাই বলছি তথাপি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে একটা প্রাইভেট স্কুলে সেই স্কুলে পরীক্ষা দিতে দেয় নি এটাতে কি প্রমান হয় না যে প্রাইভেট স্কুলে সরকারী অর্থে মাষ্টাররা বেতন পায় বাড়ী-ঘরের টাকা পায় সেই মাষ্টাররা পরীক্ষা দিতে দেয় নাই, উইমেনস্ কলেজে পরীক্ষা দিতে হয়েছে? দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকার আমি জানি না তারা কি ভাবে হাসি ঠাট্টা করে এটা কি স্যার, অস্বীকার করার কথা? নেতাজীতে পরীক্ষা আজ বন্ধ দিয়েছে পরীক্ষা হয়েছে আজকে পরীক্ষা দিতে একটা হেড মাষ্টার মন্ত্রীর আদেশকে ডিনাই করেছে, তথাপি তারা কথা বলে? দুর্ভাগ্য ত্রিপুরার জনসাধারণের আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই জন্য আজকে আমার আবেদন থাকছে যে বর্তমান সরকারকে প্রগতিশীল কাজে আমরা সমর্থন করি কিন্তু যে সমস্ত অন্যায় অবিচার আজকে চলছে সেইটাকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও দেখছি আগের সরকারের সময় যে সমস্ত মানুষ গয়েল কনজারভেশানের কাজ করেছে, গরীব মানুষ যারা ভূমিহীন তারা সেটার সাব-সিডি দিয়ে এই সাব-সিডির টাকাটা এই সমস্ত পরিবারে গরু বাছুর বিক্রী করে এবং ছোট খাটো জিনিষ পত্র বিক্রী করে তারা কোন রকমে কাজ করছিল কিন্তু অদ্য যাবৎ বর্তমান সরকার এই ভূমিহীনদের সাব-সিডির টাকাটা দিতে সমর্থ হয় নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কি তারা পারেন না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না যদি তারা আজকে এই ভূমিহীন এবং যারা গরীব মানুষ তাদের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তাহলে তাদের আজকের যে বর্তমান সরকার এই সরকারের প্রতি মানুষের সমর্থন কতটুকু থাকবে সেটা চিন্তা করার জন্য বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সব কাজ তো সমর্থন করা যায় না, তখন কাজটা শেষ হয় নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম যে তিনি কত হাজার টাকার একটা হিসাব দিয়েছিলেন যে তিনি তার ৫ লক্ষ টাকা না জানি কত কোটি, কত হাজার টাকার একটা হিসাব দিয়েছিলেন সেই হিসাবটা ত্রাণ কার্য্যের খাতে বলেছেন, ত্রাণ কার্য্যে এই হিসাবের টাকা নয়। সেই হিসাব পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ত্ত বিভাগের আগে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার এর টাকা এবং রাজস্ব খাতের টাকা ঐ ব্লকের সমিষ্টি উন্নয়নের জন্য, সাধারন মানুষের বাজ-ব্রিজ এবং টিউব-ওয়েল মেরামত করার যে সমস্ত টাকা যেটা চলছে এইটা কি করে কি ভাবে হবে এই টাকা এখনও পাশ হয় নি মাত্র প্রপোজাল গিয়েছে। তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনটা ডিষ্ট্রিক্টে ৫০ লক্ষ টাকার মত টেষ্ট রিলিফ দিয়েছে কাজ চলছে পূর্ব্বেও আমি বলেছি অপ্রতুলতা যেটা নগন্য মাত্র যেখানে আমি বলেছি স্যার, ১৩টি ব্লকে ১৫শ টাকা দেওয়া হয়েছে একটা গাঁও সভার ১১০ টাকা করে প্রধানরা টাকা নেয় নাই। বিশালগড় ব্লকে প্রধানদের সঙ্গে সভা করেছে কোন এক বিশেষ

মন্ত্রী মহাশয় ত্রৈপাসে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা তারা সামনা-সামনি বলে দিয়েছে। রইস্তাবাড়ীর কথা আমি ঠিক বলতে পারি না প্রতি গাঁও সভায় ৫শ করে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই দুর্যোগ পূর্ণ সময়ে এই টাকা মোটেই একটা মানুষের উপকারে লাগার কথা নয় এই জন্যই আমার এই বক্তব্য যাতে এই সরকার আরও বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে তারা যাতে কাজে এগিয়ে যেতে পারেন সেটাই আমার বক্তব্য তাদের এই যে ৫৫ লক্ষ টাকা সেইটা আমার বহু আগে জানা আছে. আগের দিন কালেও আমরা চেষ্টা করেছি এই দিয়ে কাজ করতে পারি নাই সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি এটার ওখানে প্রসিডিউর আছে, এটা পত্রিকায় ফোকাশ করা যায়, সাধারণ মানুষের উপকারে যাবে না সেই জন্যই আমি বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমি জানি না সত্য কি মিথ্যা আজকের দিনে চাকুরীর ব্যাপারে আমরাও দেখেছি এবং পত্র-পত্রিকায়ও দেখি যে ইন্টারভিউ না দিয়ে, কোন নীতি নির্দ্ধারন না করে চাকুরী দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রীর একটা ষ্টেটমেণ্ট দেখেছি যে নীতি নির্দ্ধারণের মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হবে কিন্তু সেই চাকুরীর ব্যাপারে কি হবে আমি জানি না সত্য-মিথ্যা কি? পত্র-পত্রিকার কথা অনেক চাকুরী দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত চাকুরীর কোন ইন্টারভিউ নেওয়া হয় নাই যে সমস্ত চাকুরী হয়েছে অনেকের পরিবারেই ২/৩ জন চাকুরী করে সেই রকম লোকের চাকুরী হয়েছে। তাঁরা বলতে পারেন কংগ্রেসও এই রকম করেছে, আরে ভাই কংগ্রেস করেছে তার জন্যই আজকে কংগ্রেস সাধারণ থেকে দূরে সরে এসেছে কিন্তু আমি অনুরোধ করবো আপনারা তার চেয়ে বেশী আরম্ভ করেছেন আপনারা সে দিকে লক্ষ্য করে আগামী দিনের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে যদি কাজ না করেন তাহলে সেটা আপনাদের শিক্ষা দেবে কারণ আপনারা যখন দেখছেন গতবার এই পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, এম, ১৬টি সীট পেয়েছিল এবার কত বেশী পেয়েছে? আর এবার এটা রাখতে হলে আপনাদের কি করতে হবে, কি পলিসি নিতে হবে? ঐ সরকার কর্মচারীদের উপর দোষারূপ করে যদি আজকে তা করতে চান তাহলে সেটা বেশী দিন টিকে রাখা যাবে না তাছাড়া আজকে আপনাদের নেতা শ্রীজ্যোতি বাবু বলেছেন লাল রুমাল যারা লাগায়, যারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সেটা বন্ধ করতে হবে সে জন্য আপনাদের দলের কাছে আমি অনুরোধ করি গণতন্ত্র মাফিক সমাজতন্ত্র ধাচে আজকের এই ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন বর্ত্তমানে এই যে কাজ চলছে সেটা অগণতান্ত্রিক। শচীনদার বক্তৃতায় আমরা দেখেছি আবার দশরথ বাবুর বক্তৃতায় আমরা দেখেছি, শচীনদা বলেছেন অগণতান্ত্রিক মাফিক কাজ চলছে আর দশরথ বাবু বলেছেন যারা মন্ত্রী সভাতে এসেছেন তারা সব কংগ্রেসেই অংশ তাদের জন্য কাজ করতে পারি না। এই যে বিপর্য্যয় অবস্থা কালকেও কোয়েশ্চান আওয়ারে আমরা দেখেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী আমাদের অর্থমন্ত্রীকে কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি এবং সেই চিঠিতে কিছু আছে কিনা তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ব্যক্তিগত ভাবে কে চিঠি দিল না দিল সেটা সরকারের বিবেচ্য বিষয় নয় এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ সাফার করবে তার জন্য আমার আবেদন থাকবে যতই কিছু থাকুক জনসাধারনে কাজের যেটা হবে সেটা এক মাস, এক কিস্তি বা এক বছর নিয়ে করুন। তারপর দেখুন আপনাদের কার দল কত ভারি সেটার চেষ্টা করবেন এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি। জয়হিন্দ

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের নূতন ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেরও পরিবর্তন এসেছে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার মাননীয় মন্ত্রী নৃপেন বাবু গত ১৬ জুন ১৯৭৭, ৭৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে যে পরিমান অর্থ রাখা হয়েছে এই অর্থ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব নয়। এটা শুধু আমি কেন ত্রিপুরার প্রত্যেক মানুষ এই কথা বলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট কি অবস্থার মধ্য দিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে উপস্থিত করতে হয়েছে সেটা আগে আমাদের দেখতে হবে। আমরা জানি সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে টাকা পয়সা রেখে গেছেন সেটাকে ভিত্তি করে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার এই বাজেট উপস্থিত করতে হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সেটা জানেন কি না জানি না, তারা এক দশক রাজত্ব করেছেন সেই রাজত্ব করার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা টুকু গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। যখন কোন বাজেট উপস্থিত করতে হয় তখন মন্ত্রী সভার প্লেনিং কমিশনের একটা অনুমোদন আনতে হয়, এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার তেমন কোন অবস্থা ছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এই রুলিং পার্টির সদস্যরা বিভিন্ন রূপ নিয়ে বসেছে। ৩০ বছর ভারতের মধ্যে যে অত্যাচার অবিচার যে পাপ, তারা বরেছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজকে তাদের এই বিরোধী পক্ষের বেঞ্চে বসতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিরোধী পার্টির নেতা বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে যে অভাব সৃষ্টি হয়েছে এই অভাব অনটনের মোকাবিলা করতে গিয়ে এই মন্ত্রীসভা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই ৩০ বছর মানুষের আর্থিক অভাব অনটনে যে ভাবে বেড়েছে যে অন্যায় তারা করেছে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা করেছে সেটার এত তাড়াতাড়ি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মাননী বিরোধী পার্টির নেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৭৩ সালে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একমুঠ অন্নের জন্য শেয়াল, কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরতি করে এই সব খবর উঠেছে। আগরতলা শহরের বুকে এই এস, ডি, ও অফিসের সামনে তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। আমি কৃষি মন্ত্রীর বাংলোয় গিয়েছিলাম বাংলোর সামনে ফুলের বাগান তাতে ফুল ফুটছে, বাংলোর সামনে দিয়ে দক্ষিণা বাতাস বইছে, আর নিয়ম লাইটের নিচে আরাম কেদারায় তিনি বসে আছেন। তখন আমি তাকে বললাম আপনি আরাম কেদারায় বসে আছেন আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অবস্থা একবার দেখেছেন কি? তিনি কি ভুলে গেছেন তিনি ভুলে যান নি। আম জিজ্ঞাসা করি বেলবাড়িতে তিনি গিয়ে মিটিং করেন এবং এই ১০ বছরে কংগ্রেস ২ জন জুমিয়াকে পুর্ণবাসন দিতে গিয়ে ৩ শত টাকা করে, তার অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২৮ হাজার ২ শত টাকা। অর্জুন দেববর্মার মেয়ে একটা ফিডিং সেন্টার খুলেছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সদস্য এখানে উপস্থিত নাই তার বিরুদ্ধে বলতে পারেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনসুর আলি সাহেব এই বাড়ীতে গেছেন এবং অর্জুন দেববর্মার মেয়ে একটা ফিডিং সেন্টার করে কংগ্রেসী আমল থেকে।

শ্রীমুনসুর আলি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্জ্জুন দেববর্ম্মার বাড়ীতে গিয়ে আমি মিটিং করি নি, উনি এটা ভুল বলছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিটিং করেছে কংগ্রেসী আমলে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মানুষ যেখানে ৩০ বছর ধরে শোষিত হচ্ছিলেন, বঞ্চিত ছিলেন নিপিড়ীত ছিলেন, প্রতারিত ছিলেন, সেই জন্য সামান্য টাকার প্রতিটি পাই পয়সা এই গ্রামে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষের হাতে তাদের ন্যায্য পাওনা তুলে দিতে এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা দৃঢ় সংকল্প এবং তারা চেষ্টা করবেন যাতে প্রতিটি পাই পয়সা তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। গত বাজেটে আমরা কি দেখেছি ? —দেখেছি যে টাকাগুলি বরাদ্দ হয় সেই টাকা এই গরীব মানুষের পকেটে না গিয়ে দুর্নীতি পরায়ণ টাউদদের পকেটে যায়। যার ফলে গরীব মানুষ সেই টাকা থেকে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থা যাতে আর ত্রিপুরা রাজ্যে পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে তার জন্য এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা চেষ্টা করে যাবেন। আমরা আশা করি এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা যে উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সমর্থন এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার প্রতি থাকবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই আড়াই মাসের যে কোয়লিশন মন্ত্রী সভা সেই ৩ বৎসরের কংগ্রেস মন্ত্রী সভার কাছে শিশুর সমান। একটা শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে, সূর্য্যের আলো দেখে তখন তার মনে আশার সঞ্চার হয় যে তার বাঁচার অধিকার আছে এবং তাকে বাঁচার মত বাঁচতে হবে। কিন্তু এই ৩ বৎসরে কংগ্রেস রাজত্বে সেই শিশুকে তারা অবহেলা করেছে। আর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস যখন ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হল অমনি সেই শিশুর প্রতি তাদের এত শ্রদ্ধাভাব যেন বিড়াল তপস্বীর মত মনে হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা চাই এই ধরনের একটা দরিদ্র বাজেট এর পয়সাগুলি যাতে গরীব মানুষের পকেটে যায়। আজকে এই চীৎকারগুলি কেন হচ্ছে—বাজেটের টাকা এতদিন কংগ্রেস সরকার দালালদের, টাউটদের মাধ্যমে বিলি বন্টন করে এসেছে। আর তারা গরীব মানুষকে ঠকিয়েছে। মানুষকে তারা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা চেষ্টা করছি সেই টাউটরা যাতে এই সরকারী সাহায্যের সেটার পরিমাণ কমই হোক আর বেশীই হোক, সেটা বিলি করতে গিয়ে তারা যাতে সেখানে আর অংশ বসাতে না পারে। তাই আজকে বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে অংশ বসানো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যার ফলে রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা বেকার হয়ে পড়েছে। তাই তারা আজকে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাদের কাছে যে আমরা তো মরতে এসেছি তোমরা আমাদের একটা উপায় করে দাও। তাই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা চীৎকার করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের আশা আকাঙ্খা এই সরকার এর উপর আছে, সেখানে আমি এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভারে অনুরোধ করব গরীব মানুষের সমস্ত সমস্যাগুলি পূরণ করার জন্য যেন চেষ্টা করেন। কারণ আমি একটা ঘটনা বলতে চাই ১৯৬০ ইংরেজীতে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের এবং উপজাতিদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে

ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাণ্ড রিফর্মস একট পাশ হয়েছিল এবং সেই ল্যাণ্ড রিফর্মস একট পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতিদের জমি অন্যায় ভাবে, বে-আইনী ভাবে যাতে ট্র্যান্সফার হয়ে যাতে আর নন-ট্রাইবেলের কাছে যেতে না পারে তার ব্যবস্থাগুলি তার মধ্যে তখন রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই রাজত্বেই চোরাই পথে ট্রাইবেলের জমি ট্রান্সফার হয়ে গেছে নন-ট্রাইবেলের হাতে। তাই তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নুতন ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা আন্দোলন করে এসেছে আমার জমি রক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তখন সেই দিকে কর্ণপাত করেন নি। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৭৪ইং সালে নুতন করে ২য় ভূমি সংস্কার আইন পাশ করা হল। সেই ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে কি বলা হল-- যে তহশিল এবং তহশিলের আংশিককে সিডুয়েল এলাকা বলে ঘোষণা করা হল এবং ১৯৬৯ ইং থেকে যে সমস্ত জমি অন্যায়ভাবে ট্রান্সফার হয়েছে সেগুলি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু ১৯৬৯-৭৭ ইং পর্য্যন্ত কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিলেন। এতদিন ক্ষমতা থাকা কালীন হাজার হাজার দরখাস্ত পড়েছিল কংগ্রেস সরকার কাছে। কিন্তু সেই দরখাস্তগুলির কোন ব্যবস্থা তারা করেন নি। এই ট্রাইবেলদের বেআইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। সেই ব্যবস্থাগুলি যাতে এখনকার কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা অতিসত্বর জমিগুলি ট্র্যান্সফার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেকটি দরখাস্ত যাতে তদন্ত করে সুবিচার করা হয় এই দিকে তারা দৃষ্টি রাখবেন বলে আমি আশা করি। কিন্তু আমরা দেখেছি এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভারও কিছু কিছু ত্রুটি আছে। এই ত্রুটিগুলি কি? ল্যাণ্ড রেভেনিউ মন্ত্রীসভার কোর্ট কতগুলি কেসের রায় দিয়েছিল যে এই জমিগুলি ট্রাইবেলদের ফেরত দিতে হবে। এবং আরও কিছু তদন্তের ব্যবস্থাও তারা করে রেখেছিলেন। কিন্তু জানি না কি কারণে এই রায়কে অমান্য করে সেটাকে স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যেগুলি তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলির ও আর তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে না। সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে জানিনা সেটা কিভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জানিনা এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার কোন ডিসিশান হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে তাহলে উপজাতিদের জমি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কোন ন্যায় সংগত অধিকার যেখানে আইনে স্বীকৃত আছে, সেই স্বীকৃত অধিকার কার্য্যকরী হবে না। এবং এই কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার সময় আমাদের ১৪ দফা দাবীর মধ্যে এগুলি ছিল। মাননীয় কেবিনেটের সদস্যদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যাতে করে এই ট্রাইবেলের জমি অতি সত্বর ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং ট্রাইবেলদের জমি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কোন ক্লেশের সৃষ্টি না হয়। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে সমস্ত গরীব কৃষক জমি দেওয়ার পর নুতন ভূমিহীনে পরিণত হবে সেই ক্ষেত্রে তাদের পুনর্ব্বাসন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা পয়সা দিয়ে, পুনর্ব্বাসন দিয়ে তাদের বাঁচার ন্যূনতম ব্যবস্থা যাতে করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীভার নিকট অনুরোধ রাখব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের দীর্ঘদিনের দাবী চাকরীর ক্ষেত্রে উপজাতিদের কোটা পূরণ করা হোক। এটা সংবিধানে স্বীকৃত আছে শতকরা ২৯ ভাগ, সিডুয়েল ট্রাইব এবং সিডুয়েল কাষ্টদের জন্য রিজার্ভ রাখতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে আমরা কি

দেখি—এ পর্য্যন্ত ১৮,৫৫৫টি সিট নন-ট্যাক্নিকেলের ক্ষেত্রে যেখানে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে পুরণ হয়েছে ৭ হাজার ৪৭১টি। এইখানে যে পরিমাণ কোটা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ যদি আমি ধরি, তাহলে সেখানে সিড্যুয়েল ট্রাইব পেত ৫৩৮০টি আসন। এই ক্ষেত্রে তারা পেয়েছে মাত্র ২১৯১টি আসন।

শতকরা পারসেণ্টেজ হিসেবে ১২.৭৫। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

সেখানেও উপজাতিদের ক্ষেত্রে তাদের ঠকানো হয়েছে কত ? ৩১৮১। কেন আজকে তাদের দেওয়া হয় নাই। উপজাতিদের মধ্যে অনেকে আজকে স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে আছে, সেই উপজাতিদের প্রার্থী দিযে ঐ সব পদ পূরণ করা যেতো, তাদেরকে এই ক্ষেত্রে নেয়া যেত, কিন্তু এই কংগ্রেস সরকার উপজাতিদর প্রতারণা করেছে, উপজাতিদের ঠকিয়েছে। আজকে তাদের ৩১৮১টি পদ তাদেরকে দেওয়া হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই কংগ্রেসের রাজত্বের মধ্যে তোমরা উপজাতিদের এইভাবে ঠকিয়েছে, আর এখন বিরোধী বেঞ্চে বসে তাদের অভাবের কথা, বিধান সভায বসে বলে সস্তায় নাম কেনার কৌশল করছ, তাঁদের লজ্জা লাগা উচিত। তাদের এই কৃতকর্মের ফল আজকে তাঁরা ভূগছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিড্যুল কাষ্ট নন-টেকনিক্যাল চাকুরার ব্যাপারে আমরা দেখছি যেখানে তাদের পাওনা হচ্ছে ২৪১২, সেই ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া হয়েছে ১৬৪৩, তাদের সেখানেও পাওনা আছে ৭৬৯টি, তারা শতকরা হিসাবে কম পেযেছে ৯.৪০। সংবিধান অনুযায়ী তাদের পাওনা হচ্ছে শতকরা ১৩। এই ক্ষেত্রেও তাদের ঠকানো হযেছে। আমরা আজকে বিরোধী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই গত ৩০ বছরে তাদের রাজত্বের সময় ঐ সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবসদের কিভাবে ঠকিয়েছেন, তাদের সংবিধান সম্মত যে পাওনা, তাদের সেটা কেন দেন নি ? আর জেনারেলের ক্ষেত্রে আমার দেখছি যেখানে আছে ১৮ হাজার সেখানে জেনারেল পাবে ১০৭৬৪টি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তারা নিয়েছেন ১৩৬৫২ অতিরিক্ত ২৮৮৮ নিয়েছেন, এই ঘটনাগুলি কেন হচ্ছে। আজকে তাঁরা সত্যি যদি গ্রামেব পিছিযে পড়া মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী, তাদের পাওনা দেওয়ার যদি সদিচ্ছা থেকে থাকত, তাহলে কেন তাদের থেকে ৩ হাজার পদ কম করে নেওয়া হয়েছে, এটা কার স্বার্থে ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু এই ব্যাপারেই নয়, ক্লাশ ফোর এম্প্লয়িদের ক্ষেত্রে কি দেখছি, সেখানে পদ সৃষ্টি হয়েছে ৫৯৩০, তার মধ্যে পুরণ করা হয়েছে ৫২৪৯। এখনও শূন্য পদ আছে ৬৮১। তার মধ্যে এস, সি পাবে ১৭৯৯টি, কিন্তু নেওয়া হয়েছে ৮৮৭টি, ৯৩৫টি পদ এখনও তারা পায়নি। শতকরা হিসাবে ৯৬.৮০ হিসাবে যেখানে তাদের মোট পাওনা হচ্ছে ৭৭০, তাদের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে ৬৭৬, তাদের ৮৭টি পদ আরও প্রাপ্য রয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম তারা ২৬৫টি অতিরিক্ত পদ অন্যান্য ক্লাশ থেকে পূরণ করেছে। এইভাবে এস সি, এবং এস, টি-কে ঠকানো হয়েছে। আমি কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার কাছে আবেদন রাখছি যে নুতন চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবসদের, কংগ্রেসের

আমলে যেভাবে তাদেরকে ঠকানো হয়েছে, সেইভাবে যেন তাদের ঠকানো না হয়, তারা যাতে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী, তাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পেতে পারে, তার চেষ্টা কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা নেবেন, এই আশা আমি করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরও একটু সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি ২৫ মিনিট বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, উনাকে আরও একটু সময় দেওয়া হোক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটি ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় স্যার, শিক্ষাক্ষেত্রে আজকে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির অবস্থা কি ? আমি শুধু একটা স্কুলের চিত্র এখানে তুলে ধরছি। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তা পূরণের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু গত ৩০ বছর ঐ কংগ্রেসের রাজত্বে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে যেতে তাঁরা চেয়েছিলেন তার একটা চিত্র আমি এখানে তুলে ধরছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা সহর থেকে খুব বেশী দূরে নয়, ২৫ কিলোমিটার দূরে চম্পকনগর লোক শিক্ষালয়-এ ১০ জন বোর্ডার আছে সেখানে ১০টি সিট নেই, ছাত্র ৩০টি আছে, সেখানে ডাবল বা কোন কোন সীটে ৩ জন করে থাকছে, আজকে তিন চার বছর এভাবে চলছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শৈলেশ বাবুকে আমি বার বার একথা তুলে ধরেছিলাম, আমাদের এলাকার মানুষ উনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, এই ব্যবস্থা তুমি কর, কিন্তু উনি বলেছেন যে অভিরাম বাবু বললেই কি সেখানে এই ব্যবস্থা করে দেব ? চমৎকার কথা। আজকে সেখানে তাদের বসে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, রান্না করার ব্যবস্থা নেই, এই হচ্ছে লোক শিক্ষালয়ের বোর্ডিং এর অবস্থা। আমি প্রত্যেক মেম্বারকে আহ্বান করছি, আপনারা কাল, পরশু যখন সময় পান বিরোধী সদস্যদেরও অনুরোধ করছি আপনারা লোক শিক্ষালয়ের বোর্ডিং এর অবস্থা আপনারা যেয়ে দেখে আসুন গত ৩০ বছরের রাজত্বে আপনারা সেই স্কুলগুলির অবস্থা কি করেছেন। বিরোধী আসনে বসেছেন, এখন যেয়ে দেখে আসুন আপনারা আপনাদের রাজত্বে কি করেছেন। আরও একটু নীচে নেমে আসুন বাজারের কাছে, একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল, সেখানে ফ্লোরের সিমেন্ট উঠে গেছে, সেখানে বসে পড়াশুনা করার মত অবস্থা নেই, পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে সেখানে যেয়ে পড়াশোনা করার কোন উপায় নেই, কারণ সেখানে বালু, কাঁদার মধ্যে বসে ক্লাস করতে হয়, কাপড় চোপড়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেসের রাজত্বে গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা কি হয়েছে, তার একটা চিত্র আমি এখানে তুলে ধরেছি, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটের দিকে তাকিয়ে দেখুন কিভাবে আপনাদের মানুষ ঘৃণায় সরিয়ে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কারও স্বার্থ লুকিয়ে আছে, তা না হলে ঐ স্কুলগুলির অবস্থা এমন হতে পারে না। গ্রামের স্কুলগুলি ভেঙে গেছে, মাষ্টার নেই, স্কুলঘর নেই পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে শতকরা ৭০ জন লোক অশিক্ষিত, কংগ্রেসীরা চায় গ্রামের মানুষ যাতে শিক্ষিত হতে না পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মান্দাইয়ে যান, সেখানে ১৯৭৫ সনে একটা স্কুল (১০ ক্লাশ) খোলা হয়েছিল, এখন পর্য্যন্ত সেখানে কোন মাষ্টার দেওয়া হয়নি। আর পাশাপাশি আগরতলা শহরে আমরা দেখছি সেখানে অফিসারদের বৌ-কে চাকুরী দিয়ে সদরে

রাখা হচ্ছে এবং এক একটি স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষিকা রয়েছে, অথচ গ্রামের স্কুলগুলিতে কোন মাষ্টার নেই। কি চমৎকার তাদের নীতি, কি চমৎকার তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি। ভারতবর্ষের শিক্ষা নীতি কি হবে এবং ত্রিপুরার শিক্ষা নীতি কি হবে, সেইদিকে আমি যাচ্ছি না, আমি কেবল কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই—বলতে চাই গত ৩০ বছরে কংগ্রেসের প্রাক্তন সরকার কি করেছেন এবং কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন অতীতের ঐ আবর্জ্জনাগুলি আস্তে আস্তে দূর করার চেষ্টা করেন। এই কোয়ালিশান মন্ত্রী-সভা যদি এর জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে কংগ্রেসের ভাবমূর্ত্তির মত তাঁদের ভাবমূর্তিও জনসাধারণের কাছে নষ্ট হতে বাধ্য। গ্রামের ছেলে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা করুন এই অনুরোধই কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার কাছে আমি রাখব। আমি কয়েকটি স্কুলের কথা এখানে বলেছি, আগরতলা শহরের আশেপাশে যেগুলি আছে, তাছাড়া গ্রামের আরও ভেতরে যান, তাহলে দেখতে পাবেন স্কুলের জায়গা নেই, খাতায় নাম আছে, স্কুলে শিক্ষক নেই, অথচ খাতায় নাম আছে। এইসব ঘটনা যাতে আর না ঘটে, গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থার যাতে উন্নতি হয় এবং গ্রামের মানুষের শিক্ষারপ্রতি যাতে আকর্ষণ জাগে, সেই জিনিষটা অতি সত্বর করতে হবে, নতুবা এই সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে বেশীদিন লাগবেনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অন্যায় অবিচার, যে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা তাঁরা করে গেছেন এটার ক্ষমা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই তারা কেন এই ব্যবস্থা করে গেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মানুষ যদি শিক্ষা লাভ করতে পারে তাহলে সে জানতে পারবে অনেক কিছু। তার মধ্যে চেতনা আসবে এবং সেই চেতনার ফল হবে বিপ্লব। তারা জানতে পারবে যে কারা মানুষের উপর শোষণ বৎসরের পর বৎসর চালিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা সব কিছু নুতন করে গড়ে শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব সেখানে কায়েম করবে। কাজেই শিক্ষা পেলে তারা জানতে পারবে যে কংগ্রেসীরা ভারতবর্ষে কি শিক্ষা চালু করে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্যই মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করতে চাই আপনারা সত্বর সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করুন।

গত মার্চ্চ এর ২২ তারিখে এই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের আহ্বানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সাড়া দিয়ে সরকারের কোষাগারে ভরে তুলেছেন। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের রাজস্ব আদায়ের নমুনা হিসাবে শুধু একটা কথাই উল্লেখ করলে এটা পরিষ্কার হবে। চম্পকনগর তহশীলে বিস্তামোহন দেববর্ম্মা, সাধন পাড়াতে, তাকে তহশীলদার নোটিশ দিলেন যে সুদ সমেত যদি তুমি টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ না কর তাহলে তোমাদের সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা তুলে দিতে পারল না। তখন গত জানুয়ারীতে তহশীলদার তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। সে গিয়ে কোন কথাবার্তা না বলেই তার গোয়াল থেকে পাঁচটা হালের বলদ বের করে নিল। সেই সময়ে তার একটি যুবতী নাতনী মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। সেই ১৭ বৎসরের নাতনীটি আর একটু পরেই মারা যাবে। সারা রাত কিছু খায় নি। তখন সেই তহশীলদারকে অনুরোধ করল যে আমার নাতনী আর একটু পরেই মারা যাচ্ছে। আপনারা

অন্তত: আজকের দিনটাতে আমার সম্পত্তিটা রেহাই দিন। একদিকে আমার নাতনী মারা যাবে আর অপর দিকে আপনারা সব ক্রোক করে নিয়ে যাবেন। কাজেই আমাকে দুইদিন সময় দিন। তহশীলদার হম্বাব তম্বাব করে চলে গেল। ঠিক ঐদিন ১৭ বৎসরের সেই নাতনীটি মারা গেল। সুতরাং এই যে সমাজের মধ্যে তারা গরীবি হঠানোর জন্য ২০ দফা রূপায়ন করতে গিয়ে কিভাবে টাকা আদায় করেছেন সেটা লক্ষ্য করার মত। আর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে যেদিন আমি খোয়াই গিয়েছিলাম সেদিন রাস্তার ধারে দেখলাম অসংখ্য সাদা নিশান। আমি আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এত সাদা নিশান কেন? এগুলি কি শ্মশানের নিশান? সাংবাদিক বন্ধু বললেন যে না, এগুলি জমি ক্রোক করার নিশান। তাই বলছিলাম আজকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কথা বলতে তাদের লজ্জা করে না? আমাদের কাছে হিসাবের খাতা আছে। আমরা আরও তথ্য দিতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবার কাছে আমার আবেদন মানুষের যে অশ্রু করছে সেই অশ্রু যাতে করতে না পারে এই ব্যবস্থা তারা করবেন এই আশা নিয়েই আমি আমার ভাষণ শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই বাজেটে যা আমরা দেখলাম তাতে সাধারণ মানুষ এবং খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। শুধু তাই নয়, আমরা এই বাজেটে দেখতে পেলাম যে এক কলসের জল অন্য কলসে ভর্তি করেছে মাত্র। এক খাতের টাকা অন্য খাতে নিয়েছেন মাত্র। হয়ত তপশীলি খাতের টাকা উপজাতিদের খাতে নিয়েছেন। বস্তু প্রকৃত পক্ষে যেটা এসেছে সেটা সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে না। যার জন্য আমরা বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু বিগত সরকার এই কাজ করেছেন খারাপ, সেই কাজ করেছেন খারাপ সেকথা তারা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদি আগে যারা গদীতে ছিলেন তারা এখনও গদীতে থাককেন, আইন শৃঙ্খলার এত অবনতি হত তাহলে কতবার মাননীয় অধ্যক্ষের চেম্বারে যেতে হত। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, পরাজিতই হোক বা জিতেই হোক। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। যারা কিছুদিন পূর্ব্বেও বিরোধী পক্ষে ছিলেন, এখন অবশ্য সরকার পক্ষের সদস্য, যেভাবে আক্রমণের কথা বললেন সেই আক্রমণের ছিঁটেফোঁটা নিয়ে কথা বললে পরে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন চলবে সেটা সন্দেহ আছে। আর একটা কথা হল মাননীয় সদস্য বলেছেন যে জনতার সমর্থনে তারা সরকার গঠন করেছেন। কতবড় হাস্যকর কথা। নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়ে, দলত্যাগ করে সরকার গঠন করেছেন। জনতা কি কোনদিন দলত্যাগ করে সরকার গঠনের কথা বলেছেন? জনতা ভোট দেয় একটা পার্টিকে। তারা যদি নির্ব্বাচিত হয়ে আসেন তাহলে তিনি বলতে পারেন আমরা জনতার সমর্থনে এসেছি। এর আগে এই কথা বলাটা লজ্জাকর। এর আগে এই কথা বলার কোন অর্থ নাই।

আমরা একদিন পত্রিকাতে দেখলাম যে নৃপেন দা বল্লেন সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলবে, আর আমরা গদি আকড়ে বসে থাকব এ হতে পারে না। তা যদি না হয়, মাননীয় নৃপেনদাকে প্রশ্ন করতে চাই যে সাধারণ মানুষের চোখের জল কি মুছাতে পেরেছেন? (এ ভয়েস—নৃপেন

দা আবার কি) আমি নৃপেন দাকে নৃপেনদা' বলব, তবে উনি যদি বলেন যে আমাকে মন্ত্রী হিসাবে সম্বোধন কর, তাহলে আমি তাই করব, তাঁকে মন্ত্রী হিসাবেই সম্বোধন করব। কিন্তু আমি মনে করি নৃপেনদা আমার কাছে বড। সেই নৃপেনদা আমাদের অর্থ মন্ত্রী। সে যাহউক তিনি নৃপেনদা, তিনি বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষ যারা খাজনা দেয়, তাদের থেকে খাজনা নেব না, তোমরা খাজনা দেওয়া বন্ধ কর। কিন্তু অন্য দিন আগরতলায় এসে যখন তিনি মন্ত্রীর গদীতে বসলেন, তখন দেখলেন যে ভাণ্ডার খালি। তাই তো তহশীলদার, এস, ডি, ও তাদেরকে ডেকে বল্লেন যেন তেন প্রকারেণ তোমরা খাজনা আদায় কর এবং রিজার্ভ ব্যাংকে জমা দাও, না হয় কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যাবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেশ পত্রিকায় আছে, নৃপেনদা বলুক দেশ পত্রিকায় তাঁর যে বক্তব্য উঠেছে, সেটা তার নয়। তিনি সেই পত্রিকাতেই বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলবে আর আমরা গদী আঁকড়ে বসে থাকব, তা হয় না। তাই জিজ্ঞাস্য, তিনি সেই সব সাধারণ মানুষের চোখের জল মুছতে পেরেছেন কিনা? যদি তা করতে পেরে না থাকেন, তাহলে কোন লজ্জায় তিনি মন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন, লজ্জা করে না। কিন্তু তাদের লজ্জা থাকতে পারে না, লজ্জা থাকলে পরাজিত হয়েও মন্ত্রীর গদী দখল করা যায়, এটা আবার কোন গণতন্ত্রের কথা গণতন্ত্রের এই রকম কোন কথা নাই। কারণ তারা সকাল বেলায় যে কথা বলেন, বিকাল বেলায় আর সেই কথাতে থাকেন না। সকাল যে কথা বলেন, বিকেল বেলায় আর সেই কথাতে থাকেন না। শুধু তাই নয়, স্যার। আমরা আরও পত্র-পত্রিকাতে দেখেছি যে মন্ত্রীর নির্দেশ নাকি পুলিশ মানেনা। কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার? আমার জিজ্ঞাস্য যদি কোন মন্ত্রীর নির্দেশ পুলিশ না মানে, সেই পুলিশের বিচার অবশ্যই হবে। আর সেই মন্ত্রীর যদি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার মত ক্ষমতা না থাকে, সেই মন্ত্রীই যদি পুলিশকে নির্দেশ দেন' তাহলে বা তার বিচার হবে না কেন? কারণ সেই মন্ত্রী যদি পুলিশ মন্ত্রী না হয়ে থাকেন, তবে তিনিই বা কেন পুলিশ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন? আর পুলিশই বা তার কথা শুনতে যাবে কেন? কাজেই এই জাতীয় যে কাজ, যেটা নাকি স্ববিরোধী যে মন্ত্রীর নির্দেশ পুলিশ যদি মেনে না থাকে, তাহলে খুব একটা অন্যায় করেছে বলে আমার মনে হয় না। আর যদি সেই মন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী হয়ে থাকেন, এবং পুলিশ মন্ত্রীর নির্দেশ যদি পুলিশ না মেনে থাকেন, তাহলে তার বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত। তাই পত্রিকাতে যে সব দেখছি যে মন্ত্রীর নির্দেশ পুলিশ মানছে না এবং তার জন্য যে অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, দিনের পর দিন যে আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গছে, যেখানে নাকি খুন খাশাপি এবং রাহাজানি লেগেই আছে, এটাতো থাকবেই। কারণ সাধারণ মানুষও জানে যে তাদের নিরাপত্তার কোন বালাই নেই। শুধু তাই নয়, যারা গুণ্ডা, যারা মস্তান, যারা ডেগার মারে, তারাও জানে যে এই মন্ত্রী সভার কোন ওয়েট নাই। কারণ মন্ত্রী সভার নির্দেশ পুলিশ মানে না। কাজেই এই মন্ত্রী সভার কার্য্যকলাপ ত্রিপুরার মানুষ কতদিন কামনা করবে, এই সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা পত্র পত্রিকাতে আরও দেখেছি যে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত নাকি মাননীয় রাজ্যপাল মানছেন না। কি অদ্ভুত ব্যাপার? আবার আর এক দিন দেখেছি যে সরকার প্রেস রিলিজ বের করেছে, এটা ঠিক নয় যে মন্ত্রী সভার সংগে রাজ্যপালের কোন মতান্তর হয়েছে, এরকম কোন প্রমাণ নেই।

আবার অন্য আর একদিন দেখছি যেটা পেপার প্রেস করা হয়েছে, সেটাও নাকি ঠিক নয়। আবার কোন এক মন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত পত্রিকাতে দেখে নাকি অনেক হায় হুতাশ করেছেন, কিন্তু তিনিও দেখছি গদী ছাড়তে নারাজ। (এ ভয়েস—কোন পত্রিকা) কেন? আপনাদের স্নেহধন্য সেই দৈনিক সংবাদ। সেই পত্রিকাতে বেরিয়েছে যে—অবশ্য তার পরের দিন শুনলাম নাকি এর জন্য অফিসারদের উপর দোষ পড়েছে। কারণ কিছু নন-বেঙ্গলী অফিসার মন্ত্রীসভার মিটিং এ উপস্থিত ছিল, তারা বাংলা জানেনা, কাজেই তারা সেটাও ট্রেন্সলেট করতে ভুল করেছেন। আর তাই মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্তটা ভুল উঠেছে। তার পর দিন অবশ্য দেখলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেস রিলিজ বের করেছেন এবং তাতে বলা হয়েছে যে মন্ত্রী সভায় যা আলাপ আলোচনা হয়েছিল, সেটা নাকি দেওয়া হয়েছে। তার পরেও শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিলেন যে না মন্ত্রী সভার কথাই ঠিক আছে। একদিন আগে অবশ্য উনি বলেছিলেন যে আমি এই সব দেখে ক্ষুব্ধ আবার পরের দিন বল্লেন যে না, ঠিক আছে। এই যে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অহরহ পাল্টায় এবং মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক মন্ত্রী সন্তোষ্ট অন্য মন্ত্রী অসন্তোষ্ট হচ্ছেন। কাজেই এই রকম মন্ত্রী সভার কাজ দেখে সাধারণ মানুষ যে খুব একটা খুশী হবে, এই রকম ধারণা করা অনুচিত। কারণ তা হতে পারে না। তথাপি তারা আছে, তারা থাকবে এবং তারা যতদিন চান, ততদিন থাকতে পারেন। আর ততদিনে আমরা যারা নাকি সরকার ছেড়ে এই বিরোধী দলে বসেছি, আমরাও মনে প্রাণে কামনা করি যে এই সরকার আরও কিছুদিন এভাবে চলুক। তার কারণ এই রকমের রাজত্ব যতদিন চলবে, ততই সাধারণ মানুষের চোখের জল আর নাকের জল এক সংগে নিংড়ে পড়বে। তারপর আসছি টেষ্ট রিলিফের কথায়—আমি জানি বিশালগড় থেকে টেষ্ট রিলিফের কাজ করার জন্য ৩,২০০ টাকা এক পার্টি'র কর্মি নিয়ে এসেছে। আমার পাড়া প্রতাপগড়, আর যে টাকাটা নিয়ে এসেছে তার পাড়াও প্রতাপগড়। আজকে ১৫ | ২০ দিন হয়ে গেল সে টাকা নিয়ে এসেছে টেষ্ট রিলিফের কাজ করবে বলে, কিন্তু টেষ্ট রিলিফের কোন কাজ হচ্ছে না। আমি জানি না যে এই টেষ্ট রিলিফের কাজ আদৌ আরম্ভ করা হবে কি না। তবে আমার যতটুকু মনে হয় এই টেষ্ট রিলিফের বাবতে যে ৫৫ লক্ষ টাকা সরকার খরচ করেছেন বলে দাবী করছেন, সেটা কোথায় খরচ হয়েছে তা আমার জানা নেই, হয়তো তারাই সেটা জানেন। তবে আমাদের যে সব সাধারণ মানুষের সংগে যোগাযোগ আছে, অবশ্য আমরা বলছি না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সংগে যোগাযোগ আছে, তবে যে টুকু আছে, তাতে আমরা জানি যে সাধারণ মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে টেষ্ট রিলিফ বা গ্রেটেসিয়াস রিলিফ কোনাটাই পায় নি। কাজেই এই ৫৫ লক্ষ টাকা তারা কোথায় খরচ করেছেন সেটা আমার জিজ্ঞাস্য। শুধু তাই নয়, আমরা আরও দেখেছি যে যেদিন উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু হল, সেদিন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছেলে এই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে সমর্থ হল। সেই ছেলেরা শ্লোগান দিল কোন এক বিশেষ পার্টির হয়ে। তারা দাবী করেছিল যে আমরা একটা বিশেষ পার্টি'র লোক, আমরা এবারের নির্বাচনে তাদের হয়ে কাজ করেছিলাম, তাই পড়াশুনা বিশেষ করতে

পারি নাই, কাজেই আমাদের নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। কিন্তু যারা শিক্ষক মশাই ছিলেন, তারা বল্লেন না, এটা সম্ভব হবে না। তারা আরও বল্লেন যে সরকার নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগকে সমর্থন করেন, আমরা সেই সরকারের অধীন চাকুরী করব না। তারপরই আরম্ভ হল হামলা। সেই বোধজং থেকে আরম্ভ করে শহরের একটার পর একটা স্কুলের পরীক্ষা বেলা ১টা দেড়টা নাগাদ বন্ধ করে দিল। তখন কোথায় ছিল প্রশাসন, আর কোথায় ছিল আইন শৃঙ্খলা। তারা কিছুই করতে পারল না। যদিও নেতাজী স্কুলে কিছু বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল, কারণ সেই স্কুলের কিছু পরীক্ষার্থী এই কাজকে বাধা দিতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হল। সেখানেও দেখা গেল যে পুলিশ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য সন্ধ্যার সময় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু যারা খুন খারাপি করল, আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গল এবং পরীক্ষা বন্ধ করল পুলিশ তাদের এরেষ্ট করাতে টেলিফোন করে বলা হয় যে না, তাদের ছেড়ে দাও কাজেই পুলিশই বা কি করবে? সত্যিই যখন আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়লো, তখন সমস্ত দোষটাই ঐ পুলিশ এবং অফিসারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই বছিলাম এই রকম শাসন আর কতদিন চলবে। শুধু তাই নয় নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য পুলিশের উপর দোষ দিয়ে অফিসার উপর দোষ দিয়ে নিজেরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করেন তার জবাব জনসাধারণ দেবে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—আমি জানিনা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেগুলি লক্ষ্য করেছেন কিনা যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে আমি আশা করব তিনি সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন। আর সামাজিক উশৃঙ্খলা দমনের জন্য তিনি যদি আমাদের সহযোগীতা আহ্বান করেন তাহলে এই কংগ্রেস পার্টি তাতে সাড়া দেবে। শুধু তাই নয় আজকে সি, পি, এম, সি, এফ, ডি, করে জোরাতালি করে যে মন্ত্রীসভা করা হয়েছে—আমরা দেখেছি সি, পি, এম, যখন মাঠে মিটিং করে তখন তারা সি, এফ, ডি, বা জনতার আদ্যশ্রাদ্ধ না করে ছাড়ে না. আর সি, এফ, ডি, বা জনতা যখন মিটিং করে তখন তারা সি, পি, এম,র আদ্যশ্রাদ্ধ না করে ছাড়ে না। এই অবস্থায় আজকে তারা গদি রক্ষার জন্য এই বিধান সভায় এসেছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি একজন এম, এল, এ, এই বিধান সভায় এসে বলেছেন যে আমি অফিসিয়াল জনতা আমাকে সীট দেওয়া হউক। আর যিনি মুখ্য মন্ত্রী তিনিও জনতার—তাহলে এই যে কেয়স এই কেয়স এটা বিধান সভার ভিতরেও প্রবেশ করেছে। কারণ এই জাতীয় সরকার কতটুকু হাস্যাস্পদ এটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। জনতার কাছে সেটা প্রমাণিত হবে। শুধু তাই নয় মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আমার কাছে খবর আছে যে সি, পি, এম, এর থেকে বলা হচ্ছে তোমাদের হ্যাণ্ডিক্র্যাফটের ট্রেনিংয়ে পাঠান হবে এবং তোমাদের ৫০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে যদি তোমরা আমাদের মিছিলে আস। এই প্রমাণ আমার কাছে আছে। শুধু তাই নয় ঐ দিকে আবার জনতা দল থেকে বলা হচ্ছে যে তোমরা যদি আমাদের মিছিলে আস তাহলে তোমাদের দুই টাকা করে দেওয়া হবে এবং একটা কম্বল পাবে। এক ভদ্র মহিলাকে বলা হয়েছিল যে এখনতো শীত পরে নাই এই এক মাস পরে পাবে। এর সব প্রমাণ আমার কাছে পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর চার্জে যিনি আছে তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে তিনি যদি প্রশাসনিক তদন্ত করান তাহলে দেখবেন এর প্রমাণ আবার সাধারণ মানুষকে কি ভাবে তারা ধোকা দিচ্ছেন। খুব জনতা (!) সেখানে ৬০ বছর

১০ বছর ৮০ বছরের মহিলাদের দেখতে পাবেন। (ইন্টারাপশান) মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছুদিন আগে এই রাজ্যে খয়রাতি সাহায্যের জন্য প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও টাকা পাঠান নাই। এবং আজকের বক্তৃতায় এই টাকার কোন খবর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জানিনা আমাদের অর্থমন্ত্রীর টেলিগ্রামের মধ্যে উনি পার্টির গন্ধ পেয়েছেন কি না অথবা উনি বিশ্বাস করতে পারেন নাই। আমাদের অর্থ মন্ত্রীর কথা। গতকাল আমাদের এক মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরের সময়ে শুনলাম যে আমাদের অর্থ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠির কোন ট্রেস মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই। আমরা জানি রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সব করেসপণ্ডেন্স হয় সেই সব খবর মুখ্য মন্ত্রীকে জানাতে হয়। আমার মনে হয় না সেই খবর মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই। কারণ যদি কেন্দ্র থেকে টাকা আদায় করে আনতে পারে তাহলে তিনি নিজেই সেই ব্যবস্থা নেবেক অর্থাত জনতা বা ডি, এফ, ডি, নয় কাজের বাহবা নেবে সি, পি, এম, অর্থাৎ কাজের বাহাদুরী কে কতটা নেবেন এটাই তাদের প্রধান চেষ্টা। তাছাড় আমরা দেখছি তারা প্রশাসনিক কাজ কর্ম করার চেয়ে ২৪ ঘণ্টা গাড়ী নিয়ে তারা ঘুরাঘুরি করছেন। আর টেষ্ট রিলিফ আর জি, আরের টাকা তাদের যে সব কর্মী আছে—তারা আবার কর্মীকে কেডার বলেন সেই টাকা তাদের কেডারের মাধ্যমে সেই সব টাকা কতটা দেওয়া হয় বা দেওয়া হয় না। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ২০ বছর ৩০ বছর যাবত যে দুর্নীতি করা হয়েছে তার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। আমি বলছি এই দু ল সরকার জোড়াতালির সরকার কোন তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারবেন না। (ইন্টারাপশান) আজকে যারা পলাতকের মত সরকার গঠন করেছেন তারা যে তদন্ত কমিশানের কথা ঘোষণা বলেছিলেন তদন্ত কমিশান গঠন করলে বিশালগড়ের ঘটনা কি বাদ পরে যাবে? যাদের কোন বিজনেস নেই যাদের কোন চাকরী নেই তাদের বাড়ীতে ৪ তলা বিলডিং উঠে কাজেই এর পর এই জাতীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার অসুবিধা আছে। এই মন্ত্রী সভার যদি কোন দুর্বলতা না থাকত তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা যখন তদন্ত কমিশানের নাম ঘোষণা করেছিলেন তার কিছু দিন পরই এই মন্ত্রী সভা তদন্ত কমিশানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই তদন্ত কমিশানের নাম ঘোষণা করতে পারলেন না। কোথায় আমরা জানি তাদের দুর্বলতা—এই জোরাতালির মন্ত্রী সভা পারবে না সেই তদন্ত কমিশান বসাতে। ১৯৬৬ সালে অরুণ, তরুণ ও দীলিপ যাদের রক্তে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী রক্তাক্ত হয়েছিল আমরা জানি আমাদের অজয় বাবু জানেন সেই ঘটনার নায়ক কে ছিলেন। যদি তদন্ত কমিশান বসান হয় তাহলে সেই ঘটনারও তদন্ত করতে হবে। আজকে যিনি সি, এফ, ডি,র নেতা এবং পরে যিনি জনতার নেতা তিনিই ছিলেন সেই ঘটনার নায়ক। (ইন্টারাপশান) জনতার চেয়ারম্যান। যদি সেই তদন্ত কমিশনার হয় তাহলে সেই নায়কও রেহাই পাবে না। কাজেই এই তদন্ত কমিশান এই জোরাতালির সরকার বসাতে পারবে না। আর এই মন্ত্রীসভা —তাতে এক পক্ষের ৮ জন আর অন্য পক্ষের ৪ জন। কিন্তু সদস্য সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কাজেই তাদের এই মন্ত্রী সভায় যোগদানের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে—এই মন্ত্রীসভা কর্মচারীদের উপর থেকে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই ৩১১ ধারায় কর্মচারীদের উপর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়নি। সেজন্য কোঅর্ডিনেশানের সেক্রেটারী জেনারেল......

রাস্তাঘাটে, এই পত্রপত্রিকায় ফলাও করে বলছে যে আমাদের দাবী না মানলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করবো। কাজেই বিনা বিচারে যে সমস্ত কর্মচারীদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত সাজা তুলে নেওয়া হোক সেটা আমরা সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা জনসাধারণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে এবং সেটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারবে না। বেকার সমস্যার সমাধানের কি পরিকল্পনা আছে এর মধ্যে জানি না এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবে কতটুকু রূপ নেবে বলতে পারি না। যেখানে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার ভিতরে কুন্দল সেই মন্ত্রীসভার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নাই। তারা যদি একবার যাচাই করে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে যে সাধারণ মানুষ এই মন্ত্রীসভার কামনা করে না। কারণ আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। কিছুদিন আগে খোয়াইতে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। সেই ডাক্তার এখন জি. বি. তে আছে। গত ১৬ তারিখ এক পুলিশ কর্মচারী তার ডিউটি সেরে বাড়ী ফিরার সময় তাকে মেরে ফেললে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না। কারণ করবে কে? আমি জানি কিছুদিন আগে এই শহরের একটা ছেলে শঙ্কর দেবনাথ, সে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যতীন্দ্র মজুমদারের এক আত্মীয়, তাকে ডেগার মারা হলো তিনি কিছু করতে পেরেছেন? পারেন নাই। আজকে তিন মাসে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, প্রশাসন নাই। কাজেই আমি জানি সাধারণ মানুষ এই মন্ত্রীসভাকে ভালভাবে দেখতে পারে না, তারা এই মন্ত্রীসভা চায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক অবনতি ঘটেছে। কাঠালবাড়ীতে পি. ডবলিউর মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একজন কংগ্রেস এম. এল. এ.কে ভীষণভাবে অপমান করা হয়। কিন্তু সেই মন্ত্রী তো কোন প্রটেকশন দিলেন না, কোথায় তাঁর সিকিউরিটি ছিল? যে মন্ত্রীসভা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এই মন্ত্রীসভা করবে সাধারণ মানুষের উপকার, যারা শ্রমজীবি মজুর তাদের করবে উপকার? দুই কে. জি চাউলের জন্য ডেগার মারা হয়, ভয় দেখানো হয় আইন শৃঙ্খলার এত অবনতি ঘটেছে। কোথায় প্রশাসন? আইন শৃঙ্খলা বললে যে একটা জিনিষ সেটার কিছুই নাই। সেটা সবাই জানে। গত পরীক্ষার সময় আমি কয়েকজন লোক মিলে একটা গণ্ডগোল করেছিল। তারপর মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী চুপ ছিলেন। কিন্তু কথা হলো কোন শিক্ষক কি বলবে যে এই ছেলেটা আমাকে থ্রেটেনিং দিয়েছে। যদি বলে তাহলে আজকে তাকে গ্রেফতার করবে কিন্তু সেই যদি পরে রাস্তাঘাটে বাহির হয় তাহলে তাকে আবার মারবে। শুধু তাই নয় এখানে অন্যায় অত্যাচার দিনের পর দিন চলছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী অনাহারে মৃত্যুর কথা বলেছেন কিন্তু অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছে তাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। কারণ তারা এগুলি স্বীকার করতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে একটা পরিষ্কার প্রশাসন গড়বেন যে প্রশাসন না কি ২০ বৎসর যাবত কুশাসনের ফলে অনেক ক্লেদ জমেছে। এই যদি হয় তাহলে উনিও তো মন্ত্রী ছিলেন, পারবেন কি এটা স্বীকার করতে? উনার নেতা তিনি তো ত্রিপুরার বুকে দীর্ঘদিন শাসন করেছেন। কাজেই একটা লোক মদ খেয়ে আরেকটা লোককে শাসন করতে পারে না। হঠাৎ সে অর্জ্জুন সব্যসাচী হতে পারে না।

লজ্জা হয়, নয়টার ষ্ট্যাটের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো অন্যায়ভাবে। এই অধিকার তোমাদেরকে কে দিল ? মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই সাধারণ মানুষ এই মন্ত্রীসভাকে মেনে নিতে পারে না, সাধারণ মানুষ এটা চায় না। কারণ এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা জনসাধারণের কোন কল্যাণ করতে পারবে না। এই মন্ত্রীসভা চলতে পারে না। আজ হোক কিংবা ছয় মাস পরে হোক আপনাদের মাঠে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ তখন দেখিয়ে দেবে তারা কি চায়। আজকে আড়াই মাস ধরে সাধারণ মানুষকে যেভাবে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটছে। আজকে দিকে দিকে খরা, বন্যা, ঝড় কিন্তু কোন ত্রাণের ব্যবস্থা হয় নাই। কোন মন্ত্রী কোন এলাকায় যাচ্ছেন না। কোন মন্ত্রী কি এই কথা বলতে পারেন যে, আমরা ঐ এলাকায় গিয়েছি? না বলতে পারেন না। আজকে তাঁরা সেক্রেটারী নিয়ে বসে থাকেন—

Mr. Deputy Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. Member speaking will have the floor.

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল শ্রীমধুসুদন দাস আপনি আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।

শ্রীমধুসুদন দাস :— আমি শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মি: স্পীকার :— আপনি আধ ঘন্টা সময় নিয়েছেন। আর কতটুকু সময় আপনি নেবেন।

শ্রীমধুসুদন দাস ঃ— আমি আর দু তিন মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— সর্ব্বমোট আপনাদের জন্য ছয় ঘন্টা টাইম নির্দিষ্ট করা আছে। আপনি এত সময় বললে অন্যরা ত বলতে পারবেন না।

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক্ষুনি শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউস যে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করছি এই বাজেট সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেও কিছুটা অবশ্য স্বীকার করেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের যে অভাব অনটন চলছে, সেই অভাব অনটন দূর করার কোন পথের উল্লেখ এই বাজেটে নেই। সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণের কথা এই বাজেটের মধ্যে নেই। এই বাজেট অবশ্য এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু যেদিন এই বাজেট বাস্তবে রূপায়িত হবে, সেদিন তাঁরাও বুঝতে পারবেন, এই বাজেট দ্বারা জন কল্যাণ কোন দিনই সম্ভব নয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করছেন যে, উনার কাছে মৃত্যুর খবর আসছে। আর এই মৃত্যু ঠেকাবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্তায় জানিয়েছেন—এই কথা তিনি এখানে হাউসে বলেছেন। কিন্তু কবে তারবার্তার উত্তর আসবে তা কে জানে। অনাহারে থাকতে থাকতে মানুষের মৃত্যু হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কোন চিন্তা আছে কি না সেটা আমার সন্দেহ আছে। এই বাজেটের মধ্যে শিল্প-ইণ্ডাষ্ট্রী, কৃষি কাজের সম্প্রসারণের জন্য যা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই কারনেই আমি বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— অনারেবল শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৮ই জুন এই বিধান সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে, মাননীয় বিরোধী দল নেতা একটা কথার উল্লেখ করেছেন তার আলোচনার সময়। কথাটা হচ্ছে যে, সি, পি, এম, নির্বাচনে হেরে গিয়ে এখানে কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা করেছেন। কিন্তু নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষের চিত্রটা কি দেখা যায়? এই চিত্রটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় যে, আজকে যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাই তাহলে আমরা সেখানে কি দেখব। আজকে সেখানে যেভাবে নির্ব্বাচন হয়েছে তাতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ বিপর্যস্থ হয়েছে। এই নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সারা ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে কংগ্রেস কথাটার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। এটা থেকে তাদের শিক্ষা পাওয়ার কথা। কিন্তু তা না করে তারা এখানে বলছেন যে নির্বাচনে হেরে গিয়ে সি, পি, এম কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন। আজকে কংগ্রেসের ৩০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে। স্বৈরাতন্ত্রের অবসান হয়েছে। বিধান সভার নির্বাচনে আজকে কংগ্রেস ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়েছে। আমরা ত্রিপুরায় যে কোয়ালিশান মন্ত্রী সভা করেছি, সেটা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়েই করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতার এই কথার উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে বিরোধীতা করতে হবে, তাই করছেন। এছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই। আজকে এখানে কোয়ালিশান মন্ত্রী সভা গঠন হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে উচ্ছাসের জোয়ার বইছে, প্লাবন বইছে। কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা গঠনের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি এসেছে। এমন কি বাহিরের থেকেও অভিনন্দন আসছে। জনসাধারণের মাঝে মিশে দেখুন, জনতার কি উচ্ছাস, কি আনন্দ। জনতার কথা যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে বিরোধী নেতা হয়ে দেশের কি করবেন। আপনি কি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? এটা একটা লজ্জার ব্যাপার, লজ্জার ঘটনা এটা আমি বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর সঙ্গে আরো আলোচনা করছি যে, বিগত ৩০ বৎসরে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়েছে। জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হয়েছে। তারজন্য আমি আজকে একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। এই ৩০ বৎসরের শাসনে জনগণ কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। মাত্র একটি উদাহরণ। রাইমা শর্মার কথা আমি বলছি। রাইমা শর্ম্মায় আজকে গিয়ে দেখুন যে, সেখানে কিরকম অবস্থা চলছে। বর্তমানে কি চলছে। যেসব অপকর্ম সেখানে হয়েছে, তারমধ্যে একটা হচ্ছে ডম্বুর পরিকল্পনা। এই ডম্বুর প্রকল্পের ফলে ঐ রাইমা শর্ম্মা থেকে ১৫,০০০, ১৬,০০০ উপজাতি বাঙ্গালী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। এমন কি যেখানে আজকে ৫০।৬০ বৎসর ধরে যেসব জমি দখল করে আসছিল সেখান থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। যেহেতু তাদের কোন রূপ জোত বন্দোবস্ত হয়নি। (ভয়েসেস অব অপজিশান বেঞ্চ :— এবার করে দিয়ে ফেলুন)। এই অবস্থার ফলে যারা আগে চাষাবাদ করতো, ক্ষেত খামার করতো এখন আর তা করতে পারছে না। অপরদিকে এই সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার দালালরা এগুলি আত্মসাৎ করেছে। এই সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে তারা সবদিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আজকে তাদের সব জমি স্যার, দখল হয়ে গেছে।

এই যে অবস্থা ত্রিপুরা বাজো সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সৃষ্টিকে তারা যদি মুছে ফেলতে না পারে আমরা যদি সেই কংগ্রেসের স্বৈর শাসনের যে সমস্ত পদচিহ্ন সেই পদচিহ্নকে আমরা যদি ত্রিপুরা থেকে নিঃচিহ্ন না করে ফেলতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের ভাব-মুক্তি নষ্ট হবে বলে আমি মনে করি তাই কোয়ালিশান সরকারকে আমি এই সমস্ত কাজের সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করি। তারপর স্যার আরও কতগুলি জিনিষ এখানে আমি বলতে চাই রাইমা-শর্মা উচ্ছেদের মৌজা উচ্ছেদের আগে—ত্রিপুরা নিখোজ হয়েছিলেন. বিধানসভায় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে আমি বহু বার রিপোর্ট করেছি কিন্তু সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এতদিন কিছুই করা হয় নি তারপর বুলুংবাসা—রিয়াং জগবন্ধু পাড়ার গত ৪ বছর আগে অভিরাম—কে গুলি করে মেরে ফেলেছিল তার কোন বিচার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই তারপর এমন কি ঐ ধৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে পর্য্যন্ত সামান্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নাই, সহানুভূতি পর্য্যন্ত দেখানো হয় নাই এই জিনিষটা সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা করে গেছেন এমন কি রেশন সপের ডিলাররা চাউল বিক্রি করে ক্ষান্ত হয় নাই বিশেষ করে আমি স্যার, রাইমা শর্মার যে চিত্র এই উত্তরটা দিচ্ছি এটার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের অবস্থা বুঝে নিতে পারবেন এটা আমি আশা করি তারপর ডম্বুর নগর ব্লক অফিসের মাধ্যমে যে সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয় কয়েকজন সর্দ্দার এবং গাঁও প্রধানদ্বারা এমন কি ২/১ জন পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীর দ্বারাও এই সমস্ত টাকা জনতার টাকা আত্মসাৎ করা হয় এবং এটা বহু বার অভিযোগ এবং আবেদন করা হয়েছে এই যে ঘোষ খোর যারা টাকা পয়সা মারছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জানানো হয়েছিল তাদের কোন শাস্তি হয় নি এখন পর্য্যন্ত সেই সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা আমলের সেই দালালরা সেই মানুষকে আজকে কি বলতে পারি মানুষ বলবো না রাক্ষস বলবো? এটা যাতে করা হয় আমি কোয়ালিশান সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। তারপর স্যার ১৯৭২ সালে গাঁও পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন সেই ডম্বুরনগর ব্লকে বিভিন্ন গাঁও সভাগুলিতে হয়েছিল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটা বি, ডি, সি গঠন না থাকায়, বি, ডি, সি চেয়ারম্যান না থাকায় বি, ডি, সি গঠন করে তার ডেভলাপ করে ব্লক এলাকার মানুষগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম্মের জন্য যে সমস্ত কাজ করা প্রয়োজন ঐখানকার গণতান্ত্রিক মিনিষ্টার করার জন্য সেই সমস্ত কাজ পর্য্যন্ত ঐ সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার দীর্ঘ ৬ বছরের মধ্যে করা হয় নি এবং এই সম্পর্কে আমি ইতিপূর্ব্বে এই বিধানসভায় রিপোর্ট করেছিলাম সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে এখন আমি বলছি এটা যাতে আমাদের কোয়ালিশান সরকার অন্য কোন তদন্ত করে, নিরপেক্ষ তদন্ত করে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন, যাতে দরকার হলে পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর স্যার, খাজনা আদায়ের ব্যাপারে, খাজনা আদায়ের ব্যাপারে একই চিত্র কত জোর-জুলুম চলছে এমন কি সেই পুরানো কাজই চলছে সেই পুরানো কাজ চলার অর্থ হচ্ছে যে সেই পুরানো নিয়মটাকে তারা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করছে সেখানে সরকারকে অপমান করার জন্য চেষ্টা চলছে সেই সমস্ত চেষ্টা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নোটিশ দিচ্ছে খাজনা দিতে হবে কিন্তু জমি স্যার, জলের তলে কিন্তু আমাকে খাজনা দিতে হবে যেহেতু আমার নামে জমি আছে তাই খাজনা দিতে হবে এমন কি খাস জমি যাদের নামে এলোট হয় নি তাদের থেকে পর্য্যন্ত খাজনা আদায় করা হচ্ছে। আড্ডার খাজনার কথা তো বলে সীমা নাই, আড্ডার খাজনা তো এক একটা সম্প্রদায়কে এক এক রকম করে যেভাবে

দেওয়া হচ্ছে সেই আড্ডা থাকনা যেমন ট্রাইবেলদের কাছ থেকে নেওয়া হয় এক রকম, রিয়াংরা এক রকম, চাকমারা এক রকম, ত্রিপুরীরা এক রকম, লুসাইরা এক রকম এই সমস্ত করে যে ভাবে নিয়ম করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভীতি, ধর্মীয় ভীতির মাধ্যমে বা জনসাধারণদের একের সঙ্গে অপরের বিভেদ সৃষ্টি করে যে নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তদানিন্তন শাসক কংগ্রেস যেভাবে করে গেছে সেই জিনিষটাকে বহাল রাখার জন্য এখন চেষ্টা চলছে এবং সেই চেষ্টা যাতে করতে না পারে আমি কোয়ালিশান সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। তারপর স্যার, এলাকার স্কুলগুলির অবস্থা আরও সুচনীয় যত স্কুল প্রাইমারী স্কুলগুলি, সিনিয়ার বেসিক কোন স্কুলই স্যার চলছে না, একটা স্কুলও চলে না। ইতিমধ্যে, আপনাদের ডম্বুর বাধের জলমগ্ন এলাকায় প্রচুর স্কুল নষ্ট হয়েছে তার কারণ হচ্ছে একই অবস্থা পুরানো নীতিকে চালুর জন্য তারা চেষ্টা করছে। তারপর স্যার, বেকারদের অবস্থাও ঠিক তাই একটা ছোট্ট ব্লক এলাকার মানুষের কথা বলতে গিয়ে যদি আমি এতটুকু জিনিষ দেখতে পাই তাহলে ত্রিপুরাতে কি করে গেছে কংগ্রেস সরকার? সেটা এখন পর্য্যন্ত বহাল রয়ে গেছে সেটা দূর করার জন্য অনুরোধ করছি আমি এই সরকারের কাছে। তারপর বেকারদের দরখাস্ত কিছু আছে তাছাড়া দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, শিক্ষিত বেকার বা গ্রামীন বেকার এই সমস্ত লোকজন প্রচুর সংখ্যক রয়ে গেছে স্যার এমন কি মাটি কাটার লোকও পর্য্যন্ত নেওয়া হয় না ফলে এমন অনেক লোক আছে এক মাসে এক বেলা পর্য্যন্ত ভাত পায় না লতা-পাতা, গাছের শিকড় পর্য্যন্ত খুঁজে ক্ষেতে হয়েছে আজকে গ্রামের পর গ্রাম আলু পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না স্যার, গভীর জঙ্গল হয়ে গেছে এই সমস্ত বনের আলু পাবে কোথায় এই জিনিষটা গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহর পর্য্যন্ত আমি দেখেছি স্যার এই টেষ্ট রিলিফ, রেশন প্রগ্রামের কাজ এই সমস্ত দুর্ভিক্ষ এলাকায় খয়রাতি সাহায্য কিছুই নাই বলতে গেলে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা এমন কাজ করে গেছে যা কিছু সামান্য পয়সা তাদেরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য কোয়ালিশন সরকার উদ্যোগ নেবে তার সুযোগও নষ্ট করে দিয়েছে, এই জিনিষটা করার ফলে রাইমা-শর্মার মানুষ আজকে অনাহার অর্দ্ধাহার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে এবং তাদের রক্ষা করতে গেলে কোয়ালিশন সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা করে নিজেদের কর্মসূচী গ্রহণ করেন যাতে রাইমা শর্মার মানুষকে বাঁচানো যায়। তারপর স্যার, গংগা নগর, ঝুড়ি ঝড়া, কমলছড়া, তেলিয়ামুড়া ৬টি গাঁওসভা আছে এবং ঐ এলাকার বেশীর ভাগ লোকেরই এক মাসে একবেলা ভাত পেটে পরে না নাগরিক বা ভোটার জন্য তারা কিছু সংখ্যক লোক এখনও আছে যাদের নাম এখনও পর্য্যন্ত ভোটার লিস্টে নাই। এমন কি রাইমা-শর্মা এলাকাতে পর্য্যন্ত ভোটার লিস্টের মধ্যে এইবার

যে ভোটার লিষ্ট হয়েছে এখান থেকেও কিছু লোক বাদ পড়েছে এইটা আমি এস. ডি. ও সাহেবের কাছে লিখে পাঠিয়েছি কিন্তু কোন একশান হচ্ছে না স্যার। ডম্বুর ব্লকের ১৪টি গাঁও সভা এলাকায় একই অবস্থা। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অত্যাচার সেখানকার লোকের বাঁশ, ছন, তরিতরকারি সংগ্রহ করার কোন অধিকার নাই। নারায়ণপুর মৌজা বলে একটা গাঁও সভা লাইসেন্স নিয়ে একটা হরিণ পালন করার ক্ষেত্রে কোন অধিকারই নাই। ফরেষ্ট বিভাগে তার নামে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে

যে সমস্ত বেআইনী দখলদার আছে তারা আজকে সব ভোগ করছে। আমার এলাকার মানুষ কোন সুযোগ পাচ্ছে না তারা আজকে কি অবস্থায় আছে তাদের আজকে কি দুঃখ ভোগ রাইমাসরমার টিলায় যে সব লোক ছিল তারা নেই। তারপর স্যার, রাজনগরের লোকের বাঁচার কোন ব্যবস্থা নাই, তাদের অধিকার পর্য্যন্ত তাদের কাছ থেকে চলে গেছে, কাজেই এই রকম অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে রাইমার মানুষ বাঁচবে না। কাজেই আমি কোয়ালিশন মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করব রাজনগর কলোনী থেকে বা রাইমাসরমা থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে সেই কলোনীগুলির দিকে যেন নজর দেওয়া হয় এবং সেটা বিবেচনা করা হয়। আরেকটা কথা আমাকে বলতে হয় সেটা হচ্ছে ডম্বুর প্রকল্পের ফলে যাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা টাকা পেয়েও বিফল হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ী করার জায়গা পর্য্যন্ত নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীপাখি ত্রিপুরা—স্যার আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। আমি বলছি এই সমস্ত দিকে যাতে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা নজর দেয় এবং তারা এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, এই অনুরোধ আমি কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার কাছে রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীআচাইছি মগ।

শ্রীআচাইছি মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে আমাদের কোন উন্নতি হবে না আমি এটা সমর্থন করি না। আজকে আমি বাঙ্গালীদের কথা বলব না আমি আদিবাসীদের কথা বলছি। রাজার আমলে বহু আদিবাসীরা কাজ করত, তারা জুম করে খেত। তারা ১ বছর জুম করে দুই বছর খেত রাজার আমলে। এখন দেখা যায় ধান হয় না, এটার কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের জঙ্গলে সমস্ত নষ্ট করে দেয়। আমাদের কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের পুনর্বাসন দিয়েছে। তারা দৈনিক ৪ টাকা হারে কাজ করে, টাকা না পেয়েও কাজ করে। দুই দিন আগে মন্ত্রী গিয়েছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কত করে তাদের দেয় আমি বললাম এক টাকা দুই টাকা এমন করে দেয় [illegible] আমি বললাম এখন থেকে ৪ টাকা হারে দেব। তার আগেও বলেছি ৪ টাকা হারে দিতে হবে। কিন্তু আজকে আমি এই [illegible] কংগ্রেস দোষ করেছে কিন্তু এখন কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা কি করছে তারা কি দোষ করছে না তারা কি অন্যায় করছে না? কংগ্রেস সব দোষ করেছে এমন কথা নয়। সেখানে আগে রাস্তা ছিল না মানুষ কত কষ্ট করে চলত কত দুঃখ কষ্ট না ভুগতে হতো কিন্তু কংগ্রেস সরকার সেখানে রাস্তাঘাট করেছে মানুষের কত রকম সুযোগ সুবিধা করেছে এটা স্বীকার করতে হবে। আরেকটা কথা আমি বলব সুখময় সেনগুপ্তের আমলে কি সবাই চাকরী পেয়েছে? না যাদের চাকরীর দরকার তারাই চাকরী পেয়েছে। আমরা শুনে আসছি তারা কেবল বলছে যাদের চাকরী দরকার নেই তারা চাকরী পাচ্ছে আর যাদের দরকার আছে তারা পাচ্ছে না। কিন্তু এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা কি চাকরী দিচ্ছে না? তারা তো এখন যাদের চাকরীর দরকার নেই তাদের চাকরী দিচ্ছে। আর যাদের চাকরী দরকার, যাদের বাড়ীতে কেউ চাকরী করে না তারা চাকরী পাচ্ছে না। সমাজ কল্যাণের কম্পাউণ্ডারের মেয়ে চাকরী করছে। সুখময় মন্ত্রী সভার দোষ, কিন্তু এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা বিলোনীয়াতে চাকরী দিয়েছে এটাও কি কংগ্রেসের দোষ? সবাই

উপরের দিকে দেখেন কিন্তু নীচের দিকে দেখেন না। আমরা চাই সবার চাকরী যেন বন্ধ থাকে। অর্থ মন্ত্রীর কাছে একটা লোক গিয়েছিল চাকরীর জন্য তিনি বলেছেন যে "ভাই আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে চাকরী দিতে পারি না জব কর্ম হিসাবে চাকরী দেব"। মাননীয় নৃপেন বাবু ঠিক কথা বলেছেন। এই ভাবে ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় ফল হবে আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত লোকের চাকরীর পেছনে যেন এই ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সমস্ত মানুষ চাকরী পাবে, এবং সবাই সমান ভাবে চাকরী পাবে। এই ব্যবস্থা করলেই ভাল হয় এবং তাহলে প্রতি পরিবারের লোক চাকরী পাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ তারিখে একজন ডাক্তারকে মারল। এইভাবে যদি ডাক্তারদের মারে তাহলে ডাক্তারদের তো ক্ষতি নয়, ক্ষতি তো আমাদের। আমরা তো ৬/৭ মাইল দূরে থাকি। যদি ডাক্তার না আসে তাহলে তো রোগী মরবে। কাজেই এই ব্যাপারটি যেন এই মন্ত্রীসভা বিচার করেন। আর কংগ্রেস ভাল নয়, অমুক ভাল। কিন্তু আমি তো দেখছি সবাই এক রকম। (এ ভয়েস—কেমারল) কে মারল সেটা আমার দরকার নাই। আমার কথা হল তদন্ত করা হোক। আইন অনুযায়ী কাজ করা হোক। কংগ্রেস ভাল নয়। কিন্তু আড়াই মাসের যে সরকার বীজ ধান দিয়েছে—যার ১০ কানি জমি আছে সে পেয়েছে আর যার এক মোঠা ধান নাই সে পায় নাই। আমার নিজের গ্রামে—আমার বাড়ীর পাশে একজন পেয়েছে। কিন্তু এইটা দেখছি পার্টিগত। কিন্তু এই রকম পার্টিগত হলে তো মানুষ মারা যাবে। আমার কথা হল ভোট যখন হবে তখন থাকবে পার্টি। অন্যথায় সবাইকে দিন। মাননীয় মন্ত্রীরা বলছেন আড়াই মাসে আমরা আর কি করব। কিন্তু ঠিকমত কাজ করলে দুই দিনেও পারে। দেবদারুতে ৫৫ লক্ষ টাকার, দেড় টাকা রোজে একটি টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। আমার বাড়ীর পাশে ৩০/৪০ ঘর আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন ১০ টাকা পেয়েছে। আমি জানিনা টাকা কোথায় গেল। আপনারা খরচ করুন। টাকা না থাকলে চেয়ে চিন্তে খরচ করুন। আমরা কংগ্রেস কিছু করতে পারিনি তার জন্য আমরা ভাল না। কিন্তু আমরা, কংগ্রেস যখন সরকারে ছিলাম তখন আমরা কে কংগ্রেস, কে কমিউনিষ্ট সেটা বিচার করে দেখিনি। যে এসেছে তাকে আমরা টাকা দিয়েছি। বি. ডি. ও.কে বলেছি টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষ বাঁচতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে বাঁচতে পারে তারজন্য যেন তাঁরা ব্যবস্থা করেন। এই বলেই বাজেটকে সমর্থন না করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৭৭-৭৮ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমার একটি কথা মনে পড়ে যে বিরোধী দলের নেতা তিনি বলেছেন আজকে শামুক, গোবিন্দবাড়ী এই সমস্ত এলাকায় মানুষ আজ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি কি ভুলে গেছেন যে—১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে সেই সমস্ত এলাকাগুলিকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করার জন্য দাবী করেছিলাম। তখন এই প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সেদিকে কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু আজকে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সরকার যতটুকু দিয়েছে সেটা বিরোধী দলের একজন সদস্য এখানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু

আমাদের এই আড়াই মাসের সরকার হয়তো সে রকম দিতে পারে নি, কেননা এই কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ ৩০ বৎসর রাজত্বের ফলে মানুষ ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। তারা জানেন না তাদের এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের রাজত্বের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কি অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারাও বাস করেন, আমরাও বাস করি। কিন্তু কৈ এই ৩০ বৎসর রাজত্বকালীন সময়ে তো তাদের মুখে সাধারণ গরীব মানুষের প্রতি তাদের দরদী মনের কথা আসে নি। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে, সেই মানুষিকতা নিয়ে তারা বক্তব্য রেখেছেন। তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।

ত্রিপুরা রাজ্যের সেই প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার, আজকের এই বিরোধী দল তাদের যে টাউটারী ছিল তারা আজকে গ্রামের সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করতে পারছেন বলে তারা আজকে বিধান সভায় বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে তারা বিরোধীতা করছেন। আমাদের এই মন্ত্রীসভা যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করে যান তাহলে এই টাউটরা আর কোনদিন সেই সুযোগ পাবে না। পেতে পারে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই টাউটরা কোণঠাসা হয়ে রয়েছে তার জন্য বিরোধী দল চীৎকার করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ—উপজাতি, অ-উপজাতি যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তারা বুঝেছে এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরে কংগ্রেসের ভূমিকা কি ছিল। সেই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের ইতিহাস তারা ভুলে যাবে না, তারা কোনদিন ভুলতে পারে না। আজকে এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে ছামনু ব্লকে একটা মাইনর ইরিগেশান তারা করেন নি। তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা করেন নি। এই ৩০ বৎসরে কোথায় কোন পাহাড়ে টি. ডি. ব্লক করেছেন কিনা সেটা তারা জানেন না। প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কৃষিমন্ত্রী, আজকে বিরোধী দলনেতা তিনি জানেন না কোথায় কি করেছেন। কি অসহায় অবস্থা চলছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ গরীব কৃষক জানেন। আপনারাও ভাল করে জানবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য দীর্ঘ না করে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রির পক্ষ থেকে এই প্রথম বাজেট এই হাউসে রেখেছেন। এই বাজেটের অংকের দ্বারা দেশের মানুষের কল্যাণ হবে তা আমি মনে করি। এই বাজেটের টাকা যদি সত্যিকারে জনসাধারণের উপকারের জন্য খরচ করা হয়, তাহলেই এই বাজেট সার্থক হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রি যেভাবে কাজ করছেন, তাঁদের দ্বারা জনসাধারণের কোন উপকারে আসবে সেটা আমরা মনে করতে পারছি না। কারণ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে ঘাটে এক পক্ষ অপর পক্ষকে গালাগালি করছেন, চেয়ারে বসা নিয়ে দলাদলি করছেন, দুই নাম্বারে দেবে না তিন নাম্বারে দেবে এই নিয়ে দলাদলি করছেন। কালিবাবুকে প্রথম দেবে না দ্বিতীয় দেবে তা নিয়ে দলাদলি হচ্ছে। এই অবস্থায় ত্রিপুরার মানুষের কিভাবে তাঁরা উপকারে আসবেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিষ্টারদের নিজেদের কোন ভয়েস নেই, বাইরের থেকে যেন কে এসে ডিরেকশান দিচ্ছেন, সেটা আমার কথা নয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কথা, তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরাতে দ্বিতীয় সঞ্জয় গান্ধী দাঁড়িয়েছে,

বাইরের প্রেশার আমরা সহ্য করব না। যিনি বিধান সভার সদস্য নয়, কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার সদস্য নন, তাঁর ডিরেকশান'এ এই মন্ত্রীসভা চলছে। যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সাথেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কোন মিটিং এখন পর্য্যন্ত হতে পারছে না। কেবল মাত্র কয়েকটি কেবিনেট মিটিং হয়েছে, যেখানে শুধু কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া নিয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে, এবং সেগুলিও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি অসুস্থ্য থাকেন সরকার চালাবেন তিনি কি করে কাজ করবেন, তবুও তাঁকে দলের সার্থে, টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মিনিষ্ট্রীকে জনসার্থ রক্ষার্থে পাঠান হয় নাই। আজকে অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে সারা দেশে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও কোয়ালিশান সরকার গঠিত হয়েছে অন্যান্য রাজ্যের মত। কিন্তু এটা কি সত্যি কথা? ১৯৭২ সালে কমিউনিষ্ট পরাজিত হয়েছে, জনসাধারণ কংগ্রেসকে পাঠিয়েছেন শাসন করার জন্য। লোকসভার ইলেকশানে আমরা দেখেছি যে পূর্ব্বে সি. পি. এম'এর যে দুইটি আসন ছিল, সেগুলিও তাঁরা হারিয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ তাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করেছে, তবুও তারা এই মিনিষ্ট্রিতে আছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীও একজন প্রার্থী ছিলেন, তিনিও এখন একজন মন্ত্রী। এইসব পরাজিত মন্ত্রী থেকে আমরা কি আশা

করব? দলত্যাগী কংগ্রেস সদস্য এবং পরাজিত সি. পি, এম, সদস্য নিয়ে যে মন্ত্রী সভা তার দ্বারা জনসাধারণের অভাব অভিযোগ পূরন হবে এ আশা আমরা করতে পারিনা। আমরা দেখেছি গত কয়েক মাসে ত্রিপুরায় ল এণ্ড অর্ডার কি ভাবে ডেটরিয়েট করেছে। গত স্কুল ফাইন্যাল যে পরীক্ষা হল, তাতে ১০টা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত যে ঘটনা আগরতলা শহরে হয়ে গেল, ত্রিপুরাতে কোন শাসক দল বা মন্ত্রী সভা আছে বলে ত্রিপুরার মানুষ জানে না। এই ঘটনাকে কংগ্রেসের কাজ বলে কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে, তাঁদের এই অপকীর্তি ঢাকবার জন্য কংগ্রেসের ঘাড়ে এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। আরও বলা হয়েছে যে কংগ্রেসী আমলের আমলারা কংগ্রেসকে ভুলতে পারে নাই, তাদেরই এই কাজ। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য জনসাধারণের সামনে এইগুলি তুলে ধরেছেন। আজকে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা বিরোধী দলের আসনে আমরা আসিনি। যখন সি, পি, এম, বিরোধী দলে ছিলেন, কংগ্রেসের সমস্ত প্ল্যান, স্কীমকে বিরোধীতা করেছেন, কিন্তু আজকে তাঁরাই আবার কংগ্রেসের পরিকল্পনাগুলিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার দুই একটি উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরছি। এখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে 'উপজাতি জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের অর্থনৈতিক পুর্ণবাসন তথা রাজ্যের রবার, ফল, রেশম ও মৎস্য চাষের জন্য লক্ষ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।' এই রবার বাগান করার জন্য পটিছড়িতে যে রবার বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটাকে ধ্বংশ করার জন্য কি চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকে তাঁরাই বলছেন রবার ইণ্ডাষ্ট্রিজ করতে হবে, কারণ এখন আমরা শাসক দল, কংগ্রেস যখন শাসক দল ছিল, তখন আমাদের বিরোধীতা করতে হবে, এই হচ্ছে তাঁদের নীতি। ডম্বুর যে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট, সেটারও তাঁরা বিরোধীতা করেছিলেন, এখন এই কোয়ালিশান সরকারই বলছেন যে এই ডম্বুরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তার সাহায্যে কুটির শিল্প, গ্রামীন শিল্প এবং কৃষি কাজে লাগানো হবে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য। তাহলে ডম্বুরে যখন এই প্রজেক্ট করা হয়েছিল, তখন

স, পি, এম কেন বিরোধীতা করেছিলেন ? তবে আমরা আশ্বাস দেব তাঁদের যে এই কোয়া-লিশান মিনিষ্ট্রী যদি কোন গঠনমূলক কাজ হাতে নেন, তাহলে আমরা তাকে সমর্থন করব, স্বাগত জানাব, কিন্তু তাঁরা যদি জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করেন তাহলে আমরা তার বিরোধীতা করব, তার জন্য আন্দোলন করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—ডম্বুরে আপনারা যে বর্ব্বরোচিত কাজ করেছেন বর্ব্বরতার ইতিহাসেও এর নজীর নেই।

শ্রীঅজিত ঘোষ—১৯৬৮ সালে এই সি, পি, এম যে ইতিহাস তৈরী করেছে, সেই ইতিহাস ত্রিপুরার মানুষ ভুলে নাই, এখন ঐ ইতিহাস এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে 'খোয়াইয়ে, সেখানে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—ডাষ্টবীনে ফেলে দেব।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ভাবে রেগে গেছেন, একজন মন্ত্রীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় বলে আমি মনে করি। গত নির্ব্বাচনে কারা ডাষ্টবীনে পড়েছে সেটা তাঁর চিন্তা করা উচিত।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ—আজকে কংগ্রেসের সমালোচনা করে লাভ নেই। কংগ্রেস যদি খারাপ কাজ করত তাহলে ৩০ বছর শাসনে অধিষ্ঠীত থাকতে পারত না। আজও কংগ্রেস ভাল কাজ করছে, তারা ডাষ্টবীনে ফেলার মত কোন কাজ করেনি। যেসব রাজ্যে একটা সীটও তারা পায়নি সেখানে ৪০ থেকে ৮০ টি সীট তারা নিয়েছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকার যে কয়টি ভাল কাজ করেছে, মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেটে তার আমরা উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি, তার কয়েকটি আমি এখানে তুলে ধরছি। ত্রিপুরার গরীব এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত কাজ করে গেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি এই অর্থমন্ত্রীর বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে প্রচুর চেষ্টার পর ভারত সরকার দেয় টাকার ৯০ শতাংশ সাহায্য গ্র্যান্ট হিসাবে এবং ১০ শতাংশ ঋণ হিসাবে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বর্ষ হতে অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ হতে মঞ্জুর করেছিলেন। পূর্বে হার ছিল ৭০ শতাংশ ঋণ ও ৩০ শতাংশ গ্র্যান্ট। এটা কংগ্রেস সরকারের প্রচেষ্টায়ই হয়েছে, এই কোয়ালিশান সরকার সেটা করেন নি। তারপর সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের কাছে সহজে ঋণের টাকা পৌছে দেবার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং অনেকগুলি ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে, এবং সুদের হার কমানোর কথাও এখানে উল্লেখ করেছেন, এইগুলি কংগ্রেস সরকার করেছেন, সেগুলির উল্লেখই তিনি এখানে করেছেন। তারপর আসাম ফিনানসিয়েল কর্পোরেশন এর একটি শাখা অফিস আগরতলা খোলা সম্পর্কে যে কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা কংগ্রেস সরকারই করেছে। তারপর ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং লটারীর কথা যেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরার জনস্বার্থে কংগ্রেস সরকারই করেছেন, সেটা এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই বাজেটে যে ভাবে লিখা হয়েছে তাতে মনে হয় কোয়ালিশান সরকার এটা করেছেন। কিন্তু সত্যিকারে এইগুলি কংগ্রেস সরকারেরই অবদান।

আজকে বলেছেন যে অল্প জমির মালিক, দুর্বল শ্রেণীর লোকদের রাজস্ব আদায় থেকে রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই মিনিষ্ট্রী আড়াই মাস পরেও এইগুলি যে করবে তার চেষ্টা দেখতে পাই না। বরংচ ওরা মাঠে গিয়ে বলছেন পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এর রাজস্ব মন্ত্রী জহলাদের মত টাকা আদায় করেছেন এবং গরীবদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। কিন্তু উনিও সেই কাজেই করবেন বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং উনি যে বলেছিলেন যে গরীব লোকদের থেকে রাজস্ব আদায় হবে না, মকুব করা হবে সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না. বরং অফিসারদের সংগে তিনি মিটিং করেছেন যে ত্রিপুরায় রাজস্ব শূন্য। যেভাবেই হোক রাজস্ব আদায় করে দিন। তা না হলে সরকার চলবে না। এই কোয়ালিশন মিনিষ্ট্রী হওয়ার পর আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে অ্যাসিষ্টেন্ট লাইব্রেরিয়ানদের জন্য কতগুলি পোষ্ট ছিল, ৪০ জন বেকার ট্রেনিং নিয়ে বসে আছে সেগুলির জন্য, কিন্তু যারা চাকরী পেয়েছে তারা মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজন, তাদের কোন টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান বা ট্রেনিং নেই। যদি নন্‌-টেকনিক্যালম্যানকে টেকনিক্যাল চাকরী দেওয়া হয় তাহলে ডাক্তাররাও একদিন নন্‌-টেকনিক্যাল ম্যান হয়ে যাবে। চাকরী দেওয়ার কথা ইন্টারভিউ নিয়ে। কিন্তু ইন্টারভিউ ছাড়াই একজন বড় সভ্য আছে তার কথা মত চাকরী হচ্ছে। এক পরিবার রাসু দত্ত আছেন, তার পরিবারের একজনের নাকি চাকুরী হয়েছে। বিলোনীয়ার একজন বড় ভদ্রলোকের মেয়ের চাকুরী হয়েছে। তিনি লাইব্রেরী অ্যাসিষ্টেন্ট কিনা জানি না। হয়ত তিনি সমাজ কল্যান দপ্তরেও চাকরী পেতে পারেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী লক্ষী নাগের এক ভাই এর সংগে তার একটা সম্পর্ক হবে।

শ্রীমতী লক্ষী নাগ :— পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি যে কথা বলেছেন এটা তদন্ত করে দেখুন। পারিবারিক কথা এর মধ্যে এসেছে।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— তারপর এডুকেশনে আমরা জানতে পারলাম সেখানে ১৯ জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। কাজেই কংগ্রেস সরকার কিছু ভাল কাজ করছেন না। জনসাধারণকে বলা হচ্ছে এই মিনিষ্ট্রী খুব ভাল কাজ করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি আড়াই মাসে তাঁরা যে কাজ করেছেন, কংগ্রেস যে কাজ করেছে তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং কংগ্রেসের সমালোচনা না করে নিজেদের সমালোচনা করলেই ভাল হয়। তাঁরা বিরোধী দলে যখন ছিলেন তখন বলেছিলেন বেকার ভাতা কেন দেওয়া হয় না। কিন্তু এখন নৃপেনবাবু অর্থমন্ত্রী হয়েছেন। কই বাজেটে তো বেকার ভাতার কোন কথা নেই। সেনট্রাল ডি, এ, কর্মচারীদের দেওয়া হবে না বলে দিয়েছেন। তাহলে আগে এত চেঁচামেচি করেছিলেন কেন ? তারপর বলেছেন সরকারী অর্থ ১০ শতাংশ কমাবেন। সি, এফ, ডি, এর পার্টি মিটিং হয়েছে, সেখানে সব সরকারী গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বেতার ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণের কপিতে উত্তমকুমারের চেহারার মত তাঁর চেহারা ছাপিয়ে সবাইকে বিলি করেছেন। কাজেই কংগ্রেসী সরকার যদি খারাপ কাজ করে থাকেন তার প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য তাঁরা আরও বেশী খারাপ কাজ করেছেন। বন্যার কাজ দেখার জন্য বহু মিনিষ্টার গিয়েছেন। এক মিনিষ্টার সাথে ১০।১৫টা গাড়ী গিয়েছে। এই জন্য পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার পেট্রোল পুড়েছে। কিন্তু গরীবেরা শুধু দুই হাজার টাকা করে জি, আর পেয়েছে। অথচ তারা গরীবের দরদী, গরীবদের জন্য শুধু মায়া কান্না। এটা বলতে তাদের লজ্জা হয় না ? কোয়ালিশন সরকার যখন বিরোধী দলে

ছিলেন তখন অনেক কথা তাঁরা বলেছেন। ট্রাইবেলদের মধ্যে বিভেদের জন্য রিয়াংদের তারা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। তাদের স্পেশাল গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে। হয়ত রিয়াং মন্ত্রী একজন আছেন, তাঁকে ভোটে জেতাবার জন্যই এটা করা হচ্ছে। আবার ট্রাইবেলদের জন্য যেখানে এক হাজার টাকা সেখানে রিয়াংদের জন্য দুই হাজার টাকা। কেন এই বিভেদ? সুতরাং কংগ্রেস যা করেনি ৩০ বছরে এই তিন মাসে কোয়ালিশন সরকার সেটা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ইতিহাসে সেটা লেখা থাকবে। সুতরাং আমি আশা করব যে জনস্বার্থে তাঁরা যেন কিছু কাজ করেন।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। অন্যান্য বৎসরের বাজেটের চেয়ে এবারের বাজেটে কিছু নুতনত্ব আছে। গত ৩০ বৎসর যাবত যে বাজেট হয়ে আসছিল তাতে তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে কিছুই বক্তব্য ছিল না। কিন্তু এবারের বাজেটে তাঁদের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে যেভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গিয়েছে, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে উদ্ধার করতে হলে এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। যেখানে পূর্বতন কৃষিমন্ত্রী, এখনকার বিরোধ দলের নেতা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের কথা অনেক বলেছেন। কিন্তু উনার আমলে অর্থাৎ সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে, তার এই সব গরীবদের জন্য কি করেছিলেন? এখন দেখছি তারাই ঐ গরীবদের জন্য চোখের জল ফেলছেন। যেখানে রাঙ্গামুড়াতে একটা বাঁধের জন্য দরখাস্ত দিয়ে একদল কৃষক ৫ বছর ধরে ঘুরালেন, অথচ সেখানে বাঁধ দেওয়া হল না। আজকে তিনি কেন ঐ জনসাধারণের সেবক সাজছেন, এটা ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগে। গত ৩০ বছর ধরে তারাই তো এই ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন কার্য্য পরিচালনা করেছিলেন। আজকে সেই জায়গাতে এই কোয়ালিশান মন্ত্রী সভার মাত্র আড়াই মাস, এরই মধ্যে এই মন্ত্রী সভা এমন কি কাজ করতে পারে? তারপর ঝাগড়ামুড়াতে যেসব লোক খাসের জমিতে বসবাস করছে, তারা সেই খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। আমি এই কোয়ালিশান মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করব যে যারা ঐ ঝাগড়ামুড়াতে খাসের জমি বসবাস করছে, তাদের যেন সেই খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। আমরা ইমার্জেন্সীর সময়ে আরও দেখছি যে বটতলা থেকে ছোট ছোট দোকানদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, আর তাদেরকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে কংগ্রেস সরকার যেন ত্রিপুরা রাজ্য একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তাই তো আজকে সারা ভারতের দিকে চেয়ে দেখুন, যে ঐ কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষ মুছে দিয়েছে, শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী, তাঁর পুত্র সঞ্জয়গান্ধী আজকে আসামীর কাটগড়ায়। এই কংগ্রেসই তো গত ১৯ মাসে সারা ভারতে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, তারা অন্যায়ভাবে মিসা প্রয়োগ করে কত মানুষকে যে গ্রেপ্তার করেছে এবং হয়রান করেছে, তার কোন নজীর নেই। ছোট ছোট দোকানদার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষকে পর্য্যন্ত তারা অন্যায় ভাবে জেলে পুরেছিল। সেই জেল থেকে একটা চিঠি পেতে হলে দেড় মাস দুই মাস লেগে যেত। আমরাও সেই জেলে ছিলাম এবং নিজে হিন্দী শিখবার জন্য একটা বই চেয়েছিলাম, কিন্তু

কিন্তু সেই বই আটকে দিলো এখানকার নিরাপদ গণচৌধুরী এই একটা দুস্কৃতকারী। মাণিক গাঙ্গুলীর মতো আর এন, কে, রায়ের মত লোক যারা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিল, তারাই আজকে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে বানচাল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। গত ১১ই জুন একটা জায়গাতে ডাকাতি হয়েছে, পুলিশ সেই ডাকাতদের না ধরে, থানার ও, সি কয়েকজন সাধারণ লোককে ধরে এনে ভয় দেখাচ্ছে। কাজেই এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে তারা এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে বানচাল করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও পুলিশ বিভাগে যারা আগের আমলা বা অফিসার আছে, তারা এই সরকারের পিছে ছুরি চালাতে চাইছে, যাতে করে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে বানচাল করা যায়। এভাবে এই কোয়া-লিশন মন্ত্রীসভার বদনাম করবার জন্য তারা জোটবদ্ধ হয়ে চক্রান্ত চালাচ্ছে। তার, জরুরী অবস্থার সুযোগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলির কি চেহারা হয়েছে? অনেক জায়গাতে স্কুল ঘরগুলি নেই, উনারা সেই সব জায়গাতেও তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবার চেষ্টা করেছিলেন। স্কুল ঘর না থাকার জন্য ছাত্ররা পড়াশুনা করতে যেতে পারছে না। কাজেই স্কুলঘরগুলির এই যে দুরবস্থা, তা দুর করার জন্য এই কোয়ালিশন সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। তারপর আমরা আরও দেখছি স্কুল শিক্ষকদের জন্য কোন রকম সুষ্ঠু বদলী নীতি নেই, এবং এই সুষ্ঠু বদলী নীতি না থাকার জন্য কংগ্রেসী সরকারের আমলে যে সব আমলা বা অফিসার আছে, তাদের স্ত্রীদের গত ৩০ বছর ধরে শহর থেকে গ্রামে বদলী হয় না। তাদের অনেকেই আগরতলা শহরে বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেন। তাদের কাউকে ঐ গ্রামে পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই হয় নি। তাই এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে তাদের জন্য একটা সুষ্ঠু বদলী নীতি প্রণয়ন করতে হেব এবং যারা গত ৩০ বছর ধরে শহরের স্কুলগুলিতে শিক্ষকতা করছে, তাদেরকে গ্রামে গঞ্জে পাঠাতে হবে আর যারা দীর্ঘদিন যাবত গ্রামে গঞ্জে আছে, তাদেরকে শহরের স্কুলে আনতে হবে। এই দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে নিতে হবে। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার কাছে আমার আরও অনুরোধ যে তারা মন্ত্রীসভা গড়ার সময়ে জনসাধারণের কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আর কংগ্রেসী আমলে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, সেগুলিরও তদন্ত করতে হবে। কারণ সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী ঘুষ খেয়ে যে সব চাকুরী দিয়েছেন, সেই সবেরও তদন্ত করতে হবে। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা আলোচনা করছি কোয়ালিশন সরকারের অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তার উপর। এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী রাজস্ব খাতে এবং মুলধনী খাতে মিলিয়ে সর্ব্বমোট ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করেছেন ৬৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, আর আয় দেখিয়েছেন ৬০ কোটি ৫২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। গত বছরের বাজেটের একটা অংশ সহ মিলিয়ে মোট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এই ঘাটতি পরিপূরণ সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কোন রকম ট্যাক্স ধার্য্য করেন নাই। তবে তিনি বলেছেন যে আইন কানুন সংশোধন করে এবং সরকারী খরচ কমিয়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোয়ালিশন সরকারের অর্থ-

মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, কারণ তিনি সরকারী ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে যে বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন, সেই ব্যয় সংকোচনের মধ্যে আমি বর্তমানে যে ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি, তা তার ব্যয় সংকোচের মধ্যে পড়বে কিনা, সেটা তিনি বলেন। এই ঘটনাটি উঠেছে দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটা কাগজে, সেই কাগজের নাম হচ্ছে নিউ এজ—জুন মাসের ১২ তারিখের কাগজে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে কতকগুলি নোট দেওয়া হয়েছে। সেই নোটের নাম্বারটা হল—F. 14(7)-E(Coord)/77 dated 13th May, 1977 from Shri A. N. Roy, Finance Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure. New Delhi. (ii) Every Ministry/Department of the Government should consider reducing their staff by at least 10% of their existing sanctioned strength. A Review of the staff strength by your Ministry/Department and the various subordinate formations may please be undertaken immediately to achieve this result. (ii) The matter may kindly be treated as immediate and the result of your review communicated to us through your I. F. A. by the end of this month. অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েটকে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের তরফ থেকে একটা সিক্রেট নোটে তাদের জানান হয়েছে রাজ্য সরকারের ব্যয় সংকোচনের জন্য সেই রাজ্যের যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছে তাদের হিসাব নিকাশ করে অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ১০ ভাগ ছাটাই করে যাতে ব্যয় সংকোচ করা যায় সেইভাবে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত কর। এবং সেই পরিকল্পনা আই. এফ. এ. মারফৎ ইমিডিয়েটলি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাও। এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কলিকাতায় তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যা এই পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে Government was not a Anath Ashram—সরকার একটা অনাথ আশ্রম নয়। কতগুলি কর্মচারীকে সেখানে রেখে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য নয় সেখানে তাদের ঢুকিয়ে রেখে। কাজেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এই হচ্ছে সরকারের ব্যয় সংকোচনের নীতি। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী সরকারী ব্যয় সংকোচনের নীতি সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন সেই ব্যয় সংকোচের নীতি এই সরকারী সিক্রেট নোট। সেই সিক্রেট নোট এই ব্যয় সংকোচন নীতির মধ্যে পরে কি না আমরা জানতে চাই। আমাদের রাজ্য সরকারও ১০ ভাগ ছাটাই করবেন কি না আমরা আমরা দেখেছি যে এই বাজেট অধিবেশনের ক'দিন আগে ৫০০ হোমগার্ড ছাটাই করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য যখন উপস্থিত করবেন তিনি তার জবাব দিলে তখন আমরা জানতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহোদয়, এই ভাবে জবাব দেওয়া যদি তাদের পার্লামেন্টারী রাইট বলে মনে করেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। কারণ আমি আমার বক্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে যাতে রাখতে পারি সেজন্য আমি এই কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে ৫০০ হোম গার্ডকে ছাটাই করা হয়েছে এবং বাজেট অধিবেশনের ক'দিন আগে এবং আমাদের এই মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করার পরে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ যে সব কর্মচারী করেছিল তাদের মধ্যে কিছু কর্মচারী ৩১১ ধারায় ছাটাই হয়েছিল তাদের আবার চাকরীতে পুনর্বহাল করা হবে এই মর্মে একটা আশ্বাস

দেওয়া হয়েছিল। এবং এই নিয়ে বহু জল ঘোলাঘুলি হয়েছে এবং একই সময়ে আমাদের অর্থ মন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট করেছেন বা একটা ডেপুটেশানের নিকট তিনি এইরকম একটা বক্তব্য রেখেছিলেন বলে প্রকাশ। মাননীয় গভর্নরের বক্তব্য মন্ত্রীসভার বক্তব্যকে আরও ঘোলাটে করেছেন। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা কনষ্টিটিউশনাল কোয়েশ্চান উত্থাপন করে সাংবিধানিক জটিলতার সৃষ্টি করে কাজেই আমরা এই সমস্ত ঘটনার প্রতি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। এবং আজকে যে ব্যয় সংকোচনের নীতির কথা তারা বলছেন আমরা দেখছি যে আজকের ত্রিপুরায় অনবরত বন্যা এবং ঝড়ের ফলে একটা প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতির সামান্যতম সাহায্যও এই বর্তমান সরকার করতে পারছেন না। অবশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই সম্পর্কে বহু বক্তব্য তারা রেখেছেন। কিন্তু ১০ টাকা ১৫ টাকা এক একটা গাঁও সভায় দিয়ে কিছুই হবে না। যে জন্য একটা ব্যাপক হারে টেষ্ট রিলিফ এবং কৃষি ঋণ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। যার ফলে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছে এবং দারুণ একটা অর্থনৈতিক সংকট চলছে এবং সেই সম্পর্কে বর্তমান সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গতকাল এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করেছিলাম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে তাদের ডি এ পাবে কিনা। আমাদের এই অর্থ মন্ত্রী, যিনি আগে যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন তিনি বাঘের মত চাংকার করতে শুনেছি এই কর্মচারীদের জন্য। কিন্তু কাল তার বক্তব্য শুনে আমরা হতাশ হয়েছি। তিনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারও নয় এবং রাজ্য সরকারও নয়— কেন্দ্রীয় হারে ডি. এ. সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট পেশ করার সময় তিনি সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর কটা বিবরণ এই বাজেটে উপস্থিত করছেন। সেই সম্পর্কে একটা কথা আমি উপস্থিত করতে চাই আমরা জানি একটা দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং আমরা এইগুলির সমালোচনাও করি যে জরুরী অবস্থার পরবর্তী মাসগুলিতে প্রচণ্ড একটা ষ্ট্রেস পড়েছে যার ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ জনতা সরকারকে ভোট দিয়েছে। একটা নিগেটিভ ভোটের মাধ্যমে জনতা সরকার গঠিত হয়েছে। এই কথা আমরা বলছি না এই বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবহুগুণা মহাশয়। কিন্তু এই সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা বলছি এই জন্য যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে তিনি পুরাতন সরকারের পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট উপস্থিত করেছেন। নূতন কিছু এই আড়াই মাসে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে আমি এখানে আসার সময় যুগান্তর পত্রিকায় দেখলাম ভারতবর্ষের বিরাট বিরাট পুঁজিপতি কেন্দ্রীয় সরকার যে নূতন বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হাজী মস্তানের মত লোক বর্তমান প্রধান মন্ত্রীকে মাল্যদান করেছেন এবং তারা বলছেন যে ৯০ ভাগ স্মাগলিং সেটাকে আমরা চেক করব আর ১০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার চেক করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রির কথা— '৫৫ সালে ভারতবর্ষে শিল্প পরিকল্পনা নিরূপিত হয়েছিল। যে শিল্প পরিকল্পনার মধ্যে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সেক্টারে শিল্পের প্রাধান্য থাকবে এবং প্রাইভেট সেক্টারে শিল্পের প্রাধান্য

থাকবে না। সেই সব পরিকল্পনাকে জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় সেক্টারে শিল্প গড়ে তুলে এবং প্রাইভেট সেক্টারে শিল্পের প্রাধান্য কমিয়ে আনতে হবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষির প্রতি কৃষির অর্থনীতি কি? আজকের দিনে শিল্পের উপর, কৃষিভিত্তিক যে সমস্ত শিল্প সেই সমস্ত শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো যায় কি না সে সম্পর্কে কিছু দেখছি না। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে নুতনভাবে প্ল্যানিং কমিশনের সামনে নুতনভাবে কিছু উপস্থিত করবেন তার কোন ভরসা দেখছি না। আমি পরিষ্কারভাবে সেই প্ল্যানে কি করবেন তা দেখছি না। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির মত ত্রিপুরা রাজ্যে অগ্রগতির মত কোন অবস্থা এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা বাসী নুতন করে কোন রেডিকেল চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে যখন দেশের বাইরের ও ভেতরের সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন অর্থের যোগান মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এত মিস ষ্টাটমেন্ট। এটা অর্থনীতির খাতায় নেই। ভারতবর্ষে ব্ল্যাকমানি, ভারতবর্ষে হোর্ডিং এটা কেপিটেলিষ্টের একটা পরিণতি একথাই বলে। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ষ্ট্যাটমেন্ট ভারতবর্ষের মুদ্রাস্ফীতি ভুলানোর এত কথা। কোন অর্থনীতিবিদ মেনে নেবেন না কাজেই আমি অনুরোধ করবো আপনার মাধ্যমে তিনি যেন সঠিকভাবে নির্দেশ করেন মুদ্রাস্ফীতি কেন সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে সি, ড, এস, এবং কর্মচারীদের সমস্ত ডিয়ারনেস্ আলাউনস ফেরত দেওয়ার কথা ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সি, ডি, এস পরিকল্পনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আটকে রেখে ছিল। নুতন সরকার সে সমস্ত সি, ডি, এস আইন বাতিল করা হবে বলে বলেছিল কিন্তু আজকে ক্ষমতায় এসে তারা সেই বাতিল করবার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন। যে সমস্ত ডিপোজিট আটকানো ছিল সেগুলি আটকাই রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই যে বাঙলাদেশের অভ্যুত্থানের সময়ে যে সমস্ত মুক্তি যুদ্ধা ভারতবর্ষে এসেছিল তাদেরকে বর্ডারে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এইভাবে ঘটনাগুলি ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি ভারতবর্ষের মত অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলি একে সমর্থন করছে। তখন মুক্তিযুদ্ধাদের মধ্যে যারা ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে কেন ফেরত দেওয়া হচ্ছে সেটা ভারতবর্ষের মানুষ জানতে চায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে কতকগুলি পরিকল্পনার লিষ্ট দিয়েছেন যেমন প্রান্তিক ও দুস্থ কৃষকদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করা। তিনি আরও উপস্থিত করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জমির মধ্যে কৃষকের দখলে আছে মাত্র ২ একর অথবা তার নিম্ন জমির মালিক। কিন্তু কোথায় তার পার্সেনটেজ? গ্রামের ক্ষেত মজুর তাদেরকে জমি বন্টনের জন্য নতুনভাবে কি পরিকল্পনা আছে, সিলিং বহির্ভূত যে জমি সেটা কিভাবে ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বন্টন করা হবে এই সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। প্রান্তিক ও দুস্থ কৃষকদের সম্পর্কে কি করতে হবে তার কিছুই দেখছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত জিনিস-পত্রের যেমন পাটের দাম, আলুর দাম পাচ্ছে না। তার কারণ কি? আজকে ভারতবর্ষে ব্ল্যাকমানি হোর্ডিং এই সমস্তের ফলে কৃষকরা তাদের সম্পদের, তাদের কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মুল্য পাচ্ছে না। তাছাড়া খাদ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয় নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে তার কোন

ইংগীদ পাই নি। সেখানে খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আমার সন্দেহ আছে এটা রাষ্ট্রায়ত্ব করবেন কি না। ভারত সরকার যে সমস্ত পকেটে, কয়েকটা পকেটে সমস্ত জিনিসটা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, সে সমস্ত পকেট থেকে বের করে এনে এই হোর্ডিং এই ব্ল্যাক-মানি যদি বন্ধ না করেন তাহলে সরকারের পক্ষে লড়াই করে সুষ্ঠ খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী ফুড সম্পর্কে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নাই। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে সুষ্ট কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয় নি। কাগজের কল করেসপনডেন্সে আছে কিন্তু এ ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কোন পরিকল্পনা আছে কি না এই বাজেট তা উপস্থিত করেন নাই। এবং পাটের কল, কাগজের কলের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরা রাজ্যের ৫০,০০০ বেকার, ত্রিপুরা সরকারের ৫০,০০০ বেকার সমস্যার সমাধানের পথ। এই বেকাররা আজকে উদগ্রীব হয়ে আছে তাদের অবস্থার জন্য। কাজেই আজকে এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে, পাটের কল, কাগজের কল ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুদান করে তার মধ্যে পূর্বে ছিল ১০ শতাংশ ঋণ এবং ৭০ শতাংশ গ্র্যান্ট। আর বর্ত্তমানে তা করা হয়েছে ৯০ শতাংশ সাহায্য এবং ১০ শতাংশ ঋণ। কিন্তু এই ঋণের টাকা কি করে ত্রিপুরা সরকার পরিশোধ করবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রডাকটিভ সোর্স নেই। আজ পর্য্যন্ত সেটা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। আজকে এই প্রডাকটিভ সোর্স সৃষ্টি করতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প, রেল লাইন, ব্যাংক ইত্যাদি উপস্থিত করতে হবে, সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ঘোষণা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার ভাষণের মধ্যে রাখতে পারেন নি। এই সম্পর্কে বিধান সভায় হয়তো আলোচনা করেছেন কিন্তু মন্ত্রীসভা, আজ এ হোল হিসাবে এই সম্পর্কে কিছু বলেন নি। ত্রিপুরাতে রেল লাইনের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য একটা অনগ্রসর রাজ্য। রেল লাইন এখানে যদি চালু না করা যায়, তাহলে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি সম্ভব হবে না। তাই রেল লাইন চালু করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু এই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার ভাষণে, বক্তব্যের মধ্যে কোন সুষ্ঠু, সুনির্দিষ্ট মত উপস্থাপিত করতে পারেন নি। স্পেসিফিক কোন কিছু বলতে পারেন নি। এই বাজেট ভাষণের মধ্যে আমরা আশা করেছিলাম যে, বর্ত্তমান সরকার এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখতে পারবেন।

উপজাতিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথাই বলা যায় যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে উপজাতিদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে পারেন নি। যে সমস্ত জমি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়েছিল সেগুলি ফেরৎ দেওয়ার সম্পর্কে কিছু বক্তব্য এখানে রাখবেন। কিন্তু এই বাজেট ভাষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী শুধু মাত্র উপজাতি জুমিয়া ও ভুমিহীন কৃষকদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন-এর কথা বলেই উনি দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছেন। এই উপজাতিদের সম্পর্কে কোন পরিকল্পনার বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের মধ্যে অনেক বক্তব্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই বাজেটের মধ্যে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে অর্থ নৈতিক সংকোচ চলছে তার মোকাবিলা করার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। আজকে মনোপলি,

একচেটীয়া পুঁজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রের যে ভগ্নাবশেষ রয়েছে, যে প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক গোষ্ঠি বর্ত্তমান রয়েছে তাদের মোকাবিলা করার কোন কথা এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ নাই। এবং তারই জন্য আজকে এই বাজেট থেকে কোন আশা ভরসার পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আমি সেগুলি উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অবশ্য মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী বলেছেন যে, এই বাজেট বর্ত্তমান সরকারের বাজেট নয়। এই বাজেট পূর্বতন সরকারের বাজেট। কিন্তু আড়াই মাস সময় পাওয়া সত্বেও বর্ত্তমান সরকার কেন করতে পারলেনা তা আমি অনুধাবন করতে পারছি না। তবে এই বাজেট মোটেই সর্বাঙ্গীন সুন্দর বাজেট নয়। এই বাজেটের মধ্যে আমি তাহাই উৎথাপন করতে চাই। অবশ্য কোন কোন খাতে কিছু বরাদ্দ বেড়েছে ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটের তুলনায়। কিন্তু স্বাস্থ্য, সেচ এবং বন্যার কথা বার বার বলা সত্বেও এই খাতের জন্য মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম হয়েছে বলেই আমি মনে করি। অবশ্য কৃষি খাতে কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তবে যে টাকা এই কৃষি খাতেও রাখা হয়েছে তা দিয়ে ত্রিপুরার কৃষির এবং সেচ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। তার জন্য আরো বরাদ্দ বাড়ানো উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা। শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সব গুলিই স্কুল ঘর ভেঙ্গে গিয়েছে। (লিষ্ট দিন) লিষ্ট দিয়ে আর কি হবে। আপনারা সবাই তা জানেন। শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। এদিয়ে সব করা যাবে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া আজকে প্রাথমিক এডুকেশানকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন এটা আমরা সব সময়েই বলে আসছি, এবং আশা করছিলাম যে, বর্ত্তমান সরকার এই প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামুলক করবেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনা বা ঘোষণা বর্ত্তমান সরকারের আছে বলে মনে করি না। সুন্দর সুন্দর অনেক কথা থাকলেও কোন নতুন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এইখানে এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা।

"কক-বরক"

শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সননি যে বাজেত পেশ খালাইমানি, অ বাজেত-ন আও সমর্থন খাইঅই, ই সমর্থনানি লগে লগে আনি কয়েকটা সমালোচনা খাইনানি নাইঅ। এই যে তাবুক কুতাল কোয়ালিশন সরকার গঠন অওমা পরে তিনি যে বাজেত পেশ অওমানি, অশবাই ই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকরগনি কচিনানি কিছা ফান সুযোগ সুবিধা ফাইয়ানু তিনুই আও আশা খালাগ মান। তবে ই আশা সম্পূর্ণ খালাই মায়া—যে থাওনাই সরকার ই ত্রিপুরা রাজ্য-ন ইয়াকনি পুতুলা হাইকে যে খালাই তঙমানি, খালাই থাঙমানি ফলে ই তাবুকনি কোয়ালিশন সরকার অবন তাবুক ওয়াইছা বাই-ন ছুকামাহক রিঅই মানানু—আব কোনদিন সম্ভব অঙ মায়া। ফলে চিনি ই কোয়ালিশন সরকার আবন যে ভাবে চেষ্টা খাইঅই, মিটিনানি বাগই ই সরকার সচেতন তঙনাই। ই সচেতন অঙথা

দেশনি বরগনি মিটিরিনানি যে ছুকাঙগ ফাইনাই দিন। ই যে ৩০ বছর যে শাসক তিনি যে ছাইচুঙগই কক কাশ্ছা যে ভাবে বরক-ন শোষিত খালাই যে থাঙমানি। ই শোষিত-ন ই ভারতবর্ষণি বরক-রগ আবন তাই কেব হামজাকলিয়ানি বাগই ই ৩০ বছর যে শাসন খালাই নাইরগ ই ভারতবর্ষ-অ বন ছুকামাছক-ন খিবিথা। ই ছুকামাই খিবিনা বাগই অনেকদিন সংগ্রামনি পরে ই ৩০ বছরনি শাসক গোষ্ঠী-ন ছুকামাই মান। ই সংগ্রাম যদিন ফাইয়া-থাই ই ৩০ বছরনি শাসন-ন কোন দিন-ব চুঙ নয়ই মানগালাক থামু। তিনি ই ব্যাপক ভাবে গণতন্ত্র রক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা অঙনানি বাগই চুঙ যে ভাবে হোক লড়াই খাইঅই এই ৩০ বছর যে শাসন পরিচালিত থাসই তঙনাই-ন, ই শাসন থাইকা চুঙ বন হাচাল রহরই মানমানি অবন চিনি যথেষ্ট লাভ। কারণ চুঙ ই কোয়ালিশন থাইঅই চুঙ ই ৩০ বছরনি কংগ্রেসনি শাসন-ন নরই রহরং মানমা ন যথেষ্ট ই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকরগনি অনেক লাভ অঙ ফাই-নাই। ফলে তিনি বিরোধী দলনি নেতা মাননীয় সদস্য জন সাধারণনি খুক দরদী অঙগই ই হাউস যে পাঙ্কালা পাঠ খাইমানি— ই পাঠ খাইমানি কারণ অঙগা ই ত্রিপুরা রাজ্যনি জন সাধারন তিনি বিরোধী দলনি পক্ষেঅ ফাই ছকফাইযানু হিনুই মাননীয় বিরোধী দলনি নেতা অরঅ পাঙ্কালা পাঠ খাইঅ। ই ৩০ বছর যে তাংকা'ন বিরোধী দলনি নেতারগ কতটুকু ই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকনি যে শোষিত বঞ্চিত থাই থাঙকা— আবন ই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকরগ, ই সাধারণ বরকরগ আবন বিচার খাইঅই তিনি ৩০ বছর শাসন থাই তঙনাইরগ-ন নরই রহকা। তিনি ই হাউসনি ৬০ জনা মেম্বার বাহই ক্ষমতা মানগালাক-থামু। ই ত্রিপুরা রাজ্য-অ যত লক্ষ লক্ষ বরক তঙগ, ই বরকরগ থানহা অঙগই ন ই ৩০ বছর শাসনন যে ক্ষমতা-ন অরনি উথগই রহরই মান। চুঙ বার বার ছাঅই ফাইখা রাজ্যনি যত বরক ঐক্যবদ্ধ অঙখাই চিনি ইয়াগ, রাজ্যনি জন সাধারণনি ইয়াগ ক্ষমতা ফাই ছকফাইযানু। ই ক্ষমতা ই ত্রিপুরা রাজ্যনি ১৬ লক্ষ বরক-ন, ই ৬০ জন মেম্বার-ন ক্ষমতা রিঅই রহব। তিনি ক্ষমতা রিঅই রহকা ১৬ লক্ষ বরক-রগ। তিনি অর বর্বান সভানি মেম্বার অঙ ফাইকা হিনকেন ১৬ লক্ষ বরক-ন জাগই থাঙগ; কিন্তু কোয়ালিশন সরকার কোনদিন আবন ভুলিগালাক। আব ৩০ বছর শাসন খালাই শোষিত-খে যে তঙগনাই এই ১৬ লক্ষ বরক, বরগ-ন মেম্বার-খে যে নির্বাচিত খে রিঅই রহমানি, ই শাসন গদিঅ ফাই ছকফাইকা মাত্র-ন ৩০ বছর শাসন থাই ফাইনাইরগ আবন ভুলি থাঙগ। আবনি বাগই—ন বরগ-ন তিন ১৬ লক্ষ বরকরয ই ক্ষমতা থাহকা হাচাল-খে রহনা বাগই বরগনি ই চেতনা ছকফাইম, যার ফলে ই শাসক গোষ্ঠী অরনি থাহকা ছরি মা থাঙগ। এই যে ৩০ বছর শাসককে যে পরিচালিত খাই থাঙমানি—কর্ম্মচারিরগ আব একটা অভ্যাস অঙ থাঙকা। তিনি সরকারনি পরিচালিত অঙমা বাই-ন ই অভ্যস্ত অঙগ। ই অভ্যস্ত কর্ম্মচারিরগ আবন আস্তে আস্তে খিবিনানি বরগনি চেতনা ঙনাই—ই ৩০ বছরনি বিছিঙগ কর্ম্মচারিরগ আবনি চেতনা ফাইয়া। আব ৩০ বছরনি যে শাসক পরিচালিত খাই থাঙনাই ই ক্ষমতা রিমা ফলে এই কর্ম্মচারিরগ আবনি অভ্যস্ত অঙ থাঙনাই, আব বরগনি চরিত্র অঙ থাঙকা। যে কোন বরকফান আব নিহা-ন ব্যবহার খালাই-অই লই অঙ থাঙকাথাই আব কোন সহজে খিবি মাননানি সম্ভব অঙগিয়া, আবন খিবিমা হিনকাই নিজিনি চেতনা ফাইকাই

হাম-ইয়া ছামুঙ আবন খিবিনানি সম্ভব অঙগ। তাহাডা খিবি মাকগালাক। তিনি ই কোয়ালিশন সরকার, তবুক চিনি পরিচালিত, ই পরিচালিতনি বিছিও তওগই-ফান যে কংগ্রেসনি শাসন তওগই ক্ষমতানি যে অভ্যাস অও থাওমানি আব তাবুক পর্য্যন্ত বরগনি কিছা কিছা হয়তো তও মান,—আব কুরুই অস্বীকার খাই মায়া। ই অভ্যাস আব ই ৩০ বছরনি শাসন, আবন বন অভ্যাস খালাই কালাওখা। ই ৩০ বছরান ঘটনা ঘটি থাওমানি আব বিছায়া, বিছিকনুইয়া, আর যারা অনেকদিন ভুক্তভোগী, আ ভোক্তভোগীরগ আবন তাই ভুলি মানগালাক। আব দিনের পর দিন তেব বুথাঅ তেব মুইতু ফাই ছকফাই-নাই। এই যরা গণতন্ত্র রক্ষানি বাগই, যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষানি বাগই পরিচালিত খালাই চেতনা অও ফাইনাই অব-ন দিনের পর দিন তেব অগ্রসর অও ফাইয়ানু। ই কক ছাঅই-ন ই যে রমাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭৭-৭৮ নি যে বাজেত পেশ থাইমানি অব ই ত্রিপুরা রাজ্যনি সাধারণ রকরগ কিছুটা বাচিনানি পথ তওগ হিনুই-ন আও তিনি ই কোয়ালিশন সরকারনি বাজেত-ন সমর্থন খাইঅই ই বাজেত সম্পর্কে আনি ব্যক্তব্য শেষ খাইকা।

"বঙ্গানুবাদ"

শ্রীবলিদাস দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সনের যে বাজেত পেশ করেছেন, এই বাজেতকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে এটার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। এই যে বর্ত্তমান নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়া পরে আজকে যে বাজেত পেশ করা হলো, এটা দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের বাঁচার ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা আসবে বলে আমি আশা করতে পারি। তবে এই আশাও পুরাপুরি করতে পারি না, তার কারণ, বিগত সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে যে ভাবে হাতের পুতুলের মত যথেচ্ছা ভাবে শাসন করে গেছেন, যার ফলে বর্ত্তমান কোয়ালিশন সরকার এখনই বিগত সরকারের সৃষ্টি সমস্যাদি সমাধান করতে পারবে এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। তবে, আমাদের এই কোয়ালিশন সরকার যে ভাবেই হোক সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য সচেতন থাকবে। এই সচেতনতা হচ্ছে আগামী দিনে দেশের মানুষের চাহিদা মিটানোর জন্য। এই যে ৩০ বছর শাসনে যে ভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে মানুষকে শোষণ করা হয়েছে, এই শোষণকে ভারতবর্ষের মানুষ আর সহ্য করতে পারেনি, তাই ৩০ বছরের শাসকদের তারা ভারতবর্ষের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। অনেক দিনের সংগ্রামের পরে এই ৩০ বছরের শাসক গোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। এই সংগ্রাম যদি সংগঠিত না হতো তাহলে এই ৩০ বছরের শাসকদের অপসারিত করা কোনদিন সম্ভব হতো না। আজকে এই যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ভাবে হোক ব্যাপক ভাবে লড়াই করে এই যারা ৩০ বছর যাবত দেশ শাসন করছিল তাদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে তাড়িয়ে দিতে পেরেছি—এটাই আমাদের যথেষ্ট লাভ। কারণ, এই কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে আমরা বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসন থেকে মুক্ত হতে পেরেছি এতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে। ফলে, আজকে বিরোধী দলের

নেতা মাননীয় সদস্য জন সাধারণের খুব দরদী সেজে এই হাউসে যে পাঞ্চালী পাঠ করলেন এর একমাত্র কারণ হলো, মাননীয় বিরোধী দলনেতা মনে করেন এই পাঞ্চালী পাঠে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিরোধী দলের পক্ষে চলে আসবে। এই ৩০ বছরের শাসনে বর্ত্তমান বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কতটুকু কি ভাবে শোষিত ও বঞ্চিত করে গেছেন—ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ, এই সাধারণ মানুষ সেই সমস্ত কার্য্যকলাপ বিচার করেই আজকে ৩০ বছর যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তাদেরকে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয়েছে। আজকে এই হাউসের ৬০ জন মেম্বার দিয়ে সেটা করা সম্ভব হতো না। এই ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিগত ৩০ বছর যাবত যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদেরকে অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে। আমরা বার বার একথাই বলে এসেছি যে রাজ্যের জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হলে আমাদের হাতে অর্থাৎ রাজ্যের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসবে। এই রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষ এই ৬০ জন মেম্বারের হাতে এই ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছে। আজকের এই ক্ষমতা ১৬ লক্ষ মানুষেরই ক্ষমতা। আজকে এই বিধান সভার মেম্বার হয়ে এলেও তারা ১৬ লক্ষ মানুষের কথা ভুলে যান। কিন্তু কোয়ালিশন সরকার কোনদিন তাদের কথা ভুলে যাবে না। কিন্তু এই ৩০ বছর যাবত যারা শাসন করে এসেছিলেন তারা শাসন ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গেই ভুলে যান তাদের কথা, যারা তাদের এখানে নির্বাচিত করে পাঠান এবং বিগত ৩০ বছরে তারা এই ১৬ লক্ষ মানুষকে শোষণ করেছেন। এই জন্যই, আজকে এই ১৬ লক্ষ মানুষ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে দূরে ছুড়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, সেই চেতনা তাদের মনে জেগেছে। যার ফলে এই এতদিনের শাসকগোষ্ঠীকে সরে যেতে হলো। এই ৩০ বছর একনাগারে শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে সরকারী কর্মচারীরা তাদের শাসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আজকে তাদের শাসন ব্যবস্থায় এই কর্মচারীরা অভ্যস্ত। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা তাদের পুরানো অভ্যাস আস্তে আস্তে ত্যাগ করার মানসিকতা অর্জন করবে—যেটা বিগত ৩০ বছরে তাদের মনে এই চেতনা আসেনি। ৩০ বছর যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তারা কর্ম্মচারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এই কর্মচারীরা একটা বিশেষ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং এটা তাদের চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মানুষ যদি কোন নেশা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তাহলে সে নেশা ত্যাগ করা তার পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না, সেই নেশা ত্যাগ করতে হলে নেশার খারাপ দিক সম্পর্কে তাকে বুঝতে হবে, তাহলেই এই খারাপ অভ্যাস দূর করা সম্ভব। এছাড়া সম্ভব নয়। আজকে এই যে কোয়ালিশন সরকার যেটা এখন আমাদের দ্বারা পরিচালিত,—এই কোয়ালিশন সরকারের শাসনেও এখনও এমন কিছু কিছু কর্ম্মচারী থাকতে পারে যারা কংগ্রেসী শাসনের যে ক্ষমতাও ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেটা ত্যাগ করতে পারছে না,—এটা অস্বীকার করা যায় না। ৩০ বছরের শাসনে তারা কর্ম্মচারীদের এই রকম ক্ষমতায় অভ্যাস করে তুলেছেন। তাই ৩০ বছরে যা ঘটেছে, সেটাতো এক বছর দুই বছরের ব্যাপার নয়, এটা যারা ভুক্তভোগী তারা ভুলতে পারবে না। আরো অনেকদিন তাদের মনে থাকবে। এই যারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, আগামী দিনেও তারা এই ভাবে এগিয়ে আসবে। এই যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সনের যে বাজেত পেশ করেছেন এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের বাঁচার কিছুটা উপায় হবে, এই জন্যই আমি আজ এই কোয়ালিশন সরকারের বাজেতটা সমর্থন করছি এই কথা বলেই এই বাজেত সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর কেহ আলোচনা করবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ— মাননীয় অর্থমন্ত্রী য বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করছি। বাজেট ভ ষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রথম দিকে একটা কথা বলেছেন বিগত দুই বছরে পূর্ব্বতন শাসক দল কর্তৃক অনুসৃত নীতিগুলি দেশকে অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃষ্টি এবং নৈতিক সব দিক থেকে দুর্বল করেছে। দুই বছর কেন? অর্থমন্ত্রী দুই বলেছেন কিন্তু এটা দুই বছর নয় আমি বলতে চাই এটা ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী অপশাসনে চলছে এবং অর্থনীতিকে যে ভাবে ৩০ বছর ধরে পঙ্গু করে তোলা হয়েছে, সমস্ত সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে তার অবিসম্ভাবী ফলশ্রুতি আমরা দেখছি বাজেটে একটা সমাজকে সুন্দর করে সাজানোর যে পরিকল্পনা যেটা চটপট নেওয়া যায় না সুতরাং কোয়ালিশন সরকার সেদিন এসেছে কাজেই এমন একটা পরিকল্পনা নবেন যাতে সেটা সর্ব্বত্র সব ধরনের পরিবর্তন তাঁরা দেখতে পাবেন এটা আশা করা সম্ভব নয়। ঐ সঙ্গে দেখেছি গত দশকে অনুরূপ সময়ে উৎপাদকের ক্ষেত্রে নিশ্চলতা মুদ্রাস্ফীতির ফলে সব রকম পরিকল্পনার প্রচেষ্টা বাধা পাচ্ছিল, এর মধ্যে সেই প্রাকৃতি আরো পাচ্ছি। এই সঙ্গে যে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী বলেছেন ৫০ হাজার তালিকাভুক্ত শিক্ষিত বেকার আছে, গ্রামীন বেকার আছে তাদেরও কাজ হচ্ছে না। আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষক যে পরিমাণ অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পরেছে সে কথাও ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর, যে বেকার সমস্যা পড়ে উঠেছে ৫০ হাজার শিক্ষিত বেকার তার সমাধানের ব্যবস্থা করা এই বাজেটে তা সম্ভব নয়। কিন্তু কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট যদি সেই সমাধানের নীতি এবং সেটা পালনের সুষ্ঠু ও দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে আমার মনে হয় কিছু কাজ হবে ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার মানুষকে পথে ঠেলে দিয়েছে, আমরা দেখেছি বহু আগে থেকে কর্মচারীদের উপর যে আক্রমণ করেছে তা বলবার মত নয়। ১৯৭৬ সালে রুল ফাইবে ১৫০ জন শিক্ষককে ছাটাই করা হয়েছে, একটু বেশী ধারণা নেওয়া হয়েছে যে কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত। যে সমস্ত শিক্ষকদের ছাটাই করা হলো পরবর্তী কালে তাদের কথা কি একবার চিন্তা করেছেন সরকার যে তাদের অবস্থা কি হবে? আমরা আজ দেখছি সেই ছাটাই শিক্ষকরা এক অনিশ্চয়তার মুখে পরে আছে। আমি ধর্মনগরের একজনের কথা জানি তার পরিবারে ২৩টি বেকার গ্রেজুয়েট আছে তারা চাকরী পাচ্ছে না গত কংগ্রেসের আমল থেকে তারা বেকার পরে আছে। ১৯৭৬ সালে টি, আর, টি, সি-তে বাস ড্রাইভার ছাটাই হয়েছে, ধর্মনগরে ১১০ জন আছে তাদের পুনঃ নিয়োগ করা হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের হবাকুইস যখন এসেছিল এবং যখন হোল্ডিং কেম্প তৈরী হয়েছিল সেই হোল্ডিং কেম্পের কন্টিজেন্সী পেড ভলানটিয়ার নিযুক্ত হয়েছিল, সেই কন্টিজেন্সী ভলানটিয়ারদের পরবর্তী সময়ে ছাটাইয়ের পর তাদের আর নিয়োগ করা হয় নি। ৭৩-৭৪ সালে হাফ এ মিলিয়ন জব নেওয়া হলো, সেই হাফ এ মিলিয়ন জবের প্রোগ্রামে আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকার সেন্সাস অপারেশনের জন্য এপ্রোস নিলেন রিট্রেস হলো পরবর্তী সময়ে। রিট্রেস হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার সারকুলার দিলেন— মেমো নাম্বার ৫।৯৩৭।ডি, ৩।৭১ ডেটেড ২৯।১২।৭১ সেই সারকুলারে বলা হলো—

It is a painful task to uproot them from their employment specifically in the present condition of the very stiff employment oportunities and the Registrar General, India is very much sympathetic to all such employees. He has taken various measures to facilitate their early absorption in alternative employment. He has also made special Demiofficial requests to the Chief Secretaries of various states/Union Territory Govt. Members, P & T Board, Director of Railway Board and comptroller General, Defence Accounts to help in the absorption of retrenched employees of the Census Organisation against suitable vacancies in the various offices under their control.

এটা তো ১১ দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার গভর্ণমেন্ট দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ৫ বছরে কংগ্রেস শাসনে আমরা দেখলাম সেন্‌সাস অপারেশানে যে সমস্ত কর্মচারী ছাটাই হয়েছে আজ তারা বহু জন ছাটাইয়ে রয়েছে তাদের কোন খোজখবর নিয়েছেন কি কংগ্রেস সরকার? আজকে কোয়ালিশন সরকারে ঘাড়ে এই সমস্ত এসে পরেছে। ভলানটিয়ার এণ্ড হাফ এ মি'লয়ন কমিনিটি ডেভালেফমেন্ট পূর্ণ নিয়োগের জন্য যে রিট্রেন্‌স ছিল সেই রিট্রেন্‌সের জন্য ত্রিপুরা সরকার নাকি চেষ্টা করছেন কিন্তু আজও বহু সংখ্যক রিট্রেন্‌স রয়ে গেছে। বরং চাকরী দেওয়ার নাম করে কিছু রসিকতা করা হয়েছে একটা কেস প্রতাপ দেববর্ম্মা কাননগো ডেভালাপমেন্ট কমিশনার মেম এফ ৩৫(২); ডি, ডি/১৩ ডেটেড ৩/৮/৭৫। আরেকটা জায়গায় একবার ২৮/৮/৭৫ তারিখে বলা হয়েছে তোমাকে এমপ্লমেন্ট দেওয়া হয়েছে তুমি ছাটাই হয়েছিলে তুমি শীঘ্রই এমপ্লমেন্ট পাবে, কিন্তু কোথায় এমপ্লমেন্ট? বেকারদের নিয়ে রসিকতা করেছে, এই সরকারের অপশাসনের ফলে এই সমস্ত ছাটাই হলো। সেক এমপ্লমেন্ট স্কীম-হাফ এ মিলিয়ন ৎব স্কীমের আণ্ডারে ফিসারী ট্রেনিং হয়েছিল তাদেরকে বলা হলো তোমরা ব্যাংকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট কর ব্যাংক ঋণ দেবে। ব্যাংকের ঋণ নেওয়ার পর যখন ঋণ ডিসবাসমেন্ট হবে তখন থেকে হিসাবে ধরা হবে, সুদ এ এবং আসল তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। আর ফিসারী করার পর ৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ট্রেনিং নেওয়ার পরে তারা এখনও বেকার আছে। তারা দাবি করেছিল সাড়ে পাঁচ পারসেন্ট হারে আমাদের ঋণ দাও, ব্যাংকের হার বেশী ছিল। তারা বলেছে আমাদের সুদ মাফ করে দাও আর না হয় যে ট্রেনিং দিয়েছি আমাদের চাকরী দাও। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি এবং তাদের নিয়ে নির্মম রসিকতা করা হয়েছে। তারা দাবী জানিয়েছিল ৫ পারসেন্ট হারে আমাদেরকে লোন দাও। ব্যাঙ্কের সুদের হার কমাও। তা যদি না হয় তাহলে আমাদেরকে যে ট্রানিং দিয়েছ তার জন্য চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ কর। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাদের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। বরং ওদের নিয়ে নির্মম রসিকতা করেছেন। সেই ৪২ জন এখনও ধর্ম্মনগরে আছে যারা ট্রেনিং নিয়েছিল, কিন্তু কোন ব্যবস্থা তাদের হয় নি। আমি তাদের নাম বলতে পারি। তারা চিঠি দিয়েছে পূর্ত্ত মন্ত্রীর কাছে। আমি আশা করি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা এই দিকে নজর দেবেন। আমি সবাইর নাম বলতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে একজনের নাম বিশেষ করি আমি বলছি যে ছেলেটি পাগল হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। সমাজের বুকে নিজেকে সে অবাঞ্ছিত মনে করেছে যার ফলে সে পাগল হয়েছে। এখন তাকে পাগল অবস্থায়

জেলে কাটাতে হচ্ছে। এই অবস্থা কে সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার। ওদের দায় দায়িত্ব তারা নেন নি। যার ফলে আজকে ওদের কথা ভাবতে হচ্ছে বর্তমান কোয়ালিশন সরকারকে। আমি বিশ্বাস করি কোয়ালিশন সরকার সহানুভূতির সঙ্গে ওদের কথা বিবেচনা করবেন। সে বিশ্বাস আমার আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অন্য ২।১টি ব্যাপার উল্লেখ করছি এবং সেই সঙ্গে বাজেটে উপজাতি জুমিয়া কল্যাণের কথাও উল্লেখ করছি। আমাদের কোয়ালিশন সরকারকে আমি অনুরোধ করব যে ১৯৬৭-৭৭ সালে কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লকে যে জুমিয়া সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা আপনারা তদন্ত করে দেখুন সেটা তারা পেয়েছে কিনা। একচুয়েলী স্যাংশান হয়েছে কিনা। সেটা নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করলে হয়তো অনেক কিছু বেড়িয়ে আসবে টাকা সঠিকভাবে তারা পায় নি। ভূয়া নাম দিয়ে সেটেলমেন্ট দেখানো হয়েছে। যার ফলে মাঝখানে বহু অর্থ এদিক সেদিক চলে গেছে। এই ধরণের অবস্থা ঘটেছে কংগ্রেস সরকারের আমলে। ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য দায়ী নিশ্চয়ই কোয়ালিশন সরকার নয়। অপোজিশান লীডার অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু সে দায়িত্ব কার। নিশ্চয়ই পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি। ফলে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থার কথাও বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বিচার বিবেচনা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি তাই আমি বলছি এটা ইনভেষ্টিগেট করে দেখুন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা বিধান সভার কিছু সংখ্যক সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি করে ইনকোয়ারী করে দেখতে পারেন কি হয়েছে। এই সঙ্গে আমি এই কথাটাও বলতে চাই যে দুর্নীতি সমাজ দেহকে পঙ্গু করে দিয়েছিল ঝাঝড়া করে দিয়েছিল, যে আবর্জনা জমাট হয়েছিল ৩০ বছরের ফলে সেটা সহজেই মুছে যাবে তা নয়। সে আশা আমরা করি না। কিন্তু তার জন্য যারা দায়ী ছিল তাদের খুঁজে বার করা প্রয়োজন। যে তদন্ত কমিশানের কথা বলা হয়েছিল আমি এইটুকু বিশ্বাস করব যে কোয়ালিশন সরকার এই তদন্ত কমিশান গঠন করে দোষীদের খুঁজে বার করবেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

আজকে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার দিকে যদি তাকাই কিছু কিছু কথা এখানে উঠেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মেরামতের জন্য। আমি দেখেছি বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের জন্য। এমন কোন সাব'ডিভিশান বোধ হয় নাই যেখানে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দুরবস্থায় পড়ে আছে। ধর্ম্মনগরে আমি নিজে জানি এবং জন কয়েক মন্ত্রী জানেন, তারা সেখানে গিয়েছেন সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে আছে। আমি আশা করি তারা সেই দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এবং এই সঙ্গে ছাত্র এবং শিক্ষকের যে অনুপাত—ওয়ান ইজ টু ২০ যেটা রাখা হয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ওয়ান ইজ টু ৪০ যেটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে সেই অনুপাত সম্পর্কে চিন্তা করবার জন্য কোয়ালিশান সরকারকে অনুরোধ করব। কারণ অনুপাত অনুযায়ী যে শিক্ষক এবং শিক্ষিকা থাকা প্রয়োজন তাহা প্রায় সর্বত্রই নাই। বিশেষ করে মফঃস্বল স্কুলগুলিতে নাই বললেই চলে। কাজেই সেই রেশিও মেন্টেন করা যায় কিনা এবং সেই রেশিও সম্পর্কে নুতন কোন চিন্তা করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়ার

জন্য আমি মাননীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করব। এই সঙ্গে ১০ ক্লাশ শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিজিক্যাল এডুকেশান এবং ওয়ার্ক এডুকেশান এর জন্য কেবল সরকারী ভাবেই নয় বেসরকারী ভাবেও প্রত্যেকটি স্কুলে কি ধরণের সাহায্য দেওয়া যায়, এই ব্যাপারে প্রত্যেকটি স্কুলে থেকে নিশ্চয়ই তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমার মনে হয় সেই চিন্তাও কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা রাখতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগের অবস্থাটা এখনও আছে। এপ্রিল মাসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পর আগের সরকার যে কথাটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন সেই কথাটাই এপ্লাই করা হয়েছে ট্রেনিং এর সিলেকশানের জন্য। জয়েন্ট ডিরেক্টর অব এডুকেশান, ত্রিপুরা, কাছে কাগজ গেল এফ. ১৫(৩৪)-৫/৭৭ (৭.৪.৭৭) সেখানে বলা হল য নাম পাঠাও ট্রেনিং এর জন্য। একটা কলাম রাখা হল কারা ষ্ট্রাইকার, আর কারা নন ষ্ট্রাইকার। (শ্রী অনিল সরকার—সে কথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে) এর পর আর কিছু জানা যায় নি। গ্রান্ট ইন এড রুলস পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা, কারণ বর্ত্তমানে গ্রান্ট ইন এড রুলসের কোন ত্রুটি আছে কিনা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা নিশ্চয়ই খুঁজে দেখতে পারেন। আমি এই দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সংগে ট্রিপল বেনিফিট স্কীম যেটা নন গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চালু আছে তার কথাও আমি উল্লেখ করছি। বিশেষ করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কণ্টিবিউটরি সেটা দেখার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ট্রিপল বেনিফিট স্কীম যখন চালু হয়েছে তখন থেকে ৫ পার্সেন্ট হারে যে স্কুল কণ্ট্রিবিউশান তা চালুর থেকে না ধরে চালুর বহু আগেও যদি কোন শিক্ষক নিযুক্ত হন তাহলে রিটায়ারমেণ্টের সময় থেকে হিসাব করে তার এপয়েণ্টমেণ্ট যখনই হোন না কেন—৪৮ হোক, আর ৫০ সালেই হোক বা তাদেরই হোক মোটামোটি স্কীম চালুর সময় থেকে ২ পার্সেন্ট হিসাব করে এই টাকাটা কেটে নেওয়া হচ্ছে। দেড় পারসেণ্ট ডিফারেনস সেই ডিফারেনস স্কীম চালু হওয়ার সময় থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। আমি এইটার কোন যুক্তি বুঝি না। কারণ যখন স্কীম চালু ছিল না তখন তার জন্য ঠিক ৫ পারসেনট করার কি যুক্তি থাকতে পারে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা একটু ক্ষতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আর এইসঙ্গে এই স্কীমের অন্তর্গত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড রুলস সেই রুলসটাও একটু ক্ষতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। সেই রুলসটা খতিয়ে দেখতে গেলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা আগে যেভাবে লোন পেতেন প্রভিডেনট ফাণ্ড থেকে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভিডেনট ফাণ্ড রুলস হওয়ার ফলে তারা এখন ঠিকভাবে লোন পাচ্ছে না। বিশেষ করে আমরা দেখেছি আগে তারা হাউস বিলডিং বা হাউস রিপেয়ার ইত্যাদির জন্য লোন পেতেন। কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভিডেনট ফাণ্ড রুলস হওয়ার ফলে এইটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে একটা জিনিষ দেখার দরকার আছে যে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিছু প্রভিশান আছে যে গৃহ নির্মাণের জন্য কিছু লোন তারা সরকার থেকে পেতে পারেন। অবশ্য তার জন্য তাদেরকে অনেক কাঠখর পোড়াতে হয়। তাদের বেতন থেকে প্রতি মাসে মাসে সেই লোনের টাকা কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু এখন তারা সেই লোন পাচ্ছে না। প্রভিডেনট ফাণ্ড থেকে যদি তারা সেই লোন না পান তাদের প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি। এই সঙ্গে আমি ধর্মনগরের জন্য

বিশেষ করে উল্লেখ করছি যে এই কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা ধর্মনগরে কলেজ স্থাপনের জন্য একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেবেন। এই কলেজের দাবী আজকের নয়, সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত ধর্ম্মনগরের মানুষ কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে আসছেন। নানা সময়ে সরকারের কাছে তারা আবেদন করে গেছেন কিন্তু কলেজ হয় নি। বিগত সরকারের বক্তব্যে আমরা শুনেছি যে অর্থের অভাব, কিন্তু কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা কলেজ স্থাপনের জন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন কিনা, চিন্তা করতে পারেন কি না, তার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমি এটুকু বলতে পারি যে বে-সরকারী-ভাবে সেখানে কিছু জায়গা কেনা হয়েছিল, সেটাও বহু আগে তারা কিনেছিল, সেইদিক থেকে বেসরকারীভাবে কিছুটা সাহায্য সরকার পেতে পারেন বলে আমি মনে করি। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে, মানুষের সুবিধার্থে কলেজ খোলা যায় কি না, সেইভাবে চিন্তা করা যায় কি না, সেই বিষয়ে আমি আবেদন রাখছি। এই বাজেট ভাষণে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, দরিদ্র কৃষকের সাহায্যের ইংগীত কিছু কিছু আছে। আমি মনে করি যে বাজেট পূর্ব সরকার তৈরী করেছেন, সেটাকে ঢেলে সাজানোর একটা চেষ্টা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা করেছিলেন, যে বাজেট জন জীবনের উপযোগী ছল না, তাকে কার্যকরী করা যায় কি না তার একটা প্রয়াস এখানে নেওয়া হয়েছে, এটা সত্যিই প্রশংসনীয় জনসাধারণের কাজে যদি এই বাজেটকে লাগাতে পারেন, তাহলে এটা আরও প্রশংসনীয় হবে। এই সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী সভার কাছে আমার ধর্ম্মনগরের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কথা রাখছি। এই সম্পর্কে আমি আশা করি তাঁরা চিন্তা করে দেখবেন। ধর্ম্মনগর শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের দাবী বহুদিনের দাবী, কিন্তু সেটা অবহেলিত হয়ে আছে, সে দাবীর কথা যেন তাঁরা চিন্তা করেন। সংস্কৃতি, কৃষ্টী বিকাশের দিকেও যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়, শুধু আগরতলা শহরেই নয়, মফঃস্বল টাউন গুলিতেও যাতে করা হয়, সেই সঙ্গে ধর্মনগরের কথাও আমি বলছি তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করুন। মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে ঘোষিত এলাকার কথা বলা হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের আমলেও আমরা শুনে ছিলাম সেইসব ঘোষিত এলাকার জন্য বাজেটে কিছু টাকা ধরা হয়েছিল, সেই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছিল বা খরচ হয়নি সেটা আমরা জানিনা, কিন্তু নোটিফাই এলাকা করতে গেলে তার জন্য সুষ্ঠু পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার, সেটা করা হয়নি। কাজেই এখানে যে মিউনিসিপ্যালিটির কথা উল্লেখ করেছেন আমি আশা করব কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা সেটা বাস্তবায়িত করবেন এবং যদি তা করতে পারেন তাহলে এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার কাজকর্ম্ম একটা প্রশংসনীয় পর্য্যায়ে স্বীকৃতি পাবে এটা আমি উল্লেখ করতে পারি। বাজেটের মধ্যে গতিশীলতাকে স্তব্ধ করার যে একটা জিনিষ আমরা এতদিন লক্ষ্য করে আসছি, তার থেকে এই বাজেট ব্যতিক্রম এইদিক থেকে যে এখানে একটা গতি দেবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই কম সময়ের মধ্যে এর চেয়ে ভাল বাজেট তৈরী করার উপায় কোয়ালিশান সরকারের ছিল না, এই দিক থেকে কোয়ালিশান সরকার সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখেন, সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :— Budget discussion will resume on Monday the 20th June, 1977. The meeting stands adjourned till 12 noon of the 20th June, 1977.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA.

MONDAY, 20TH JUNE, 1977.

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujjayanta Palace on Monday, the 20th June, 1977 at 12 noon.

PRESENT

The Hon'ble Manindra Lal Bhowmik, Speaker, the Chief Ministers, five Ministers, two State Ministers, the Deputy Speaker and—Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta—Question No. 7,

Shri P. K. Das (Chief Minister)—Mr. Speaker Sir, Question No. 7.

প্রশ্ন

১) বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় বেকার ভাতা চালু করার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

২) যদি নিয়া থাকেন কখন থেকে বেকার ভাতা চালু করা হবে ?

উত্তর

১) না, কোন পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে দেওয়া কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— ভবিষ্যতের অবস্থার সংগে মিল রেখে কথাটা চিন্তা করা হবে।

শ্রীতাপস দে— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি অবস্থা বলতে তিনি কি বোঝাতে চান ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— যে সমস্ত অবস্থার উপর বেকার ভাতা দেওয়া যায়।

শ্রীতাপস দে— আমি স্পেসিফিক অবস্থার কথা জানতে চাই।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে।

শ্রীতাপস দে— আর্থিক ছাড়া আর কি কি অবস্থা আছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— বিশেষ অবস্থার জন্য তিনি নোটিশ দিলে আমি বলতে পারি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই কোয়ালিশন সরকারের একটা দল বেকার ভাতার জন্য পোষ্টার লাগাচ্ছে? এবং সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী— বেকার ভাতার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে কিনা?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— বেকারদের সমস্যার কথা আমাদের মনে আছে। কিভাবে সেই সমস্যা সমাধান করা হবে সেটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মিল রেখে আমরা সমাধান করব।

শ্রীসমর চৌধুরী— কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেকারদের সাহায্যের জন্য?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— যখনি আমরা দিল্লীতে যাচ্ছি তখনি আমরা এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছি। এখনও কোন নির্দিষ্ট সুরাহাতে আমরা পৌছতে পারি নি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— বেকারদের চাকরী দেওয়া সম্ভব হবে না সকলকে। সুতরাং তাদের বেকার ভাতা দেওয়ার কোন নীতি এই সরকার নিয়েছেন কিনা?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— সর্বভারতের সংগে আমরাও তার প্রতিকারের চিন্তা করছি।

শ্রীতাপস দে— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এই বেকারভাতা স্পেসিফিক ইস্যুটার উপর কোন প্রস্তাব তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কিনা?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা চলছে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে কতজন বাস শ্রমিককে ছাটাই করা হইয়াছে?
২) ঐসমস্ত ছাটাই শ্রমিকদের পুনরায় কাজে নেওয়া হইয়াছে কি?
৩) যদি ছাটাই শ্রমিকদের পুনরায় কাজে না নেওয়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ?

উত্তর

১) ২২৩ জন।
২) মোট ২০৬ জন ছাটাই শ্রমিককে পুনরায় কাজে নেওয়া হইয়াছে।
৩) অন্যান্য ছাটাই বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ১৯৭৬ সালে আগষ্ট মাসে ২২৩ জন কি ঘটনার উপর ভিত্তি করে ছাটাই হয়েছিল?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— ছাটাই এর কারণ এখনও আমাদের কাছে নেই। তবে এটা ঠিক যে যাদেরকে পুনর্বহাল করা হয়েছে সেটা নিশ্চয় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। ছাটাইয়ের কারণ যথোপযুক্ত নয় বলে ২০৬ জনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বাকীগুলিকে নিযুক্ত করা যায় কিনা আমরা দেখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— কেন ছাটাই করা হয়েছে সেটা বলতে পারছেন না। এটা কি সত্য যে ৮ই আগষ্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই শ্রমিকদের ছাটাই করা হয়েছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে সেই সম্পর্কে উনি আলাদা নোটিশ দিলে আমি তথ্য দিতে পারি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে তিনি আবার আলাদা করেনোটিশ দিলে, আমি তথ্য দিতে পারি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— যে সমস্ত ছাটাই শ্রমিককে কাজে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে মালিক পক্ষ কোন বণ্ড আদায় করেছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমার হাতে এখন পর্য্যন্ত আসে নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যে ছাটাই শ্রমিকের সংখ্যা দিয়েছেন সেটা আদৌ ঠিক নয়, কারণ আমরা জানি যে মোট ৪৫০ জনকে ছাটাই করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে পারি কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, কত জনকে ছাটাই করা হয়েছে, তার সম্পর্কে আমি বলেছি। তবে তিনি যদি স্পেসিফিক কেস দেন, তাহলে আমি সেটা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন পর্য্যন্ত কত জন ছাটাই শ্রমিক পুনর্নিয়োগ এর বাকী আছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, ২২৩ জনের মধ্যে ২০৬ জনকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। কাজেই আরও ১৭ জন বাকী আছে।

শ্রীতাপস দে— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে কেন্দ্রীয় সরকার শপথ নেওয়ার পর তার শ্রমমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী ছাটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ করতে হবে। এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি করেছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, নির্দ্দেশে আছে যে বিভিন্ন কেসের গুণাগুণ অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করা হবে, নির্বিচারে সবাইকে রেহাই দেওয়া হবে, সে কথা বলা হয় নি। যারা পুনর্বহালের যোগ্য তাদের পুনর্বহাল করা হবে। আর অন্য কোন আলাদা রকম কেস থাকলে, সেটা আমরা আলাদাভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীতাপস দে— সরকারী এবং বে-সরকারী শ্রমিক যারা ছাটাই হয়েছেন, তাদেরকে সরকার পুনর্নিয়োগ করবেন, এই সম্পর্কে একটা সার্কুলার কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে পাঠিয়েছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— শ্রমিকদের ছাটাই এবং পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে আমাদের যা চিন্তা এবং ব্যবস্থা, তার কথা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— বাস শ্রমিকদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট অর্গানিজেশানের ব্যাপার। কাজেই এই সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আলাদা ভাবে নোটিশ দিলে পর আমরা তাদের থেকে চেয়ে এনে তথ্য দিতে পারি।

শ্রীসমর চৌধুরী—আসল কথা হচ্ছে বাসের মালিকেরা তাদের শ্রমিকদের কোন এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট লেটার দেয় না, ফলেই তাদের ছাটাই করতে সুবিধা হয়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা একটা প্রাইভেট অর্গানিজেশান এবং তারা বে-আইনী কিছু করছেন কিনা, সেই রকম অভিযোগ পেলেই আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে শ্রমিকদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার ব্যাপারে একটা চুক্তি হয়েছিল ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— চুক্তি বিরোধী কোন কাজ হচ্ছে কিনা সেই সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— বাস শ্রমিকদের বা পারে শ্রমিকদের সংগে সরকার এবং মালিক এই তিন পক্ষের কোন সম্মেলন হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— কখনও ৩ দলায় আবার কখনও বা ২ দলায় ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই মত কাজও করা হচ্ছে

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই শ্রমিকদের থেকে কোন রকম দাবী দাওয়ার স্মারকপত্র পেয়েছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, বহু দাবী-পত্র তো পাওয়া গিয়েছে, তবে উনি কোন্টার কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি বাস শ্রমিকদের কথা বলছি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, শ্রমিকদের তরফ থেকে যে অভিযোগ পেয়েছি তার প্রতি-কারের জন্য আমরা নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও হচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ২০৬ জন শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে বলে বললেন, তাদের কাছ থেকে মালিক পক্ষ কোন রকম বণ্ড নিয়েছেন কিনা, আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, আমি এর উত্তর আগেই দিয়েছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— শ্রমিকদের ওভার-টাইম এ্যালাউন্স আগে তাদের এ্যাসোসিয়ে-শানের মাধ্যমে দেওয়া হত। এখন মালীক পক্ষ সেই ওভার-টাইম দিচ্ছে না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবাল মেম্বার, ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীমধুসুদন দাস :— সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মালিক এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে খুঁজ খবর নিয়ে থাকেন এবং শেষ কবে নাগাদ এই ব্যাপারে খুঁজ খবর নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীতাপস দে :— যে ১৭ জন শ্রমিক এখনও পুনর্বহালের বাকী রয়েছেন বলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই যেটা বললেন, তাদের সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই ধরনের যে কোন ডিসপুটের তদন্ত লেবার ডিপার্টমেন্ট করে থাকে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে তদন্ত করছে, এটা কবে শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ছাঁটাইগুলি হল এগুলি কি জরুরী অবস্থার ভিতরে হয়েছে, না তার পরে হয়েছে এবং এই সম্পর্কে মন্ত্রী সভায় কোন আলোচনা হয়েছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, উনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আগেই সেভেনটি সিক্সের মধ্যে হয়েছে। কাজেই উনি আশা করি বুঝতে পারবেন এটা জরুরী অবস্থার মধ্যে হয়েছে, না অন্য সময়ে হয়েছে। আর উনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—মন্ত্রী সভায় কি আলোচনা হয়েছে না হয়েছে তা গোপনীয় ব্যাপার। কাজেই উনাকে জানাবার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বাস শ্রমিকেরা ছাঁটাই হয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে টি, আর, টি, সিতে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— স্যার, আমি আপনার হস্তক্ষেপ দাবী করছি। কারণ যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের অনেককে পুনর্বহাল করা হয়েছে আর যারা বাকী আছেন, তাদের সম্পর্কে তদন্ত চলছে। কাজেই এই অবস্থায় মাননীয় সদস্য এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় কিনা, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাতে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, there should not be any supplementary, please.

মি: স্পীকার :— ওনলি ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী..

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১৭ জন ছাঁটাই শ্রমিক আছে— তাদের নিয়োগের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে— আমার প্রশ্ন হচ্ছে কখন সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং কখন তা শেষ করা হবে ?

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয়েছে উত্তর হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, উনি বলেছেন যে উপযুক্ত সময়ে—সেই উপযুক্ত সময়টা কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি (ইন্টারাপশান) সেইদিক লক্ষ্য রেখে এই ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়ে আমরা বিবেচনা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমধুসূদন দাস

শ্রীমধুসূদন দাস :— কোয়েশ্চান নম্বার ৫৩

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— কোয়েশ্চান নম্বার ৫৩

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার কোয়ালিশান গভর্ণমেন্ট এখন পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই ?

২) যদি সত্য না হয়, তবে এখন পর্য্যন্ত কতজন বেকারের চাকুরী দেওয়া হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি কতজনকে দেওয়া হইয়াছে ?

১) ইহা সত্য নহে।

২) বেকারদের চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট চিন্তা করছেন অবিলম্বে একটা সুনির্দিষ্ট কর্ম বিনিয়োগ নীতি নির্দ্ধারণ করে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য আর্থিক অসচ্ছল বেকারদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে অবিলম্বে যাতে তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আপনার দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা আমার কাছে ঘোরালো লাগছে—প্রশ্ন ছিল তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির বেকারদের চাকরীর ব্যাপারে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ঃ— মাননীয় সদস্য আপনারা জানেন যে এই সরকার গঠিত হয়েছে আড়াই মাসের কিছু উপর—এই সময়ের মধ্যে আমরা চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে একটা নীতি নির্দ্ধারণ করার দিকে নজর দিচ্ছি—এবং আমাদের পুরাতন সরকার চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত ইরেগুলারিটিজ করেছিলেন সেইগুলি রেগুলারাইজ যাতে করা যায় সেগুলি এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে। যেমন আমি বলতে পারি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান)

Shri Tapash Dey :— Sir, I think he is making a statement. My question is very specific—কতজন চাকরী পেয়েছে—আই ডু নট ওয়ান্ট এনি (ইন্টারাপশান)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম বিনিয়োগ নীতি নির্দ্ধারণ করে শীঘ্রই আমরা এর মাধ্যমে বেকারদের চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা করব। দুই নম্বর হচ্ছে—বেকারদের চাকরী দেবার ব্যাপারে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে পূর্বতন সরকার চাকরী থেকে বিদায় করে যাদের বেকার বানিয়েছিল (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :— The question is very sepcific (Interrupetion)

Mr. Speaker :— Hon'ble Chief Minister, please give answer as specific as possible (interruption)

শ্রীপ্রফুল্ল দাস :—যাদের বেকার বানিয়েছিল ৩১১ ধারায় এবং বিভিন্ন ধারায় জরুরী অবস্থার সুযোগে তাদের আবার পুনর্বহাল করার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—এটাও আমাদের বেকারদের কর্মসংস্থানের একটা ষ্টেপ (ইন্টারাপশান)

শ্রীপ্রফুল্ল দাস :—বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা এই ভাবে অগ্রসর হচ্ছি এবং সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :—আমার প্রশ্ন এই নয় যে বেকার সমস্যার জন্য (ইন্টারাপশান)

শ্রীপ্রফুল্ল দাস :—সরকার কতগুলি ফিকসড পেতে গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের কন্টিনজেন্ট হিসাবে চাকরী দিয়েছিল আমরা সেই সব কন্টিনজেন্টদের (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, আপনাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনি সেই ভাবেই প্রশ্নের জবাব দিন।

শ্রীপ্রফুল্ল দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই ভাবেই উত্তর দিচ্ছি।

শ্রীতাপস দে ঃ—স্যার, উনি প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—না—সুতরাং কিছু চাকুরী দিয়েছেন—তার মধ্যে কতজন তপশিলী জাতি এবং কতজন তপশিলী উপজাতি—শুধু নাম্বারটাই আমি চাইছি -আমি কোন ব্যাখ্যা চাইছি না।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত : স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে নূতন কিছু চাকরী দিয়েছেন কি না—আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে কিছু কিছু চাকরী হয়েছে। সেই সংখ্যাটার মধ্যে এস, টি, এবং এস, সি,র সংখ্যাটা আছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রায় দুই হাজার লোককে যারা না কি কন্টিনজেন্ট এবং স্কীমে আছে তাদেরকে রেগোলার করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এস, সি, এবং এস, টি যা বলা হচ্ছে তা মেনে নেওয়া হবে। সুতরাং কন্টিনজেন্ট এবং স্কীমে যারা আছে তাদেরকে রেগুলার চাকুরী দেওয়া হবে। রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা কন্টিনজেন্ট এবং স্কীমে আছে তাদের কথা এই প্রশ্নে বলা হয় নাই। বলা হচ্ছে যে যারা বেকার আছে কোন রকম চাকুরী পায় নাই। স্পেসিফিকেলী উত্তরটা চাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন যে আমরা কোন চাকুরী দেই নাই বা দিয়েছি। প্রথমে উনারা বলেছেন যে চাকরী দিয়েছেন, এই প্রকারে উত্তর দিয়েছেন। আগের সরকার কি করেছে সেটা আমরা জানতে চাই না। কিন্তু এই মন্ত্রীসভা কয়জনের চাকুরী দিয়েছেন এবং তার মধ্যে কত জন এস, সি এবং কত জন এস, টি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা স্পেসিফিক্যালি বলুন।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা নাকি কন্টিনজেন্ট ছিল, এটা কোন চাকুরী নয় যে কোন সময় তাদের চাকুরী চলে যেতে পারে। কাজেই তাদেরকে এই নূতন সরকার রেগুলার করবে। এদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার পোষ্ট, নূতন চাকুরী হবে এবং এগেনষ্ট নিউ পোষ্ট।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত —এই যে নূতন পোষ্টগুলির তার মধ্যে এস, সি এবং এস, টি কত জন জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এস, সি, এবং এস, টির যে আইনানুগ কোটা সেটাই পূরণ করা হবে যা আগেকার সরকার করে নাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর থেকে এই পর্য্যন্ত দুই হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। কাজেই আমি জানতে চাই তার মধ্যে কত জন এস, সি, কত জন এস, টি ? যদি না হয় তাহলে সেই তথ্য কবে পরিবেশন করবেন ? এটা পরিষ্কার করে বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পরিষ্কার করার জন্য বলছি যে এই যে ইরেগুলার চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এস, টি, এবং এস, সি, সম্পর্কে কোন চিন্তাধারা সেখানে ছিল না। সেজন্য আমরা এই অবস্থার মধ্যে এস, সি, এবং এস, টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং ইট ইজ আণ্ডার প্রসেস।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে দুই হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া হয় নাই। এরই মধ্যে একবার বলা হচ্ছে দেওয়া হয়েছে আবার বলছেন দেওয়া হচ্ছে হোল জিনিষটাকেই তিনি ঘুরাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পরিষ্কার জানতে চাই এই দুই হাজার চাকুরী ছাড়া আর কোন নুতন চাকুরী এর মধ্যে হয়েছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, দুই হাজার রেগুলার পোষ্টস এটার ভিতরেই আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দুই হাজার চাকুরী এগুলি পূর্বতন সরকারের আমলের। এই মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর কতটা কন্টিনজেন্ট চাকুরী হয়েছে সেই স্পেসিফিক কোয়েশ্চানের উত্তর আমরা জানতে চাই। আজকে যদি সম্ভব না হয় তাহলে কালকে দেওয়া হোক। এইটুকু অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া হোক। কোন ডিপার্টমেন্টে কত জন কন্টিনজেন্টের চাকুরী হয়েছে, কতটি রেগুলার চাকুরী হয়েছে তার মধ্যে এস, সি কত এবং এস, টি কত ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মানদীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিনিষ্টার উত্তর দিতে বাধ্য।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখলাম একজন সদস্য উঠে বলবার চেষ্টা করছেন। তাই আমি ভাবলাম একেবারে তারা করলে পরে একেবারে বলবো আপনারা স্পেসিফিক কি কি চান আমাকে জানালে আমি বলতে পারবো।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি প্রথমে বলেছেন যে আগের কিছু লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে আবার এখন বলছেন দেওয়া হবে। কাজেই উনি স্পেসিফিকেলি বলুন কোন চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি কতটি ঠিকই বলেছি নুতন পোষ্টের এগেনষ্টে দুই হাজার চকুরী নেওয়া হচ্ছে। এবং এটা প্রসেসে আছে। এটা ঠিকই বলেছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পত্রিকাতে দেখেছি সোসাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে ৪৫ জনের না ২১ জনের চাকুরী হয়েছে এটা সত্যি কিনা। কাগজে উঠেছে এটা সত্যি কিনা ? হয়ে থাকলে সেই নুতন অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্যে এস, সি এবং এস, টি কত জন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে আলাদা একটা নোটিশ দিলে আমি বলে দেব।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কোয়েশ্চনের মধ্যেই ছিল। তারপর যদি স্যার, আবার নোটিশ চাওয়া হয়, আমার মনে হয় স্যার আপনার উচিত অপোজিশনের অধিকারটুকু রক্ষা করা। আজকে না পারলে আরেক দিন দেওয়া হোক।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে কোয়েশ্চনটা, আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোয়েশ্চনটা বুঝতে পারছেন কিনা। কারণ উনি ইচ্ছামত হাউসকে মিস্লীড করছেন প্রকৃত তথ্য না দিয়ে। আপনি স্পীকার স্যার, আমাদের উত্তরটা যাতে এই ফ্লোরে পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে আমাদের যে অধিকার সে অধিকার আশা করি রক্ষা করবেন। প্রশ্নে বলা হয়েছে যে যদি চাকুরী দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে কতজন এস. সি এবং এস. টি আছে। আমরা দেখছি লীডার অব দি হাউস ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তর দিচ্ছেন না। যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাতে রিজার্ভেশনের কোটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— আপনার এইগুলি প্রশ্ন নয়। অর্ডার প্লীস, অর্ডার প্লীস।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য একটা লম্বা বক্তৃতা এনেছেন যে, হাউসকে মিসগ্রেড করা হচ্ছে বা হয়েছে বা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে বলছেন। আমি এইগুলির তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমার হাউসের প্রতি এবং মাননীয় সদস্যদের প্রতি বিশ্বাস ত বটেই, শ্রদ্ধাও আছে। সুতরাং হাউসকে অবমাননা করা বা ফাঁকি দেওয়ার আমার কোন অভিপ্রায় নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমি স্যার, জিজ্ঞাসা করছি, যেহেতু উনার হাউসের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং আমি রেলিভেন্ট কোয়েশ্চান করছি, এই ধরণের কোন চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা? এই ধরণের কিছু চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী কিংবা অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন চিঠি গিয়েছে কিনা যে, নীতি নিয়ম লঙ্ঘন করে চাকুরী দেয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি বলছি স্যার, যেহেতু অর্থমন্ত্রীর কথা উঠি বলেছেন, সেহেতু আমি জানাতে চাই যে, অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে যেসমস্ত চিঠি আদান প্রদান হয় এ এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :-- স্যার, আমরা নিউজ মারফৎ এই সমস্ত খবর পাচ্ছি। এগুলি নিউজ হচ্ছে, পত্রিকাগুলি পাবলিসড করছে আর অর্থমন্ত্রী এখানে বলছেন যে, এগুলি হাউসে আলোচনা করা যাবে না? যে জিনিস কাগজে উঠছে সে জিনিস আমরা হাউসে আনতে পারবো না। এটা আমরা এখানে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করছি না। এই চাকুরী দেওয়াটা স্যার, একটা ভাইটেল পয়েন্ট।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি বলছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয় এটা উনার জানার কথা নয়, আর নাম্বার টু হচ্ছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিংবা অর্থদপ্তর থেকে আমি এরকম কোন চিঠিই পাইনি যে, ওরা ঐ চিঠিতে মন্তব্য করেছেন নিয়ম, নীতি লঙ্ঘন করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অর্থমন্ত্রী একটি কমিটি করার জন্য –

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, অর্থমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেখানে ঐ কথাটার উল্লেখ আছে—

মি: স্পীকার : — এটাও সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান নয়।

শ্রীতাপস দে :— কেন স্যার, এটা আমরা সাপ্লিমেণ্টারী করতে পারব না। যেখানে এই কথাটা পাবলিসড্ হয়েছে সেখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারবনা।

মি: স্পীকার :— আপনি সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান করুন।

শ্রীতাপস দে :— আচ্ছা, সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি বলছি যে, কিছু অবৈধ বা বৈধ যাই হোক কিছু চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এই চাকুরী দেবার ব্যাপার নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি কমিটি গঠন করার কথা বলেছেন। এটা পাবলিক জানতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্র জানতে পারবে না ?

মি: স্পীকার :— দিস কোয়েশ্চান ইজ নট সাপ্লিমেণ্টারী। এটা সাপ্লিমেণ্টারী হতে পারে না।

শ্রীতাপস দে :— তাহলে আমি কি করে জানতে পারব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যেভাবে কোয়েশ্চানটা হয়েছে সেটা আমি আবার বলছি, কোয়েশ্চান নং এক হচ্ছে, "ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থানে ব্যবস্থা করতে পারেন নাই"। উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ইহা সত্য নহে। নাম্বার টু হচ্ছে, "যদি সত্য না হয়, তবে এখন পর্যন্ত কতজন বেকারের চাকুরী দেওয়া হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং তপশিলি উপজাতি কতজনকে দেওয়া হইয়াছে ? উত্তর দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। যেসব নির্বাচিত প্রতিনিধি জনস্বার্থে আমরা প্রশ্ন করি তার কোন উত্তর তিনি দেন নাই। এর অর্থ হচ্ছে হাউসের সমস্ত রীতি, নীতি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তিনি পদ দলিত করেছেন। এখানে যেহেতু প্রশ্নটা স্পেসিফিক করা হয়েছে যে, সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইব্‌স কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। যেভাবেই দেওয়া হোক। আগের লক্ষ্যেই দিয়ে থাকুন, এখানে যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে যে কতজন সি. টি. এবং কতজন সি. কাষ্ট চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে বাধ্য।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি বলছি যে, আমাদের যে রুল আছে, তাতে উনি আমাদের বাধ্য করতে পারেন না প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য। উনি পারেননা তা করতে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তিনি দিতে পারেন। কারণ এখানে মেম্বাররা, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে প্রশ্ন করবেন সে প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে বাধ্য। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা তাঁকে বলতে পারি, জোর করতে পারি।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার কোন ফোর্স করতে পারেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আমরা বাধ্য করছি না, আমরা ফোর্স করছি না আমাদের এ অধিকার আছে যে, জোর করে তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর আদায় করার। আমরা এ্যানসার চাচ্ছি। এই এ্যানসার চাওয়ার অধিকার আমাদের সম্পূর্ণ আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার রুলিং দিয়েছেন। এভাবে কোশ্চেন করতে পারেন না। উত্তর দেবেন কিনা তা তার জন্য ফোর্স করতে পারেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফুল কোয়েশ্চানের এন্‌চার মন্ত্রী দিতে পারেন। উনি দিতে বাধ্য। এখন যদি তিনি দিতে না পারেন, তাহলে পরে তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। এখানে প্রশ্ন করা হয় জনগণের স্বার্থে জনগণ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। তাদের স্বার্থ দেখা আমাদের কর্তব্য। যদি মাননীয় মিনিষ্টারের কাছে ফুল এ্যান্‌চার না থাকে, তাহলে তিনি পরে ফুল এ্যান্‌চারের উত্তর দেবেন। কিন্তু এলোপাথারী কোন বক্তব্য রাখবেন না।

মি: স্পীকার : — হ্যাঁ, উনি সবটার উত্তর দেবেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উঠা, বসা বার বার করতে অসুবিধে হয়। এজন্য আমি দাঁড়িয়ে থাকি (ভয়েসেস :— ইয়েস, দাঁড়িয়ে থাকুন আর যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন) আর নাম্বার টু হচ্ছে মাননীয় সদস্য দত্ত বাবু যে, গণতান্ত্রিক রীতি, নীতি লঙ্ঘন করার কথা বলছেন, সেটা কৃত্রিম বলেই আমি মনে করি। আমি প্রথম প্রশ্নে আবার ফিরে যাচ্ছি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে—"ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট এখন পর্য্যন্ত এ. শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই।" এটা আমি সত্য বলে স্বীকার করি না। যেহেতু ২,০০০ লোককে—প্রায় ২,০০০ লোককে রেগুলার পোষ্টে আমরা নিয়োগ করেছি। আর নাম্বার টু হচ্ছে—

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : — কোন মিনিষ্টার যখন উত্তর দেন তখন কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— এর আগে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী নৃপেন বাবু মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে পয়েন্ট অব অর্ডার করেছিলেন।

স্যার আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। প্রতিটি কোয়েশ্চানের স্পেসিফিক উত্তর হয়। যদি কোন কোয়েশ্চানের স্পেসিফিক উত্তর না থাকে তিনি বলবেন দেবেন না। কিন্তু যেটা তিনি ডাইলেট করেছেন, আমরা তো সেই কোয়েশ্চান তার কাছে চাই না, আমরা কতগুলি স্পেসিফিক পয়েন্ট করেছি কাজেই স্যার স্পেসিফিক উত্তর দিতে হবে তার কাছে যিনি তাদের নিয়ে বক্তৃতা করছেন এটা হচ্ছে নিয়ম স্যার, আমাদের স্পেসিফিক কোয়েশ্চানের স্পেসিফিক উত্তর থাকবে। রুলের বই আপনার কাছে নাই, মিনিষ্টারের অধিকার আছে এবং পাবলিক ইন্টারেষ্টে—তিনি একদিন বলেছিলেন যে মিনিষ্টার উত্তর দিতে বাধ্য, টু দি পয়েন্টে তিনি উত্তর দিতে পারেন, তাঁর ইচ্ছা মত উত্তর দিতে পারেন না এটা আইনের কথা। যেখানে পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার কতজন লোকের এই পিরিয়ডের মধ্যে চাকুরী হয়েছে এবং কতজন এর পরে চাকুরী হয়েছে, সেখানে তিনি ২ হাজার বলেছেন, আগেও বলেছেন একই কথা। আমার কোয়েশ্চান হচ্ছে যে আগরতলাতে দেখছি বারবার শিক্ষা বিভাগে নতুন করে কিছু লোকের চাকুরী হয়েছে, সেটা সত্য কি সত্য না তার একটা স্পেসিফিক উত্তর তিনি দেন, এত বক্তৃতার দরকার নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী আছে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দেবেন কি যে দেড় হাজার কন্টিজেন্ট ছিল এই দেড় হাজারকে রেগুলার করলেন, এই রেগুলার করতে গিয়ে বিগত গভর্ণমেন্ট তারা কি আইন মানতেন না? কত পারসেন্ট সিডিউল কাষ্ট, কত পারসেন্ট সিডিউল ট্রাইবকে চাকুরী দিয়েছে। তারা কি আইন মানিয়া দেড় হাজার লোক নিয়োগ করেছিলেন আগের মন্ত্রীসভা এটা জানতে চাই?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগের মন্ত্রীসভা সে নিয়ম মেনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় নি।

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নটা সোজা, তিনি যেভাবে ঘোরাচ্ছেন —আমাদের একটা কথাই যে নতুন মন্ত্রীসভা যে সমস্ত চাকুরী দিয়েছিল তার মধ্যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব কতজনকে চাকুরী দিয়েছে, উনি বলেছেন আগে যে সমস্ত কন্টিনজেন্ট স্টাফ ছিল, ডেলী রেটেড ছিল তাদের রেগুলার করেছে ২ হাজার। ২ হাজারের বেশী ছাড়া আর নতুন নিয়েছেন কিনা? এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। এত ঘুরাঘুরির প্রশ্ন নয় যেহেতু তিনি একটা প্রশ্নের জন্য আধ ঘন্টা নিয়েছেন তার জন্য আমরা ওয়াক আউট করছি।

(বিরোধীরা সবাই ওয়াক আউট করলেন)

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ক্লিয়ার উত্তর না দেওয়ার জন্য আমিও হাউস ত্যাগ করছি

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ১৯৭৪ ইং সনের ২য় সংশোধনী ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী সিলিং এর উর্দ্ধে কত পরিমিত ভূমি জোতদারের দখলে পাওয়া গিয়েছে?

২। সিলিং এর উর্দ্ধে ভূমি সমূহের মধ্যে কত পরিমান জমি সরকার কর্তৃক গ্রহণ ও গরীব কৃষকদের নিকট বন্টন করা হইয়াছে?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর ২ হাজার ১১৫.৮৯ হেক্টর।

২নং প্রশ্নের উত্তর ৩০৬.৪১ হেক্টর এবং আর একটি পার্ট গরীব কৃষকদের নিকট কত বন্টন করা হইয়াছে ৪১.৩৩ হেক্টার বনটন করা হইয়াছে।

শ্রীঅনন্তহরি দাস:— সাপলিমেনটারী স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১১৫.৮৯ হেক্টর পাওয়া গিয়েছে যেটা এত পরিমিত জমি যেখানে সিলিং এর উর্দ্ধে সেখানে মাত্র ৩০৬ দেওয়া হয়েছে, বাকীগুলি কখন দেওয়া হবে এবং না দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার জমাতিয়া :— একটা কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ২ হাজার ১৫.৮৯ হাজার জমি যে বর্ধিত যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া গিয়েছে সেটার অধিগ্রহনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এটা আইনানুভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে এই দখলের কাজ চলছে এবং ঐ দখল নেওয়ার কাজ শেষ হলে বাকীটা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হবে অবিলম্বে—

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :— সাপলিমেনটারী স্যার, মহকুমা ভিত্তিক কোন হিসাব দিতে পারবেন কি জোতদারের দখলে যে সমস্ত জমি পাওয়া গিয়েছে স্যার?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এখন শিলিং কেস এর মহকুমা ভিত্তিক হিসাব আমি দিচ্ছি সদর মহকুমার এরিয়া হচ্ছে ১৮৯০০৬০৬, চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হয়েছে ৯৭৯ ৯৭। সোনামুড়া এরিয়া হচ্ছে ২০৪·৩৫ আর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হচ্ছে ১৫৮·১৫, খোয়াইয়েতে হলো ১০১৫·৮৩ চূড়ান্ত নির্দ্ধারন ৬৮৬·১৬ একরের হিসাব। কৈলাসহরের এরিয়া হচ্ছে ৪৯২·৩৬ আর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হচ্ছে ৪০৯·১৮ কমলপুরের ২১৭·১৪ হল এরিয়া আর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হলো ১৮৩·৫০ ধর্ম্মনগরের এরিয়া হলো ৮০৮২·৮২ চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হলো ৩৯৩·৭১ উদয়পুর হলো ৬·১৫ একর আর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হলো ২৬৯·৬৭ একর। অমরপুর হলো ৪২৬·৩০ একর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হলো ৩৫৯·৩২ একর। বিলোনীয়া হলো ৬৫৪·৬০ একর আর চূড়ান্ত নির্দ্ধারন হলো ৭১৮·৮১ একর। সাবরুম ৯১৬·৫৮ একর চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ হলো ৮৬৩·৫৮ একর।

Mr. Speaker :— Question hours is over. Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি একটা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছিলাম ১৮ তারিখ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা জানতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউ উইল গেট অপরচুনিটি টু ডিসকাস অন দিস টপিকস।

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notice from the following members.

Shri—Ajit Ranjan Ghosh & Shri Madhusudan Das on the subjects of গত ১৬ জুন খোয়াই মহকুমার চাম্পা হাওড় আউট পোষ্টের পুলিশ কর্মী গোবিন্দ বিশ্বাসের মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Ajit Ranjan Ghosh & Shi Madhusudan Das.

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement to day if possible, if he is not in a posif tion to make statement to day, he will kindly give me a date on which the Notice will be shown on the order paper for statement.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ষ্টেটমেন্ট দেব কলিং এটেনশানের উপর আগামী ২৪ তারিখ।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চিফ মিনিষ্টার উইল মেক এ ষ্টেটমেন্ট অন দিস ইস্যু on 24th June, 1977.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল এই কোয়ালিশন সরকার গ্রাম অঞ্চলের কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন না তেলের দাম দুই পয়সা করে বাড়িয়ে দিয়েছে।

Mr. Speaker :— You have been informed of my dicssion so I would request you to take your sit. Your Adjournenment motion have been disallowed by me.

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker :— Now the Calling Attention Notice of Shri Jitendra Lal Das, to which the Hon'ble Chief Minister agreed to make a statement today. I call on the Hon'ble Chief Minisrer to make statement on—

"সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ৫০০ হোমগার্ড ছাঁটাই সম্পর্কে"।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস (চীফ মিনিষ্টার) :—

"সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ৫০০ হোমগার্ড ছাটাই সম্পর্কে :—

১) বোম্বে হোমগার্ড এক্ট ১৯৪৭ (যাহা ত্রিপুরায় ১৯৬২ সালে চালু হইয়াছে। এর ধারা অনুযায়ী হোমগার্ড (গৃহরক্ষী) বাহিনী সম্পূর্ণরূপে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী।

২) হোমগার্ড (গৃহরক্ষী বেটেলিয়ান এর ৪২৫ জন হোমগার্ড (গৃহরক্ষী) দুই দলে ২৩/৩/৭৭ ইং তাং ইহাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। প্রশিক্ষণ অন্তে গত ১/৬/৭৭ ইং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবশ্যক মত তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করার জন্য ডাকা হয়। ঐ রূপ ৬৭ জন গৃহরক্ষী বর্ত্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩) এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী লক্ষ্য যেন এই বাহিনী জনসাধারণের প্রবল সদিচ্ছাকে একটি শক্তি হিসাবে রূপায়িত করিতে পারে। এবং দেশের জরুরী প্রয়োজনে কঠোর কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে।

৪) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী হোমগার্ডের করনীয় :—

ক) পুলিশের সাহায্যকারী হিসাবে পাহাড়ার কাজ রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কাজ, টহলদারী ইত্যাদি কার্য্যে যে কার্য্যে সম্পাদনে সংস্থার খ্যাতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সংস্থা সাধারণ সহানুভূতি ও সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে।

খ) যানবাহনের কাজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ অগ্নি নির্ব্বাপন জল ও বিদ্যুত সরবরাহ ইত্যাদি আবশ্যকীয় কাজে সাহায্য—

গ) অসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ওয়ার্ডেনের কাজ খবরা খবর আদান প্রদান ও আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা ইত্যাদি কার্য্যে সাহায্য করা—

৫) মূলতঃ হোমগার্ড (গৃহরক্ষী একটি স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা যাহার কাজ হোল অবসর সময়টুকু জনগনের উন্নতি কল্পে যাপন করা।

৬) পৌর গৃহরক্ষী বাহিনীতে কোন বেকার লোককে তালিকাভুক্ত করা উচিত নয় কারণ তাতে স্বেচ্ছা সেবকের কাজের ভাবধারা বিনষ্ট হয়। কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের নিয়েই গ্রাম্য গৃহরক্ষী বাহিনী গঠন করিয়া উপরোক্ত বাধা বাধকতা গ্রাম্য গৃহরক্ষীর উপর পুরাপুরি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৭) আইনের বিধান ও ভারত সরকার নির্দ্দেশানুযায়ী পাঁচবৎসরের জন্য গৃহরক্ষী তালিকাভুক্ত হন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর নূতন ভাবে তালিকাভুক্ত করা যায় যদি শারিরীক সক্ষমতা বজায় থাকে।

৮) তাহা হইলেই দেখা যায় যে পুলিশ বি, এস, এফ, বা তদ্রূপ কোন সংগঠনের মত গৃহরক্ষী কোনও নির্দিষ্ট কর্মে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিতে পারে না। উহা পুলিশ বি, এস, এফ বা তদ্রূপ কোনও সংগঠনের সমতুল নহে। যখনই তাহাদের কাজের দরকার তাহাদিগকে দৈনিক ৫ টাকা বা ৬ টাকা (অস্ত্র ধারার লোক হইলে ৬ টাকা দৈনিক) এলাউন্সে কাজে নিযুক্ত করা হয়। কাজে নিয়োজিত থাকার সময় পোষাক দেওয়া হয়।

৯) সম্প্রতি ভারত সরকার ত্রিপুরার জন্য একটি গৃহরক্ষী সীমান্ত বাহিনী মঞ্জুর করিয়াছেন রাজস্থান, পাঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরা ভিন্ন দেশের সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য বিধায় ঐ ঐ রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরায় অনুরূপ বাহিনী মঞ্জুর করা হইয়াছে। গৃহরক্ষী বাহিনীর মূল ভাবধারা এই সীমান্ত বাহিনীতেও রক্ষিত হইবে। এই বাহিনীর মোট সংখ্যা (১৮৯ জন) প্রায় পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের অনুরূপ কিন্তু এই বাহিনীর সদস্যগণ সকল সময়ের জন্য কাজে নিযুক্ত থাকিবে না। উক্ত ১৮৯ টি পদের মধ্যে কেবলমাত্র ৮১টি পদের সদস্য সর্ব্ব (ful time) সময়ে কাজে থাকিবে। বাকি ১০৮টি পদের সদস্যগণ কেবল মাত্র আংশিক সময়ে (পার্ট টাইম) কাজের জন্য। উপরোক্ত ৮১টি পদের নিযুক্তীয় সদস্যগণ সমতুল্য পুলিশ পদের জন্য মঞ্জুরীকৃত বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ভাতা পাইতে থাকিবেন। বাকি ১০৮ জন অর্থাৎ যাহারা আংশিক ভাবে কাজে নিযুক্ত থাকিবেন তাহারা কেবলমাত্র ঐ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত থাকার দরুন পদানুসারে কেবলমাত্র ৫ টাকা হইতে ১৫, টাকা এলাউন্স পাইবেন। অর্থাৎ সিপাহী—৫ ল্যান্স নায়ক—৭.৫০, নায়েক—১০ হাবিলদার—১৫) কেবলমাত্র যখনই তাহাদিগকে কাজে নিযুক্তির আবশ্যকীয়তা উপলব্ধি হইবে এবং তাহাদিগকে কাজে নিয়োজিত করা হইবে তখন তাহারা পুলিশের পদের সমতুল বেতন ভাতা পাইবেন অথবা যখন তাহারা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হইবেন তখন তাহাদিগকে প্রশিক্ষণের সময় পুলিশের সমতুল বেতন ভাতা দেওয়া হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে নিয়মিত কর্ম্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

১০) পূর্ব্ব এক অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪০৫ জন গৃহরক্ষীর প্রশিক্ষন ব্যাপারকে তাহাদের নিয়মিত কর্মে বিনিয়োগ বলিয়া কোন কোন স্থানীয় পত্রিকা প্রচার করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে পুলিশের (আই, জি পি,) কে বিধায়ক শ্রীঅজয় বিশ্বাসের লিখা এক চিঠির কথাও ঐ পত্রিকাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। আই, জি, পি, প্রত্যোত্তরে বিধায়ক শ্রীঅজয় বিশ্বাসকে সমস্ত বিষয় বিশদ ভাবে উল্লেখে এক পত্র দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত ৬১৮ জন গৃহরক্ষীর বেশীর ভাগই কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশ বিভাগে চাকুরী পাইয়াছেন। গৃহরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছা সেবা ভাবধারা বজায়ক্রমে সময় সময় কোন কোন গৃহরক্ষীকে দৈনিক ৫ বা ৬ টাকা এলাউন্স কার্যে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে।

১১) ভারতের অন্যান্য জায়গার ন্যায় ত্রিপুরায়ও গৃহরক্ষীগণ আংশিক কার্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের স্বীয় স্বীয় কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং ঐ ঐ কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগের উৎসাহ প্রকাশ করে। ঐ এক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে যথা সম্ভব সাহায্য করা হইয়া থাকে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা ইচ্ছা মূলক প্রতিষ্ঠান। ইচ্ছা করলে তারা এখানে কাজ করতে পারে। আমি আই, জি, পি, কে চিঠি দিয়েছিলাম তিনি সেই চিঠির উত্তর এ লিখেছেন যে—সপকীপার বা অন্য কাজে যারা নিযুক্ত আছেন তারা সময় যখন পাবে তখন হোম গার্ডের কাজ করবে। আমি এখানে ক্লেরিফিকেশান চাইছি ত্রিপুরায় হোমগার্ড যারা আছে তারা কি স্বেচ্ছামূলক ভাবে কাজ করছেন

তাদের কাজের ধারাটা একটা পার্মানেন্ট যে এমপ্লয়ী—এক জন পুলিশ কাজ করে ১২/১৪ ঘণ্টা। কিন্তু পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে, নির্দ্দিষ্ট কাজ, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় এবং স্থায়ী ভাবে কোন হোমগার্ড এখন সরকারী দপ্তরে কাজ করছে কি না? এখন যারা কাজ করছে তারা কি স্বেচ্ছা মূলক না স্থায়ী ভাবে করছে। আমার জানা মতে তারা স্থায়ী ভাবে ১৪ ঘণ্টা কাজ করে এবং সবকিছু করে। তাহলে আগের যে আইন সেখান থেকে এবং আমার চিঠিতে বলা হয়েছে ডিভিয়েশান করা হয়েছে। এবং যে আইনে তাদেরকে ত্রিপুরা সরকার ডিক্লিয়েট করেছেন এবং এখন হোমগার্ডকে পুরা পুরি একটা পুলিশের কাজে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ করছে। তাদেরকে যে ডিভিয়েশান করা হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তার জন্য এই আইনে স্বেচ্ছামূলক কর্মী হিসাবে দেওয়া হবে ৫ টাকা। তাদেরকে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে কি না এইটা আমি ক্লেরিফিকেশান চাইছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোল কনসেপ্টটা হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক। সুতরাং যে আইনে ওদেরকে নিযুক্ত করা হচ্ছে—ওরা জেনেশুনেই এসেছে যে এটা স্বেচ্ছামূলক অর্গানাইজেশান। যেমন আভ্যন্তরীন কোন দুর্যোগ—যেমন আগুন লাগলে, বা কোন ফ্লাড হলে বা ইত্যাদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে ওরা স্বেচ্ছা মূলক সাহায্য করে। তার জন্য ওদেরকে ট্রেইণ্ড আপ করে রাখা হয়। যখনই প্রয়োজন হবে ইমার্জেন্সীর সময়ে যাতে তারা আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা রক্ষা এবং পুলিশকে সাহায্য করতে পারে তার জন্য এই সংস্থা করা হয়েছে। এবং সর্ব ভারতীয় পোষ্ট অনুযায়ী ত্রিপুরায় হোমগার্ড অরগেনাইজেশান সেটআপ করা হয়েছে। সুতরাং ওদেরকে স্থায়ী কাজে সুবিধা দেওয়া বিধান এখন পর্য্যন্ত আইনে নেই। সেই জন্য এখন পর্য্যন্ত এটাকে স্থায়ী কাজের ভিত্তিতে দেখা হচ্ছে না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে কত পার্সেন্ট হোমগার্ড এই ৫০০ ছাড়া, সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যখন প্রয়োজন হবে তখন গ্রামের থানার অন্তর্গত কোন ষ্টেশন যদি কাজে লাগানো হয় তাহলে সেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গার্ডরা ৫ টাকা পাবে আর যদি তাদেরকে এক থানা থেকে অন্য থানায় তাদেরকে কাজ করতে হয় তখন তারা ৬ টাকা পাবে। এই নিয়মে কিছু কিছু হোমগার্ড কাজে নিযুক্ত আছে। এ ছাড়া নুতন একটা ব্যাটেলিয় হয়েছে এই ব্যাটেলিয় আমি আগে বলেছি ৮১টি পদ আছে, এবং ওরা সর্ব সময়ের জন্য কাজে নিযুক্ত থাকছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাটাই তখনই হবে যখন পদ না থাকে ব টাকার কোন সংস্থান না থাকে। তাহলে আমি ক্লেরিফিকেশান চাইছি—এই রকম কোন অবস্থা আছে কি যে পদ নাই বা টাকা নাই সেই জন্য তারা ছাটাই হয়ে গেছে। আমরা জানি ৩ হাজার ৮ শত পদ আছে। হোমগার্ড আছে ১০০০ এই ২৮০০ পদ থাকা সত্ত্বেও কেন তারা ছাটাই হয়েছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা ঠিক নয় যে হোমগার্ডদের জন্য নির্দ্ধারিত কতগুলি রেগুলার পোষ্ট আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আই, জি, পি'কে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে ৩৮০০টি পদ লিখেছিল এবং তিনি এটাকে সংশোধন করে বলেছেন ৩৮০০টি পদ আছে এবং টাকাটা রাজ্য সরকার দয় না কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। তাহলে আমি কি মনে করব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন সেটা ঠিক এবং আই, জি, পি, যে উত্তর দিয়েছেন সেটা ঠিক নয়।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ভুল শুনেছেন। কারণ তিনি যে ৩৮০০টি পদ এর কথা বলেছেন সেটা প্রশিক্ষণের জন্য রেগুলার পদ নয়।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোমগার্ড ছাটাই করা হয়েছে কিছুদিন আগে। তার আগে তারা কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে তাদেরকে সরকার ছাটাই করেছিলেন। কি পরিস্থিতির মধ্যে তারা কাজ করছিলেন এবং নুতন কি পরিস্থিতি ঘটল যার জন্য তাদেরকে ছাটাই হতে হল?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাঁটাই হয়েছে ৪২৫ জন, ঠিক ছাটাই অর্থে তারা ছাটাই হয়নি, কারণ তারা কাজই পায়নি। ট্রেনিং অন্তে তারা চলে গেছে কারণ ট্রেনিং পর্যন্তই স্কীমটা। এখানে আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি যে ত্রিপুরার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটা হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ান মঞ্জুর করেছেন তাতে বলেছেন সর্বসময়ের জন্য মাত্র ৮১টি পদ থাকবে, বিভিন্ন ষ্টেজে যেমন এ্যাসিষ্টেন্ট, নায়েক, কন্‌ষ্টেবল, এ্যাকাউন্টেন্ট, কেরানী, সব মিলিয়ে ৮১ জন থাকবে, আর বলেছেন যে ১১৯ জন লোককে আমরা ট্রেণ্ড আপ করে রাখব, তার মধ্যে ৮১ জন সর্বসময়ের জন্য থাকবে আর বাকীগুলি যখন প্রয়োজন হয়, তখন ঐ ট্রেণ্ড লোককে ডাকলে যাতে পেতে পারি সামান্ত বাহিনীর সাহায্যের জন্য তার জন্য তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে রাখা হচ্ছে। যখন তাদের কাজে লাগানো হবে তখন তারা পুলিশের স্কেল অনুযায়ী তারা বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাবে, কিন্তু প্রয়োজন না হলে প্রশিক্ষনের পর তারা বাড়ী চলে যাবে। এইগুলি হল স্বেচ্ছাসেবকমুলক একটা অর্গেনাইজেশান। এই ৪২৫ জন যে চলে গেছে, ছাটাই বলে যেটা বলা হয়েছে, সেটা তা নয়, তাদের রেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি।

১১৯ জনকে ট্রেণ্ড আপ করার কথা বলা হয়েছে, এরা ট্রেনিং আগেই পেয়েছে, এখন এটা রিফ্রেশার কোর্স'এ ডাকা হয়েছিল, ট্রেনিং'এর পরে তারা চলে গেছে সুতরাং ছাটাইয়ের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া— প্রয়োজনের সময় যাদের ডাক দিয়ে কাজ করানো হয়, সরকারের প্রয়োজনে যারা স্বেচ্ছামুলকভাবে কাজে এগিয়ে আসে, সেই সমস্ত হোমগার্ডকে আগামী দিনে যখন বি, এস, এফ, পি, এ, সি ইত্যাদি নিয়োগ করা হবে তখন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝিনি, তবে আমি আমার আগের উত্তরের কন্টিনিউয়েশানে বলছি যে যারা ট্রেনিং পেয়ে চলে গেছেন, হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ানের জন্য যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে স্পেশাল স্কীমে, তারা মাসিক একটা ভাতা পাবেন, ঠিক ভাতা নয়, তাদের নাম এনরোলমেন্ট হয়েছে যে যখন প্রয়োজন হবে তাদের ডাকা হবে তখন তারা পুলিশ ফোর্সের বেতন ভাতা ইত্যাদি পাবে আর তার আগে তাদের নাম এনরোলমেন্ট করা হলে তারা মাসিক ৫ টাকা থেকে ১৫ পদানুসারে পাবে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি, আমি জানতে চাই যে যারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজন-এর সময় সরকারের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তাদের আগামীতে রিক্রুটমেন্ট-এর সময়—বি. এস, এফ, পি, এ, সি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে এর আগে ৬১৬ জন ট্রেণ্ড হোমগার্ডের মধ্যে বেশীর ভাগই কেন্দ্র বা রাজ্য পুলিশ বিভাগে চাকুরী পেয়েছে এবং যারা হোমগার্ডের কাজ করার সময় নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন তাদেরকে রেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট যথাসম্ভব সাহায্য করে থাকেন। এছাড়া ট্রেনিং নিয়ে গেলে এটা বাধ্যতামূলক কিছু নয়, অন্যান্য জায়গায় নাম পাঠানোর জন্য তারা এমপ্লয়মেন্ট নাম রেজিষ্ট্রী করে রাখতে পারে, তাদের অন্য এপয়েন্টমেন্ট পেতে কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হোমগার্ড'এর দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ট্রেণ্ড হোমগার্ড যাদের পুলিশ, বি, এস, এফ, ইত্যাদি পদে স্পেসিফিক স্কেলে নিয়োগ করা হয়, আরেকটা হচ্ছে ট্রেণ্ড করে রাখা হয়, প্রয়োজনের সময় তাদের ডাকা হবে বলে এবং তাদের মাসিক ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা দেওয়া হয়, পদ অনুসারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ৫০০/৬০০ লোক ট্রেনিং পেল, তাদের সংখ্যা কম নয়, কাজেই তাদের ট্রেনিং পাওয়ার পর তারা সে টাকা পাচ্ছে কি না, তাদের সে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না। দ্বিতীয় হচ্ছে যে সমস্ত হোমগার্ড আজকে ১৪/১৫ বছর ধরে কাজ করছে, কোন ছেদ নেই, পার্মানেণ্ট এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট, স্বেচ্ছামূলক নয়, এরা স্থায়ী কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করছে, তাদের রেগুলার করার একটা ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারটা আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারের মধ্যে নেই, অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণ চলেছে। তবে এদের সম্পর্কে আমরা সহানুভূতিশীল। তবে পুলিশের কাজে রেগুলার করতে হলে, তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস, এবং অন্যান্য কোয়ালিফিকেশান আছে কি না, সেটার সংগে সংগতি রেখে আমাদের চিন্তা করতে হবে। নূতন যে সমস্ত সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐ ভিত্তিতে জিনিষটাকে পুনর্বিবে-চনা করে যতটুকু স্কোপ আছে, সেটা চিন্তা করে দেখব যদিও অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণের সংগে এটা জড়িত।

মিঃ স্পীকার— আধ ঘন্টার উপর এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে—

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এটা একটা স্বেচ্ছাসেবী অর্গেনাইজেশানের মত, কিন্তু যখন ঐ সমস্ত হোমগার্ডদের ডাকা হবে না, সেই সময়ে তাদের কোন এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা দেওয়া ব্যবস্থা আছে তবে সবার জন্য নয়, শুধু যাদের নিয়ে হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ান করা হবে সেই ৭৭৯ জন যে রয়ে গেছে, তাদের ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা দেওয়া হবে, অন্যদের নয় এবং সেটা সেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান।

Mr. Speaker :—Our next item of Business is General Discussion on the Budget estimates for 1977-78. I would call on the Hon'ble Member Shri Tarit Mohan Das Gupta to resume discussion.

Shri T. M. Das Gupta—

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল। সেটা খোয়াইতে

মিঃ স্পীকার ঃ—উওর কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ ফেল থ্রো।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজেটের সাধারণ আলোচনায় আমি অংশ গ্রহণ করছি। যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের যে বাজেট পেশ করেছেন এবং অর্থ মন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তার উপর বক্তব্য রাখা বিরোধী দলের দায়িত্ব। স্বভাবত কথা উঠতে পারে যে মাত্র আড়াই মাস, তিন মাস বয়স যাদের হয়েছে তাদের সমালোচনা করা কি ঠিক হবে? আমার বক্তব্য সমালোচনা করার যে ধারা সেটা যখনি আমরা সমালোচনা করতে যাব, যে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে (ভয়েস—যুক্ত ফ্রণ্ট নয়, কোলিশন সরকার) বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে, সেটাতে আসতে গেলে আমার বক্তব্য রাখার আগে যুক্ত ফ্রণ্টের যে বড় শরিক তাদের নিজেদের যে পত্রিকা 'দেশের ডাক' সেই পত্রিকা সরকারকে কি দৃষ্টিভংগী দেখছেন সেখান থেকে আমার বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেটা দেশের ডাকে উঠেছে ৩রা জুন তারিখে তারপর বোধ হয় কোন বিরোধী দলকে দিয়ে কোন বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কোয়ালিশন সরকারের একজন অংশীদার হিসাবে তারা যে সমালোচনা এই সরকারের করেছেন তারপর এর চাইতে বেশী কিছু বিরোধী দলের বলার প্রয়োজন পড়ে না। উনারা যেটা দিয়েছেন সবটা যদি পড়া যেত তাহলে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন হত না। (নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী সাব কমিটি করে দিয়ে যান) তাঁরা বলেছেন যে ১৪ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে, সেটা বলেই তাঁরা বলেছেন—'এই একটা দলের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকার জন্য এই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় নাই।' অর্থাৎ কোয়ালিশন সরকার কোন একটা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপড় কাজ করে যাচ্ছেন। তারপর আমি বলব দুই দল যাঁরা আছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত দ্বারাই কাজ করে যেতে হবে। পরবর্তী পর্য্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন যে ইহাতে মুখ্যমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আজ যে দল অংশীদার তাদের বক্তব্য অত সরলভাবে প্রকাশ রেয়েছে এবং তারা বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম অবস্থা থেকেই স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার উপড় অভিযোগ করা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ ভাবে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন দিল্লী যাবার আগে একটা সরকারী সভায় অফিসারদের গো স্লো. ধীরে চলো নীতির উপদেশ দিয়েছেন। এটাই তাদের শরীক দলের অভিযোগ। সুতাং শুধু আমরা যে বিরোধীতা করি তাই নয়, এই

সরকারের যে একটা শরিক দল বলেছে যে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কাজ যেন ধীরে চলে। তারপর তারা বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর এই কাজ ট্রাইবেল স্বার্থ বিরোধী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী। এর পর আমার কিছু বলার থাকে না। কারণ তাদের শরীক দলই বলছেন যে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল স্বার্থ বিরোধী কাজ করছেন। তারপর ১৪ দফা যে কাজ তারা নিয়েছেন তা না মানার জন্য একদলীয় প্রাথমিক স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশ। এই যে নূতন সরকার গঠিত হয়েছে সেটা বহিঃ প্রকাশ হয়েছে স্বেচ্ছাচারী সরকাররূপে। তারপর আমরা বিরোধীদল কি বলব? তারপর যদি আমরা অমালোচনা করতে যাই তাহলে বলবেন আমরা এমনিতেই সমালোচনা করছি। তাহলে সরকারের চরিত্র কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেটা চিন্তার বিষয়। আমার ধারণা ছিল যে মাত্র আড়াই মাস এর মধ্যে তাঁরা কি কাজ করবে। তারপর যখন দেখলাম যে তাঁরাই যখন সমালোচন করছেন তখন আমাদেরও কিছু বলা উচিত। না হলে জনসাধারণ এর কাছে দোষী সাব্যস্ত হব। তারপর আরও অন্যান্য কাজ যা করেছেন—তাঁরা আরও বলছেন আইন শৃঙ্খলার অভিযোগ এনেছেন এবং বলছেন এই সব হচ্ছে ১৪ দফা না মানার জন্য এবং বলছেন কেন কোলিশন সরকার ভাঙার কাজে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এটা আমাদের কথা নয়, এটা দেশের ডাকে লেখা। (শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এটা গণতন্ত্রের কথা, যার যার অধিকার আছে বলতে পারে) আমি সেজন্য বলছিলাম তারা যদি এই অভিযোগ করে তাহলে আমাদের বক্তব্যটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমি সেটাই দেখবার চেষ্টা করছি। তারপর সি, এফ, ডি, কে কিছুটা বন্দনা করেছে। যদি সি, এফ, ডি, আবার পুরানো পাপীদের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেন তাহলে এই জনগনের ঐক্যবিরোধী শক্তিকে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ কংগ্রেসের মতই ঘৃণা করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তাহলে তাদের কথায়ই বলছি যে সি, এফ, ডি, এর নামে যারা কংগ্রেস থেকে গিয়েছেন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন এবং কংগ্রেসের মত তাদের কাজকর্ম চলছে। কাজেই এই কোয়ালিশন সরকার তার একট বিরাট শরীক দল নিজেরাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রেখেছে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এছাড়া আর একটি আর্টিক্যাল উঠেছে সেটা হচ্ছে ১৪ দফা কর্মসূচী এবং কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে। আর একটা আর্টিক্যাল উঠেছে, সেটা কোয়ালিশন সরকারের দুই মাসের পর্য্যালোচনা। প্রথমে এই ওপিনিয়ন দেওয়া হয়েছে—'যত গর্জে মেঘ, তত বর্ষে না'। অর্থাত যুক্তফ্রন্ট সরকার যত গর্জন করেছেন, তত কাজ তারা করছেন না। সাফাসোজা বলা হয়েছে বিগত দুই মাসের ঘটনাবলী গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত হেনেছে। আজকে সি, পি, এম, পার্টি এই অভিযোগ করেছেন, তাদেরই অফিসিয়েল কাগজে যে এই সরকার তাদের দুই মাসের ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছে যে একে শক্তিশালী করার পরিবর্তে গণতন্ত্রের উপর আঘাত এনেছে। কাজেই আমার নিজের এখানে কমেন্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। তারাই আজকে দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছে। কাজেই আমি জানি না, এর পরও সরকার কিভাবে এখানে কাজ করছেন। তারপর আছে কিভাবে সোনামুড়া এবং কমলপুরে বর্গাদারদের উপর পুলিশ ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করছে, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য এবং নানা বিবর এই কাগজে দেওয়া হয়েছে। এটা আমার কথা নয়, যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের একটা অংশ এই কথা বলছে যে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার

জন্য সরকার থেকে এই সব করা হচ্ছে। তারপর আছে খাদ্য ও কাজের অভাবে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন চরম সংকটে উঠেছে। ত্রিপুরা সরকার ত্রাণের কাজ চালাবার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এটাও আমার কথা নয়। তারাই বলেছেন এই সরকারের কাজ এমন চরমে উঠেছে যে ত্রাণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন সেটা যত সামান্য। এখানেও আমার কমেন্টস্ নিষ্প্রয়োজন। একদিকে কোয়ালিশন সরকারের যে শরিক, তারাই আজকে এটা বলছে। তারা অভিযোগ করছে। কিন্তু এর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন দপ্তরে নূতনভাবে নিয়োগ পত্র দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য বিস্তারিত লিষ্ট তারা দেননি তাহলেও এটা সত্য কথা যে সরকার ইতিমধ্যে .যেটা আজকের এই হাউসে মুখ্যমন্ত্রী গোপন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা লুকানোর ব্যাপার নয় সরকার ইতিমধ্যে নূতন নিয়োগ পত্র দিতে শুরু করেছেন। এটা আমাদের অভিযোগ নয়, সরকারেরই এক শরিক দল, সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে। এটা কমিউনিষ্ট পার্টির একটা পত্রিকা. এটা মোটামোটি একটা এডিটোরিয়েল বলা চলে। এই সরকারের শরিক দল সি, পি, এম থেকে এই অভিযোগ করা হচ্ছে যে বিভিন্ন দপ্তরে নুতন করে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীও বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বিবৃতি দিয়েছেন, অবশ্য সেগুলির নাম আমার মনে নাই। কিন্তু এই হাউসের ফ্লোরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দিতে গিয়ে এড়িয়ে গেলেন। কাজেই কি চিত্র নিয়ে এবং কি স্বার্থ নিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে যদিও আমার ইচ্ছা ছিল না যে এই সরকারের একটা কঠোর সমালোচনা করব, কিন্তু শরিক দল যেভাবে এটাকে দেখছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এটা উল্লেখ না করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নাই। তারা আরও বলেছেন যে খাদ্য জনসম্ভরণ দপ্তর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সি, পি, এমের কাগজের আজকে এই অভিযোগ, যারা নাকি এই সরকারের অংশীদার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সরকার, যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। তাকে যেভাবে তার অন্য এক অংশীদার সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে দেখাবার চেষ্টা করছেন, তাতেই এই সরকারের পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এরপর আর বিরোধী দলের বক্তব্যের আর কোন প্রয়োজনই হয় না। শুধু সামারাইজ করতে গেলে একটা কথা বলা যায়, সেটা হল—'অপদার্থ'। অবশ্য এই পত্রিকায় যেভাবে লেখা আছে, সেই লেখার মাধ্যে একটা মুনসিয়ানা আছে। কিন্তু তবু তার সমস্ত অংশটা পড়লে বুঝা যায় যে সরকার যা বলছেন, তা করছেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এবার বাজেটে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার ভিতরটা আমি একটু-খানি দেখার চেষ্টা করছি। যেমন উনারা আগে অভিযোগ করতেন উদবাস্তুদের জন্য, বেকারদের জন্য যে সরকার কিছুই তাদের জন্য করছেন না। তেমনি ভাবে আমরাও এই বাজেট বক্তব্যে দেখতে পাচ্ছি, অন্ততঃ এখানে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মধ্যে বেকারদের জন্য অথবা আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কিছু করা হচ্ছে বলে কোন উল্লেখ তারা করেন নি বা করবার প্রয়োজন মনে করেন নি। এই বাজেট বক্তব্যে দেখবার চেষ্টা হয়েছে যে ত্রিপুরা সম্বন্ধে মূল বিষয়গুলি মনে রাখি তাহলে আধুনিক ও সুখী ত্রিপুরা গঠনের জন্য বাজেটের মূল লক্ষ্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়ক হবে। এই বলে (ক) থেকে (ট) পর্য্যন্ত কতগুলি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। বলার সংগে সংগে তারা দেখিয়েছেন যে ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট বরাদ্দে উপরোক্ত বিষয়গুলি

রূপায়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, কারণ এই বাজেট পূবতন সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির ভিত্তিতে তৈরী কেন তারা এর পরিবর্ত্তন করতে পারলেন না, তাদের তো সময় অনেক ছিল। তারা যদি মনে করতেন যে সত্যিই এই বাজেটের পরিবর্ত্তন দরকার, তাহলে এই সময়ের মধ্যেই সেটা করতে পারতেন এবং আগের সরকারের পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির মধ্যে পরিবর্ত্তন এনে নূতন সরকারের পক্ষে পরিবর্ত্তন আনাটা কঠিন কিছু নয়। কাজেই তাদের যে নূতন কিছু করার আছে, সেই কোন বক্তব্যই তারা রাখতে পারেন নি। যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের যদি পুরাতন সরকারের কোন কিছু ভাল লাগে না তো সেটা বাতিল করতে পারতেন। কিন্তু দেখছি তারা সাময়িক ভাবে আগের সরকারের প্রকল্পগুলি রেখেছেন। কাজেই তারা যদি নূতন কিছু রাখতেন, তাহলে সেগুলি দেখে ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সমালোচনা করতে পারতাম।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—কিন্তু এই রকম কোন বক্তব্য রাখেন নাই। শুধু উল্লেখ করেছেন যে তারা কিছু প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। কিন্তু সেগুলি কি সেই সম্পর্কে তারা কিছু বক্তব্য রাখেন নাই। এবং আমরাও দেখতে পাচ্ছি না কি ধরণের নূতন প্রযোজনীয় পরিকল্পনা তারা আসার পর-বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বা আদিবাসীদের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন। আবার তারা বলছেন যে পূবতন সরকারের বাজেটের উপরই তারা এই বাজেট করেছেন সেই বাজেটের উপর তাদের কিছু করার স্কোপ নাই কিন্তু তারা নূতন কিছু করার পরিকল্পনা করেন নাই যা দেখে আমরা বুঝতে পারতাম যে তারা এই এই করতে চাইছেন তখন আমরা তার সমালোচনা করার থাকলে তা করতে পারতাম। কিন্তু তা তারা না করে শুধু দোষটা তারা পূবতন সরকারের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন যে আমাদের কিছু করণীয় নাই এই রকম একই কথা তারা বলেছেন যে সম্ভব হয় নাই। কেন সম্ভব হয় নাই আমরা জানি না। তারা শুধু এই কথাই বলার চেষ্টা করছেন যে পূবতন সরকারের বাজেটের উপরই তারা এই বাজেট করেছেন—ভূমিহীনদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে ভূমিহীন ও উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে জমি বন্টন ও সেই জমিতে চাষ করতে সাহায্য করা' সেটা কিভাবে একেবারে নূতন করে কি করতে চাইছেন সেটা এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট নয়। 'গ্রামীন কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের জন্য বিদ্যুতের সুযোগ সম্প্রসারিত করা' এইগুলি তারা কিভাবে করতে চাইছেন সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য এই বাজেট ভাষণে রাখেন নাই। শুধু দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ভবিষ্যতে তারা এইগুলি করবেন কিন্তু ভারত এ'গুলি কিভাবে করবেন তার কোন আভাষ বা ইংগিত এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে নি। আরও বলেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা, বালোয়াড়ী ও অন্যান্য শিক্ষাসূচী গ্রহণ এবং কৃষি ও বনজ ভিত্তিক শিল্প স্থাপন—এইগুলি করার জন্য বাজেটে কোন প্রভিশান নেই। শুধু পূবতন সরকারের না করার ফলে—এই কথাগুলি বাজেটের মধ্যে কি যুক্তিতে আছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। অর্থাত তারা নিজেরা কিছুই করবেন না আর দোষ চাপাবেন এ' পূর্বতন সরকারের উপর। আর কাগজ ও সূতার মিল প্রভৃতি স্থাপনের নিমিত্ত আনুষংগিক উদ্যোগ নেওয়া এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা' এই বিষয়েও সবটাই ভবিষ্যতে করার ব্যাপার। আর আছে সকল স্তর থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ. দুর্নীতি অবশ্যই দূর করতে হবে কিন্তু দুর্নীতি দূর করার আইন করতে হবে নইলে

কোন বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হবে। এবং সেই দুর্নীতি অপসারণের জন্য তারা কি কি করবেন এবং তার জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে সেটা অন্তত এই বাজেট বক্তৃবে থাকতে পারত কিন্তু তা উল্লেখ নাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা অনেকটা ভাওতার রূপ নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরার জন্য অনেক কিছু করব তার জন্য আসলে কোন সুচিন্তিত কোন পরিকল্পনা এখানে উপস্থিত তারা করতে পারেন নাই। অথচ তারা বলছেন যে সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান তারা করবেন। এক-মাত্র একটি কথা আছে যে ৭ম অর্থ কমিশনের কাছে তারা ত্রিপুরার সমস্যার কথা তুলে ধরবেন। তাছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য কোন বক্তব্য এখানে নাই। সেই দিক থেকে এই বাজেট বক্তব্য আমাদের কাছে হতাশাব্যঞ্জক। তারা যদি এই বাজেটে নূতন কিছু সংযোজন করতে পারতেন তাহলে আমরা তার গভীরে গিয়ে দেখতাম এবং আমরাও তার গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তেমন কিছু উৎসাহব্যঞ্জক দেখতে পাচ্ছি না আমরা আশা করছিলাম যে এই নূতন বাজেটে তারা নূতন ভাবে পরিকল্পনা নিয়ে তারা বেকার সমস্যা সমাধানের আরও একটা নূতন কিছু করার পথ দেখাতে পারবেন। কিন্তু সেটা তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার করতে পারেন নাই। তারা কিছু কিছু চাকুরী দিয়েছেন কিন্তু সরকারের যে নিয়ম আছে প্রত্যেক সরকারের বেকারদের চাকরী দেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব নিয়ম থাকে এবং তা যদি তাহলে সাধারণত এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের মাধ্যমে বেকারদের চাকরী দেওয়া হয়। কিন্তু এই সরকার এখনও কোন নীতি নির্ধারণ করেন নাই এবং আমাদের কাছে যতটুকু খবর আছে তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে তারা এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের মাধ্যমেও বেকারদের চাকরী দেওয়া হয় নাই। অন্তত আমরা পত্র পত্রিকাতে তা দেখতে পাই নাই। এমন কি কোন ইন্টারভিউও দিতে হয় নাই অথচ তারা এটা কিসের ভিত্তিতে এটা করেছেন আমরা তা বুঝতে পারলাম না। অতীতে আমাদের ভুল ত্রুটি হয়েছে আমরা আশা করেছিলাম যে এই সরকার তারা কিছুটা পরিচ্ছন্ন রূপে তাকে উপস্থাপিত করবেন। কিন্তু তা তারা না করে উল্টে সে সব জিনিষ লুকোবার চেষ্টা করছেন। আজকে তাদের বলার সাহস নেই—আজকের প্রশ্নের উত্তরে তা তারা বলতে পারেন নাই যে তারা যে সব চাকরী দিয়েছেন তার মধ্যে কতজন তপশিলী জাতি এবং কতজন তপশিলী উপজাতি। তা আমাদের না জানিয়ে তারা মেম্বার হিসাবে আমাদের অধিকার খর্ব করেছেন। সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারা আমাদের সেই অধিকারের পুরোপুরি মর্যাদা দেন নাই।

MR. SPEAKER—The House stands adjourned till 2-30 P M the speaking will have the floor.

(আফ্‌টার রিসেস)

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, চাকুরী ক্ষেত্রে তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সুষ্ঠু নীতির ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়নি। তবে তাঁরা কিছু কিছু চাকুরী দিতে আরম্ভ করেছেন, যেটা তাঁরা হাউসে জানাতে সাহস পাচ্ছেন না। কেন পাচ্ছেন না আমি জানি না। এ ছাড়া গ্রামে গঞ্জে যে রকম দুর্গতির চিত্র দেখা যাচ্ছে, এর আগেও বিরোধী দলনেতা বলেছেন ষ্টেট রিলিফ বা খয়রাতির সাহায্যের জন্য যে অর্থের পরিমাণ রাখা হয়েছে, অবশ্য তাঁরা এই ব্যাপারে পূর্বতন সরকারের উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পূর্বতন সরকারকে এ ব্যাপারে দোষ দেয়া যায়

না। এই রকম অবস্থা এর আগেও হয়েছে। গত বারের আগের বার সরকার ৩৭ লক্ষ টাকা এই স্টেট রিলিফের খাতে ব্যয় করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য খাত থেকে টাকা এনে খরচ করা হয়েছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৭২-৭৩ সনে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এবারের বাজেটে যে, ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এটাকে সি. পি. এম সদস্যরাও বলেছেন, আমরাও বলছি যে, এটা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তারা যে ভাবেই হোক, আগে যেমন করে এই সীমিত অর্থের মধ্যেই ব্যবস্থা করা হতো, এবারও নিশ্চয়ই মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরো গভীর ভাবে চিন্তা করে সেটাকে বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবেন। এই গ্রামে গঞ্জের মানুষ যাতে বাঁচতে পারে, তারজন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজও সৃষ্টি করা হবে। এই বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখি। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি উল্লেখ করতে চাই, অবশ্য এই বাজেটেও এই বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। গতবার এই সেচ প্রকল্প এবং বন্যা খাতের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ১১১ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই বৎসরে বাকী ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে এই কথা উনি বলেছেন। এর মধ্যে দেখা যায় ক্ষুদ্র সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ যে টাকা তাঁরা এ বৎসর খরচ করবেন বলে কথা দিয়েছেন, সেগুলি আর একটু চেষ্টা করলেই এত কাজগুলি তাঁরা খরার সময় নিতে পারতেন। এই বৎসরই করবেন বলে যখন তাঁরা কথা দিয়েছেন তখন যদি এই কাজগুলি খরার সময় নেওয়া যেত তাহলে খুবই ভাল হত। কিন্তু এই রকম কোন চেষ্টা, এই রকম কোন বক্তব্য এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। যদি এই কথাগুলি থাকতো তাহলে ভাবতে পারতাম যে, তাঁরা সিরিয়াস ভাবে কাজটা করার জন্য চেষ্টা করছেন। সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তা না করে, বিষয়টার প্রতি ভাষা ভাষা কথা ছাড়া তার মধ্যে কোন একাত্মবোধের সাড়া পাওয়া যায় নি। গভীর আকাঙ্ক্ষার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁরা কোন চেষ্টা করছেন না। এক শরিক আর এক শরিকের উপর দোষ চাপিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকৃত দরিদ্র কৃষকদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করার পথ এই বাজেটের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টা হচ্ছে আইন এবং শৃঙ্খলা। এই আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটছে এটা আশা করি সরকার স্বীকার করবেন। কিন্তু তাঁরা এটা স্বীকার করছেন না। এই যে বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, অবশ্য তার মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই মনে করা হয়। আজকের সংবাদ পত্রেও দেখলাম যে, অবশ্য আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে যে, সংবাদ পত্রেও স্বীকার করা হয়েছে যে, দেশের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা এবং বেদনার কথা। আজকে দেখতে পাচ্ছি কল্যাণপুরে একজন কৃষককে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি খোয়াইতে কিছু দিন আগে এক ডাক্তারকে পেটানো হয়েছে। পুলিশকে মেরে ফেলা হয়েছে। কল্যাণপুরে একজন কৃষককে হত্যা করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম

এর আগে আলাপ আলোচনার দ্বারা ৪।৫ টা একই রকম ঘটনা মীমাংসা করা গিয়েছিল। কিন্তু এই সরকার গঠিত হওয়ার পরে দেখা গেল, এই রকম খুন খারাপি ঘটে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার। সেই জন্য আমি বলছি, তাঁরা এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নেবেন যাতে এই যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় তারা হয়তো হয়তো বা সমাজবিরোধী বা সমাজদ্রোহীদের আস্কারা দিচ্ছেন। আর এই আস্কারা পাচ্ছে বলেই জিনিসটা ঘটেছে বলে বলে আমি মনে করব। এবং এই জনাই এখনই এইগুলি, এই সমাজবিরোধী কাজগুলি বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ, এবং এর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিষয়টা হচ্ছে যে, তেলিয়ামুড়াতে একটি জায়গায় কংগ্রেস অফিসের জন্য দেওয় হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার গদীতে আসীন হওয়ার পর দেখা যায়, এই ব্যাপারে, এই জায়গাটা দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। সরকার যদি মনে করেন কংগ্রেসকে জায়গা দেবেন না, সেটলম্যান্ট বাতিল করা হবে, ভাল কথা। আমি এ ব্যাপারে আবেদন করছি না। কারণ আমার আবেদনের ফলে যে জায়গাটা দেওয়া হবে এই বিশ্বাস আমি রাখছি না।

শ্রীতাড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—সেজন্য এই বিষয়ে আমি কোন আবেদন রাখছি না। কিন্তু ইতি-মধ্যে কংগ্রেস অফিসের জন্য যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গা কোন ব্যক্তিবিশেষকে যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি নীতি বহির্ভূত হয় না। একটা কংগ্রেস অফিসের জন্য সেই জায়গা দেওয়ার অর্ডার হয়ে গেছে সেই অর্ডারকে তারা বানচাল করেছেন। যদি সরকারের প্রয়োজনে সেটা মনে হত তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু সেটা যদি কোন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়, জানি না তাদের মধ্যে কোন লেনদেনের সম্পর্ক আছে কিনা। সেখানকার জনসাধারণ এটা মেনে নিতে পারছেন না। একটা ব্যবসায়ীকে কেন দেওয়া হবে। সরকার যদি এটা বিক্রী করতে চান তাহলে নিশ্চয় সেটা অকশনে দিবেন এবং যে বেশী দাম দেবে সে কিনে নেবে। এটাতে লোকে কোন কারচুপি ধরতে পারতো না। কাজেই সরকার যে বলছেন দুর্নীতী দমন করবেন সেই মূল নীতি থেকে সরকার সরে যাচ্ছেন। কাজেই আমি আশা করবো এই যে ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করলাম সেটার দিকে সরকার দৃষ্টি দেবেন যাতে সেটা অকশনে দেওয়া হয়। তা না হলে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ দেখা দেবে। কাজেই আমি সরকারকে সেটা বিবেচনা করতে অনুরোধ করবো।

এই বাজেটে বেকার সমস্যা এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের কোন কর্মসূচী দেখতে পেলাম না। আমি এখানে কোন সমালোচনা করছি না বরং এখানে একটা সাজেশন রাখছি ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য যে ত্রিপুরার যারা শ্রমিক কৃষক তারা কাজ পাচ্ছে না। অথচ ত্রিপুরাতে যে বর্ডার রোড অর্গেনাইজেশন কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করছে অসংখ্য ইটের বাট্টায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিরাট শ্রমিকের অধিকাংশই বাইরে থেকে আনা হচ্ছে এবং চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক হিসাবে এখানে এসে তারা কাজ করছে। তবে এটা ঠিক তারা হয়তো অনেকটা কর্মঠ কিন্তু এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ত্রিপুরার শ্রমিক। কাজেই যারা কন্ট্রাক্টার আছেন তারা যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক এনে কাজ করে তাহলে আমাদের ত্রিপুরার লোক-

দের কর্মসংস্থান হবে কি করে? বর্ডার রোড অর্গেনাইজেশনের অধিকাংশ শ্রমিক আসছে উড়িষ্যা থেকে স্থানীয় লেবার খুব কম। হয়তো কন্ট্রাক্টাররা তাদেরকে দিয়ে কম পয়সায় কাজ করাতে পারেন কিন্তু যাতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ত্রিপুরার শ্রমিক কৃষকের কর্মসংস্থান হয় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জানি না এ ব্যাপারে সরকারের কি নির্দিষ্ট আছে। তবে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে, আমার থেকে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমার সেই ক্ষুদ্র সাহায্য আমি অবশ্যই করবো। আমার মনে হয় বর্ডার রোড অর্গেনাজেশন গতবার ৬০/৭০ কোটি টাকার ইট কিনেছেন এবং এ সবটাই হচ্ছে লেবার ভিত্তিক। কাজেই আমি অনুরোধ করবো সরকার যেন এই বিষয়ে ভাল করে দেখেন। এটা আমার চোখেও পড়েছিল কিন্তু করার সময় ছিল না। অবশ্য হেলথ ডিপার্টমেন্টের কোঅডিনেশন দরকার। কিন্তু যদি সরকার উদ্যোগী হন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই হবে। আমি বিরোধী নেতা হিসাবে যখন আমার সহযোগীতা চাওয়া হবে আমি সেটা অবশ্যই করবো। আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমাদের সমালোচনা করে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের না কি একেবারেই বক্তব্যের কিছু নাই। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার বিগত নির্বাচনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো লোকসভায় একটি আসন আমরা কংগ্রেস দল পেয়েছি। কাজেই বিধানসভা ভিত্তিক দেখা যায় সেই হিসাবে কংগ্রেস দল ৩৬টি আসনে জয় লাভ করেছে। ৩৬টি আসনে ভোট বেশী পেয়েছে। কাজেই আমরা ত্রিপুরায় এখনও বৃহত্তর দল। কিন্তু আজকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দলে দলে প্রতিনিধিত্ব করছি। কিন্তু জনতা আমাদেরই পক্ষে এবং সেইজন্যই আমাদের উচিত ত্রিপুরার যে সমস্যা সেগুলি তুলে ধরা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব দুঃখিত। দুই এক দিনের মধ্যে একটা জরুরী কাজে আমি কলিকাতা যাচ্ছি এবং আমি আপনার অনুমোদনে এই আলোচনার মধ্যে ইন্টারভেন করতে চাই। যেহেতু অনেক বিষয় উঠেছে এবং যা অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কে উঠেছে, আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করবো যে বাজেট বক্তৃতায় বাজেট বিতর্কে যে জবাব সেটা আমি অথরাইজড করেছি মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জীকে। তিনি বাজেটের জবাব দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিষয় আলোচনা হয়েছে তার থেকে আমার ধারণা হয়েছে বিরোধী দল তথা দক্ষিণ পন্থী (সি, পি, আই) মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে যে বিরোধী দল এবং তাদের সংযোগে দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট পার্টি (সি. পি. আই) তারা ইতিহাসের শিক্ষা এখনও গ্রহণ করতে পারেন নাই আজকে যেমন তড়িৎ বাবু বলছেন তার পিছনে জনমত রয়েছে যেখানে ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের যেখানে ভোট হয়েছে সেখানে ভারতবর্ষ—

শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস— পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশন স্যার, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট বলে সি. পি. আই বলে কিছু নেই সি. পি. আইকে মীন করে আপনারা সি. পি আইকে সম্বোধন করে কিছু বলেবন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার তার জন্যই তো আমি ব্রেকেট সি. পি. আই. বলেছি তাতে এখনও উনি দেখতে পান না যে ভারতবর্ষ থেকে কংগ্রেস অন্ততঃ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কত নীচে নেমে গেছে কাজেই সেই ইতিহাস থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। মাননীয় স্পীকার

স্যার, জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার পর ৭/৮ দিন পর আমি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে একটি চিঠি লিখেছিলাম তার শেষটা আমি পড়লাম যে ত্রিপুরাতে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে রেখেছেন? একটা মিটিং হয় না, একটা মিছিল হয় না, একটা বন্ধ ডাকা হয় না, একটা পোষ্টার রাস্তায় পড়ে না তারপরও যদি মনে করেন আপনাদের পিছনে জনসাধারণ রয়েছে যদি মনে করেন এর পরেও আপনাদের রাজত্ব স্থায়ী হচ্ছে আপনি ভুল করছেন ইতিহাসে এই শিক্ষাই দেয় যে এই অত্যাচারী যারা শাসক জনতা কোন দিন তাদের ক্ষমা করে না? আমি জানতাম না যে এত তাড়াতাড়ি আমার সেই কথা সত্যে প্রমাণিত হবে। আমি এখানে লক্ষ্য করেছি পুলিশের ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমি তাদের সঙ্গে এক মত কিন্তু সেই পুলিশ আমাদের হাতে কে দিয়ে গেছেন মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যখন ভ্যাল্লুর জেলে তখন আমাদের মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ছিল এবং সেই মামলায় আমাদের এডভোকেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাষ্টিসকে যে যদি একজন পুলিশ একজনকে খুন করে তবে কি তার একজন আত্মীয় আদালতে যেতে পারবে না এই এডভোকেট জেনারেল নীরেন দে তিনি বলেছেন হুজুর জরুরী অবস্থা, রাষ্ট্রপতির শাসন পুলিশকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে খুন করলেও তার আত্মীয় কোর্টে যেতে পারবে না আমি সে দিন আমাদের সুপারিটেন্টকে ডেকে বলেছিলাম আপনি আমাকে ইচ্ছা করলে খুন করতে পারেন আমার কোন আত্মীয় আপনাকে আসামীর কাঠ-গড়ায় তুলবে না খুন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে এবং আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে কোন লোক খুন হয়েছিল জেলের মধ্যে ঐ কেরালাতে কংগ্রেসের নেতারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে পুলিশকে ঐ দক্ষিণ কমুনিষ্ট এর সঙ্গে যোগ সাজসে একটা ছেলেকে নিয়ে গেল নকশাল বলে ধরে তারপরে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করলেন বললেন যে না তাকে ধরা হয়নি? গ্রেপ্তার করা হয়নি? আজকে দেখেছি সুপারিটেণ্ডেট অফ পুলিশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কোন শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

না? যিনি ঐ পুলিশকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে জেলখানার মধ্যে মানুষকে হত্যা করেছে কেন তাকে আসামীর কাঠ-গড়ায় হাজির করা হচ্ছে না? আজকে আমি যখন এখানে বিল-ডিং হয়ে আসি পায়ের মধ্যে পড়েছে একটি বিধবা মা তার ছোট্ট ছেলেকে চোর বলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল এবং আগরতলা শহরে এই কোতয়ালীতে তারপর দিন ডেড বডি বের করে দিল আত্মহত্যা করেছে বলে এটা খুন নয়? কোন দিন হাজতের মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেআত্ম-মধ্যে? হত্যা করতে পারে? এত পাহারারহয়ে? কোন প্রতিবাদ করেছেন কি যে মানুষকে হত্যা করা হল কেন? আমি চোর বিচার, তার তদন্ত চাই? এই ক্ষমতা যদি কাউকে দেওয়া হয়ে তাহলে এত থুক কয়? কোন তদন্ত করেছেন কি এই যারা এখানে বসেছেন এখন বিড়াল তপস্বী সেই পুলিশকে বোতলে পুরতে হবে, একদিন তাকে বোতলে পুরতে হবে ইচ্ছামত এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।। এই কথা জেনে রাখুন যে ত্রিপুরার জনতার সে ক্ষমতা আছে পুলিশকে বোতলে পোরার মত যা করেছিলেন ঐ জ্যোতিবাবু যখন তিনি পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন তখন অনেকে বলেছিল অরাজকতা হবে অনেকে তখন বলেছে খুন-খারাপি হচ্ছে আজকে দেখুন ঐ পশ্চিম বাংলার লোক দেখুন ঐ জ্যোতি বাবুকে এবং তার দলকে কোথায় তুলেছেন? খুন-খারাপি হয় না পুলিশকে বোতল পুরলে, খুন-খারাপি হয় সে গুণ্ডাদের

ছেড়ে দিলে, চলুন ঐ ওরা তৈরী করেছিলেন ক্লাবে ক্লাবে খুন-খারাপি করে তারা বিশৃংখলতা করে তাদের কোন অপরাধ নেই তারা আমাদের ঘরের ছেলে, বেকার যুবক তাদের ঐ বেকরত্বের সুযোগ নিয়ে তারা অমানুষ করেছিলেন আজকে পশ্চিম বাংলার সেই বেকার যুবকরা আজকে গুণ্ডামীর পথে যায় নি আজকে তারা গণতন্ত্রের পথে গিয়েছে এটা আমাদের কত গৌরবের কথা হল ভারতবর্ষের যুব শক্তির পক্ষে এটা হচ্ছে আনন্দের কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা আজকে বক্তৃতা করছেন হাততালি দিচ্ছেন, হৈ-চৈ করছেন আমি খুব খুশী কিন্তু গত দুবছর আমি জেলখানায় বসে পত্রিকা পড়েছি দেড় ঘটাও মিটিং হতে পারে নি, কোয়েশ্চান আওয়ারস্ নাই বিরোধী দলের বক্তৃতা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না এমন কি সরকারী প্রেস নোটেও পর্যন্ত তার নাম থাকে না এই যারা আজকে এখানে বক্তৃতা করছেন এক লাইন কাগজে ছাপা যায় নি তাদের বক্তৃত আমাদের কমরেড শ্রীসুধন্ব দেববর্মা একটা লাইন তার বক্তৃতা বাইরে কাগজে ছাপাতে পারত না কি ভয়াবহ রাজত্ব ওরা চালিয়েছিল ? গণতন্ত্রকে শুধু বাইরে নয় এই বিধান-সভার মধ্যেও ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তারা আজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি ভারতবর্ষের এবং ত্রিপুরার যে বাস্তব চেহারা সেই চেহারাকে তুলে ধরতে চাই সেই সমস্ত সংকট ওরা চাপিয়েছিল শ্রমজীবি মানুষের উপর এই দেখুন চা বাগানের মধ্যে আজকে যেখানে নাকি জিনিষের দাম বাড়ছে যেখানে কাছাড়ের মুজুরী এর চেয়ে অনেক বেশী মুজুরী পাচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তার মজুরী বৃদ্ধি হয় না, কথায় কথায় ছাটাই হয় তার একটা তদন্ত পর্যান্ত হয় না ? এই জরুরী অবস্থার মধ্যে কত চা বাগানের মধ্যে ছাটাই হয়েছে দেখুন তো এবং শুধু তাই নয় মোটর শ্রমিকের একটি চিত্রমাত্র তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু আমার কাছে শত শত মোটর শ্রমিক যারা বেকার হয়ে আছেন এবং যারা কর্ম্মচ্যুত হয়ে আছেন যাদের কোন এমপ্লয়মেন্টের একটা চিঠি পর্য্যন্ত দেয় না। মালিকরা শ্রমিকদের উপর কত শাসন তারা করেছে, মালিকদের শোষণের বোঝা তাদের বহন করতে হয়েছে, সর-কারী যন্ত্রের মধ্যে তারা এসে দেখলেন যে কত রকমের ব্যবস্থা একটা হচ্ছে মাষ্টার রোল, একটা হচ্ছে ডেইলি রেটেড একটা হচ্ছে ওয়ার্কচার্জ আর একটা হচ্ছে কন্টিজেন্ট দুই টাকা, ৫ টাকা, ১০টাকা দিয়ে এই সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ১০.২২ টাকা দিয়ে বেকারদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে আমি জানি যে এরা যে কাজ করছেন ঐ পাশে অন্যান্য কর্ম্মচারী যে কাজ করছেন তারাও সেই একই কাজ করছেন তার চেয়ে তারা বেশী কাজ করছেন রবিবারেও কাজ করছেন তারপরেও তারা খেতে পায় না, এক বেলা খেতে পায় না এই যে রাজত্ব চালিয়েছিলেন এই রাজত্ব বেশী দিন চলতে পারে না ৮৯.১১২ বছর মাষ্টর মাষ্টার রোল থেকে তারপর জীবনের শেষ দিকে রিটায়ার করার করার মত অবস্থা তারপরে তার অনাহারে সমস্ত পরিবারকে মরনের পথে যেতে হবে এটা বেশী দিন চলতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও অনেক অভিযোগ আমরা পাচ্ছি এনামলিজ ১৯৬১ সালে যে রেট, যে বেতন ঐ পলিটেকনিক্যাল এর শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছিল আজকে ৭৭ সাল ওদের জিজ্ঞাসা করুন যে কেন তাদের এটা রিভিশান হল না কেন তাদের এটা এত বছর ফেলে রেখে ঐ কর্ম্মচারীদের ওরা না খেয়ে বা অনা-হারে রাখছে জিজ্ঞাসা করুন ? কর্ম্মচারীরা এসে বলছে অনেক অবিচার আমাদের উপর হয়েছে

আমরা একটা সেল করেছি, একটা রিভিউ করেছি আমরা তাদের বলেছি যে যদি প্রয়োজন হয় তাদের ডাকবো, দপ্তরকে ডাকবো আমার অর্থ দপ্তরের লোক থাকছে সেই সেল এর মধ্যে আপনাদের সমস্ত এনামলিজ এর শেষে সেখানে আমি ইতি টানতে চাই সেটা আমি আর বাড়াতে চাই না। জেলের কর্মচারীরা তারা পুলিশের চেয়ে বেশী কাজ করে কিন্তু পুলিশের চেয়ে তারা কম বেতন পায় এটা আমরা কোন দিন মেনে নিতে পারি না কাজেই কর্মচারীদের আমি আশ্বাস দিতে চাই সমস্ত কথা বাজেট বক্তৃতার মধ্যে আমরা লিখতে পারি নি কিন্তু তাদের এই কথাগুলি আমাদের মন্ত্রীসভার সামনে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচিত হচ্ছে এবং তাদের প্রতি আম র ন্যায় বিচার করবো। মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা যত দিন ছিলাম এই বিধান সভার মধ্যে কোন দিন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উপরে আমরা অন্যায় ভাবে ট্যাক্স বসাতে দেয় নি যত বার ওর চেষ্টা করছে তত বার আমরা প্রতিবাদ করেছি এই ইমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে আজকে ওরা কি করছে? ঐ সেলস ট্যাক্স বসিয়ে ছোট ছোট দোকানদারদের সর্বনাশ করে দিয়েছে, ছোট ছোট যারা শিল্প গড়ে তুলেছিল সাবানের কারখানা, মোমের কারখানা এই সমস্ত কারখানা আজকে অচল হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত টেক্সের বিষয় আমাদের আবার নূতন করে চিন্তা করতে হবে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাধা দেয় সেই গুলি আমাদের সংশোধন করতে হবে। যে টেক্স বড়লোকের উপর বসানো যায় সেই টেক্স বসানো হবে, এটা মনে হচ্ছে নিয়মের পরিবর্তন করা, সেই পরিবর্তন এই দুই মাসে হয় না সেটা রিভিউ করা হবে সেটা আমাদের চিন্তার মধ্যে রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত তিনি এবং অন্যান্য সদস্যরা দুটি পার্টির ঝগড়াটা খুব বড করে দেখেছেন। ওনাদের পার্টির মধ্যে একজন দেড়জনের নেএও ছিল কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দুই পার্টিই গর্ভরনরের সঙ্গে দেখা করে সেখানে আমরা বলছি, সি, এফ, ডর নেতা তিনি বলেছেন এই সরকার হচ্ছে অস্থায়ী সরকার। আমরা যে চুক্তি করেছি সেই চুক্তির মধ্যে এ কথা লেখা আছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করব, নির্বাচন পর্যন্ত এটা হচ্ছে একটা অন্তরালী কালিন সময়। এই সরকার সামান্য কয়েকটা কাজ করতে পারে এই ভাবে আমরা কর্মসূচী তৈরী করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার,

শ্রীমধুসুদন দাস— পয়েন্ট অব অডার স্যার,

মি, স্পীকার— বলুন

শ্রীমধুসুদন দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কি এই সরকার সি, পি, এম্ এবং সি, এফ, ডি কোয়ালিশন সরকার বলে জানাব?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার

আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইনি গভর্মেন্ট তার নেতৃত্বে এখানে নির্বাচন করবেন সেই নির্বাচনই আমরা চাইছি। এখানে বললাম এই জন্য যে, যে সমস্ত নির্বাচন হয়েছে মাননীয় সদস্যরা গর্ব করে বলেছেন যে আমরা তো ভোট দিয়েছি। লজ্জা করে না বলতে ইর্মাজেন্সী রেখে তার পর আপনারা নির্বাচন করেছেন। সুখময়বাবু বলেছেন আমি আরো নয় মাস আছি আমি রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব, এই সমস্ত কথা বলে মানুষের আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোট নিয়েছে। তাকিয়ে দেখুন পশ্চিম বাংলার মানুষ গুণ্ডাদের রাজত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আজকে তারা কিভাবে ভোট

দিয়েছে। সেইজন্য বলছি ইতিহাস স্মরণ করুন মনে পরে না ২৯৭১ সালের ভোটের কথা নির্বাচনে আমরা সব জায়গায় বেশী ভোট পেয়েছিলাম, ২টি পার্লামেন্টে আসন পেয়েছিলাম আপনাদের আসনের নীচে নামিয়ে দিয়েছিলাম। ১৫টি আসন পেয়েছিলাম গত নির্বাচনে তা থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে মার্কসবাদী কমনিষ্ট পার্টিকে জনসাধারণ চায়না? আপনারা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন আপনাদের মধ্যে প্রমানিত, আমাদের যে দাবী সেই দাবী জনসাধারণ সত্য বলে প্রমাণ করেছে এটা হচ্ছে ঘটনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জনসাধারণকে বিশ্বাস করি তাদের কাছে খোলখুলি আমার কথা, আমাদের মাকর্সবাদী কমনিষ্ট পার্টি একটি মাত্র প্রভু আছে সেই প্রভু হচ্ছে জনসাধারণ। সেই জনসাধারণকে আমরা বিশ্বাস করি এবং সমস্ত কথা তাদের কাছে বলি। আমাদের পার্টির যদি কেউ অন্যায় করে তাহলে তাকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সে বিচারের কাছে মাথা নত করে কিন্তু অন্য কোন পার্টির সেই সাহস নাই. আমাদের নেতা প্রমোদ দাসগুপ্ত তিনি বলেছেন যে আমাদের নেতারা লাল দালানে গিয়ে মন্ত্রীত্ব করবে না। মন্ত্রীত্ব করবে কারখানার শ্রমিক এবং দিন মজুর, খেতমজুর এই সব মানুষ মন্ত্রীত্ব করবে বাইরে থেকে আমরা ভিতরে করব এটা হচ্ছে আমাদের নীতি। যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি তা একমাত্র এই দূর করতে পারে এই দরিদ্র ভোটাররা। আমাদের পার্টির উৎস হচ্ছে তাদের কাছে দায়িত্ব, এই দায়িত্ব ইন্দিরাগান্ধীর কাছে থাকবে না। আপনাদের নতুন মনিব হয়েছে, সেই চেবন সাহেব কাছেও আমাদের দায়িত্ব থাকবে না, জনসাধারণের কাছে আমাদের দায়িত্ব। ইকনমিদইভের কথা বলা হয়েছে, আমরা যতদিন মন্ত্রীসভা রমধ্যে আছি, ততদিন আমরা কোন রিট্রেঞ্চ করব না। যেখানে বেকার সেখানে ছাঁটাইয়ের কোন প্রশ্ন উঠে না! আপনারা বলতে পারেন হোমগার্ডের কথা, কিন্তু খুব শীঘ্রই তাড়া এডজর্ব হয়ে যাবেন সেই ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এ, এন, পি, সি, সি-র কিছু কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন আমরা চেষ্টা করছি আপনারাও বিশ্বাস রাখুন খুব বেশী দিন লাগবে না তাদের আমরা এভজর্ব করব এবং আমরা কর্মচারী ছাঁটাই করে খরচ কমাতে চাইনা। আমরা কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করে খরচ কমাতে চাইনা। এ, এরিয়াস অব ওয়েষ্ট ফুল এক্সপেনডিচার লুক ইনটু এটা হচ্ছে আমার স্লোগান, কোথায় আছে খুজে দেখুন। আমরা নূতন আমরা খালি জানালা খুলেছি দরজা আমরা এখনও খুলতে পারিনি। সময় মত দরজা খুলবে তখন আপনারা দেখবেন যে আপনারা কি করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ছাপাখানা আমাদের আছে। এটা করতে এক কোটি টাকা খরচ পড়েছে। হোল ইন্টার্ন জোনের মধ্যে এত বড় ছাপাখানা আর নাই। সেই ছাপাখানার কোন কাজ নাই। কর্মচারীরা এসে আমাকে বলে যে আমরা কোন কাজ পাইনা। সে কাজ চাচ্ছে নূতন প্রাইভেট পার্টির কাছে, টি আর টি সির টিকেট ছাপা হচ্ছে বোম্বাইতে। সেখানে তারা কাজ চাচ্ছে। ১লা বৈশাখে মন্ত্রীরা অভিনন্দন বার্তা পাঠাবেন। সেই বার্তা ছাপানোর জন্য ২ জন লোক কলকাতায় যাচ্ছে। আমাদের লটারীর টিকেট ছাপা হচ্ছে কলকাতাতে। অথচ সেই টিকেট ছাপানোর যন্ত্র আমাদের এখানে আছে। ৮টা দপ্তরে ওরা আলাদা আলাদা প্রেস খুলে বসেছেন। খুলতে অর্থ দপ্তরের কোন অনুমতি লাগেনা। কন্টিনজেন্ট করে এক একটি দপ্তরের মধ্যে প্রেস খোলা হয়েছে। কেন খোলা হয়েছে জবাব দিন। প্রেসের মধ্যে কাজ পায় না। অথচ ৮টা দপ্তরের মধ্যে প্রেস খুলেছেন। ৯লক্ষ টাকায় প্রেসের যন্ত্রপাতি কিনেছেন। কার টাকায় কিনেছেন কৈফিয়ৎ দিন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন প্রথম মন্ত্রী হলাম তখন এ.জি, আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। ঢুকে বললেন কিছু মনে করবেন না আপনারা সাথে দেখা করতে এলাম। এবং বললেন দেখুন আমরা তো কিছু করতে পারিনা, একটি বছরের মধ্যে একজন মন্ত্রীর গাড়ীতে ৯টা টায়ার লেগেছে। কি করে বলুন তো? পরে খোজ নিয়ে দেখলাম এক মন্ত্রীর গাড়ীতে ৯টি টায়ার লাগিয়েছেন এক বৎসরের মধ্যে। গাড়ী রং করা হয় স্যার, হয়েতো সে রংটা বৌয়ের পছন্দ হয় না তাই আবার রং করাতে হয় একটা গাড়ী রং করাতে ৩ হাজার টাকা লাগে স্যার। আমাদের এখানে একটা কারখানা করার কথা ছিল, গাড়ী মেরামতের জন্য। সেই কারখানাটার অর্দ্ধেক করে বন্ধ করে দিলেন। কারণ বাইরে করাতে হবে। আমাদের টি,আর, টি,সির গাড়ী আসামে গিয়ে মেরামত হচ্ছে, কোম্পানিকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন? আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য কি একটা গাড়ী মেরামত করার জন্য কারখানা খোলার যোগ্যতা অর্জন করেনি। আমাদের গাড়ীগুলি কি এখনে মেরামত হতে পারেনা? জবাব দিন। লুট করেছেন সব। সমস্ত অর্থ দপ্তরকে লুট করে এখানে এসে বিড়াল তপস্বীর মত বক্তৃতা করছেন।

স্যার, আমাদের সেক্রেটারিয়েটে একটা কেনটিন আছে। সেখানে মন্ত্রী বাবুরা এবং তাদের পেয়ারের অফিসাররা সেখানে টিফিন করতেন। এবং প্রায় ৮৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে তার জন্য আমার ড্রাইভার বলেছে যে মন্ত্রীরা সকাল বেলা গাড়ী পাঠিয়ে বলতেন—যাও কেনটিন থেকে মিষ্টি নিয়ে এস। আর কামান চৌমুনী থেকে পান নিয়ে এল। মন্ত্রীরা আমাদের ড্রাইভার কে গোলামের মত খাটিয়েছেন। একটা, দেড়টা পর্যন্ত তাদের মন্ত্রীর বাসাতে বসে থাকতে হয়, কারন কোন মন্ত্রীর স্ত্রী কোন ফরমাস দেবেন সেটা বাজার থেকে কিনে এনে দিতে হবে। আমি বলছি এসব চলবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা এখানে একটা বিল এনেছিলেন যে মন্ত্রীদের আসবাব পত্র কিনতে হবে। বেআইনী ভাবে কিনেছেন। কোন আইন ছিল না তো। ওদের বিশ্বাস ওরা আরও থাকবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওরা আর থাকেন নি। লিষ্টি এনে দিলেন। সেই লিষ্টিতে দেখি ২ লক্ষ টাকা ধরা আছে পর্দা কিনবার জন্য, ফরাস কিনবার জন্য। আমি তখন তাদের অনুরোধ করেছি একটা আমি মিষ্টি দিয়ে ভাংগা চেয়ার গুলি মেরা মত করে দেব। আমি জানি না সব মন্ত্রী তাদের আসবাব পত্র এখনও ফেরৎ দিয়েছেন কি না। আমার বিশ্বাস তারা এখনও দেন নি। ১৫ হাজার টাকা ভেল্যুয়েশান করা হয়েছিল। আমি জানি না সেই ভেল্যুয়েশনের টাকা তারা ফেরৎ দিয়েছেন কি না। এটা পি,ডাবলিউ,ডি বলতে পারবে। কিন্তু তাদের কে দিতে হবে। আমি এ গুলি নীলামে বিক্রি করব। আমরা টেবিল চেয়ার গুলিও বিক্রি করতে রাজী আছি। টেবিল চেয়ার তো আর কাজ করেনা। মাটিতে বসে কাজ করলেই হয়। স্যার রশিয়াতে গিয়ে দেখুন বড় বড় অফিসাররা মাটিতে বসে কাজ করছে। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে তারা তাঁকে মাটিতে বসতে দিয়েছে। কিন্তু টেবিল চেয়ারেতো বসতে দিতে পারত তাঁকে। ওদের দেশে তো টাকার অভাব নেই। সেই টাকা যাতে কয়েক জন মানুষের পকেটে না গিয়ে সমস্ত মানুষের পকেটে যায়। ১৭ লক্ষ লোকের দেশ তাদের। আমি একদিন একটি অফিসে গিয়ে দেখলাম গন্ড্রেজের সেট কিনেছে। কিন্তু তার চেয়ার টেবিল সমস্ত কিছু আছে। তারপরও নূতন। আমাকে বললেন ক্রাকটের জিনিষ কিনেছি।

কারন কাকচের জিনিষ কেউ নেয় না। কুলার ঘরের মধ্যে রেখেছেন। একটা অফিসারের ঘরকে সাজাবার জন্য লাখ খানেক টাকা খরচ হয়। আমি বললাম মশাই আপনার ঘরে কোন কৃষক আসে না। আসলে আপনাকে কান ধরে নামিয়ে দিত। তারা বলত আমাদের গরু বাছুরক্রোক করে এনে অফিসারদের ঘর সাজাচ্ছ। তারপরও তুমি মন্ত্রী থাকবে। তা হতে পারে না। স্যার, ৯৭ লক্ষ মানুষ যদি আপনার চোখের সামনে না আসে আপনি কোন দিন খরচ কমাতে পারবেন না। স্যার, আমি দিল্লী গিয়েছিলাম বা কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে অফিসাররা ট্রাংকল করছেন কি রান্না হয়েছে বলে। আর সেই বিলের টাকা দিতে হয় সরকার কে। এক দিল্লীত ঘর ভাড়া সাড়ে ছয় হাজার টাকা, জল দুই হাজার টাকা, ইলেক-ট্রিসিটি ২ হাজার টাকা, আর দুই হাজার টাকা ট্রাংকল। দুইখানা, তিনখানা গাড়ী থাকার পরও তারা যে সমস্ত ট্যাকসি চালাচ্ছেন তার খরচ। আর তখন গরীব মানুষ দুই টাকা মজুরী বৃদ্ধির জন্য দাবী করে তখন তাদের বলা হয় খয়রাতি সাহায্যের জন্য কোন টাকা নাই। আর এই বাবুদের তিনটা গাড়ী থাকার পরও আরও কয়েকটা গাড়ী দৌড়াবার পয়সা কোথা থেকে আসে। স্যার, দিল্লীতে পি,এ, নিয়ে যাবার কি দরকার আছে। কি কাজে লাগে তারা। আমি বুঝতে পারছি না। যেখানে অফিসার আছেন। তারাইতো সব কিছু করতে পারে। সেখানে টাইপ রাইটার আছে, স্টেনো আছে, সব কিছু আছে। একজন পি,এ, নিতে গেল খরচ পরে ১৫০০ টাকা। আমরা ১২ জন মন্ত্রী যদি ১২ জন পি,এ, নিয়ে যাই দিল্লীতে যাই তাহলে ১২ ৯৫০০ টাকা, কত হয়? একবার তো নয়, অনেক বার তারা পি,এ নিয়ে দিল্লীতে গেছেন। তারপর অফিসারদের নিয়ে, স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে গিয়েছেন। আমাকে কলকাতার এক জন ১৫০ টাকা বেতনের এক জন শ্রমিক বলেছেন দেখুন ১৫০ টাকা বেতনের চাকরি করে আমাকে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত থাকতে হয়। যে সমস্ত অতিথি যারা এখান থেকে যান রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত তাদের আত্মীয় স্বজন গল্প গুজব করেন। তার পর তাদের আবার বাড়ী পৌছে দিতে হয় আমাদের কর্মচারীদের। কেন তারা করবে? কার স্বার্থে করতে। এটা তো কোন সভ্য সমাজের মধ্যে চলতে পারে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাগজ কল করবেন। তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, শিলান্যাস করেছেন। এই হচ্ছে পারফরমেন্স। কিন্তু তার জন্য খরচ পড়েছে ২১ লক্ষ টাকা। ১৬ লক্ষ টাকা পেমেন্ট হয়ে গেছে। আরও দাবী করছে। হেলিকাপ্টারে করে ঘুরেছেন। আমি কাগজে পত্রে দেখেছি আমাদের অর্থ দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ঘুরেছে। কার আদেশে ঘুরেছেন। সে টাকা কে দেবে। সে টাকা সুখময় বাবুকে দিতে হবে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এর কোন সিদ্ধান্ত নাই, কার সিদ্ধান্তে শিলন্যাস করেছেন। কার সিদ্ধান্তে হেলিকপ্টার চড়েছে। যে জন্য ২১ লক্ষ টাকা সাধারন মানুষের পকেট থেকে চলে গেছে তার জবাব দিতে হবে ওদের কে। শ্রী নৃপেন চন্দ্র চক্রবর্তী :— যারা অপকর্মের সংগী সাথী ছিলেন, ওদের জবাব দিতে হবে। একটা কোম্পানীকে দিয়েছে, সেই কোম্পানী কোন টেনডার কল করা হয়নি, কোন্ বাটপারকে এনে তার সংগে চুক্তি করা হয়েছে, এই সমস্ত কাজ বছরের পর বছর ওরা করেছেন, এইগুলির উপর আমি সামান্য জানালা খোলে দিয়েছি স্যার, আমি আর পাঁচ মিনিট সময় নেব। মাননীয় লীডার অব দি অপজিশান তিনি সেমিম-কেঁদে ফেলেছেন,

এই চোখটা উনার কমে ভাল হয়েছে, কবে তাদের উপর চোখ পড়েছে? ১৯৭১-৭২ সালে ক্ষুধার্ত মানুষ, মা, বোনেরা যখন ভিক্ষা পাবার জন্য এসেছিল, তাদের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি সামনে ছিলাম, তাদের হাসপাতালে পর্যন্ত এ্যাডমিট করা হল না, তাদের কতবড় মানুষের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষের উপর বল প্রয়োগ করেছেন। আজকে উনারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বকেয়া খাজনার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমরা সে বিষয়ে জানিনা, হয়তো কেউ না জানিয়ে দিতে পারেন রুটিন মাফিক, কিন্তু আমাদের সমস্ত মন্ত্রীসভা এটা বলেছি যে বিগত মন্ত্রসভা যে কসাইয়ের মত তোমাদের চামড়া বিক্রী করে টাকা আদায় করেছে, সেইভাবে আমরা করবনা, যারা দিতে পার দেবে, যারা না পার তারা পরে দেবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ট্রাইবেল কোয়েশচানের কথা বলা হয়েছে, আপনারা জেনে রাখুন ট্রাইবেল কোয়েশচানটি শুধু রাজ্যের ব্যাপার নয়, কেন্দ্রের সংগে এটা জড়িত। দিল্লীতে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সংগে আমি আলোচনা করেছি যে চার দফা যে কর্মসূচী সেটা আমরা সমর্থন করি তার উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, এই আলোচনাই শেষ নয়, তাদের যে দাবী সেটা শুধু ট্রাইবেলের দাবী নয়, এটা ত্রিপুরার গণতন্ত্রিক মানুষের দাবী, ভারতবর্ষের সংবিধান সম্মত দাবী। আজকে যারা বিরোধি দল আছেন, তাঁরা এবং আমরা সবাই একমত পোষণ করি, ট্রাইবেল কোয়েশচান যখন এই বিধানসভায় আসবে, আজকে যাঁরা চোখের জল ফেলছেন, ট্রাইবেলদের জন্য, আশা করি তাঁরাও আমাদের সংগে এ ব্যাপারে দাঁড়াবে। আমার শেষ কথা হচ্ছে আমরা অতিরঞ্জিত করে স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা করব না, আমরা বাস্তব চেহারা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। আমরা এত চোখের জল কোনদিন দেখিনি। একটি মেয়ে সেদিন আমার কাছে এসে বলল আমাকে চাকুরী না দিলে আমি আত্মহত্যা করব, কৈলাশহরের একটি মেয়ে লিখেছে আমার বড় ভাই আত্মহত্যা করেছে, আমাকেও কি আত্মহত্যা করতে বলেন? অনাথ ক্যাম্পের একটি মেয়ে, দুই বছর চাকুরী পাচ্ছে না, সে এসে কেঁদে পড়েছে, আমি কৃষকের মধ্যে এত চোখের জল দেখিনি, শ্রমিক কৃষক তারা কাঁদেনা, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা কথায় কথায় চোখের জল বেরিয়ে আসে। আমি তাদের বলেছি তোমাদের কি এখন চোখের জল ফেলার বয়স? আমার দুর্ভাগ্য, আমি এমন সময় দায়িত্ব নিয়েছি তোমাদের জন্য কিছু করে যেতে পারব না, আমি হয়তো আর ১০/১৫ বছর কাজ করার সুযোগ পাব, আর তোমাদের সামনেতো আরও ৫০ বছর পড়ে আছে, এখনতো লড়াই করার সময়, তোমাদের বয়েসে আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছি, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং তাঁদের কবরে পাঠিয়েছি, আর তোমরা এখন কাঁদছ? সেই ব্রিটিশ আমল আমরা লড়াই সুরু করেছি, আজও আমরা থেমে নাই। আমরা আজকে মন্ত্রী সভার মধ্যে থেকে আমার সমস্ত শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের বক্তব্যের সময় থেকে যে আমি অধিক সময় নিলাম তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শ্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেটের মধ্যে তিনি বলেছেন, আমি ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট পেশ করছি। চূড়ান্ত বাজেট পেশ করা সাপেক্ষ গত মার্চ মাসে ১৯৭৭ ইং সনের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই তিন মাসের সরকারী ব্যয় মেটানোর জন্য 'ভোট অন এ্যাকাউন্টস' উপসংস্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত বরাদ্দ বর্তমান বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'আজকে এই বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটা ভাসা ভাসা, কনফার্মিনেস নেই। তিনি বলেছেন কয়েক বছর আগে তাঁদের আমি শুনেছি এটা কলাপাতা, আমলাতান্ত্রিক এখানে আবার দেখছি তিনি আমলাতন্ত্রদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। অর্থ দপ্তরের যে সমস্ত অফিসার এবং কর্মচারী আছেন, তাদের তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এটাতো আমরাও করেছিলাম, কিন্তু তখন বলা হত আমলাতান্ত্রিক, এখন এটা কোন্ তান্ত্রিক? কি-তান্ত্রিক বাজেট ভাষণ? তাঁর বক্তব্য থেকে এই জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে তিনি হতাশায় ভুগছেন। এই বাজেট ভাষণে আমরা দেখছি ব্রীজ খেলার মধ্যে যেমন ফল্‌স কল দেওয়া হয়, তেমনি এর মধ্যেও ফলস কলে মত্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ বোগাস কল। এরও কারণ আছে, সেই কারণটি হচ্ছে তিনি যদিও চেষ্টা করছেন, তথাপি আমাদের দোষের কথা তিনি অর্থমন্ত্রী হিসাবে এখানে যা রেখেছেন, অপজিশানে থাকা কালীন যে তাঁর ভাষণ সেটা দেখলে দেখা যাবে একটা অক্ষরও বাদ যাবেনা, অর্থাৎ পুরানো সুর তিনি ভুলতে পারেননি এবং আজকে বুঝা যায় তাঁর বক্তব্য থেকে তিনি হতাশায় ভুগছেন। কিন্তু তার কারণ কি? আজকে জনসাধারণ আমাদের বর্জন করেছেন, সেটা আমরা মাথা পেতে নিয়েছি, গণতান্ত্রিক মতবাদ আমারা মেনে নিয়েছি। তার অর্থ এই নয় যে জনসাধারণ কংগ্রেসের আদর্শকে অস্বীকার করেছে, তা নয়।

আজকে আমরা এই কথা বলছি না জনসাধারণ আজকে আমাদের পরাজিত করেছে। আমরা তাদের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। গণতন্ত্র আমরা স্বীকার করেছি। গণতন্ত্রের অধিকার আমরা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে কংগ্রেসের আদর্শকে মানুষ অস্বীকার করেছে, তা নয়। হয়ত কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী দোষ করে থাকতে পারেন। কিন্তু আজকে যে বক্তৃতা পড়া হয়েছে সেটা যে সময় আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছিল সেই সময়কার মতই হয়েছে। পুরানো প্রসিডিংস কারো কাছে থাকলে সেটা তিনি মিলিয়ে দেখতে পাবেন যে হুবহু একই কথার পুনরাবৃত্তি কিনা। এই সরকার দুই শরিকের সরকার। এক শরিক যে কত সংখ্যালঘিষ্ঠ সেটা অ্যাটেনডেন্টস রেজিষ্টার দ্বারাই বুঝা যায়। আমাদের দোষ থাকে তাহলে আমি সে দোষ স্বীকার করব। আজকে দোষের জন্য যখন আমাদের ভোট দেয় নাই, আমরা সেই পরাজয় স্বীকার করেছি। সেজন্য আজকে যে কথা বলা হয়েছে ইন্দিরাজী রায়বেরিলী আসনে যিনি রাজনারায়ণের কাছে হেরেছিলেন সেই রায়বেরিলীতে, কালকের পত্রিকাতে বেরিয়েছে যে সেখানে কংগ্রেস অধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করেছে। যেখানে ইন্দিরাজীকে পরাজিত করে রাজনারায়ন তাঁর দাড়ি গোঁফ কামিয়েছিলেন, এখন তিনি কি সেই দাড়ি গোঁফ রাখবেন কিনা, না কি পদত্যাগ করবেন? যেখানে ৯টা রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল সেখানে কি তারা পদত্যাগ করবেন? করবেন না। কারণ শ্রী চরণসিং খুব শক্ত লোক।

এ'যে পাঁচ মিশেলী দল, জয়প্রকাশজী তাদের এক করেছিলেন রাজনৈতিক ট্যাকটিসে, তবুও কংগ্রেসে এক দল হিসেবে বেশী ভোটই পেয়েছিল। আর তারা সকলে মিলে ৫১ পারসেন্ট ভোট পেয়েছিলেন। আজকে সি. পি. এম. এর সভাসমিতিতে বলা হয় যে কংগ্রেসে কুষ্ঠরোগগ্রস্থ। আমরা স্বীকার করি যে আমরা কুষ্ঠরোগগ্রস্থ বলেই জনসাধারণ আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যারা আমাদের সংগে সংগে সেইরকম ব্যবহারই পেয়েছেন তাদের লজ্জা করেনা সরকারে আসতে সেই রাং মন্ত্রী? তিনি কোথায়? দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু এখানে যারা দোষী তারা কি করে সরকারের আসন নিলেন? আমরা তো বলেছি জনসাধারণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা হয়েছেন আজকে শ্রমিক দরদী। আর আজকে মাননীয় নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী খোয়াই চেরীতে যে বক্তৃতা করেছিলেন আমরা ভেবেছিলাম মনে মনে যে ত্রিপুরার জয়প্রকাশ কজন আছেন। এখন দেখি ত্রিপুরার জয়প্রকাশ না বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন বড় সম্ভব একজন আছে। কাজেই এই সম্ভয় নামটা চাইছে চন্দ্রশেখরকে বিভ্রান্ত করতে। কাজেই আসল নকল যাই হোক সম্ভয নামটা তারা ব্যবহার করতে চাইছে। এ ক্ষমতা বহির্ভূত কর্তা কে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পত্রিকাতে দীর্ঘ আছে, আমি সংক্ষেপে বলছি। তিনি বলেছেন এই ক্ষমতা বহির্ভূত ব্যক্তি যাকে ত্রিপুরার সঞ্জয় গান্ধী বলা যায়, যিনি অদ্ভুত তৎপরতার প্রধান নায়ক। শ্রী চক্রবর্তী যদিও সঞ্জয় গান্ধীর নাম প্রকাশ করেন নি, তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত তিনি সংসদ সদস্য শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ এর প্রতি ইংগিত করেছেন তাহলে বুড়ো সঞ্জয় আমরা একজন পেলাম। এই মন্ত্রীসভার চেহারা কি? তারা যদিও পুরাতন সরকারের দোষ ত্রুটি নিয়ে জনসাধারণকে বোঁকা দিতে চাচ্ছেন, যদিও আড়াই মাসের মধ্যে আর কিছু কাজ করতে পারছেন না, তবুও ত্রিপুরার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে আবার তাদের পুনর্বাসন দেওয়া এই কাজ তারা বেছে নিয়েছেন। কাজেই এই কোয়ালিশন সরকারের ডিস্‌-কোয়ালিফিকেশান আজকে বেড়ে গেছে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁদের অবস্থাটা কি? আমরা কাগজে পত্রে দেখছি কম্পিটিশান চলছে দুই দলের মধ্যে। তাঁরা জনসাধারণের কাজ করতে পারছেন না। আমরা আজকে দেখছি যারা হোমগার্ড ছাঁটাই হয়েছে অর্থমন্ত্রী তাদের দোকানপাট করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে আবার সি আর. পি, লেলিয়ে তাদের দোকান পাট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাহলে তাদের ঐক্যটা কোথায়? কাজেই জনসাধারণের কাছে তাদের কাজ পৌঁছতে পারছে না। আড়াই মাস হলেও আজকে মানুষ ভাবতে পারছে যে ওদের দ্বারা কিছুই হবে না। এই কোয়ালিশন সরকার তাদের ঝগড়াঝাটি নিয়ে ব্যস্ত কাজেই তারা জনসাধারণের কোন উপকার করতে পারবে না। সে জন্যই য়ায়সেম্বিলীতে ৬০টা আসনের মধ্যে ৬০টা পেয়েছে। (ভয়েস পাঁচটা আসনের মধ্যে একটা পেয়েছে) কাজেই মানুষ চেয়েছিল যে একটা পরিবর্তন এনে দেখি। কিন্তু দেখা গেল কারো গায়ে কেউ লাগে না। এই যে বলছি। এটা যুক্তফ্রন্ট নয়, আজকে তারা জনসাধারণের কাছে তাদের কাজ পৌঁছে দিতে পারছে না। তারা বলছেন মিসা উঠিয়ে দিয়েছি। কর্মচারীদের ৩১১ ধারা যেটা আমরা দিয়েছিলাম তা উঠিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আজকে আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা চালু করছেন কেন? কাদের ভয়ে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস— ...কার ভয়ের দরুন। কার ভয়ে এই মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়াতে সভা সমিতি করা বন্ধ করা হয়েছে? কাদের ভয়ে? কেনই বা এই দুমদুমী বাজছে? কেন দাক্ষণ ত্রিপুরা জেলা শাসক উদয়পুরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেছে? এই সব তো আমরা পত্র পত্রিকাতে দেখছি। আমরা তো মুচে গিয়েছি, তারাই বলেছে। যদি মুচে গিয়েই থাকি তো আমাদের জন্য কোন ভয় নাই। আর আমাদের জন্য যদি ভয় না থাকে তো জেলা শাসকেরা ঐ গাঁজা খেয়ে এই সব আদেশ জারী করছেন। তা তবু আছে, কারণ তাদের যে সভী নালা বাদা-বাধাঁর মত, তারা আর বেশী দিন একত্রে থাকতে পারবে না। শুনেছি সমীর বাবুকে এয়ার পোর্ট থেকে ৬৫টা গাড়ী দিয়ে প্রসেশান করে এনেছে। আর সমীর বাবুর দলের দেওয়ান তো আলাদা আসন চেয়েছিল। তাঁকে অবশ্য এখানে দেখতে পারছিনা। কারণ ওরা নিজেরা হচ্ছে সি, এফ, ডি থেকে প্রমোশান পেয়ে জনতা। আর এটা হল খাস জনতা, বা সেন্ট্রাল জনতা, জনসঙ্ঘ টাইপ জনতা। আর এরা হচ্ছে খুচরা জনতা। জনসঙ্ঘ লোক সভায় আসন পেয়েছে ১০৮ টা, বি, এল, ডি আসন পেয়েছে ৮০ টা আর এই সি, এফ, ডি যারা তারা আসদ পেয়েছে মাত্র আড়াইটা। তারা হচ্ছে আড়াই জন এম, পি ও মসনদ্দার। তাই তাই তো আর, এস, এসের সেনা বাহিনী বলছে আঁাৱে জী, আঁাৱে। আগে আওর পিছে এক হও জায়গা —ক্যাউ নেইব আত্তা হ্যাঁয়—জাঁায়ে। এই রকম বলার সাথে সাথে তারা চলে গেলেন। এরা আর যাবে কোথায়, এদের যাওয়ার জায়গা যে আর নাই। তাই তো দুম করে ঐ বুড়া সঞ্জয় গত ২৫ মে তারিখে ঘটা করে সম্মেলন ডাকলেন। ঘটা করে সম্মেলন ডাকার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। যিনি নাকি দলের স্রষ্টা তিনি বলেছেন আমরা খাস জনতার সংগে মিলে গিয়েছে। তবু তারা সম্মেলন করছেন কেন? সম্মেলন করছেন এই জন্য যে একটা বড় রকমের এ্যাড্ভারটা-ইজ করতে পারলে বুঝাযাবে, কারণ তারা ভেবেছিল চরণ সিং আর মোরারজী ভাই তাদের রেহাই দেবে। কিন্তু তাদের রেহাই করবে না, কারণ চরণ সিং নিজে চায় মোরাজীকে ডিঙ্গিয়ে প্রধান মন্ত্রী হতে। দেখছেন না, পত্রিকাতে তারা খুব বেশী কথা বার্তা কয় না। কাজেই যারা নাকি জনসঙ্ঘী জনতা, বি, এল, ডি জনতা, সামাজতান্ত্রিক জনতা আর এরা হচ্ছে সি, এফ, ডি এ্যাণ্ড কোং জনতা। তাদের দাম খুব বেশী নাই, পত্রিকাও তাদের বেশী দাম দেয় না, কারণ ফটো পর্য্যন্ত বের হয় না, কাজেই তাদের দাম আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। তাই তারা বিপন্ন হয়ে কন্ভেন্শান ডেকেছে। কিন্তু কন্ভেন্শান ডেকেও কিন্তু করতে পারে নাই। না করার কারণ হল তারাও যে খবর রাখে—তারা যে আমাদের থেকে গিয়েছে, তাই তাদেরকে বিশ্বাস করে না। এই অবিশ্বাসী লোক গুলিকে তারা বিশ্বাস করতে চায় না, তারা দাগী। চিঠি দিয়ে প্রমাণের দরকার নাই, কারণ, চিঠির প্রমাণ আমরা মানব না। স্যার, আজকের মন্ত্রী সভার দৃশ্য যদি দেখেন, তাহলেও দেখবেন যে সেখানেও গোলমাল লেগে আছে—ঐ সমীর বর্মণ। আজকে নৃপেন বাবু অর্থ মন্ত্রী, তাঁর সীট কোথায় নিয়ে ফেলেছে, দেখুন, আর কালো বাবু আমরা জন্মের থেকে দেখছি উনি একজন এম, এল এ। কাজেই তাদের মধ্যে কম্পিটিশান, একবারে সঠিক কম্পিটিশান, স্যার। কাজেই দুই দল, দুই দিক দিয়ে লেগেছে। কাজেই তাদের মধ্যে আসন নিয়েও গোলমাল আছে, স্যার। সমীর বর্মণ একমাত্র এ্যাড্ভোকেট, তাকে একটা ষ্টেট মিনিষ্টার করে রেখেছে। তাই তো ঐ ব্যাটা রয়েছে দুঃখে বসে আগুন দিতে চায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি বাজেট সম্পর্কে বলুন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস— স্যার, বাজেটের মধ্যে আছে ঐতিহাসিক। অর্থ মন্ত্রীর বাজেটের মধ্যে ইতিহাসটা কি ? আমি দেখাচ্ছি যে ১ থেকে ৪নং আইটেমে আছে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১ কোটি অতিক্রম করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা কত, স্যার ? এটা তো স্যার সারা ভারতের কথা। অবশ্য সারা ভারতের কথা বললে অসুবিধা নাই। আজকে লাইসেন্স তারা পাবে না, এটা সঠিক খবর, তবে বিনা লাইসেন্স যতটুকু উত্রাইতে পারে, কিন্তু লাইসেন্স নাই। ঐ লাইসেন্স নিয়ে এসেছে সমীর বর্মণ কাজেই সমীর বাবুর দলের সংগে তাদের মিশে যেতে হবে। অর্থাৎ খাস জনতায় তাদের যেতে হবে। এই যে তাদের কম্পিটিশান, তাদের কম্পিটিশান হল দল নিয়ে। আগে সুখময় বাবুকে বলা হত একজন ডিক্টেটর। কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি ? মুখ্য মন্ত্রী নিজেই রেখে দিয়েছে ২১টা দপ্তরের ভার। কেন তাদের মধ্যে কি যোগ্য লোকের অভাব ? তিনি এতগুলি দপ্তর বগল দাবা করে রেখেছেন, তাতে পচাগন্ধ বের হয়েছে, অথচ সেগুলি কিছুতেই ছাড়বে না। আয় ব্যাপারটা হল, সেখানে। তারাই এক সময়ে বলেছিল আমরা নাকি পুলিশ বেশী ব্যবহার করেছি। স্যার, আপনার চার পাশে কত পুলিশ মোতায়েন আছে, তা কি আপনি জানেন, সুখময় বাবুর আমল থেকে টেন টাইমস বেশী। আমরা ১৭ তারিখে পিছের দরজা দিয়ে গাড়ী নিয়ে আসছিলাম আমাদের ৫ জায়গায় আটকে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম যদি না ছাড়ে তো তবে কেল্লা ফতে। কিন্তু না ছেড়ে দিয়েছে, বোধ করি কেউ চেনাশুনা ছিল, তাই ছেড়ে দিয়েছে একটা দুটো গেট নয় এক এক করে ৫টা গেট, সব গেটে আমাদের আটকে ছিল, পরে অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই আজকে এই অবস্থা কেন ? স্যার, পত্র পত্রিকাতে আছে যে গত মাসে সরকারীভাবে ৯৬৪টি পুলিশের কেস লিপিবদ্ধ আছে। স্যার, আর বলব কি ? আমাদের আমলে যা ছিল তার চাইতে ১০০ গুণ কি হাজার গুণ বেশী। এই ৩/৪ দিন আগেও খোয়াইতে জৈনক বিশ্বাস কন্‌ষ্টেবল তাকে বৈষ্ণব মতে হত্যা করা হয়েছে, কোন রক্তপাত নেই। (এ ভয়েস— এটা আবার কেমন ?) —কেন, লাথি, কিল, আর ঘুসি দিয়ে মারা হয়েছে, কোন রকম রক্তপাত হয় নি। এমন কি কোন এরেষ্ট পর্য্যন্ত হয় নি। আর তাদের আড়াই মাস সাড়ে তিন দিনে ঐ খোয়াইর ডাক্তার সোমের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। কাজেই এই সব দৃষ্টে আমরা কি ভাবতে পারি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—এস, ডি, ও, অমরপুর—এই সব দেখে আমরা কি ভাবতে পারি যে আড়াই মাস সাড়ে তিন দিন—এর ঘটনার জোরেই যদি পুলিশ এই রকম করে—এবং আজকে যারা বলছে যে ঐ জরুরী অবস্থা ছিল—জরুরী অবস্থায় তারাও আসবেন স্যার। কারণ এখন ১৪৪ ধারা হয়েছে তারপর ধারা কোথায় যাবে সেটা ঠাকুর জানেন। আড়াই মাস সাড়ে তিন দিনেই অবস্থা যদি এই রকম হয় আর বাকী দিনে তারা কি করবে সেটা অনুমানের মধ্যেই আসে। আজকে এই দিক থেকে ১লা এপ্রিল এই মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেছেন। বৃষ্টি হওয়ার পর সবাই বলাবলি করেছিল যে না এই মন্ত্রিসভা মঙ্গল আনবে এই রকম একটা ধারণা ছিল। স্যার, পরলা এপ্রিল মাসে চৈত্রের মাঝামাঝি সময়ে একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় ট্রাইবেল এলাকায়

লে কেরা জুম আর পড়াতে পারে নাই। সময় তারা পায় নাই আমি অন্য এলাকার কথা ঠিক করে বলতে পারছিনা উত্তর ত্রিপুরার খবর আমি জানি সেখানে তারা জুম পুড়াতে পারে নাই। কিন্তু সাহায্য তাদের জন্য পাঠান হয় নাই। আমি কমলপুরের এস, ডি, ও, কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জি, আরের টাকা পাঠান হয়েছিল কিনা। উনি আমাকে বললেন যে তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা এসেছে। স্যার, ঐ সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে ৫ পয়সা করে কপালে লাগালেও কুলাবে না। তাছাড়া ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে—আবার বলা হয়েছে অভূতপূর্ব বৃষ্টি এবং ঝড়ের ফলে গ্রামীণ এলাকায় যে দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে তজ্জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিশেষ ভাবে দুঃখিত ও বিচলিত। কিন্তু সাহায্য যায় নাই। মুখ্যমন্ত্রির অনুপ্রেরণায় মন্ত্রিসভা ঝড় বন্যা—বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প খাতে বরাদ্দের ৫৫ ৫০ লক্ষ টাকা অগ্রিম খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাহলে করবার হয় নাই -টাকা যায় নাই। ঐ ৫৫ লক্ষ টাকার কথা থাক বুঝলেন—স্যার, ফোঁড়া হয়েছে পিঠে কাজেই পায়ে সেক দিয়ে কোন কাজ হবেনা। এই ৫৫ লক্ষ টাকার কথা পুলিশের মিস ফায়ারের মত। এই মিস ফায়ারের কথা আবার রেডিওতে বলা হয়েছে। কাজেই এটা হল যে ফ্লাড যেখানে হয় টাকা সেখানে যাবেনা—এটাই এই কোয়ালিশন সরকারের ডিসকোয়ালী-ফিকেশান।

কাজেই আজকে তাদের কাছে আমরা কিছুই আশা করতে পারিনা। অর্থমন্ত্রী এক অংশের কথা বলতে পারেন নাই। এই অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে শুধু জ্যোতিবাবুর কথা বলা হয়েছে জনতার কথা কিছু বলা হয় নাই। তাদের কোন দায় নাই -অনিলবাবুর খাদি কমিশন—এর কমিটি করেছিলেন মাঝখানে মুখ্যমন্ত্রী হুট করে খাদি কমিশনের ফাইলটা নিয়ে গেলেন। এটা আমরা পত্রিকাতে দেখেছি। আসল কথা কি স্যার, তাদের মতের অমিলের জন্যই এটা হচ্ছে। এ' একজনে বগলদাবা করে ২২/২৩ টা দপ্তর নিয়ে বসে আছে। ঐ ফাইল সব পচিতেছে—কাজ কিছু হচ্ছে না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—এই যে অবস্থা, এই অবস্থার মানে জনসাধারণ টের পেয়েছে স্যার। কাজেই তাদের মধ্যে এই যে সতীনের লড়াই, দুই সতীন হলে স্যার, যেমন ঝগড়া লাগে তার কাপড়টা ভাল আমার কাপড়টা নিরস, এই লড়াই চলছে স্যার, তাদের মধ্যেও। সি.পি এমের মধ্যে যোগ্য লোক আছে আবার তারার মধ্যেও আছে। সেজন্য তার কিছু করতে পারবে না। অবশ্য এই কথা বলে লাভ নাই আমরা জনতার কাছে অপরাধ করেছি বলেই জনতা আজকে সারা ভারতবর্ষে আমাদেরকে শাস্তি দিয়েছে। সে শাস্তি আমরা ভোগ করছি। কিন্তু যারা নাকি আমাদের সঙ্গে ছিল আজকে তারা আমাদেরকে ছেড়ে গিয়ে এই সরকার করেছে। তারা আমাদেরকে হঠাৎ ঠাটা পড়ার মত ছেড়ে গেল। এই ৩২ জন স্যার, আমাদেরকে ছেড়ে গেল। এই দুঃখের কথা আর বলে লাভ নাই। জনতাও আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের দোষত্রুটি ছিল জনতা শাস্তিও দিয়েছে। কিন্তু এই সতীন গোষ্ঠী এরাও গোষ্ঠী সংঘর্ষে ভোগছে। তারা তো আমাদেরকে ছেড়ে গেছে এবং জনতাও আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারী করেছে কেন? আমরা তো নাই। তাহলে ভয়টা কার? দক্ষিণ জেলায় হয়েছে আবার হয়তো দেখবো কালকে উত্তর জেলায়ও হয়েছে।

অবশ্য সি. পি. এম এটার একটা নীতি আছে। কিন্তু যারা সি.এফ. ডিতে আছে তারার নীতি কি? ঐ যে টোকেন দিয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপতীকে। জে.পির দ্বিতীয় নম্বর কেনডিডেট। জে.পি. তাকে সমর্থন করে'ছলেন। গান্ধীজী যেমন বলেছিলেন যে সীতা রামিয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়। কিন্তু এখানে দেখা গেছে কয়েকজন নন্দিনীকে ঠেঙ্গিয়েছে। এদের মধ্যে আছে বিজুপট্ট নায়ক যার বিরুদ্ধে কয়েকটা কমিশন আছে। কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীকে নিয়ে সমালোচনা চলছে সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু এই সঞ্জয় গান্ধীর পাল্টা আরেকজন আছে নাম কান্তী ভাই। যার বিরুদ্ধে ১৯টা কেস আছে। উনি মোরারজী দেশাইর ছেলে। আর এই যে গান্ধী মস্তানের গোষ্ঠী। তাদেরকে ডেকে বলা হচ্ছে যে তোমরা চামড়া বদলাও। কাজেই তাদের দলের কোন নীতি নাই। স্যার, এখানে যে কমিটি করছে এই কমিটিওয়ালারা এদিক ওদিক হতে পারে স্যার, কমিটিগুলি ভেঙ্গে যেতে পারে স্যার। এই তাদের কথার মধ্যে কোন নিশ্চয়তা নাই। এটা তাদের কার্যাকলাপ প্রকাশ পেয়েছে স্যার। সেজন্য তারা আফসারদেরকে দোষারূপ করছে। আসল কথা সাব, খবর যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মিসা উঠিয়ে দিয়েছে আর সব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে। তারা বলতো যে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আমলে ৭৭টি ধনী পরিবার ছিল এখন নাকি সেই সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০ এ। এত ৩২টি পরিবারকে ডেকে বলা হচ্ছে যে এই তো নির্বাচন হলো এখন আপনারা একটু দয়া করুন। এখন একটু ধৈর্য্য ধরুন। এইটা একটা সরকার ৩২ জনকে দমাতে পারেনা। কি করে পারবে? ওদের স্বভাব তো পালটাই নাই। আবার এদের মধ্যে কতকগুলি গেলমেলে লোক আছে। আজকে সেই চৎকার নাই আজকে না খেয়ে লোক মরে নাই। তখন পত্রিকাগুলির কি চেহারা ছিল। এমন দিন এলে তারা এই হাউসে তারা বলতো যে না খেয়ে লোক মরছে। এইবার কিন্তু সেই আওয়াজ নেই। এরাই হল আসল জনতার লোক। জাগরণ গত বার বছর যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে এই অনাহারে মৃত্যুর কাহিনী কিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে আমরা অবশ্য স্যার, অপরাধী, জনসাধারণও আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু আজকে যারা নাকি আসছে দেখুন তাদের হাল ভাব। দেখেই বুঝা যায়। আজকে ব্যবসায়ীরা মাল লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করছে। আজকে বিভিন্ন জিনিসে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আজকে জিনিসের দাম আরো বেড়ে গেছে। জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষের কথা কেহই চিন্তা করছেন না আজকে আর সাধারণ মানুষদের নিয়ে লম্ফ ঝম্প করা হচ্ছে না। কারণ করবে কে? সবাইত ও ক এখানে বসে আছেন। (ভয়েস :— আপনারা করুন)। হাঁ, করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বলতে চাই যে, আড়াই মাস, সাড়ে তিন দিনের মধ্যে আর কিছু বলার নাই তাঁরা বলেন যে, আমাদের বাজেট নাকি তারা পেশ করেছেন। তার "যত দোষ নন্দ ঘোষ"। তাঁরা দোষ করে, তাঁদের দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে এ যে দপ্তর গুলি আছে, ঐ দপ্তর গুলি থেকে ঠিক মত ব্যবস্থা আসছে না। কি জানি অর্থমন্ত্রী কি মনে করেন। ঐ তার

জন্যই ঐ ভাষণে: অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়, জানি না উনি নিজে তৈরী করেছেন কি না। তবে ঐ ভাষণ ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর আছে শুধু ভাষা ভাষা আওয়াজ। সারবস্তু জিনিস খুব কম। তাদের দেবার কিছুই নেই। এই টুকুই স্যার, আমি বলছি। এবং বাজেট ভাষণ শেষ করবার আগে আমি বলব যে, এটা একটা হতাশাব্যঞ্জক এবং ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাকে প্রথমেই ২।১ টা কথা বলে রাখতে হয়। স্যার, একটু আগে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় ক্ষিতীশ বাবু কিছু বলে গেছেন। তবে স্যার কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার ইচ্ছা ছিল আলোচনাটা বাজেট ভাষণের উপরই সীমাবদ্ধ রাখতে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে, তাঁরা যে কি দোষ হয়ে যাওয়া দেখছেন সেটার জবাব না দিয়ে পারা যায় না। একটা শ্লোক আছে— "দান বিগ্রহ সব শিবের মাথায়" (ভয়েসেস : একটাই কি শ্লোক)। না, না আরো বহুত শ্লোক আছে। (ভয়েসেস :—তাহলে বলুন না। সেই বছর বছর ত তাই শুনে আসছি)। আরো শুনতে পাবেন। সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছি মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ক্ষিতীশ বাবু পাঁচ বছরে আর কিছু শিখুন আর নাই শিখুন, এই টুকুন অন্তত শিখে নিতে পেরেছেন সুখময় বাবুর কাছ থেকে নীতি কথা বলতে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় একদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব চালিয়ে যেতে পেরেছেন। তাতে আমার মনে হয়েছে, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থেকে তিনি কিছুটা নীতি কথা শিখে এসেছেন। তবে আর একটা শিখে এসেছেন, সেটা হচ্ছে, কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ দেখছিলেন। আমার মনে হয় এটাও তিনি সুখময় বাবুর কাছ থেকে শিখে এসেছেন যে, কি করে একদিকে শচীন বাবুর থেকে কোয়ালিশন মন্ত্রীর কথা একাধারে সব বলতে হয়। এটা সুখময় বাবুর ক্রেডিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি লীডার অব দি অপজিশান, সেই শ্লোকের কথা বলতে হয়, "দান বিগ্রহ সব যখন করেছি শিবের মাথায়" (ভয়েস.— বাজেটের উপর বক্তব্য রাখ ন)। শুনুন না। বলতে যখন উঠেছি তখন সবই বলব। বাজেটের উপর বলতে বহুত সময় পাওয়া যাবে। এখন যা বলছি শুনে যান। আমি দেখছি যে, মাননীয় লীডার অব দি অপজিশান, যে বক্তব্য রেখেছেন, তা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তবে ভাল লেগেছে শুধু এই টুকুই যে, গত আড়াই মাসের মধ্যে তিনি

এত বড় বিপ্লবী কি করে হলেন। সেটাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ তাঁর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, বন্যাত্রাণ এই কথা ছাড়া আর কিছুই বলেন নাই। তাই ভাবছিলাম তিনি ৬৭ হারডের কথার উল্লেখ করেছেন। এই ৬৭ হাওড়ে বহুবার কান্না হয়েছে। বহুবার সেখানে অনাহারে কান্না হয়েছে, ঝড়ে কান্না হয়েছে, খরায় কান্না হয়েছে। কিন্তু সেদিন কোথায় ছিল তাঁর এই দরদ। এ কথা সেদিন বলেন নি কেন। উনি আজকে বলছেন যে, কাগজগুলি রিপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু সেদিনওত দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কোথায় ছিল তাঁর এই মায়া কান্না। সেদিন যখন আমরা বলেছিলাম, তখন বলা হয়েছিল, কোথায় অনাহার,

কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় খরা। মাননীয় লীডার অব দি অপোজিশন আজকে হাওড়ে বন্যার কান্না, ঝড়ের কান্না কি করে শুনছে। সেদিনত ভাবেন নি। সেদিন বলেছিলেন এ কথা বিশ্বাস করি না। একথা অসত্য। আজকে যখন ভারতবর্ষে নূতন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, আজকে যখন পত্রিকাগুলি তাদের স্বাধীনতা অধিকার ফিরে ফল, আজকে যখন বাস্তব চিত্রগুলি ফুটে উঠছে তখন আপনারা আজ এখানে খুব গলা বাড়িয়ে বলছেন যে, এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই, এখানে বন্যায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, এখানে খরায় মানুষ জর্জরিত। কিন্তু আজকে পুরানো দিনের কথা চিন্তা করতে পারেন না। আজকে কি তা ভুলে গেছেন? জরুরী অবস্থায় দেশের কি অবস্থা হয়েছিল। তখন সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। তাদের টুটি টিপে ধরার উপক্রম হয়েছিল। তখন কোথায় ছিল এই দরদ ভরা ভরা আজকে পত্রিকার দরদের উপরে পড়ছে। আজকে আমরা অবাক হয়ে যাই, ওরা কোথা থেকে এই বিপ্লবী হয়ে গেল যাদের গায়ে দুর্নীতির গন্ধ লেগে আছে, অত্যাচারের গন্ধে যাদের গা ভুর ভুর করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বড় বড় সদস্যরা বলেছেন যে, ৫৫ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন ৫৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন দপ্তর থেকে খরচ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আজকে যে ভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেই যদি অতীতে রাখতেন, তাহলে তাদের এত অধঃপতন আজকে হতো না।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস—আগে তা দেখেছি মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত যখন চলতেন অবাক লাগে রাজা মহারাজার মত চলতেন পেছনে গরুর গাড়ী, হাতীর গাড়ীর লাইন থাকতো। জনসাধারণের কথা তারা বলতে পারতেন না কারণ ওরা নিজেদের নিয়ে মসগুল থাকতেন ওদের গায়ে অত্যাচার অবিচারের গন্ধ হয়ে গেছে ওরা রাতারাতি কি করে বিপ্লবী হয়ে গেল? এটা আমি বুঝতে পারি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওটা শুধু পত্রিকায় আছে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এই ৫৫ লক্ষ টাকা যেটা বাজেটে ধরা হয়েছে সেটা নাকি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন ৫৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এনে বিভিন্ন দপ্তর থেকে এনে এটা খরচ করার ব্যবস্থা হয়েছে কষ্ট লাগে কারণ অন্যান্য জনসাধারণের সঙ্গে যদি যোগাযোগই রাখতেন তাহলে এই অবস্থা হত না কারণ তারা জনসাধারণের সঙ্গে কোনদিন যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন নাই, এলাকার খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টাও উনারা করেন নাই কাজেই পত্রিকা দিয়ে কি হবে আগে তো আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত যখন চলতেন অবাক লাগে তদানিন্তন রাজা-মহারাজারা যেমন চলতেন পেছনে ঘোড়ার গাড়ী, হাতীর গাড়ী, কত গাড়ী একটা শোভাযাত্রা হত এটা আমরা দেখেছি সুখময় বাবু যখন চলতেন তখন একটা স্কটে সে যে একটা লাইন চলতো, মিছিল চলতো সেই যে মসগুলে থাকার যে অবস্থা মসগুল থাকত ওরা জনসাধারণের কথা চিন্তা করতে পারতেন না আজগুবি হল উনারা বলছেন কোন কাজ হয় না উনাদেরকে কি কেউ ধরে রেখেছেন? কোন কোন কথার উত্তর দিতে পারেন না ৫৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, খরচ হয় নাই কিন্তু তারা জানেন যে পি ডব্লিউ. ডি. ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন এলাকায় ট. আর., জি. আর

এর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে অনেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে তারা কি জানেন না কারণ তাদের তো জানার কথা নয় তার ওরা জানতে পারেন না? হঠাৎ করে বিরোধী দল হয়েছে কি বলবে বিপ্লবী-টিপ্লবী না বলতে তো হয় না তাই এই রকম কায়দায় তারা আরম্ভ করেছেন। মাননীয় সদস্যরা বার বার বলছে আমরা যে কংগ্রেস ছেড়ে জনতায় এসেছি কি বলবো তার তাদের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল আমরা যে কংগ্রেস ছেড়ে জনতায় এসেছি একদিনে আসি নি আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেই প্রীতি গন্ধময় অবস্থাটাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনারাও চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনাদের সুবিধা নই এ জন্য আসতে পারছেন না তা না হলে আপনারাও আসতেন কিন্তু মন্ত্রীত্ব আর দেওয়া হবে না, মন্ত্রীত্বের লোভ সকলেরই আছে মন্ত্রীত্ব পেলে আপনারাও আসতেন এটা আমার জনা আছে। মাননীয় সুনীলবাবু বলেছেন যাব না দুঃখ পেয়েছি ডাকি নি কারণ এই সমস্ত মানহানির যোগ চলে গেছে স্যার, জনতাতে আমরা কেন এলাম আমরা এক দিনে আসি নি এই কথা বলতে চেয়েছিলাম স্যার। সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে দুর্নীতির অভিযোগ আমরা করি নি এমন নয় আমরা তো ১৯৭০ সাল থেকে অভিযোগ করে আসছি বিভিন্ন অবস্থায় কার্য্যাবলী নিয়ে চাকুরী নিয়ে তো বহুত কথা বলা হয়েছে কই আমি বলেছিলাম তো বনমালীপুরে সমস্ত চাকুরী হয়েছে কই তখন তো দরদী বন্ধুরা একটা কথাও বলেন নি কারণ কথা বলার উপায় ছিল না আজকের কথা হচ্ছে আমাদের পত্রিকায় নাকি অমুক সি. পি. এম এক কথা বলেছে গণতন্ত্র কথাটা কি আপনারা জানতেন তখন গণতন্ত্র কাকে বলে সেটা কি জানতেন? মাননীয় মন্ডলবদাররা যখন বলল চল এ দিকে যেতে হবে কেন তখন প্রশ্ন হয় নাই কেন এই গড্ডালিকা প্রবাহের মত মন্ডলবদাররা যেখানে যাবে সেখানে সবাই গিয়ে মরবে কাজে কাজেই এত গণতন্ত্র, গণতন্ত্র কংগ্রেসী কিন্তু গণতন্ত্র তো আপনারা জানতেন না কর্তা যা বলল হা হোক, না হোক, অন্যায় হোক, ন্যায় হোক সেখানেই যেতে হবে এই যে পরিস্থিতি এত যে মানসিকতা ছিল আপনাদের সেই মানসিকতা তো আজকে একদিনে যাবে না আড়াই বছরে কি যাবে আরও কিছু থাকুক না তার পরে যাবে? মানসিকতা কি ছিল না ইন্দিরাগান্ধী যখন বলছে আমাকে চলতেই হবে, শুনতে হবে, সুখময় বাবু যা বলছেন তা মানতে হবে কেবিনেট যখন হলো সবাই যখন বললো আমাদেরও বলার দরকার মিটিং নাই কোন ইনভাইট নাই বিসনস্ হয়ে গেছে যাও দস্তখত দিয়ে আস খুব অভিডেন্ট বয় দস্তখত দিলাম কিসের উপর দিলাম আর কেনই বা দিলাম কোন খবর নাই এই তো মশাই বড় গণতন্ত্র? কাজেই তারা যখন চিন্তা করতে পারেন নাই সুখময়বাবু যা বলেছে তার বিরুদ্ধে কথা বলা যায় ওরা চিন্তা করতে পারে নাই তারা অন্যায়কে মেনে নিয়েছে। ন্যায়-অন্যায় কিছু নেই সুখময়বাবু যদি বলেন তোমরা জলে ডুবে মর যাও, তাহলে সবাই জলে ডুবে মরবে তাই হয়েছে স্যার, কাজে কাজেই এই ধরণের গণতন্ত্রের মধ্যে যারা অভ্যস্ত ছিল এই ধরণের আভিনিবেশের মধ্যে যারা অভ্যস্ত ছিল তাদের আর কি হবে? নৃপেনবাবু যে কথা বলেছেন জানি ওরা মানছে না, জনতা যে কথা বলছে ওরা মানছে না নিশ্চয়ই বোধ হয় এর মধ্যে কি একটা বাহার আছে কিন্তু এটা তো বন্ধু আপনাদের বুঝতে হবে?" যে গণতন্ত্রে প্রত্যেকের মানসিকতা এক নয়, প্রত্যেকের চিন্তাধারা এক নয় এই চিন্তাধারা আগে এনে একত্রিত করতে হবে করলেই প্রকৃত স্বরূপ পাওয়া যাবে কিন্তু আমাদের সেই যে যারা বিপ্লবী হয়ে গেল যারা বিপ্লবতা করছে হঠাৎ করে আড়াই বছর ধরে এই আড়াই

বছরে ওরা বগ্নবী বুঝবে কি করে স্যার, কংগ্রেস গণতন্ত্র জানে না তো কাজে কাজেই এই রেন অবস্থাতে ওদেরকে কি বলা যায় এই সমস্ত কথা বললে স্যার, কষ্ট লাগে যে হঠাৎ করে ভূতের মুখে রাম নাম যে হঠাৎ করে তারা বিপ্লবী হয়ে গেছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কথা বলছিলাম সুথ ময়বাবুর বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আমরা তো আজকে বলছি না কি অপরাধ ছিল কংগ্রেস আজকে চামড়া পালটালে বলে তাদের জায়গা হয় নি কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই চন্দ্রশেখর কি কংগ্রেসে ছিলেন না আজকে জনতার প্রেসিডেন্ট তিনি হয়েছেন কি অন্যায় ছিল তার তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কি অন্যায়ে তাকে জেলে আটকানো হয়েছিল? সমীর বর্মণ কি অন্যায় করেছিল যে স সাসপেণ্ড হয়েছিল কি অন্যায়ে সমীর বর্মণকে জেলে পুরা হলো? কেন এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হয় নি সমস্ত সদস্যদের বলেছি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ তোমরা কর কেন তারা কেউ এগিয়ে আসে নি? তার কাছে এই অবিচারের জন্য সুখময়বাবু কেন তার উপরওয়ালা শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী যিনি উনাকে বহাল করেছিলেন? জরুরী অবস্থার মধ্যে তারা কি করলো সেই ইতিহাস তো সকলেরই জানা আছে নিশ্চয়ই চোর চন্দ্রশেখর মহাশয় চোরি করে নি চুরি করেছিল সবাই তারা আগাম জামীন চেয়েছে কি জানি আবার জেল হয় কিনা? চন্দ্রশেখর তো চুরি করে নাই? মোহন ধারিয়া চুরি করে নাই তারা তো কংগ্রেসে ছিল কিন্তু আমার জায়গা পাব না এর প্রমাণ দেখছেন না শ্রীমতি নন্দিনী শতপথী জনতা থেকে দাড়িয়েছিলেন দেখলেন না উনি জায়গা পেলেন কিনা? উনি জায়গা পেয়েছেন। অপরাপর এই মেঠো বক্তৃতায় জনতাকে আটকাতে পারবেন না জায়গা তাদের আছে জনসাধারণ জানে কাদের কোথায় জায়গা আছে তারা ঠিকভাবে সেখানে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন দীর্ঘদিন তো মহাশয়রা করলেন আপনারা এখন কিছু করেন না আপত্তি কি? উত্তর ভারতে সব তো দেখলেন কি হয়েছে কাজেই বিপ্লব বাদ দিয়ে যদি কিছু করার থাকে, মানুষের যদি কিছু উপকার করা যায় সেগুলি করার চেষ্টা করুন। মাঠে, গ্রামে গঞ্জে বাবুরা যা বলেন বক্তৃতার স্বভাব বাদ দিন এখানে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন যান না গ্রামে দেখে আসুন কি করছে গ্রামের মানুষ? আমরা জনতায় এসেছি, আমরা কোয়ালিশান করেছি জনতাতে আম। যারা এসেছি আমরা নানা কারণে নানা সময়ে এবং সঠিক সময়ে আমরা এসেছি এখন যারা কংগ্রেসে আছেন তারাও জানেন যে কিছু করা যাবে না কারণ কংগ্রেস দ্বারা কাজ হবে না কারণ কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা এবার হবার পর আমরা তো দেখলাম স্যার, যদি পারতাম সই করা কাগজ আমাদের কাছে ছিল স্যার, দেখলেন না ওংকম জনতায় এসেছে সেই সই করা কাগজ আমার কাছে আছে।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষমোহদয়, আজ আমি দেখলাম চাকরী নিয়ে ওনারা ওয়াক আউট করে গেলেন সে জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। বিগত মন্ত্রীসভায় কয়জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে এই চাকরীগুলি কারা পেয়েছে। বিগত মন্ত্রীসভায় দেখলাম যে মুখ্যমন্ত্রী আইন মানছেন না বেআইনী ভাবে তারা চাকরী দিয়েছে। কারণ তাদের যে অবস্থা এটা বলতে হলে স্যার বড় মুস্কিল এতো বড় কথা কি করে বলব। তারা এখানে যে সিডুয়েল কাষ্টের দরদ দেখালেন তাদের দরদ একেবারে উৎলে পড়ছে। মাননীয় সদস্য এই দরদ যদি অন্ততঃপক্ষে ইহারা জেলায় এক দিন আগেও দেখাতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম। যারা চাকরী পেয়েছে তার মধ্যে সিডুয়েল কাষ্ট একটাও নাই। তার এই সব কথা বলে তারা আর আগে ওয়াক আউট করে চলে যেত এই বিধান সভা থেকে। কাজেই সিডুয়েল কাষ্টের দরদ অন্তত: পকেটা তাদের গোড়া

পায় না বিগত দিনে যা ওনারা করেছেন তা অশোভন। স্যার, ওনারা বলছে জনতার বর্তমানে কোন পলেসী নাই। কি সুন্দর কথা ওনাদের মুখ দিয়ে বের হলো "জনতার যদি পলেসী না থাকে তাহলে জনতা কি করে পাশ করল" এটা কি হাওয়ায় পাশ করল'। স্যার, লোক সভার হাওয়ায় পাশ করল কিন্তু বিধান সভায় কোন হাওয়ায় পাশ করবে। ভারতের মানুষ একেবারে বোকা আর ওনারা একেবারে পণ্ডিত। এই ত্রিপুরায় এই কয়জন পণ্ডিত আছেন তারা একেবারে বিজ্ঞ আর ভারতের ৭ কোটি মানুষ কোন পলেসী জানেন না, সেখানে কোন বুদ্ধিজীবী নাই আইনজ্ঞ ন'ই, তারা এ:কবারে মুর্খ্য। তাদের কোন পলেসী না থাকলে তারা ভোট দেবে— এমনিতে? এই যে পণ্ডিত আছে ওনাদের রাচীর পাগলা গারদে পাঠান দরকার। পাগলা গারদ রাচী আছে কলকাতা আছে দিল্লীতে আছে কিন্তু স্যার ওনাদের রাচীতে পাঠালেই ভাল হবে আমার মনে হয়। স্যার 'ক বলব বলতে গেলে হাসি পায়। আমরা বিপ্লব করেছি আমরা জানি কি করে কর:তে হয় কিন্তু ওনারা সুখময় সেনের গোলামি করেছেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করার ক্ষমতা সুখময় বাবুর ছিলনা সুবল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ওনার নেই। কংগ্রেস সংবিধান ভ:ঙ্গ একটা লোককে সাস্‌পেনশান করল ১৫ দিনের মধ্যে তাকে সো কজ দিতে হবে, তাকে নোটিশ দিতে হবে। আমি ১৯ মাস পর্য্যন্ত সাস্‌পেনসানে ছিলাম কোন সো কজ নেই কোন নোটিস নেই কিছু নেই এমন কাণ্ডকারখানা একটা অবাক কাণ্ড। মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, এই কংগ্রেস তারা কোন আইন মানে না পলেসি মানে না, নীতি মানে না, সংবিধান মানে না, বাবা মানে না কিছু মানে না সংবিধান মানে তো একটা আইন, তারা কিছু মানে না। যারা আইন মানে না জনতা এখানে আসবে কি করে। ডিমাণ্ডের সময় আমি সব বলব কে কি করেছেন কোথায় কোথায় টাকা মেরেছেন সব আমার জানা আছে সব আমি বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা নাকি জি. আর, টি. আর দিয়েছি দলীয় লোকদের। কিন্তু কেটাগোরিকেলী তিনি নাম বলেন নি। বলেছেন দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে। আমরা তো এখানে ২টা দল আছি একটা সি. পি. এম এবং জনতা। যখন আমরা এক সঙ্গে আছি তাহলে তিনি আমাকেও এই কথা বলেছেন। কিন্তু স্যার গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? একটা এলাকাতে জি আর, টি. আর দিতে হলে সেখানে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেওয়াটাইতো নিয়ম স্যার। কিন্তু উনারা কি করে যে এই কথাটা বললেন আমি বুঝলাম না। আমরা তো মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেবার চেষ্টা করছি। আমরা তো আর আগরতলায় বসে এই কথা বলছি না যে সে আমরা আত্মীয়,তাকে দিয়ে দাও। কালা, ধলা ইত্যাদিকে দিয়ে দাও। আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি স্যার। গণতন্ত্র কি এই টা যদি তারা বুঝত তাহলে তারা এই কথা বলতে পারত না স্যার।

স্যার উনারা বলেছেন খাস জনতা আর জোট জনতা। এটা সত্যি কথা। এটা আমি স্বীকার করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি ১০ মিনিট সময় নিয়েছেন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— স্যার, আমি বেশী সময় নেবো না। ঐ খাস জনতা আর জোট জনতাটা একটু বুঝিয়ে দেই। কোন লোক যদি বিপদে পড়ে এবং সে গিয়ে যদি কারও কাছে আশ্রয় চায় তাহলে সে কি আশ্রয় দেবে না। এটাতো আমাদের ভারতবর্ষের নীতি। তার

দোষ গুণ পরে বিচার হবে। কিন্তু সে যখন আশ্রয় চাইছে তাকে তো আগে আশ্রয় দিতে হবে। পূর্ত মন্ত্রী থাকা কালে বুদ্ধ মন্দিরের নাম করে এক কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে তিনি টাকা খেয়েছিলেন। এই নিয়ে বেশ একটু হৈ চৈ ও হয়েছিল। এইটা আমরা জানি। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করবো ব্যাপারটা যেন একটু তদন্ত করে দেখেন। আগে মন্ত্রীর আত্মীয় স্বজনকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হত। তখন তৎকালীন ফিনান্স মিনিষ্টার শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এসে এটা বন্ধ করলেন। এই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু কথা হল বিগত দুই বৎসরে মন্ত্রীর আত্মীয় স্বজনেরা কি পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন এইটা তদন্ত করে দেখবার জন্য আমি মাননীয় কোয়ালিশন মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা ফাইট করেছে, তাদের নীতির বিরুদ্ধে যারা ফাইট করেছে তারা বিচার পাই নাই। চন্দ্র শেখরকে জেলে পাঠানো হল। মোহন ধারিয়া বিচার পায় নাই। তাকে জেলে পাঠানো হল। এইখানে ৫ মিশালী দলের কথা বলা হয়েছে এটা আমি স্বীকার করি। এই ৫ মিশালী দলেই জনতা দলের জন্ম হল। কংগ্রেসের কারাগারে যেমন শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হল, ঠিক তেমনি ইন্দিরা গান্ধীর কারাগারে জন্ম হল জনতা দলের। এইটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এইটা গোজা মিলের ব্যাপার নয়। এইটা ঐতিহাসিক কারণে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এই কংগ্রেসের কারাগারে জনতা দলের জন্ম হল। কংগ্রেসকে ধ্বংস করার জন্য জনতা দলের জন্ম হল বর্তমানে যার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাদেরকে ডি আই মিশা প্রভৃতি আইনে ইন্দিরা গান্ধী জেলে পাঠালেন তাঁর রাজত্বকে কায়েম করার জন্য। এবং তাঁদেরকে শেষ করে দেবার জন্য চক্রান্তও করেছিলেন। কিন্তু পারেন নাই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সেটাকে ওভার কাম করতে পারেন নাই। কাজেই যেমনি করে কংগ্রেস কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, তেমনি করেই ইন্দিরার কারাগারে জনতা দলের জন্ম হল। এই ৫ মিশালী দল জনতা পরে নিজের নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির অমোঘ আহ্বানে একটি দল জনতায় পরিণত হল। এবং আমরাও দল ত্যাগ করে জনতাতে এসেছে এই কথা আপনারা বলতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কথা হচ্ছে এই জনতা দলের সৃষ্টি যে ভাবে হয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য। ভারতবাসীর মূল যে বক্তব্য সে বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছিল কারাগারে।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এই জনতা দল সৃষ্টি যেভাবে হয়েছে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনের কথা, ভারতবর্ষের জনসাধারণের মূল যে বক্তব্য তারই পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারের অন্তরালে সেটা গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালে জয়প্রকাশ নারায়নের যে আন্দোলনের ডাক, সেদিন থেকেই সেটা আরম্ভ হয়েছিল এবং ত্রিপুরাতেও আমরা জনতার ডাকে সারা দিয়েছিলাম। কাজেই অটমেটিক কারণেই, সেই প্রকৃতির নিয়মে জনতা দল এসেছে, কিন্তু এই সত্য কথাটা তাঁরা বলবেন না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আপনি এখন শেষ করুন।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস:—আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি শেষ করব স্যার। আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, উনারাতো বার বারই বলতে চাইছেন যে তাঁরা নাকি এটা তৈরী করেছেন এবং সেটাই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এখানে কথা হচ্ছে যে তাঁরা হাজার হাজার পাপ যে করে গেছেন, তার মধ্যে কত ভাল করা যাবে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর করার অনেক ছিল কিন্তু এই আড়াই মাসের মধ্যে এত পাপের মধ্যে কত দূর করবেন ? তবুও এটা পাশ করব কেন, কারণ বাজেটে যে পয়সা আছে সেটা পাশ না করলে

জনসাধারণকে দুর্ভোগ ভুগতে হবে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটও পড়ে আছে, কাজেই এটা পাশ করাতে হবে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে আমরা কি দেখি, তার মধ্যে যে লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়েছে, ক থেকে আরম্ভ করে ট পর্যন্ত, তার মধ্যে আমরা দেখব মোটামুটি ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতি করতে হলে যা যা প্রয়োজন, যতটুকু করলে পরে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মিনিমাম একটা যে অভাব সেটা মেটাতে পারি সেই ব্যবস্থাটা, সেই লক্ষ্যগুলি এই বাজেটে রাখা হয়েছে। বিরোধি পক্ষকে আমি বলব আপনারা দেখুন আমরা কি করতে পারি আর কি করতে না পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনেক সময় নিয়েছি, এই ব্যাপারে আর নূতন করে কিছু বলতে চাইনা, যদি সময় পাই তাহলে ডিম্যাণ্ডের উপর বলব, এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আমাদের সামনে ১৯৭৭—৭৮ সনের বাজেট পেশ করা হয়েছে, বাজেটটা বলতে গেলে গতানুগতিক বাজেট, এর মধ্যে নূতন কিছু নেই। আমরা মনে করেছিলাম জনতা সরকার জনতার জন্য এমন একটা সুন্দর বাজেট পেশ করবেন যার দ্বারা জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমনের আশা আকাংখা ফুটে উঠবে, কিন্তু আমরা দেখছি এই বাজেট হতাশা-ব্যঞ্জক, এর মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট আমরা দেখতে পাই না যার দ্বারা জনমনের আশা উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে, অনেকে হয়তো এর দ্বারা দুঃখিতই হতে পারে। তদুপরি বাজেট আলোচনা প্রসংগে এখানে যে কবিগানের মত কতকগুলি উক্তি এখানে করা হল ইতিপূর্বে, সেই উক্তির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক মহাশয় যে আমাদের শিক্ষা দান করেছেন গণতন্ত্র সম্পর্কে, তাঁরাই যেন গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন, আমরা গণতন্ত্র এর কিছুই জানিনা এটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের কনষ্টিটিউশান যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে, তারই বলে আজকে তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এবং অধিকার তাঁরা পেয়েছেন। আমাদের শিক্ষক মহাশয় অনেক উদাহরণ দিয়ে আমাদের গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন এই বিধান সভায়। যাই হোক্ তিনি প্রথমে বলেছেন আমাদের দল নেতাকে, খরা, বন্যা ইত্যাদি উপলক্ষে জনসাধারণের যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, তারজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এমন সব ভাষা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে মনে হয় তিনিই যেন তাদের জন্য দুঃখিত, আর কারও কিছু নয়। কিন্তু তিনি এটা লক্ষ্য করেননি যে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে পরিষ্কার বলেছেন আপনারা সকলে মিলে পূর্ব্বে যেমন সাহায্য করেছেন, এখনও সেইভাবে সাহায্য করবেন। তাহলে বক্তব্য একে উপরের উল্টো বক্তব্য হচ্ছেনা কি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আহ্বান করেছেন, সেখানে বিধান সভার সদস্যরা নিশ্চয়ই বাদ যায় না, সবাই মিলে পূর্ব্বে যেমন কাজ করেছেন, সেইভাবে কাজ করার জন্য যেখানে ডাক দিয়েছেন, সেখানে তিনি কি করে আশা করতে পারলেন সেটা আমাদের দল নেতার স্বীকৃতি, সত্য এখানেই প্রকাশ পেয়েছে, তার বেতার ভাষনে তিনি সেটা বলেছেন। সেটাকে স্বীকার না করে যে উক্তি তিনি এখানে করেছেন, সেটা ঠিক নয়। এই বাজেট বক্তব্য এ আমি একটা প্রথমে বলছি, দল নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে, আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রাক্তন এম. পি. এক সভায় বলেও ছিলেন যে বর্তমানে তাঁরা কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রি সংগঠন করেছেন, সেখানে যাঁরা কংগ্রেস দলত্যাগী হয়ে এসেছেন আমরা স্বীকার করি কংগ্রেস এতদিন যা কাজ করেছেন, তার মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তিনি বলেছেন যাঁরা দল ত্যাগী, তাঁরা ভিন্ন পুচ্ছ পড়ে এসে তাদের সংগে মিলে সরকার গঠন করেছে, তাদের থেকে সাবধান। এটা আমাদের কথা নয়।

আমরা স্বীকার করি কংগ্রেসে যারা এতদিন কাজ করেছেন তারা অনেক অন্যায় করেছেন। কিন্তু যাঁরা দলত্যাগী হয়ে এসেছেন তাঁরা তাঁদের চাইতেও অনেক বেশী দোষী। শুধু তাই নয়, তারা কাকপুচ্ছ সরকার গঠন করেছেন। কাজেই তাদের সম্পর্কে আপনারা সাবধান থাকুন। সেটা আমার কথা নয়, একটি সরকারী দলের কথা। কাজেই এটা যদি কোন সদস্য বলে থাকেন সেটা কোন সদস্যকে অবমাননা করার কথা নয়, প্রত্যেক সদস্যের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সুতরাং কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেও এই যে একটা ভিন্ন মত পোষণ করা এতে সাধারণ মানুষের মনে শঙ্কা জাগছে যে আমাদের কোন উপকার হবে কিনা ? তারা এখনও স্থির হতে পারছেন না যে তারা এখানে সরকার ঠিকমত চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। তারা শুধু সুযোগ নিচ্ছেন এবং জনসাধারণ তাদের এই দিকে সহায়তা করবেন কিনা আমার মনে সন্দেহ আছে। আমি যে জিনিষটা এখানে বললাম সেই সম্পর্কে সবাই সজাগ থাকবেন। শুধু ইলেকশান বক্তৃতা নয়, ভুল ত্রুটি অনেকেরই থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে কিভাবে তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে কিভাবে তাদের শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া যাবে, কিভাবে রাস্তা ঘাটের উন্নতি হবে। গত মন্ত্রীসভা পূর্ণরাজ্য পাবার পরে মাত্র ৫টি বছর পেয়েছিলেন। এখন কেন্দ্র বলছেন আমাদের পাঁচটি বৎসর সুযোগ দিন, আমরা তৈরী হয়ে নিই। তাহলে চিন্তা করে দেখুন পূর্ণ রাজ্য পাওয়ার পরে এই মাত্র পাঁচ বছরে সরকার কম কাজ করেন নি। আমাদের হয়ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তবুও আমাদের দেখতে হবে যে পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর পাঁচ বছরে রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ প্রভৃতির যে উন্নতি হয়েছে সেটা আপনারা এর আগে লক্ষ করেছেন কিনা সেটা সন্দেহ জনক এবং প্রাক্তন পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যেভাবে উদ্বাস্তু এসেছিল সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আরও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এবং আমাদের যেখানে নিজস্ব রাজস্ব নেই, কেন্দ্রের উপর যেখানে আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয় সেখানে আমরা যে উন্নতি করেছি সেটা নেহাত কম নয়। কাজেই গত সরকার পাঁচ বছরে যে কাজ করেছে সেটা খতিয়ে দেখা উচিত। কাজেই এই জনতার সরকার গঠন হওয়ার পরে যে চিত্র তুলে ধরেছেন সেটা আমি হতাশা ব্যঞ্জক বলে মনে করি। এখন যেভাবে দ্রব্যমূল্য উর্দ্ধগতি হচ্ছে আমরা আশা করেছিলাম সেটা কমবে বা স্থিতিশীল থাকবে। কিন্তু তার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাই নি। আজকে বেকার সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন জবাব দিতে পারলেন না যে তিনি লিখিত কোন প্রস্তাব নিয়েছেন কিনা। সেটা বায়না করে তিনি উত্তর দিয়েছেন সত্য, কিন্তু কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেন নি। আজকে জনতার দাবী নিয়ে তাঁরা এসেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বা তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ঠিক মত উত্তর না পাই তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের। কাজেই যে সরকার গঠন করা হয়েছে তারা যাতে সচেষ্ট হোন যে যারা নাকি আগে চাকুরী পায় নি, তাদের কথা আগে চিন্তা করা হবে—আমরা জানি, আমরা ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলাম, একদিনে সেটা করা সম্ভব না, আপনারাও পারবেন না। কিন্তু সেখানে একটা সুষ্ঠ নীতি থাকা দরকার। সেখানে আপনারা স্পষ্ট কোন জবাব দিতে পারলেন না যেখানে প্রশ্ন করা হল কি নীতিতে আপনারা চাকরী দিয়েছেন। সেখানে জবাব এল ২ হাজার কন্টিনজেন্টকে আমরা রেগুলার করার চেষ্টা করছি। দিয়েছি নয়, চেষ্টা করছি। ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়েছে। যে প্রশ্ন

করা হয়েছে সেই প্রশ্নের জবাব যদি না পাই তা হলে ট্রেজারী বেঞ্চে যাঁরা আছেন তাঁরা যখন আগে আমাদের কাছে জবাব চাইতেন—সেগুলি সম্পর্কে মাঠে কে কি বক্তব্য রাখবেন? আজকে সুস্পষ্ট বক্তব্য বা নীতি রাখলে জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার হবে। আর এক জায়গায় লেখা আছে ৫৫ লক্ষ টাকা জুলাই মাসে খরচ করা হবে। কিন্তু আমরা জানি এক মাসের মধ্যে এত টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবুও যদি আপনারা তা করতে পারেন, তাহলে সত্যিই জনসাধারণ উপকৃত হবেন। কিন্তু আমি জানি এর মধ্যেই এমন কোন কোন লোকের হাতে টাকা গিয়ে পৌঁচেছে যা নাকি গরীবদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে না। তাহলে আপনারা যে সমালোচনা করেছেন, আপনারা তো সেই একই কাজ করছেন। তাহলে জনতা সরকারের যে পপুলারিটি আপনারা স্থাপন করবেন তার তো লক্ষণ আমরা দেখছি না। সুতরাং জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারেন যে এদের কাজের মধ্যে স্পষ্ট কথা আছে এবং কথার মধ্যেও ওয়েট আছে বা সেই মেশিনারী যার প্রয়োজন আছে, শুধু মুখের কথায় হবে না, সেই মেশিনারীও আছে তাহলে জনসাধারণ বিশ্বাস করবে। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ আছে আপনারা যেট মুখে বলেছেন সেটা কার্যকরী করতে পারবেন কিনা। আবার অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে ঋণ পরিশোধ এবং ধার দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয় এবং তাতে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তারা একবার বলছেন ত্রিপুরা সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন আবার তিনিই বলছেন ঋণ শোধ করবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হয় তাতে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী— আবার বলেছেন জি, পি, ফান্ডের টাকা যা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা, তা না পাওয়ায় রাজ্য সরকারকে কাজ করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এই কথা যখন আমরা বলেছিলাম, তখন কিন্তু বিরোধী পক্ষ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সমালোচনায়। আজ দেখছি সে একই কথায় তারাও আসছে। তাহলে আমরা কি একই জিনিস শুনতে পারছি না? বরঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা নাকি গ্রামের গরীব সাধারণ তাদের সুযোগ সুবিধা এনে দেওয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা সত্যি আমরা কেন চিন্তা করি না যে কো-অপারেটিভ ব্যাংক যেগুলি সরকারের পরিচালনাধীন আছে, সেগুলিতে আরও ডিপোজিট বাড়ানো, সেগুলিতে ডিপোজিট বাড়িয়ে জনসাধারণকে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া। গ্রামীণ ব্যাংক এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যে জায়গায় জনসাধারণ ব্যাংক দেখে নি বা জনসাধারণ ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা পায় নি। যদিও বাজেটে উল্লেখ আছে যে এই বছর ২০টি ব্যাংক খোলা হবে, কিন্তু আমি সন্দিহান এই সম্পর্কে, কারণ ব্যাংক এমন জায়গায় ব্যাংক খোলে না যেখানে ডিপোজিট পাওয়া যায় না। আমি এই সম্পর্কে এখুনি হতাশাব্যঞ্জকভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি সন্দিহান এটা রূপায়িত হবে কিনা। হয়তো এই সরকার ব্যাংক খোলার ব্যাপারটা রূপায়িত করতে চাইবেন বর্ণে বর্ণে। কিন্তু আমি নিজে এই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছি। বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত চিকিৎসক আছে এবং তার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে সমস্ত হাসপাতাল, সেই সমস্ত হাসপাতালগুলিতে আজকে ডাক্তারের অভাব। অথচ অন্য দিকে দেখছি যে আড়াই মাসের মধ্যে এই সরকার ৮।৯ জন ডাক্তারকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে।

কিন্তু বুলাইর মত জায়গাতে কিম্বা কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রামগুলিতে বা দূর প্রান্তের গ্রামগুলিতে ডাক্তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে ঐ ৮।৯ জনকে জি, বিতে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা এই এ্যাসেম্বলীতে এসে জনপ্রতিনিধি হয়ে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জ্জন করছি কেন? যারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য এত দরদী, আজকে তো কংগ্রেসীরা আর ট্রেজারী বেঞ্চে নাই। আজকে তো জনদরদী জনতা সরকার ট্রেজারী বেঞ্চে কেন গত আড়াই মাসের মধ্যে ৮।৯ জন ডাক্তারকে জি বি-তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন, কেন আপনার গ্রাম এলাকার জনসাধারণের জন্য এই ডাক্তারদের সেখানে পাঠান নি কেনই বা আপনারা অন্য ডাক্তারদেরও সেখানে পাঠান নি আর কেনই বা আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রাখেন নি ডাক্তারদের কেন আপনারা গ্রামমুখী করছেন না। তা যদি করতেন তাহলে গ্রামের মানুষ গুলি তাদের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পেত। এতে সেখানকার মানুষগুলির উপকার হত। তারপর সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত সোসাইটি, যেগুলি নাকি ব্যাংকের ঋণ আদায় করে এবং গরীব জনসাধারণের মধ্যে ঋণ দান করে। সমবায় খাতে ব্যয় বরাদ্দ আছে সত্য, সেখানকার কর্মচারী-ট্রেনিং এর জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ আছে কিনা, সেটা পরিষ্কারভাবে কিছু লেখা নাই। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম্মের জন্য যদি একটা ট্রেনিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে যদি ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে তারা সোসাইটিগুলিকে সন্জিবীত করবে এবং ট্রেণ্ড আপ পার্সোনেল যদি থাকে তবে সেখানকার ঋণ আদায় হবে আর ঋণ যদি আদায় করা হয় তাহলে সেটা আবার ঋণ হিসাবে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এখানে ঋণ আদায় করে সেটা আবার ঋণ হিসাবে দেওয়ার কথা বাজেটে আছে, কিন্তু সেটা কি ভাবে আদায় করা হবে সেই সম্পর্ক সুস্পষ্ট বক্তব্য নাই। সেই ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে, কারণ সোসাইটিগুলিতে যে সেক্রেটারী থাকে, সেই সমস্ত সেক্রেটারীরা ট্রেণ্ড আপ থাকে না, ফলে সোসাইটিগুলি প্রায় সময়ে লিকুইডিশানে যায় এবং কোন সময়ে সেগুলি কার্যাকরী হতে পারে না। তাই দরকার সুষ্ঠ একটা নীতি এবং এদিকে যদি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় তাহলে সেটা কার্যাকরী হয়। কিছু দিন আগে আমরা শুনেছি যে এই সরকারের অধীন লাইব্রেরীতে কিছু সংখ্যক লোক নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরী সাইন্স এমন একটা সাইন্স, আজকাল লোক শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে এমন ধরনের লাইব্রেরী চায় যেখানে রেফারেন্স বই বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বই চাওয়া মাত্র পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা বা সেগুলি তন্ন তন্ন খুঁজার জন্য তাদের সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই লাইব্রেরীকে ট্রেণ্ড পার্সোন্স যদি থাকে, তাহলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু এই সরকার কিছু লোককে যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন তারা কেউ ট্রেণ্ড আপ নয়। কাজেই আমি দেখছি যে এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দকৃত টাকা থাকলেও, সেই টাকার অপ-ব্যবহার হচ্ছে বলেই আমার ধারনা। জনতা সরকার জনপ্রিয় হউক এটা আমরা চাই কিন্তু এই ধরনের কাজ যদি করা হয় যেমন যারা ৬ মাসের ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের বাদ দিয়ে যারা আন-ট্রেণ্ড পার্সোন্স তাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তাহলে তারা কিভাবে জনসাধারণের সেবা করবে, আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। কাজেই এই সম্পর্কে যদি একটা সুষ্ঠ নীতি না নেওয়া হয়, এবং সরকার যদি এই সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা না করেন তাহলে আজকে আমরা চিন্তিত যে এই সরকার বিগত সরকারের যতই সমালোচনা করুক না কেন, তার

চাইতে আরও ওয়াই, তারা আরও খারাপ কাজ করবেন জন সমক্ষে। এখানে ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ কৃত যে অর্থ, সেখানে বাজার উন্নয়ন খাতে দেখা যাচ্ছে বরাদ্দ কম করা হয়েছে। এটা অত্যান্ত দুঃখের বিষয়, কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজার উন্নয়নের ও প্রয়োজন আছে এবং এগুলির জন্য বরাদ্দ অনেক কম থাকায় জনসাধারণের দুর্ভোগ আরও ব্যাপকভাবে বাড়বে ছাড়া কমবে না। তারপর ক্ষুদ্র সেচ এবং পূর্ত এই দুইটি জিনিস অত্যান্ত জরুরী, কিন্তু এখানে দেখতে পারছি যে এর জন্যও বরাদ্দ অনেক কম ধরা হয়েছে। এগুলি হল ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাণস্বরুপ। কারণ ত্রিপুরাতে সাধারণ লোক আজকে চাকুরী পাচ্ছেনা, শিক্ষিত বেকাররাও আজকে কাজ করতে চায়, যাতে নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের রোজগার করে খেতে পারে, তারা নিজেরা জমিতে চাষ করতে চায়, তারা জমি আবাদ করতে চায়, কিন্তু এখানে ও দেখছি টাকা কম ধরা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারে না। দুগ্ধ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতে এমনি শিশুদের এবং রুগ্ন মাতাদের যে সমস্যা, হাসপাতালের রোগীদের জন্য এত দুধের প্রয়োজনীয়তা আছে। তারা আজকে দুধের জন্য হাহাকার করছে, কিন্তু এই দুধের জন্যও ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য রাজ্য ঘুরে আমরা দেখছি যে সেই সব রাজ্যে দুধের জন্য নতুন নুতন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। যেমন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আমুল ধরনের হিমুল বলে একটা পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। তেমনি ভাবে এই জনতা সরকার এর অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যেও নূতন ধরণের দুধ প্রকল্প আসতে পারে, যাতে করে এই জনতা সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু বাজেট দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা সেই রকম আশাও করতে পারিনা। এই যে বাজেট তাতে নতুন করে এমন কোন আশা ব্যঞ্জক কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। তবে আমি আমি যে কতগুলি সাজেশান রেখেছি, আশা করি এই নূতন সরকার সেগুলি রূপায়ণ করবার চেষ্টা করবেন এবং জনসমক্ষে সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধন দেববর্মা :—অনারেবাল স্পীকার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭—৭৮ সালের যে বাজেটে হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি তার সমর্থন আমার বক্তব্য রাখছি আমরা সবাই জানি যে এই বাজেট পূর্বতন সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার [illegible] সেটাকেই বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করতে বাধ্য হয়েছেন আমরা এও জানি যে পূর্বেকার সরকার তাদের বাজেট তৈরী করার আগেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্লেনিং কমিশনের কাছে রেখেছিলেন, এবং প্লেনিং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষ তরা এই বাজেটটি তৈরী করেছিলেন। তাই এই সরকারের নূতনভাবে বাজেট তৈরী করার মত সময় ছিলনা, বলেই তারা এটা এখানে আনতে বাধ্য হয়েছে। আজকে যদি বিদায়ী মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় থাকতেন, তাহলে তারাও এই বাজেটকেই এখানে পেশ করতেন। আমাদের যে বগত সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা [illegible] ঠিক উল্টো ভাবে পেশ করতেন। কিন্তু এখন এই মন্ত্রীসভা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ত্রিপুরার সমস্যাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী যে ভাবে এটা পেশ করতেন সেই ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে—খারো ভাল ভাবে জানি তিনি সেটা কিভাবে পেশ করতেন। আমরা দেখেছি ওরা এমন অবাস্তব কিছু করতেন যা ত্রিপুরার

সমস্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকত না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরায় এমন সুন্দর একটা ভবিষ্যত ছবি তুলে ধরতেন যা অবাস্তব। আমরা যেমন দেখেছি যে গত বাজেটের সময় কংগ্রেস আমলে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক শিল্প গড়ে তুলবেন—পাট শিল্প, কাগজের কল এবং আরও অনেক ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ'বারের বাজেটে ত্রিপুরার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। আগের বাজেটে রেলের 'র'ও ছিলনা। এর পূর্বে রেলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা সেংশান করেছিলেন এবং এর পূর্বে যখন উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ এখানে রেল করা যাবেনা বলেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে বিগত মন্ত্রীসভা একটা কথাও বলাতে সাহস পান নাই। আর বর্তমান মন্ত্রীসভা এখানে যে রেল লাইন করার প্রয়োজন আছে সেই কথা তারা বলেছেন এবং সাব্রুম প্রর্যন্ত রেল নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাখবেন। বিগত কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠির আমলে আমরা দেখেছি উপজাতিদের জন্য উনাদের কত দরদ কত অশ্রু ঝরে পরং তাদের সেই বাজেটের মধ্যে। তাতে আমরা দেখতাম যে তাদের জন্য স্বর্গ রাজ্য রচনা তৈরী করে ফেলেছেন। কিন্তু সেই বাজেটের টাকা তারা সঠিক ভাবে খরচ করা হল না তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। ভূমিহীন পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা সংশান হত—যদিও প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য—তাও যদি ঠিক ঠিক ভাবে খরচা করা হত তাহলে ত্রিপুরার পজা তর আজকে এই অবস্থা থাকতনা। বর্তমানে তারা দিনের পর দিন যে ভাবে ধ্বংসের পথে চলছে সব দিকে তাদের এই অবস্থা থাকত না যদি তাদের জন্য সেংশান করা টাকা যদি তাদের জন্য সঠিক ভাবে খরচা করা হত।

অথচ বাজেট ভাষণে এমন সব বাক্য তিনি ব্যবহার করতেন যাতে মনে হত যে উপজাতিদের জন্য স্বর্গ রাজ্য গড়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের অর্থ-মন্ত্রী তা তুলে ধরেণ নাই তিনি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই বাজেট করেছেন। এবং আমলাতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার যাতে পুনরাবৃত্তি পরিণত না হয় সেই আশাই আমরা রাখব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যে বক্তব্য রেখেছেন সেজন্য আমাদের মন্ত্রীসভা নিশ্চয় ত্রিপুরার সমস্যাগুলির কথা ভেবে ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হবেন।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 12-00 noon of Tuesday the 21st June, 1977.

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

STARRED QUESTION NO. 33

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ২। ৪। ৭৭ইং বিলোনীয়ার অভয়নগর মৌজায় প্রবল তুফানে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ?

২) ক্ষতিগ্রস্ত পানচাষী ও গৃহহীনদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) ১২,৫১৫·০০ টাকা ।

২) বন্যা ঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাব পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য এ পর্যন্ত মোট ১৩,০০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বিলোনীয়া মহকুমার শাসকের হস্তে অর্পন করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 34

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ৩১। ৩। ৭৭ইং রাত্রে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ফলে বিলোনীয়ার কৃষ্ণনগর বাজার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে,

২) সত্য হইয়া থাকিলে ক্ষতির পরিমাণ এবং

৩) ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারগণকে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দিয়া পুন: প্রতিষ্ঠিত করার কি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ? .

উত্তর

১) হাঁ।

২) আনুমানিক এক লক্ষ টাকা।

৩) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া হইতে ঋণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

STARREC QUESTI)N NO. 50

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenuh Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৫, ১৯৭৬ সালে বকেয়া খাজনা, নজরানা এবং সরকারী আদায়ের জন্য কয়টি নীলাম ও ক্রোক করা হইয়াছে ?

২) তাঁহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ও ২) অমরপুর মহকুমায় ২টি ক্ষেত্রে এবং সাবরুম মহকুমায় ৬টি ক্ষেত্রে সরকারী প্রাপ্য আদায় জন্য ক্রোক ও নীলাম করা হইয়াছে। কৈলাসহর মহকুমায় ক্রোক ও নীলাম সম্পর্কে কোন তথ্য এইক্ষণে হাতে নাই। অন্যান্য মহকুমায় ক্রোক ও নীলাম করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 64.

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে (অর্থাৎ অধিগ্রহণ ও ইত্যাদি) রাজস্ব দপ্তরের দপ্তরের বিলম্বতার ফলে উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ রাস্তা হতে দরিয়া বাগমা হইয়া মানিক্য বাজে পূর্ত দপ্তর হাত দিতে পারছেন না।

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 73.

By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister in-chaege of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিগত ১৯৭৫-৭৬ইং সনে ধর্মনগর ফটিকুলী বাজারের উন্নয়নের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ বাজারের চান্দিয়ানা মহালে ৪টি শেড করার (ঘর) করার জন্য, পূর্ব্বে বিভাগ কর্ত্তৃক টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছিল ?

৩) যদি সত্য হয় তাহলে ঐ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে কি না তাহার বিস্তৃত বিবরণ ;

৪) ধর্মনগর বাজার উন্নয়নের জন্য (ফটিকুলি বাজার) বর্ত্তমান চলিত আর্থিক বৎসরে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) না

২) হাঁ

৩) ২টি ঘর নির্মিত হইয়াছে।

৪) এখন পর্য্যন্ত কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 75

By Shri Monoranjan Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে অতিরিক্ত ঝড় ও সাইক্লোনে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে বাড়ী ঘরের ক্ষতির পরিমাণ কত এবং কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মহকুমার নাম	ক্ষতির পরিমাণ	প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ
ধর্ম্মনগর	২,৬৩,৫৮০	১৪,৮৭০
কৈলাসহর	২,৭০,৯৫০	৫,০০০
কমলপুর	৮৭,৫০০	১৪,৫০০
খোয়াই	১,৪৫,০০০	৫,০০০
সদর	৯,৪০,৫৬৫	১১,৬৬০
সোনামুড়া	৯৩,৪৫০	২,৭৭৫
বিলোনীয়া	৩,০৫,৬৯৫	৮,০০০
সাব্রুম	৯০,০০০	১০,০০০
	১৪,৯৭,৯৪০	৭১,৮০৫

STARRED QUESTION NO. 82

By Shri Ananta Hari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সাম্প্রতিক বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে কোন মহকুমায় কত ক্ষতি হইয়াছে ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NOh.

By Shri Monoranjan Naht

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Depattment be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিগত বৎসরে প্রফেশন্যাল ট্যাক্স ও সেইলস ট্যাক্স বাবত কত টাকা আদায় হইয়াছে।

উত্তর

১) গত ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে প্রফেশন ট্যাক্স বাবত ৯,৪৮,৫৯৯.০০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে অর্থাৎ ১।৭।৭৬ ইং হইতে ৩১।৩।৭৭ ইং পর্য্যন্ত মোট ৪১,৯৭,৬৩০.০০ টাকা বিক্রয়কর হিসাবে আদায় হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 87

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ১৯৭৬ সালে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কি কোন বন্ধুরাষ্ট্র কিছু খেজুর রাজ্য সরকারকে সাহায্য দিয়েছেন ?

২) যদি হ্যাঁ হয়, তার পরিমাণ এবং তা কোথায় বিলি করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১০০০ বাক্সেট। ১০০ বাক্সেট আমবাসার স্পেশিয়েল এডুকেশন ইন্স্পেক্টারকে, ৪০ বাক্সেট উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসককে ও ৪০ বাক্সেট দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসককে ডেলিভারি দেওয়া হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO —89

Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :–

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে চা-বাগানগুলির অতিরিক্ত জমি নির্দ্ধারণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে এই কমিটির প্রতিবেদন কি এবং

৩) কি ভাবে এই অতিরিক্ত জমি ব্যবহার করা হইতেছে ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না। গীতা সাহা ২০ ২

STARRED QUESTION NO. 96

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় চাষ-এ-মিলিয়ন যব স্কীমে মোট কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, এবং কি কি কাজে তাদের লাগানো হয়েছিল ?

২) তাদের মধ্যে কতজন বর্তমানে কর্মরত আছেন ?

৩) যাহারা কর্মরত নাই তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১) হাফ-এ-মিলিয়ন ষব স্কীমে মোট ১৪৯৬ জনকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদেরকে শিক্ষকতা, সমাজ শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কৃষি উন্নয়ন, গ্রাম সেবক, কারিগরি কার্য্যাবলী, বন বিভাগের কার্য্যাদি এবং পশু পালন বিভাগের কার্য্যাদিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল।

২) ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বর্ত্তমানে ১৪৫৪ জন কর্মরত আছেন।

৩) ট্রেনিং প্রাপ্ত যারা কর্মরত নাই এমন ৪২ জনকে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 98

By Shri Sudhanna Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pelased to state :—

প্রশ্ন

১) মহারাজগঞ্জ বাজারে গত ৩ বৎসরে কতবার আগুন লাগে এবং সরকারকে মোট কত টাকা রিলিফের জন্য খরচ করতে হয়।

২) ১৯৭৬ এর আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত এবং কত টাকা রিলিফ বাবত খরচ করা হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

১) ২০ বার। ৩,১০০ টাকা।

২) ১,৫৯,০০০ টাকা ক্ষয়ক্ষতি। ১০০ টাকা রিলিফ বাবত খরচ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 100

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) শিলিং লিমিট এর উপর যাহাদের জমি আছে তাদের মধ্যে যারা এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স দেন তাদের সংখ্যা।

২) তাদের মধ্যে ১৯৭৫-৭৬ এবং ৭৬-৭৭ এ কতজন এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন এবং মোট সংগৃহীত ট্যাক্সের পরিমাণ।

প্রশ্ন

১) কেহই না।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিত প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 101

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleared to state—

প্রশ্ন

১) চা-শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারের কি ব্যবস্থা আছে?

২) এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫-৭৬ এ ত্রিপুরা সরকারের হাতে মোট কত টাকা দিয়াছেন এবং তাহা কি ভাবে খরচ হইয়াছে?

৩) যদি গৃহ নির্মাণ হয়ে থাকে তা কোন কোন চা-বাগানে হয়েছে?

উত্তর

১) চা-শ্রমিদের গৃহ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ত্রিপুরা সরকার Subsidised Housing Scheme for plantation Workers 'চা শ্রমিকদের জন্য সহায়ক গৃহ প্রকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২) উপরোক্ত প্রকল্প (Scheme) অনুযায়ী ১৯৭৫-৭৬ সনে রাজ্য সরকার মোট ৭০,০০০.০০ টাকা ঋণ ও সাবসিডি আকারে বরাদ্দ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মোট ৭৫০০০ টাকা ৫টি চা-বাগানে ১৮টি চা-শ্রমিক গৃহ নির্মাণের জন্য খরচ হইয়াছে।

৩) সদর মহকুমার মেঘলিংঙ্ক, হরেন্দ্রনগর ফটিকছড়া চা-বাগানে কমলপুর মহকুমার মহাবীর চা-বাগানে এবং ধর্মনগর মহকুমার মহেশপুর চা-বাগানে নির্মাণ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 104
By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ এবং ১৯৭৬ এর মধ্যে কতটি আবগারী দোকান খোলা হয়েছে?

২) আবগারী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

৩) দেশী মদের দোকানগুলির সর্বশেষ ডাক কবে হয়েছে এবং প্রতি বছর যদি ডাক না হয় তার কারণ?

উত্তর

১) ১৯৭০ এবং ১৯৭৬ এর মধ্যে মোট ১৪টি মদের দোকান বৃদ্ধি পায়।

২) স্থানীয় চাহিদা অনুসারে মদের দোকান বৃদ্ধি করা হয়।

৩) ১৯৭৫-৭৬ ইং সনে সর্বশেষ ডাক হয়। অনেক সময় ডাককারী পাওয়া যায় না এবং ডাককারীগণ ডাক করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক কারণে মহাল পরিচালনায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। ফলে সরকারী রাজস্বের ক্ষতির কারণ হয়।

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLF

Annxure "B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 2

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the S A Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কলিকাতা দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ এর মার্চ পর্যান্ত মোট কতজন লোক বাস করেছেন এবং তাদের মধ্যে সরকারী লোক কতজন, বে-সরকারী লোক কতজন, মন্ত্রী কতজন, মন্ত্রীদের পি এ কতজন এবং সেক্রেটারী কতজন ?

উত্তর

১৯৭৪ ইং হইতে ১৯৭৭ এর মার্চ পর্য্যন্ত

	কলিকাতা	দিল্লী
সর্বমোট অতিথি বাস করেছেন	৩১৩৯ জন	১২৩২ জন
উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে		
১) সরকারী লোক—	২২৯০ জন	৫১২ জন
২) বেসরকারী লোক	৭২ ,,	৩৩৯ ,,
৩) মন্ত্রী	১১ ,,	২৯ ,,
৪) মন্ত্রীদের পি এ	৬ ,,	২৭ ,,
৫) সেক্রেটারী—	৯ ,,	৯ ,,

প্রশ্ন নং ২

কোন্ অতিথি এক সংগে সবচেয়ে বেশীদিন বসবাস করেছেন এবং কোন্ কোন্ সরকারী অতিথি বছরে দশবারের বেশী অবস্থান করেছেন ?

উত্তর নং ২

	কলিকাতা	দিল্লী
যে অতিথি একসঙ্গে সবচেয়ে বেশীদিন বসবাস করেছেন	১১৬ জন (সংকেত—এ)	৫২ জন (সংকেত—বি)

(নাম সংকেত "এ" ও "বি"তে দেওয়া হইল)

কোন্ কোন্ সরকারী অতিথি বছরে দশবারের বেশী অবস্থান

করেছেন। (সংকেত—চ) (সংকেত—ক)

(নাম সংকেত "চ" ও "ক"তে

দেওয়া হইল)

প্রশ্ন নং ৩

ঐ দুইটি ভবনে ট্রাঙ্কল বাবত উপরোক্ত সময়ে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তর নং ৩

১৯৭৪ ই. হইতে ১৯৭৭ ইং এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত

	কলিকাতা	দিল্লী
ট্রাঙ্কল বাবত মোট টাকা খরচ হইয়াছে হয়েছে—	১,২১,০৮৪/০২ পঃ	৬৯৯১৩/৬০ পঃ

প্রশ্ন নং ৪

এ খরচ কমানোর জন্য কোন চেষ্টা করা হবে কি?

উত্তর নং ৪

উক্ত খরচ কমানোর জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সংকেত—"ক"

১। শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

২। শ্রী বি, এস, রাঘবন, মুখ্যসচিব, ত্রিপুরা।

৩। শ্রী এস, বি, রায়, মুখ্যমন্ত্রীর পি, এ,

৪। শ্রী এ কে, ভট্টাচার্য্য, এম, এল, এ

সংকেত—"বি"

১। শ্রী এস সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী

২। শ্রী এস, বি, রায়, মুখ্যমন্ত্রীর পি, এ,

৩। শ্রী এম, আলী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি।

৪। শ্রী আর, দাসগুপ্ত এবং বি, ধর, পি এ,

৫। শ্রী কে, এন, দেব, ডি, ডি, ও,

৬। শ্রী ভ, দামোদরণ।

৭। শ্রী এ, কে, সেনগুপ্ত।

৮। শ্রী টি, এন, চক্রবর্ত্তী, সেটেলমেন্ট অফিসার।

৯। শ্রী কে, ডি, মেনন, রেভিনিউ কমিশনার।

১০। শ্রী ডি, এন, বরুয়া, ডি, সি।

১১। শ্রী এস, সি, বল, আণ্ডার সেক্রেটারী।

১২। শ্রী আর, শংকর নারায়ণ।

১৩। শ্রী কে, দাশগুপ্ত, এসিষ্টেন্ট কমিশনার, পুলিশ, ত্রিপুরা।

১৪। শ্রী চৌহান।

১৫। শ্রী ইউ, আর. সেন, উপ-অধ্যক্ষ।

১৬। শ্রী এইচ, ভট্টাচার্য্য, উপ-অধ্যক্ষের পি, এ।

১৭। শ্রীসতীশ রঞ্জন দাসগুপ্ত, এস, আই।

১৮। শ্রীসুধাংশু চৌধুরী।

১৯। শ্রী এইচ, কে, দেববর্মণ এবং তাঁর সঙ্গীগণ, এফ, ই, ইউ।

২০। শ্রী বি, বি, চৌধুরী, ইউ. ডি, সি, সচিবালয়, ত্রিপুরা।

২১। শ্রী আর. এল, দে, ইনভেষ্টিগেটর, সিভিলিউশান অরগেনাইজেশন

২২। শ্রী কে, পি, দত্ত।

২৩। শ্রী এ, বি. বোস, ডি, এস, পি।

২৪। শ্রী টি, এস, ভেদাগিরী, সি, ই।

২৫। শ্রী পি, সি, দাস, উপদেষ্টার পি, এ।

২৬। শ্রী সি, কে, চক্রবর্ত্তী, সুপারিনটেনডেন্ট, ল্যাণ্ড কাষ্টম।

২৭। শ্রী জে, এল, রায়, কনট্রোলার অব সাপ্লাইজ।

২৮। শ্রী এস, এল, সিং, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

২৯। শ্রী কে, পি, চক্রবর্ত্তী।

৩০। শ্রী এস, কে, ঘোষ এবং তাঁর পরিবার।

৩১। শ্রী কে. এন. দে

৩২। শ্রী বি. এস রাঘবন, প্রাক্তন মুখ্যসচিব।

৩৩। শ্রীডি. সি. দেবনাথ এস, ই. পি. ডব্লিও ডি

৩৪। শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ

৩৫। শ্রীদোলাল রায়

৩৬। শ্রীএন. সি. পাল

৩৭। শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য্য, এম. এল. এ

৩৮। শ্রীরাধিকা গুপ্ত, এম. এল. এ

৩৯। শ্রীপি. কে. দাস, এম, এল, এ (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী)

৪০। শ্রীসমার বর্মন, এম এল এ (বর্তমান আইনমন্ত্রী)

৪১। শ্রীভূপেন দত্ত ভৌমিক

৪২। শ্রী জে. কে. মজুমদার, বর্ত্তমান পূর্ত্তমন্ত্রী

৪৩। শ্রীবীর চন্দ্র বর্মণ

৪৪। শ্রীএম মহিমউদ্দিন

৪৫। শ্রীমতি কমল প্রভা দেবী এবং তাঁর পরিবার

৪৬। শ্রীঅমিতাভ সিন্‌হা

৪৭। শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজী. এ. আই. সি. সি. মেম্বার

৪৮। শ্রীলাল বাহাদুর ছেত্রী

৪৯। শ্রীএস্. বি. কে. দেববর্মণ

৫০। শ্রীগোপাল দত্ত

৫১। শ্রী এবং শ্রীমতি এস, এন্ সেন

৫২। শ্রীবিরজিৎ সিংহ

১। শ্রীপি. কে. সেনগুপ্ত, হেণ্ডিক্র্যাপ্ট ডিজাইনার

২। শ্রীবি. চৌধুরী. ইনফরমেশন অফিসার টু সি, এস

৩। শ্রীএস. নন্দী, একজিবিশন অফিসার, পি আর টি ডিপার্টমেন্ট

৪। শ্রীপি. চক্রবর্তী, ষ্টুডেন্ট

৫। শ্রী বি. চৌধুরী, ইনফরমেশন অফিসার টু সি, এম

৬। শ্রী ডি. চক্রবর্তী, লেকচারার এম. বি. বি. কলেজ

৭। শ্রী কে. কে. ভট্টাচার্য্য, হেড লাইব্রেরিয়ান, এম. বি. বি. কলেজ

৮। শ্রী সি. আর দাশ, এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টার ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট

৯। শ্রী বি. সি. সাহা, (নন-ডিউটি)

১০। শ্রী এইচ. কে. দেববর্মা, মেম্বার, টি. পি. এস. সি

১১। শ্রীএস. কে. চৌধুরী, ডেপুটি সেক্রেটারী, টি. পি এস. সি

১২। শ্রীটি. চক্রবর্তী

১৩। শ্রী এ. সিনহা, ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার

১৪। শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য্য, এম. এল. এ

১৫। শ্রী এ. কে. দাশগুপ্ত, ডাইরেক্টার অব এডুকেশন

১৬। শ্রী এম. আলী, ডেপুটি মিনিষ্টার

১৭। শ্রী এ. পি. রায়, এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টার, সেনসাস

১৮। শ্রী আর দাসগুপ্ত, পি এ. টু মিনিষ্টার (এগ্রি)

১৯। শ্রী পি কে. সেন, আই, টি. ও. আগরতলা

২০। শ্রী এন. দেব লস্কর (নন-অফিসিয়েল)

২১। শ্রী সি. আর পাল, ডাইরেক্টার অব ভিজিলেন্স (অন-লিভ)

২২। শ্রী এস. চৌধুরী

২৩। শ্রী বি. দাস এম. এল. এ

২৪। শ্রী এন. বি. দাস

২৫। ,, আই. কে. রায়, চেয়ারমেন, টি. পি. এস. সি

২৬। ,, এ. কে. দত্ত. এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টার স্মল সেভিংস

২৭। ,, এইচ. এল. রায়, পি. এ. টু ফাইনান্স সেক্রেটারী

২৮। শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য্য, ডাইরেক্টার অব সেন্সাস
২৯। „ ডা: আর চৌধুরী, জে, এম, ও
৩০। „ পি. কে. চৌধুরী, পি. এ টু এডুকেশন মিনিষ্টার
৩১। „ আই. কে. রায়, চেয়ারমেন, টি. পি. এস, সি
৩২। „ ডি. এন. বরুয়া, সেক্রেটারী ফুড
৩৩। „ আই. কে. রায়, চেয়ারমেন টি. পি. এস. সি
৩৪। „ এস. সেন (নন-অফিসিয়েল)
৩৫। „ এইচ ভৌমিক, হেডমাষ্টার এ, নগর হাই স্কুল
৩৬। „ এম. সেন, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার (পি. ডাবলিও. ডি)
৩৭। „ এম. সেন, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার (পি. ডাবলিও. ডি)
৩৮। „ বি. এন. ভট্টাচার্য্য, এস. আই. অব পুলিশ সি. আই. ডি
৩৯। „ ডি. কে. নাথ, (নন-ডিউটি)
৪০। „ আর চক্রবর্ত্তী, (নন-ডিউটি)
৪১। „ জে. পি. মণ্ডল, প্রফেসার
৪২। „ এই. এল. রায়, পি. এ. টু ফাইনান্স সেক্রেটারী
৪৩। „ বি. সেনগুপ্ত
৪৪। জে. সেনগুপ্ত
৪৫। শ্রী জে. কে. দেব, জি এস, টি. কে. কে এম, ইউনিয়ন
৪৬। „ আর চক্রবর্ত্তী, মেম্বার টি, কে. কে. এম, ইউনিয়ন
৪৭। „ জে. দত্ত, সিনিয়ার লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ
৪৮। „ এ. বি. বসু, ডি, সি আই, ও
৪৯। „ বি. কে. চৌধুরী, ইনফরমেশন অফিসার টু সি, এম
৫০। „ এস. বি. সরকার, ডি. টি ডাবলিও. ও (সাউথ) (লিভ)
৫১। „ আর. দত্ত, সুপারিনণ্ডেট, ভি. এম. হসপিটেল
৫২। „ পি. কে. রায়, এল. ডি. সি (পি. ডাবলিও. ডি)
৫৩। „ ডি. কে সরকার, এস. ও. পি. ডাবলিও, ডি
৫৪। „ পি. দত্ত, একষ্টেনশন অফিসার (ইণ্ডাষ্ট্রী)
৫৫। „ এস. সেনগুপ্ত, প্রমোশন অফিসার (ইণ্ডাষ্ট্রি)
৫৬। „ পি. কে. মজুমদার, পি, এ, টু ডেপুটি মিনিষ্টার
৫৭। „ এইচ, আর ভট্টাচার্য্য, সহকারী শিক্ষক
৫৮। „ এন. সি. দে, এ্যাসিষ্টেন্ট ডায়েরী হেড অফিসার
৫৯। „ এ. কে. রায়, এডিটর, পি, আর, টি, ডিপার্টমেন্ট
৬০। „ টি. কে. ভট্টাচার্য্য, এম, ও (ফর ট্রেইনিং)
৬১। „ আর. নরসিনাহাম্ভ ডেপুটি ডাইরেক্টর (পি, ও, মি)

৬২। ,, এন. সেনগুপ্ত
৬৩। ,, জি. সেনগুপ্ত
৬৪। ,, এ. কে. দাশগুপ্ত, ত্রিপুরা বোর্ড অফ্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন
৬৫। ,, বি. কে. চৌধুরী, ইনফরমেশন অফিসার টু, সি, এম
৬৬। ,, এইচ. ভট্টাচার্য্য, পি, এ টু ডেপুটি স্পীকার
৬৭। ,, জি. সেনগুপ্ত, ফিসারী অফিসার
৬৮। ,, আর. পি. সিংহ, ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক রিলেশন অফিসার
৬৯। ,, পি. এন. চক্রবর্ত্তী, ইউ, সি, ব্যাঙ্ক
৭০। ,, বি. দেববর্ম্মা
৭১। ডঃ এস, ভট্টাচার্যী, এম, ও, ভি, এম, হাসপাতাল
৭২। শ্রী ডি. সেনগুপ্ত, টি, এ, টি, পি, এস, সি
৭৩। ,, বি. সি. সাহা, এস্, আই, পুলিশ, সি, আই, ডি
৭৪। ,, আর. কে. চক্রবর্ত্তী, এ, ই, (বিদ্যুৎ) পি, ডব্লিউ ডি
৭৫। ,, এ. সিন্হা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব
৭৬। শ্রীমতি এ. সিনহা
৭৭। শ্রী ব. এন, চক্রবর্ত্তী সেক্রেটারী খাদি বোর্ড
৭৮। ,, এ. কে. ভট্টাচার্য্য এম, এল, এ
৭৯। ,, কে. চৌধুরী, ইন্স্পেক্টর, খাদ্য
৮০। ,, এ. কে. ভৌমিক, খাদ্য ও জনসংভরন
৮১। ,, পি. পি. গুপ্ত, লেকচারার
৮২। মিস্, বেবী গুপ্তা
৮৩। শ্রীডি. কে ভট্টাচার্যী, ডেপুটি কালেক্টর (ছুটি)
৮৪) শ্রী এন, আর, সরকার, ইনসপেক্টর (খাদ্য)
৮৫) ,, এস. ভট্টাচার্যী
৮৬) মিস বেবী গুপ্তা
৮৭) শ্রী পি, সি, ভট্টাচার্যী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক
৮৮) ,, এস, এস, দত্ত, এস, ডি, সি, সদর
৮৯) ,, কে, সি, সিন্হা, এ, ডি, এম, পশ্চিম ত্রিপুরা (চিকিৎসার জন্য)
৯০) ,, টি, কে, মজুমদার
৯১) ,, ডি, দাসগুপ্ত, সি, আই, ডি, (এস, বি)
৯২) ,, এ, ঘোষ
৯৩) ,, বি, ঘোষ, ব্যাঙ্ক অফিসিএল
৯৪) ,, এ. সিন্হা, ডি, এম, পঃ ত্রিপুরা
৯৫) ,, এস, ভট্টাচার্যী, জি, বি, হসপিটাল
৯৬) ,, এ, চৌধুরী
৯৭) ,, এ, ঘোষ
৯৮) ,, সি, আর, ভট্টাচার্যী, এস, ডি, ও, (বিদ্যুৎ)
৯৯) ,, জি, সেনগুপ্ত, ফিশারী অফিসার (চিকিৎসার জন্য)
১০০) ,, আর, পাল, এল, ডি, সি, শিক্ষা বিভাগ
১০১) ,, এস, রায় চৌধুরী, ইন্সপেক্টর, পুলিশ (এস, বি)

১০২) শ্রী এ, সেনগুপ্ত
১০৩) ,, এ, চৌধুরী
১০৪) ,, এস, নন্দী, শিল্প
১০৫) ,, এস, রায় ভৌমিক
১০৬) ,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী
১০৭) ,, টি, গাঙ্গুলী, এস, আই, পুলিশ
১০৮) ,, এ, চৌধুরী
১০৯) ,, টি, দাসগুপ্ত, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, টি, ই, কলেজ
১১০) ,, এস, কে, ঘোষ, এম, এইচ, এ, জি, ও, আই
১১১) ,, এন, এন, দে, উপ-বন সংরক্ষক
১১২) ,, এম, এল, সেনগুপ্ত (চিকিৎসার জন্য)
১১৩) ,, এস, সেনগুপ্ত (বে-সরকারী)
১১৪) ,, এ, কে, রায়
১১৫) ,, এ সাহা
১১৬) ,, সি, দাশগুপ্ত, এরিয়া অরগেনাইজার
১১৭) ,, ডি, দাসগুপ্ত
১১৮) ,, ডি, ভট্টাচার্যী, পি, পি, ও,
১১৯) ,, কে, পি, দত্ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব
১২০) ,, এ, এল, গোস্বামী, সেকশান অফিসার
১২১) ,, এ, কে, বৈদ্য, এল, ও (চিকিৎসার জন্য)
১২২) ,, এইচ, আর, সাবা, ডেপুটি ডাইরেক্টর (জি ও আই)
১২৩) ,, এস, দত্ত
১২৪) ,, এ, কে, বৈদ্য, এম, ও
১২৫) ,, টি, কে, ভট্টাচার্য্য, এম, ও
১২৬) ,, এ, কে, দেববর্মা
১২৭) ,, এম, আর, চৌধুরী
১২৮) ,, এ, পি, রায়
১২৯) ,, কে, ভট্টাচার্য্য
১৩০) ,, এস, ওমেন, এস, ডি, ও,
১৩১) ,, কে, পি, দত্ত, স্পেশাল অফিসার সি, এম,
১৩২) ,, টি, কে, ভট্টাচার্য্য, এম, ও
১৩৩) ,, এস, সেনগুপ্ত
১৩৪) মিসেস বি, গুপ্তা
১৩৫) মিঃ গুপ্ত
১৩৬) শ্রী কে, নাথ, কেমিষ্ট
১৩৭) ,, এ, কে, ভট্টাচার্য্য
১৩৮) ,, কে, নাথ, কেমিষ্ট
১৩৯) ,, পি, এন, চক্রবর্ত্তী

১৪০) শ্রীমতি পি, এম, চক্রবর্ত্তী
১৪১) শ্রীমানিক দেববর্মা
১৪২) ,, কোষ সেনগুপ্ত
১৪৩) ,, এ, কে, দাসগুপ্ত, প্রেসিডেণ্ট, টি, বি, এস, ই,
১৪৪) ,, বি, কে, দেববর্ম্মা
১৪৫) ,, আর, সি, বর্মণ
১৪৬) ,, এস, দত্ত
১৪৭) ,, এ, কে, দাসগুপ্ত
১৪৮) ,, এ. কে, ঘোষ এবং মিসেস ঘোষ
১৪৯) ,, এস, সি, চৌধুরী
১৫০) ,, কে, দাস, পি, এ, টু মিনিষ্টার
১৫১) ,, কে, বি, ভৌমিক
১৫২) ,, এস, ভৌমিক
১৫৩) ,, ডি, এন, বরুয়া
১৫৪) শ্রীমতি বি, চক্রবর্তী—স্বাষ্ট্রমন্ত্রী
১৫৫) শ্রীবি, চক্রবর্ত্তী—সেক্রেটারী, খাদি বোর্ড
১৫৬) ,, এম, দত্ত
১৫৭) ,, এইচ, কে, দেববর্ম্মা
১৫৮) ,, এইচ, এল, রায়
১৫৯) ,, পি, কে, মজুমদার
১৬০) ,, বি, বি, দেবরায়, অর্থসচিব
১৬১) ,, এম, চক্রবর্তী
১৬২) ,, এস, রায়
১৬৩) ,, কে, পি, রায়
১৬৪) ,, ডি, সি, দত্ত
১৬৫) ,, এন, কে, দত্ত
১৬৬) ,, জি, ভট্টাচার্য্য
১৬৭) ,, এ, পণ্ডিত, ডি, এম,
১৬৮) ,, এ, কে. রায়
১৬৯) ,, পি, আর, আচার্য্য
১৭০) ,, কে, আচার্য্য
১৭১) ,, আই, কে, রায়
১৭২) ,, এস, সিনহা
১৭৩) ,, এ, রায়
১৭৪) ,, এস, নন্দী

১৭৫) ,, এস, সেনগুপ্ত
১৭৬) ,, এস, ভট্টাচার্য্য
১৭৭) ,, এইচ, সি, চৌধুরী
১৭৮) ,, এন, জি, দত্ত
১৭৯) ,, এস, সি, জৈন
১৮০) ,, ডি. চক্রবর্ত্তী
১৮১) ,, কে, পাল
১৮২) ,, জি, সরকার
১৮৩) ,, এস, বি, সরকার
১৮৪) ,, জে, সেনগুপ্ত
১৮৫) ,, এ, কে, ভট্টাচার্য্য
১৮৬) ,, আই, কে, রায়
১৮৭) শ্রীমতি রায়
১৮৮) ,, এ, বি, বোস
১৮৯) ,, জে, ভট্টাচার্য্য
১৯০) ,, এস, গোস্বামী
১৯১) ,, এইচ, ভট্টাচার্য্য
১৯২) ,, ডি, সরকার
১৯৩) ,, আর, কে, ঘোষ
১৯৪) ,, পি, এন, চক্রবর্ত্তী
১৯৫) ,, এস, কে, সিন্হা
১৯৬) ,, এ, বি, দেববর্মা

সংকেত—'চ'

১) শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী
২) ,, এস, বি, রায়
৩) ,, ডি, পি, সিংহল, মুখ্যসচিব
৪) ,, সি, আর, ভট্টাচার্য্য ও, এস, ডি, প্রজেক্ট
৫) ,, আই, কে, রায়, চেয়ারম্যান, টি, পি, এস, সি,
৬) ,, কে, পি, দত্ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব
৭) ,, এ, কে, ভট্টাচার্য্য, জি, এস, টি, আর, টি, সি
৮) ,, এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী
৯) ,, এস, বি, রায়, মুখ্যমন্ত্রীর পি,এ
১০) ,, কে, পি, দত্ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব
১১) ,, ডি, এন, বরুয়া, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব
১২) শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী, উপমন্ত্রী
১৩) শ্রী এস, কে, ঘোষ, চেয়ারম্যান, টি, পি, এস, সি,
১৪) ,, এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী

১৫) ,, এস, বি, রায়, মুখ্যমন্ত্রীর পি, এ

১৬) ,, এস, আলী, রাষ্ট্রমন্ত্রী

১৭) ,, কে, পি, দত্ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব

১৮) ,, বি, এস, রাঘবন, মুখ্যসচিব

১৯) ,, ডি, এন, বরুয়া, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব

২০) ,, এন, (, দত্ত, ও এস, ডি, প্রজেক্

২১) ,, সি, আর, ভট্টাচার্য, সুপারিনটেনডিং অফিসার

২২) ,, এ, সিনহা, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব

২৩) ,, জি, এস, রাও, চিফ ইঞ্জিনীয়ার পি, ডবলিউ ডি

২৪) শ্রীমতি বি, চক্রবর্তী, ও উপমন্ত্রী

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 3

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Secretariat Administration Department be pleato state

প্রশ্ন

১) Emergency Period-এ কোন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী তাদের ডি,এ টি,এ ও অন্যান্য পারকোয়েসিং বাবদ মোট কতটাকা নিয়েছেন তার দফাওয়ারী হিসাব।

২) ত্রিপুরার বাহিরে ভ্রমন বাবদ তাদের জন্য এই সময়ে মোট কতটাকা খরচ করেছে তার হিসাব।

ক্রমিক নং	মন্ত্রীদের নাম	১নং প্রশ্নের উত্তর ভ্রমন বাবদ টি,এ ডি,এ ও অন্যান্য মোট টাকার হিসাব	২নং প্রশ্নের উত্তর ত্রিপুরার বাহিরে ভ্রমন বাবদ মোট টাকার হিসাব
১	২	৩	৪
১)	শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী	৩১,৫৪৬/২৫পঃ	৩১,৫৪৬/২৫পঃ
২)	শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মন্ত্রী	২৪,৯৫৫/৯০পঃ	২২৩৮০/১৮পঃ
৩)	শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত মন্ত্রী	১৬,২৩৫/৯৫পঃ	১২,৪৩২/২৫পঃ
৪)	শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মন্ত্রী	৭,৬৮২/৩৫পঃ	৪,৫৫৯/৩৫পঃ
৫)	শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মন্ত্রী	৫,৩২৬/৭৫পঃ	৪,৬৮৭/২৫পঃ

৬) শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস		
মন্ত্রী	১৩,৫১১/১০পঃ	৮,৪৪২/৭৫পঃ
৭) শ্রীহরিচরণ চৌধুরী		
মন্ত্রী	১২,৪৫৮/৫৫পঃ	৬,২০২/০০পঃ
৮) শ্রীমনছুর আলী		
রাষ্ট্রমন্ত্রী	১৬,৮৯৬/৬০পঃ	১২,৯২৪/১০পঃ
৯) শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম		
রাষ্ট্রমন্ত্রী	১৪,২৮৫/৯৫পঃ	১৩,১০২/৭০পঃ
১০) শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী		
রাষ্ট্রমন্ত্রী	১৭,৪৩২/০০পঃ	১৬,৬৪৫/০০পঃ
১১) শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান		
উপমন্ত্রী	৪,৮৭৪/৬০পঃ	১,২৪৫/৮০পঃ

ADMITTED STARRED QUESTION No. 9

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে যে সরকারী বাসের ছাটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহালের সময় মালিক পক্ষ শ্রমিকদের নিকট হইতে বণ্ড নিয়াছিল ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে, ঐ বণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বণ্ডের একটি প্রত্যায়িত (Attested) নকল এতদ্‌সংগে প্রদত্ত হইল।

T.R.S. No. গাড়ীর মালিক বরাবরে।

মহাশয়,

আমি শ্রী... ... পিতা... .. সাং...থানা . আগরতলা DLNo/ CLNo. আপনার TRS নং গাড়ীতে...পদে কাজ করিতেছি। আমি ৮/৮/৭৬ইং দুপুরের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত আপনার বিনা অনুমতিতে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া আপনার গাড়ীর সার্ভিস বন্ধ করিয়া আপনার যে আর্থিক ক্ষতি ও জন জীবনের চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছি। তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমার ঐ কাজ জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় যাত্রী পরিবহনের-কাজের পরিপন্থি এবং বে-আইনী হইয়াছে।

অত্র অংগীকার করিতেছি যে ভবিষ্যতে আপনার গাড়ীতে চাকুরী কালে কোন কোন অবস্থাতেই আপনার গাড়ীর চলাচলের বাধা সৃষ্টি করিবনা বা কাজ বন্ধ করিতে পারিব না। কোন প্রয়োজনে গাড়ী বন্ধ করিতে হইলে বা চাকুরীতে উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হইলে যথাযথ

কারণ দর্শাইয়া ৪৮ ঘন্টা পূর্বে আপনাকে লিখিতভাবে জানাইতে বাধ্য থাকিব। উপরোক্ত অংগীকারের কোন প্রকার ব্যতীক্রম ঘটাইলে, কাজ বন্ধ করিলে উক্ত কাজ অবৈধও বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে। এবং আমাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার কোন প্রকার ওজর আপত্তি আইনত: গ্রাহ্য হইবে না। এখন হইতে আমার প্রাপ্য দৈনিক ভাতার টাইমের টাকা মাসান্তে আপনার নিকট হইতে সরাসরি গ্রহণ করিব। আমি স্বেচ্ছায় এবং নিজে এই অংগীকার পত্র আপনার বরাবরে লিখিয়া দিলাম।

তারিখ— স্বাক্ষর—

UNSTARRED QUESTION NO 10

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ম্যান পাওয়ার প্যানিং ডাইরেকটরেট গ্রামীন অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারদের বেকারী সম্পর্কিত কোন তথ্য সংগ্রহ করেছেন কি ?

২) এই ডাইরেকটরেট ম্যান পাওয়ার অর্থাৎ কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য কোন প্ল্যান বা সুপারিশ বা প্রস্তাব সরকার এর কাছে পেশ করেছে কি ? করে থাকলে তা কি কি ?

উত্তর

১) না।

২) না।

UNSTARRED QUESTION No. 11

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ৭৩-৭৪, ৭৪-৭৫ সনের জুন পর্য্যন্ত এবং ৭৫ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৭৭ এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) মহকুমার নাম — ভূমিহীনের এলটির সংখ্যা

মহকুমার নাম	১৯৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫ জুন পর্য্যন্ত	১.৭.৭৫ হইতে ৩১.৩.৭৭ পর্য্যন্ত
সদর	৫	১৩৩	২৪৭০	৬৩২৭
সোনামুড়া	৫৪	৫৮	—	১৫৭৪
খোয়াই	—	২৩	২৯৮৫	৩০৫০

কমলপুর	১৭৪	২৩৯	৪১২	২৩০৫
সাবরুম	২৩১	২০১৫	৪২৯	১১৮৭
বিলোনীয়া	৩৫২	৭১৫	১১৬৩	৫৬১৯
উদয়পুর	৪৬৫	২৭৫	১৭	১৫৬২
কৈলাসহর	৬৯৯	৮৪০	৯৩৫	২১৯৯
ধর্মনগর	১৭৬	৯৩৮	৮৬৯	২২৯৯
অমরপুর	৯২৫	৪৯০	৯০৯	৩৭৭৬

UNSTARRED QUESTION No. 14

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্গাদারের সংখ্যা কত? তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) রাজ্যে ৬০৮টি বর্গাদার রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সদর—	৩৭
সোনামুড়া—	৪৮
খোয়াই—	২৪৫
কৈলাসহর—	৩
কমলপুর—	১৭
ধর্মনগর—	১২৩
উদয়পুর—	৪১
অমরপুর—	৭
বিলোনীয়া—	৫০
সাবরুম—	৩৫
মোট :—	৬০৮

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met In the Assembly House (Ujjwayanta Palace) Agartala on Tuesday, the 21st June, 1977 at 12.00 Moon.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, Chief Minister, Ministers, Ministers of States, Deputy Minister, Deputy Speaker and Members.

QUESTIONS & ANSWERS

MR. SPEAKER :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question—Shri Jitendra Lal Das.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬

শ্রীকালীপদ ব্যানর্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

প্রশ্ন

১) বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মেডিক্যাল এলাউন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে ?

৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) যত সত্বর সম্ভব।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসময় চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক এবং সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের ন্যাচার অব ওয়ার্ক একই, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন কিনা ? এবং যদি স্বীকার করেন তাহলে সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা যে ফেসিলিটি পান তারা কেন পাবে না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মেডিক্যাল এলাউন্স দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে। আমি এ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার করে বলছি যে গ্রান্ট ইন এইড রোলে ত্রিপুরার বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন ও ভাতা সরকারী স্কুলের সমহারে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিগত ১৫/৮/৭৫ ইং তারিখে ত্রিপুরার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে দশ টাকা করে মেডিকেল এলাউন্স মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত মেডিকেল এলাউন্স বেসরকারী স্কুলগুলিতে দেওয়ার জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চাওয়া হয় কিন্তু তার প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়াতে এই এলাউন্স দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কাজেই এই বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার জন্য ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেসরকারী স্কুলের অশিক্ষক কর্মীরা গ্র্যান্ট ইন এইড রোলের আওতায় আসে না। তাদের বেতন দেওয়া হয় কনটিজেন্সি থেকে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বেসরকারী স্কুলে যে অশিক্ষক কর্মীরা আছেন তারা গ্রান্ট ইন এইডের আওতায় আসে না, কাজেই সেটা স্কুল কমিটি বা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের উপর নির্ভর করছে। আমি জানতে চাই শিক্ষা বিভাগ থেকে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা যাতে আদার অ্যাক্সপেনডিচার যেটা আছে তার থেকে এই মেডিকেল এলাউন্স দেওয়া হবে ?

.শ্রীকান্তিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়গুলি ভাল করে দেখা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য মনে হয় জানেন যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে যে পরিমাণ অশিক্ষকর্মী আছেন সরকারী স্কুলগুলিতেও নাই এবং কোন কোন স্কুলে ১০/১১ জন পর্য্যন্ত কেরাণী আছে এবং ৮/৯ জন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে। এদের বেতন দেওয়া হয় কন্টিজেনসি থেকে। তবে সব বিষয়টিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে যারা অশিক্ষক কর্মী আছেন তারা গ্রান্ট ইন এইড এ পাবেন না। তাহলে এটা কি স্বীকার করেন যে তারা এটা পাওয়া উচিত কারণ তারা একই কাজ করেন। কাজেই সরকারী দৃষ্টি ভংগীর একই হওয়া উচিত। কাজেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই গ্রান্ট ইন এইড রোলটা বাতিল তাদের ক্ষেত্রে গ্রান্ট ইন এডও দেওয়া হবে কিনা ? এটা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীকান্তিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সমস্ত বিষয়টা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই মেডিকেল এলাউন্সের ব্যাপার যেহেতু সরকার বিবেচনা করছেন সেইহেতু সরকার তাদেরকে এরিয়ার সহ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীকান্তিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টের সংগে বসে ঠিক করা হবে কতটা দেওয়া যেতে পারে। এরিয়ার দেওয়া যাবে কি না এবং দিলে কতটা দেওয়া যাবে এখনই আমি বলতে পারছি না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কত সময়ের মধ্যে বিবেচনা করবেন।

শ্রীকান্তিপদ ব্যানার্জী—এখনই বিবেচনা করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে বেসরকারী শিক্ষকরাও পে কমিশনের রায়ের আওতায় পড়েন এবং তাদের বেতন ও ভাতা পে কমিশনই ঠিক করেছে। তাহলে সরকারী শিক্ষকরা একই রায়ে মেডিকেল এলাউন্স পাচ্ছেন অথচ বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা পাচ্ছেন না এটার কারণ কি ? কাজেই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই আশ্বাস দিতে পারেন কি যে তারা এরিয়ার সহ পাবে ?

শ্রীকান্তিপদ ব্যানার্জী -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ আশ্বাস এখানে দিতে পারছি না। আমি বলেছি যে সমস্ত বিষয়টাই বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। আশা করি তারা পে কমিশনের মতই পাবে। গ্রান্ট ইন এইড রোলে তারা গাইড হবে তাতে বলা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীরা যে বেতন পাবে তারাও সেই বেতন পাবে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলতে পারেন কি যে তাদের আলোচনা কত দিনের মধ্যে শেষ হবে ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যত তাড়াতাড়ি এটা দেওয়া যায় সেটার চেষ্টাই আমরা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এটা করার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগের কথা চিন্তা করতে পারছি। এবং আমি নিজেও চিন্তিত আছি বলেই এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কোয়েশ্চান নং ২৪।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরে ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের কোন প্রয়োজনের কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কি ?

২) বিবেচনা করে থাকলে, ঐ কলেজ স্থাপনে সরকার কবে উদ্যোগ নেবেন ?

৩) শহর সংলগ্ন অঞ্চলে কলেজের প্রয়োজনে জন উদ্যোগে যে জমি ক্রয় করা হয়েছিল তার কথা সরকার জানেন কি, এবং

৪) জানা থাকলে, ঐ স্থানে কলেজ স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হাঁ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মনীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই ধর্মনগরে কলেজ স্থাপনের জন্য পিটিশান কমিটির কাছে ধর্মনগরের জনসাধারন রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছিল। যদিও বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তন সরকার ভাবছিলেন, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য করে উঠতে পারেন নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পিটিশান কমিটির কথাটা আমি ঠিক জানি না। তবে ধর্মনগরে কলেজ স্থাপনের জন্য জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবী আছে এবং এর জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। এই কমিটীতে স্থানীয় মহকুমা শাসক পদাধিকার বলে এর চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী যতীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী এ কলেজের জন্য ২৪-৬১ একর জমি দান করেছিলেন। এই জমি ধর্মনগর মহাবিদ্যালয়ের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৫ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া করা হয়েছিল, তাতে দুটি কলেজ স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। একটি দক্ষিনে এবং একটি উত্তরের জন্য। কিন্তু ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশান সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। সেই কারণে কলেজটি খোলা সম্ভব হয় নি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে, ধর্মনগরের মানুষের বহু-দিনের দাবী কলেজ খোলা সম্পর্কে। কিন্তু সরকার এখনও কোন কলেজ স্থাপনের কথা বিবেচনা করছেন না, কেন তা জানাবেন কি ?

শ্রীকালিপদ বানার্জী :—সরকার কলেজ স্থাপনের কথা বিবেচনা করছেন। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় দুটি কলেজ স্থাপনের কথা খসড়ায় উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় সেটা মঞ্জুর না করাতে বাতিল হয়ে যায়। এই দুইটির মধ্যে একটি ছিল উত্তরের জন্য, আর একটি দক্ষিণের জন্য। আর তাছাড়া আমাদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকাতে আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কিন্তু এই ধরণের কোন প্ল্যানের টাকা না থাকাতে সেটা করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি যে, প্রাইভেট সেক্টার থেকে যদি কোন কলেজ খোলা হয়, তাহলে সরকার আর্থিক গ্রান্ট করবেন কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, বিষয়টাত এই নয়। বিষয়টা হচ্ছে ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি রাজী হচ্ছেন না। যদি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রাজী হন তবে আর গ্র্যান্টের কোন কথা আসছে না। এমনি কলেজ খোলা যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, উত্তর ত্রিপুরার কোন জায়গায় কলেজ খোলার প্ল্যান ছিল ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর, কৈলাসহর এবং ধর্মনগর। জনসাধারণের অনুপাতে কৈলাসহরে একটি কলেজ আছে। সেহেতু ধর্মনগরে ছিল না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে ডাইরেকট কোন উত্তর পেলাম না। সাজেশান ছিল উত্তর ত্রিপুরার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করছি কোন জায়গার নাম ছিল। উনি তার নাম বলুন।

শ্রীকালিপদ বানার্জী :—একটি প্রস্তাব ছিল স্যার, জায়গার কোন নাম ছিল না। প্রস্তাবে ছিল যে, দুটি কলেজ খোলা হবে। একটি উত্তরে এবং একটি দক্ষিণে। টাকা না পাওয়াতে সে প্রস্তাব কার্য্যকরী হয় নি। আমি স্যার, পরিষ্কার করে হুত বলছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—এই ব্যাপারে কোন প্রস্তাব নেবার কথা সরকার ভাবছেন কি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা এক্ষণি বলা যাবে না। স্যার, এটা খুব ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই প্রস্তাবের পর কোন জায়গায় কলেজে খোলা হয়েছে কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, পরিকল্পনাতে এটা ছিল কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটা গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য এটা তিনি করতে পারছেন না। আমার জিজ্ঞাসা, উনিত আমাদের প্রতিনিধি। সেই হিসাবে ধর্মনগরের জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করেন। সেই হিসাবে সেখানকার লোকসংখ্যা অনুপাতে সেখানে শিক্ষা দীক্ষার উন্নতি করার প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন কি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ;—সেখানে কলেজ করার জন্য জনসাধারণের দাবী আছে। জনসাধারণের দাবী আছে। সেইহেতু আমরাও চাই সেখানে কলেজ হোক। জনসাধারণের চাওয়ার সাথে আমাদের চাওয়ার কোন তফাৎ নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—স্যার, ষষ্ঠ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে যেখানে কলেজ খোলার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা কোন প্রস্তাব রাখছেন কি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার অনেক দেরী।

মি: স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রী চন্দ্র শেখর দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ২৯ স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার কি বর্ত্তমান শিক্ষা বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা নেবেন ?	এমন কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

শ্রী চন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করার জন্য কোন রিপ্রেজেনটেশান পেয়েছেন কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না। দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করার জন্য কোন রিপ্রেজেনটেশান পাই নি। তবে আমি নিজের থেকে এ ব্যাপারে কিছু করা যায় কি না, সেটা চেষ্টা করে দেখছি। এখন দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। বাকী একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত করা যায় কি না, সে জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে উদ্যোগ নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— ৩৮।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮।

Question	Answer
1. Whether requisition has been received for extension, repair and imppovement of Non Govt. Colleges and Colleges hostel buildings ;	Yes
2. If so, steps taken in the matter ?	The matter is under consideration.

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—যদি কোন অভিযোগ পেয়ে থাকেন, থাকলে ঐ বে-সরকারী কলেজ যথা বিলনিয়া, কৈলাসহর এবং রামঠাকুর কলেজগুলির জন্য কি কি অভিযোগ পেয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নটা ছিল রিপেয়ারের বিষয় নিয়ে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—হ্যাঁ, স্যার, আমি তাই বলছি। ঐ কলেজ গুলি মেরামত করার জন্য কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, স্যার আমি পেয়েছি। ঐ আর-কে-মহাবিদ্যালয় কৈলাসহর

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি সবগুলি পড়ে দিচ্ছি আর. কে মহাবিদ্যালয় কৈলাশহর থেকে তারা চেয়েছে একস্টেনশান অফ কলেজ বিলডিং ৮৩ তার জন্য চেয়েছেন ওরা ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৫০ টাকা রিপেয়ারের জন্য চেয়েছেন ১০ হাজার টাকা মেইনটিনেন্স অফ রেহন

বিলডিং এর জন্য চেয়েছেন ২৯ হাজার ১৪০ টাকা কনষ্ট্রাকশান অফ টেম্পরারি হোষ্টেল ফর বয়েজ ৪৫ হাজার ১০০ টাকা, ডেভলাপমেন্ট অফ বিলডিং গ্রাউণ্ড এপ্রোচ থ্রু ইলেকট্রিফিকেশান ফার্নিচার এসেটরা এর জন্য চেয়েছেন ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০ টাকা সব মিলিয়ে ওরা চেয়েছেন ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৪০ টাকা। বিলোনীয়া কলেজ কনষ্ট্রাকশান অফ লেকচারার হল ১ লক্ষ টাকা মেইনটিনেন্স অফ রিপেয়ার অফ বিলডিং ৬ হাজার টাকা পারচেইজ অফ গুডস্ এণ্ড ফার্নিচার এণ্ড ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য ৮০ হাজার ৫শ ৭১ টাকা টোটাল ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৭১ টাকা। রামঠাকুর কলেজ কনষ্ট্রাকশান অফ লাইব্রেরী রোম, ক্লাশ রোম, কলেজ রোম টিচার এণ্ড স্টুডেন্ট ২ লক্ষ ৪৬ হাজার একশ টাকা। কনষ্ট্রকশান অফ হোষ্টেল ৩ লাখ, কনষ্ট্রকশান অফ স্টুডেন্ট কমন রোম এণ্ড ইলেকট্রিফিকেশান ৪১ হাজার, রিপেয়ার অফ কলেজ ১৫ হাজার ১২৫, এপ্রোচ অফ বুকস, ফার্নিচার ইকুইপমেন্টস্ কার, লেণ্ড এসেটরা এণ্ড কনষ্ট্রাকশান অফ কম্পাউণ্ড ওয়াল, কেনটিন, কমার্স মিউজিয়াম, সাইকেল সেড ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৫০ টাকা টোটাল ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৭৮ টাকা এইগুলি আমরা বিভিন্ন কলেজ থেকে পেয়েছি এই সবগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে কি কি আমরা দিতে পারবো কি কি দেওয়া যাবে না এটা নিয়ে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন পেলে আমরা তা দেখবো।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি রামঠাকুর কলেজের তিনটি রোম ডেমেজ হয়ে গেছে এবং এটা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছেন, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, রামঠাকুর কলেজের ব্যাপারে আমরা জেনেছি এবং আমরা এটা সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ারকে জানিয়েছি এ সম্পর্কে পরীক্ষা করে একটা প্ল্যান করার জন্য, প্ল্যান এষ্টিমেট দেওয়ার জন্য।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ওখানে কোন কনষ্ট্রাকশান হবে না অন্য কোথাও হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা কনষ্ট্রাকশানের কথা নয়।

শ্রীতাপস দে :—তাহলে তিনি তো প্ল্যান এর কথা বলছেন ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—প্ল্যান তো হয়ে গেছে তিনটি রোম ভেঙ্গেছে বলেছেন সে তিনটি রোম কি থাকবে না ভেঙ্গে ফেলতে হবে এই সবগুলি প্ল্যান মধ্যে পড়ে এবং প্ল্যান এষ্টিমেট আমরা করেছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে কৈলাশহর কলেজে বৃষ্টি হলে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারে না অন্যখানে ওদের ক্লাশ করতে হয় ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—না এমন কোন সংবাদ আমার কাছে আসে নি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি, খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—নিশ্চয় মাননীয় সদস্য যেখানে বলেছেন আমি নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়ে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কতজন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ১ম ক্লাশ থেকে ৫ম ক্লাস পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে না?

২) মাধ্যমিক স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেনা এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা কত?

৩) উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণী থেকে ১০ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেনা এমন সংখ্যা শতকরা কত?

৪) এই সকল সংখ্যা যদি বেশী হয় তার কারণ?

উত্তর

প্রথম প্রশ্নর উত্তর ১৯৭২ সালের মোট বছর ভিত্তিতে শতকরা প্রায় ৬৬.৯৪ জন।

২নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ১৯৭৩ সালের মোট বছর ভিত্তিতে শতকরা ৫৭.৫৬ জন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ১৯৭৫ সালে মোট বছর ভিত্তিতে শতকরা ৩৭.০৭ জন।

কারণ হচ্ছে এ সম্পর্কে খুব বেশী সমীক্ষা হয়নি, এ সম্বন্ধে ইদানীং আমরা ভাবছি সংখ্যা হ্রাসের কারনগুলি জানার জন্য কয়েকটি বিশেষ এলাকাতে নমুনা সমীক্ষা করার জন্য পরিকল্পনা এবার নেওয়া হচ্ছে যদিও কি কি কারণে এই সংখ্যা কমে যাচ্ছে যে ভাবে তার জন্য অনুরূপ কোন ব্যাপক সমীক্ষা করা হয়নি তথাপি বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পাহাড়ী এলাকায় বেশীর ভাগ অভিবাককের বংশানুক্রমে স্বাক্ষরতা জ্ঞানের অভাব বিশেষতঃ তাদের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহের অভাব ঘটে ইহার ফলে অনেক ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ে শিক্ষার পরিসমাপ্তিতে পূর্বেই ইস্তাফা দেয় এ ছাড়া আরও কারণ এর মধ্যে আছে যা জানি তা হচ্ছে অভিবাকদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা আমাদের যা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে দূরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে এটা আমাদের অনুমান যে দূরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে অবস্থ স্কুলগুলিতে সব সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় ছাত্র হ্রাসের কারণ হতে পারে যেহেতু এটা আমি বলছি যে ব্যাপক অনুসন্ধান নেওয়া যায়নি এর আগে, আমরা শিগগীরই ব্যাপক অনুসন্ধান করবো সে জন্যই এটাকে আমি অনুমান হিসাবে বলছি এটা হতেও পারে বলে আমাদের মনে হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—সপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেখানে সাবজেক্ট ওয়ারি শিক্ষক না থাকাতেই পড়াশুনা বন্ধ হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী ;—হ্যাঁ আমরা অস্বীকার করি না এবং এর প্রতিকারের আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে আমাদের জানাবেন?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কি বিষয়ে আপনি বিস্তারিত জানতে চান যদি বলেন তাহলে জানাবো আর কি কি বিষয়ে বিস্তারিত যেটা নাকি সমীক্ষা হবে সেই সমীক্ষার ফল নিশ্চয়ই বেরুবে।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—বিভিন্ন শ্রেণীতে পাশের হার যে ভাবে কমছে সেই সমীক্ষা কি কি কারন আজকে এই অবস্থা হচ্ছে সেটা অনুসন্ধান করে জানাবেন কি?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ। আমি বলছি এটা ব্যাপক অনুসন্ধান করার বিষয় এবং এটা একটা শিক্ষা বিভাগের গুরুতর সমস্যা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এন, সি, আর, টি থেকে যেভাবে সমীক্ষা করা হয় আমাদের ত্রিপুরাতে অন্ততঃ ত্রিপুরার স্কুলগুলির ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালানো কোন ব্যবস্থা, কোন কমিটি করে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি।

শ্রীকালীপদ ব্যানর্জী :—এটা একটা নূতন প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন আমি বিবেচনা করে দেখছি তবে আমি বলছি আমাদের যে ষ্টেটিটিকস্ সেল আছে তা দিয়ে সমীক্ষা করাবো তিনি যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটা আমরা অনুসন্ধান করে, দেখবো।

শ্রীনরেশ রায় :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সাবজেক্ট ওয়াইজ টীচার না থাকার দরুন এই ফেল করার একটা কারন সুতরাং সাবজেকট ওয়াইজ যাতে টিচার নেওয়া যায় তার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ আমি বলেছি এটা গুরুতর সমস্যা এই সমস্যার মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। খুব তাড়াতাড়ি যাতে নিষ্পত্তি হতে পারে সেই সমস্যা যাতে সমাধান করতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে প্রাইমারী স্কুলগুলি এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে সিঙ্গল টিচার থাকার দরুন সেখানে অতিরিক্ত পরিমানে ছাত্র ফেল করছে যেমন ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক, এই সিষ্টেমের পরিবর্ত্তন করে সাবজেকট ওয়াইজ যাতে টিচার দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আমি বলেছি প্রাইমারী স্কুলে সাবজেকট ওয়াইজ টিচারের প্রশ্ন উঠে না সিঙ্গলটিচার উঠিয়ে দেওয়া যায় কিনা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি? শিক্ষকদের উন্নতি হচ্ছে না তার কারণ কি বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তার জন্য কি শিক্ষকদের উন্নতি হচ্ছে না। এইটা কি কারন?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় সদস্য তিনি একজন শিক্ষক তিনি যখন অনুরোধ করছেন হয়তো বা হতে পারে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ছাত্র আছে শিক্ষক নাই এইগুলির ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একেবারে নেই এমন কথা আমি স্বীকার করতে পারি না। উনি যে বলেছেন ছাত্র আছে শিক্ষক নেই সেটা নিশ্চয় আমরা দেখব?

মিঃ স্পীকার :—অ্যানারেবল মেম্বার শ্রীক্ষীতিসচন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষীতিস চন্দ্র দাস :—না স্যার আমি বলব না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা এণ্ড শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—কোশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কোশ্চান নাম্বার ৪১। (১) ত্রিপুরার কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে)

১) ৮৭১টি প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় একজন করে শিক্ষক আছেন। ছাত্র সংখ্যা সহ বিভাগ ভিত্তিক ঐ বিদ্যালয়গুলির নাম এই সঙ্গে দেওয়া গেল। আর এটা পড়বো এটা তো একটা মহাভারত।

মিঃ স্পীকার—না আপনি লে করে দিন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী— (২) নাম্বার হচ্ছে ঐ বিদ্যালয়গুলিতে একজন মাত্র শিক্ষক হওয়ার কারণ কি?

২) সুষম বন্টনের অভাব এবং ছাত্র শিক্ষক আনুপাতিক হারে যার জন্য একজন শিক্ষক দেওয়ার নিয়ম এখন চলছে।

শ্রী তাপস দে— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সুষম বন্টনের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রী কালিপদ ব্যানার্জী— আমি আগেই বলেছি সুষম বন্টনের অভাব একমাত্র কারণ। এই সঙ্গে নিয়োগ নীতি আছে সব মিলিয়ে আমরা চিন্তা করব সময় এখনও শেষ হয়নি। যাতে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকদের পাঠাতে পারি।

শ্রী তাপস দে— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই কোয়ালিশন মন্ত্রী সুষম বন্টন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করছেন কি?

শ্রী কালি পদ ব্যানার্জী— স্যার, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি প্রত্যেক স্কুলে যাতে শিক্ষক দেওয়া যায় সেটা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা— ওয়ান ইজিকেলটু ফোরটি রেসুটা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে রেসুটা করার কথা মাননীয় মন্ত্রী চিন্তা করছেন কি?

শ্রী কালি পদ ব্যানার্জী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এই রেসুটা আমরা রাখতে চাই না। প্রত্যেক স্কুলে যাতে শিক্ষক দেওয়া যায় সেই কথাই বলছি।

শ্রী তাপস দে— স্যার, ৮৭১টি স্কুলের মধ্যে সহর এবং গ্রামে কয়টি।

শ্রী কালি পদ ব্যানার্জী—স্যার, আমি এই জন্য মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিতে চাই ছিলাম এক থেকে ১৭১টি নাম আছে। সাবডিভিশান ওয়াইজ আমার কাছে নাম আছে।

মিঃ স্পীকার— নো, নো,

শ্রী তাপস দে— স্যার আগরতলা শহরের এবং গ্রামের কথা যদি বলতে পারতেন তাহলে বুঝতাম।

শ্রী কালিপদ ব্যানার্জী—স্যার আপনি যদি বলেন তাহলে আমি বোধ হয় বলতে পারি।

মি: স্পীকার— অনারেবল মিনিষ্টার আপনি বসুন।

মি: স্পীকার— শ্রী অজয় বিশ্বাস।

শ্রী অজয় বিশ্বাস— এটা কি আমার প্রশ্ন?

মি: স্পীকার— হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আপনার।

শ্রী জ্যোতিস দাস— স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে।

মি: স্পীকার— বলুন।

শ্রী জ্যোতিস দাস— স্যার, উনি বলছেন বোধ হয় কিন্তু প্রশ্নে বোধ হয়ের স্থান নাই স্যার।

শ্রী কালি পদ ব্যানার্জী— মাননীয় সদস্য, বলুন আমি কিসে বোধ হয় বলেছি।

শ্রী ক্ষীতিস দাস— শ্রী তাপস দের প্রশ্নের উত্তরে উনি বোধ হয় বলছেন। ওনার উত্তর পেস্পিফিক হওয়া উচিত ।

শ্রী কালিপদ ব্যানার্জী— স্যার, ৮৭১টি স্কুল আছে আমি এখনও এই কথা বলছি স্পীকার স্যার আপনি যদি বলেন আমি সব নাম বলতে পারি।

শ্রী ক্ষীতিস দাস— স্যার, ৮৭১টি স্কুল বলছেন তার টোটেল ছাত্র সংখ্যা কত ? নাম বলতে হবে না।

শ্রী কালিপদ বানার্জী—স্যার সব নাম আমার কাছে আছে এবং কত ছাত্র আছে তার সংখ্যা ও আমার কাছে আছে। মূল প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন ছিল না।

মি: স্পীকার—মূল প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন ছিল না।

(ইনটরআপশান)

মিঃ স্পীকার— অর্ডার প্লীজ।

শ্রী কালি পদ ব্যানার্জী—স্যার মূল প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন ছিল না উনি পরে দেখুন।

শ্রী অজয় বিশ্বাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এডুকেশান মিনিষ্টার যে উত্তর দিয়েছেন ভেরিক্রীয়ার, তবে উনি বোধ হয় বলছেন এটা ওনার মাথায় রয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—Shri Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—Question No. 52.

Shr Jatindra Kr. Majumdar :—Question No. 52.

QUESTION :—

1. Whether old types of the Govt. Press are disposed of each year, if not the reason.

2. Wneather stok verification has been completed in press it so, what is the result of that verification.

REPLY :—

1. No.

With the intorduction of casting of our own types by Mono Machine the rejeotion ot foundry types is very meagre which does not merit disposal annually.

2. Stock verification of the Press for 1976-77 is going on.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলোছন যে মনু মেসিন চালু হবার পর পুরোনো টাইপ আর বিক্রি হয় নয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন মনু মেসিন চালু হবার আগে পুরোনো টাইপ বিক্রি হত কি না ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুরানো টাইপ বিক্রি হয়েছিল আগে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—যদি বিক্রি হয়ে থাকে তাহলে গত ৫ বছরএ মনু মেসিন আসার আগে কত টাকায় বিক্রি হয়েছিল ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে একটা ধারনা দিতে পারি ইন দি ইয়ার ১৯৭০ গভর্ণমেন্ট প্রেস হোল্ড ডিসপোজড অব ৩১২৪·১০৩ কে. জি. টুদি মেসার্স ইউরেকা টাইপ ফাউন্ড্রি ইন কেলকাটা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কোম্পানিকে পুরানো টাইপ বিক্রি করা হয়েছিল ১৯৭০ সালে, তার কাছ থেকে কি নূতন টাইপ কিনা হত ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আমরা জানি যে ১৯৭০ সালে পুরানো টাইপ বিক্রি করার নাম করে, নূতন টাইপ বিক্রি হয়েছিল যে কোম্পানির কাছে, সেই কোম্পানি আবার সেই নূতন টাইপ ত্রিপুরা সরকারের প্রেসের কাছে বিক্রি করেছিল। এইটা ঠিক কিনা এবং সেই টাইপ বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল কি না। কোন রকম ভেরিফিকেশান না করে, বা প্রেসকে না জানিয়ে টাইপ বিক্রি করা হয়েছিল কিনা। বা ধরা পড়েছিল কিনা। এই দুটো প্রশ্ন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট রাখছি।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোয়, ঘটনাটা আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যে এই কোম্পানির কাছে টাইপ বিক্রি করার সময়েতে তাদের কাছ থেকে নূতন টাইপ কিনা হয়েছিল কি না এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মি: স্পীকার ঃ—শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আমার একটা সাপ্লীমেন্টারী আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য যখন আর একটা কোয়েশ্চান করার জন্য কোন মাননীয় সদস্যকে বলা হয় তার পর আপনি আর কোন কোয়েশ্চান করতে পারেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আমি আগে সাপ্লিমেন্টারী করেছি স্যার। তিনটা মাত্র সাপ্লীমেন্টারী হয়েছে স্যার। এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি না। আমাদের অধিকার আছে কোন গুরুত্বপূর্ণ হাউসের সামনে তুলে ধরার। এই অধিকারটা আমরা চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—হ্যাঁ, স্যার, উনি আগে সাপিমেন্টারী করেছিলেম। মাঝখানে হঠাৎ আপনি অন্য মেম্বারকে ডাকলেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আমরা হাতে নাতে ধরেছিলাম, পুলিশ এসেছিল। তখন এই ব্যাপারে কোন এনকোয়ারী করা হয়েছিল কি না।

শ্রীসুবল বিশ্বাস ঃ—ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার, এখানে দুর্নিতী আছে স্যার। এই ব্যাপারটা উনি জানেন কি জানেন না—সেখানে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নেই। শ্রীমধুসুদন দাস।

শ্রীমধুসুদন দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫৪।

শ্রীআব্দুল ওয়াজেদ আলি ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫৪।

প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার কোন কোন ব্লকে প্রগ্রেস এসিসট্যান্ট দেওয়া হয় নাই।

২। যদি সত্য হয় তবে সেই ব্লকের স্ট্যাটিসটিক কিভাবে করা হয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী ঃ— কোয়েশচান নাম্বার ৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও অশিক্ষক স্টাফদের বদলী সম্পর্কে কোন রুল এবং নীতি আছে কি ?

২) যদি থাকে তা কি এবং সেটা অনুসরণ করা হয় কি ?

উত্তর

১) নির্দিষ্ট কোন নিয়ম এবং নীতি এখনও নির্ধারিত হয়নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করার জন্য কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি আগেই একটি প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে পূর্বে কোন সুষ্ঠু নীতি শিক্ষক শিক্ষিকাদের বদলীর ব্যাপারে ছিলনা, এই ব্যাপারে ক্লস করার জন্য কাজকর্ম চলছে।

শ্রীতাপস দে:— কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী:— কাগজ পত্রে কি কি লেখা হয় তা-তো আপনারা জানেন সরকারী অফিসে অফিসে নোট হয় ইত্যাদি তবে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে শীঘ্রই এটা হয়ে যাবে।

শ্রীতাপস দে:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই নিয়ম নীতি না থাকার জন্য রাজধানী এবং মহকুমা শহরগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী এবং গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষক কম, যার জন্য গ্রামের স্কুলগুলি সফার করছে ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক, নিয়ম নীতি ভাল ছিলনা এবং প্রয়োজন ভিত্তিক কোন কাজ করা হয়নি। যেমন শহর এবং মফঃস্বল ডিস্‌ট্রিক্‌ট টাউনগুলিতে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা বেশী, কোন মতেই তাদের ছা মুন্ন বা ষ্টেলঙটা পাঠাতে পারছিনা এটা একটা অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সম্পর্কে একটা বদলী নীতি থাকা উচিত। কারণ কোন কোন শিক্ষক দুর্গম অন্‌চলে বছরের পর বছর থাকছেন আবার অনেকে ভাল জায়গায় বছরের পর বছর থাকছেন, এইরকম ঘটনাও আছে যে একজন শিক্ষক যেখানে তার কাজ সুরু করেছেন, সেখানেই কাজ শেষ করেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই বদলি নীতি সম্পর্কে পূর্ব্বতন সরকারের কোন প্রস্তাব ছিল কি না, যদি না থেকে থাকে তাহলে কি ভিত্তিতে আগে বদলি করা হত ? (গণ্ডগোল)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আগে কোন নিয়ম নীতি ছিলনা এবং অনেকটা খেয়াল খুশী মাফিক বদলি করা হত। কারণ আমি বলেছি যে গ্রামে গ্রামে অনেক শিক্ষক আছে যারা দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে বছরের পর বছর পরে আছে। আর তিনি যে অভিযোগ করেছেন, তার উত্তর আমি এখন দিতে পারবনা, সেপসিফিক অভিযোগ করলে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ :— মাননীম শিক্ষা মন্ত্রী তাঁর প্রশ্নোওরে বলেছেন যে মেয়েদের ছামন্থ পাঠাতে পারিবনা। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সাবডিভিশান শহরগুলি তাহলে মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করার পরিকল্পনা আছে কি ? (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ—

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি মহিলারা আছেন, যদি উনারা মনে করেন, উপদেশ দেন যে মহিলা হোক আর যেই হোক তাদের কোন কনেশান দেওয়া হবে না, তাহলে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। আমি বাস্তব যে ঘটনা

সে সম্পর্কে বলেছি। আমি বলেছি নিয়ম নীতি ছিলনা, খেয়াল খুশি মাফিক করা হয়েছে ফলে আজকে এই অবস্থা হয়েছে। মহিলাদের প্রতি আমার দরদ বেশী আমি বলছিনা, যদি হামদু পাঠানো উচিত বলে উনি মনে করেন, এই হাউস যদি মনে করে মহিলাদের যেতে হবে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে সেপশাল কন্সিডারেশানের কারণ নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে আগরতলা রাজধানী শহরে কতদিন যাবত বেশী সংখ্যক শিক্ষক আছে ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— দীর্ঘকাল যাবত, আমি বলেছি যে অনেকগুলি স্কুলে এমন শিক্ষক আছেন যে যেখানে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেখান থেকেই তারা রিটায়ার করে গেছেন।

Mr. Speaker :— Now Question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies of the Unstarred Question and also the starred questions which were not answered orally.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— There is a Calling Attention Notice of Shri Sushil Ranjan Saha, to which the Hon'ble Chief Minister agreed to make a statement today. I call on the Hon'ble Minister to make statement on-it গত ২২শে মে অমরপুরে দুবৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে ২৯শে মে সুধীর দাসের মৃত্যু সম্পর্কে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা হচ্ছে গত ২২শে মে অমরপুর দুবৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে ২৯শে মে শ্রী দাসের মৃত্যু সম্পর্কে।

"গত ২২শে মে অমরপুরে দুবৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে ২৯শে সুধীর দাসের মৃত্যু সম্পর্কে"

আততায়ীর আক্রমনে সুধীর দাসের মৃত্যু সম্পর্কিত দৃষ্টি আকর্ষনীয় প্রশ্ন ঘটনার যে তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে, গত ২৩শে মে মধ্য রাত্রে (২৪/৫/) বীরগঞ্জ থানার অধীন উত্তরের গ্রামের শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এক জায়গায় সুধীর দাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। গত ৩১শে মে আগরতলা জি,বি. হাসপাতালে সে মারা যায়। মাননীয় সদস্য মৃত্যুর তারিখ ২৯শে মে বলিয়া প্রশ্নে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তদন্তক্রমে এবং পুলিশের নথিপত্র অনুসারে ঘটনাটি এইরূপ :—

গত ২৩/২৪শে মে রাত্রি ২ ঘটিকায় (সচরাচর যাহা আমরা বলি মধ্য-রাত্র সেই অনুসারে বলিতে হয় ২৩ তারিখের মধ্যরাত্রে) উত্তরচর গ্রামের লক্ষীকান্ত দাস আরো কয়েকজন সহ অজ্ঞান সুধীর দাসকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হয় এবং থানায় জানায় যে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি সুধীর দাসকে মারধর করে এবং শ্রীদাসকে অজ্ঞান অবস্থায় নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখি। এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী থানায় পরদিন সকালে অর্থাৎ ২৪শে মে সকাল ৫টার সময় লিখিত এজাহার প্রদান করে। এই এজাহার অনুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ নং ধারায় ৩(৫)৭৭ নং মামলাটি থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

প্রথমে সুধীর দাসকে চিকিৎসার জন্য অমরপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরে সেখান থেকে সেই দিনই আগরতলা জি,বি হাসপাতালে পাঠানো হয়। শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী তাহার লিখিত এজাহারে উল্লেখ করে যে গত ২৩।৫।৭৭ইং তারিখ রাত্র অনুমান ১২-৩০ মিঃ সময় সে ও তাহার গ্রামের নিরঞ্জন সাহা ও সুধীর দাস এই তিনজন অমরপুর বাজার হইতে এক সঙ্গে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়।

গ্রামে পেঁ।ছে প্রথমে শ্রীনিরঞ্জন সাহা ও পরে শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী যে যার বাড়ীর দিকে যায়। সঙ্গী সুধীর দাসের বাড়ী তাহাদের উভয়ের বাড়ীর উত্তর দিকে। সুধীর দাস একা একা বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেই সুধীর দাসের তিনটি চিৎকার শুনিতে পায়, তারপর আর কোন শব্দ না পাইয়া পাশের বাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ মল্লিক, শ্রীকার্ত্তিক দাস সহ শ্রীনারায়ন চক্রবর্তী ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়। তাহারা দেখিতে পায় যে সুধীর দাস মাটিতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার ডান কান দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে, মুখ বন্ধ। এই অবস্থায় তাহার বাবাকে খবর দেওয়া হয় এবং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস গ্রামের অন্যান্য লোকজনের সাহায্যে সুধীর দাসকে অজ্ঞান অবস্থায় থানায় নিয়া যায়।

অমরপুর হাসপাতালের রিপোর্টে দেখা যায় ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ফলে গুরুতর জখম হয় এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরনের ফলে মৃত্যু ঘটে। তাহার মাথায় গুরুতর আঘাতের দাগ স্পষ্ট।

দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে তদন্ত আরম্ভ হয়।

এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে স্বপন চক্রবর্তী এবং শ্রীনবদ্বীপ সিংহ যথাক্রমে ৬।৬।৭৭ইং এবং ৭।৬।৭৭ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগকে ২১।৬।৭৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ হয়।

এই ঘটনায় জড়িত বিষয়বস্তু বিচারাধীন বিধায় আর অধিকতর তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘটনাটির তদন্ত এখনও চলিতেছে।

Final P.M. report not yet recived in a prelimınay report on P.M. examination the Medical Officer opined that the cause of death of the deceased Sudhir Das is compression of the brain as a result of depressed fracture of the skull bone due to injury received on the head which is caused by a hard and heavy blunt (Homicidal). The report was signed by Dr, Bhowmik M.O. in Agartala G.B.V.M. Hospital,

শ্রীতাপস দে—অন পয়েন্ট অপ কল্যারিফিকেশান। শ্রীস্বপন চক্রবর্তী এবং শ্রী নবদ্বীপ সিংহ কোন পলিটিক্যাল পার্টির লোক কিনা এবং তাদের অ্যারেষ্ট না করার জন্য সেই পার্টির তরফ থেকে কোনরকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কিনা যাতে থানা থেকে কোনরকম ইনভেস্টিগেশান করা না হয়?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার —: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বপন চক্রবর্তী এবং নবদ্বীপ সিংহ হাজতে আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— একজন বলেছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— দুই জন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— আর কে কে ওয়ান্টেড?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিনিষটা বিচারাধীন। তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তারা কি হাজতে আছে না ছাড়া আছে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ২১,৬,৭৭ইং তারিখ পর্যন্ত আটক আছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত— তারা কোন ধারা মতে আটক আছে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— ৩০২ ধারা মতে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মৃত ব্যক্তি।কভাবে জখম হয়েছিল।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর হাসপাতালের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে এবং বস্তির রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং তারপর তার মৃত্যু ঘটেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— সে যখন মারা গেছে তখন নিশ্চয়ই পোষ্ট মর্টেম হয়েছে। তার রিপোর্টটা কি?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— পোষ্ট মর্টেম হয়েছে। কিন্তু তার রিপোর্ট আসে নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— আপনি বলেছেন প্রাথমিক রিপোর্টে আছে জখম হয়েছে। কোন জায়গাতে জখম হয়েছে, কিভাবে হয়েছে?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— এই যে সুধীর দাস মারা গিয়াছে, তার মৃত্যুকে নিয়ে অমরপুরের জনতা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অমরপুর বাজার থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আন্দোলন চলছে যে সরকার এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন চিঠি পেয়েছেন কিনা এই ব্যাপারে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— আমরাও সেজন্য দুঃখিত, শুধু অমরপুর নয়। কাজেই এই ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীতাপস দে— যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে শাসক গোষ্ঠীর কোন শরিক দলের সদস্য আঘাত করেছে এবং সেই শরিক দলের কোন কোন মন্ত্রী সেটাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— এটা হতে পারে না।

শ্রীতাপস দে— যারা এই কাজ করেছে তাদের মধ্যে একজন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং সেখান থেকে ইন্টারফিয়ার করা হয়েছে এই বিষয়টা সত্যি কিনা?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা সত্যি নয়।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— এতবড় একটা ঘটনা, সেটা নিশ্চয়ই একজন বা দুইজন লোকের দ্বারা ঘটেছে সেটা বিশ্বাস করার কথা নয়। কাজেই মাত্র একজন দুইজনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে বাকীরা অ্যারেষ্ট হয় নাই তার কারণ কি?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটা সত্যি নয়।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— নিশ্চয় ঘটনাটা একজন কি দুইজন লোকের দ্বারা ঘটেছে, এটা বিশ্বাস করার মতো বিষয় বস্তু নয়। কাজেই জানা থাকলে দয়া করে বলুন যে মাত্র ১/২ জন লোক এরেষ্ট হয়েছে, আর এরেষ্ট হচ্ছে না, ব্যাপারটা কি?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথা হচ্ছে দুইজন এরেষ্ট হয়েছে, বাকী দোষী ব্যক্তি কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সেই সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করেন কি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সামন্ততম ঘটনা দেখেছি যে পুলিশ কায়দা করে আসামীকে কি ভাবে বের করে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার মনে হয় কোথাও কালো হাত আছে, যার জন্য কোন প্রপার ইন্‌ভেষ্টীগান হচ্ছে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরে কিছু হয়ে থাকলে সেটা আমি বলতে পারছি না। বর্তমানে এমন কোন ঘটনা ঘটবে না, যার পিছনে কালো হাত থাকতে পারে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর রাখেন কি যে অমরপুরের জনসাধারণ যুব সংস্থার মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়েছে যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের না করা হয় অথবা এটাকে চাপা দেওয়ার কোন চক্রান্ত ঘটে তাহলে অমরপুরের জনসাধারণ আর বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার— স্যার, ইট হিজ ওপিনিয়ন।

শ্রীমধুসূদন দাস— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি যে এই জাতীয় ঘটনার আসামী-দের ধরা না ধরার জন্য, এই সব ঘটনা যারা করছে, তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে?

মিঃ স্পীকার— ইট ইজ নট রিলেটেড।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— মানননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে খুনের কেসে যে আসামী ধরে আনা হয়েছে অমরপুর পি, এসে তাকে চেয়ারে বসিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ প্রিজনারের মত সম্মান করা হয়েছে, এটা সত্য কিনা এবং এটা ইনকোয়েরী করে দেখবেন কিনা?

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উত্তরে রয়েছে যে আসা-মীরা এখন হাজতে আছে। কাজেই তাদের চেয়ারে বসিয়ে রাখার কোন কারণ নাই। অত-এব প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল. যাকে আসামী হিসাবে ধরে আনা হয়েছে, তাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। একজন সাধারণ প্রিজনারের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তার প্রতি সেই রকম ব্যবহার করা হয় নি। তার প্রতি এখন ফার্ষ্ট ক্লাশ প্রিজনারের মতন ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকে কী চেয়ার বসিয়ে রাখা হয়েছিল, না, অন্য কিছু করা হয়েছিল, সেই তথ্য আমার কাছে নাই। কাজেই আমি মনে করছি এটা কোন সাপ্লিমেন্টারীই হতে পারে না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস— স্যার ঘটনার কিছুদিন পর অমরপুর বাজারে গিয়ে আমি শুনেছি যে দিন ঐ লোকটাকে এরেষ্ট করা হয়েছিল, সেই দিন সারা রাত থানার কাছে কিছু লোক পাহারা দিয়েছিল। কাজেই যে সমস্ত লোক পাহারা দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে পুলিশ কোন ইন্‌কোয়েরী করেছিল কিনা এবং সত্যিই এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তো, আমরা তার জন্য দুঃখিত।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ঐ খুনি হত্যায় জড়িত স্বপন চক্রবর্তীকে জামিনে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন, কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে জামিন পাওয়ার জন্য যে কোনলোক দরবার করতে পারে এবং বেলে তাকে মুক্ত করতে পারে।

মিঃ স্পীকার— অনারেবল মেম্বার, মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে এখানে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তার উপরই আপনারা প্রশ্ন বা ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারেন, অন্য কিছুতেই নয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মশাই খবর নিয়ে দেখবেন কি যে হেতু আমি বলছি কালো হাত কাজ করছে, সেহেতু কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি এতে ইনফ্লুয়েন্স করছেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুডিসিয়েল কোর্টের কাছে কারা আবেদন করছেন না করছেন, সেটা বলতে পারে, এটা আমার বলার কথা নয়।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে এক দুই জন লোকের দ্বারা এই কাজ হয় নি, অনেক লোক এর সঙ্গে জড়িত আছে। কাজেই মাননীয় সদস্য সুশীল বাবুর যে অভিযোগ এর পিছনে কালো হাত কাজ করছে, এর জন্য কাউকে এরেষ্ট করা হয়েছে কিনা বলতে পারেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—স্যার সমস্ত ব্যাপারটাই তদন্তাধীন আছে কাজেই এই সম্পর্কে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—ক্লারিফিকেশানের উত্তরে মন্ত্রী মশাই বল্লেন যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমি তাঁকে অনুরোধ করব সেখানে আসামীকে ধরার পর পুলিশ তার উপর কোন মারধোর করে কিনা, সেটা দেখার জন্য কোনলোক সেখানে উপস্থিত ছিল কিনা, এটা আপনি তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তো আমাদের আওতার বাইরে, কাজেই এই সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি ?

শ্রীমধুসূদন দাস :—এটা কি রকম ব্যাপার, স্যার। একটা কালপ্রিটকে পুলিশ ধরে এনেছে অথচ সেই কালপ্রিটকে কারা পাহারা দিয়েছে, সেটা তদন্ত করে দেখবেন না ?

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—কোন ব্যক্তিকে এরেষ্ট করে আনার পর বাইরের কোন লোক তাকে পাহারা দিয়েছে কি দেন নাই, এটা কি ধরণের প্রশ্ন হতে পারে। আসলে এই রকম ঘটনা আদৌ ঠিক নয়।

শ্রীমুনসর আলী :—স্যার, প্রশ্নটা খুবই পরিস্কার। কারণ আসামীকে যখন ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, তাকে অবশ্যই থানাতে রাখবেন। কিন্তু আসামীকে ধরে আনার পর তার উপর কোন রকম অত্যাচার হচ্ছে কিনা, সেটা দেখার জন্য বাইরের কোন লোক পাহারা দিয়েছে কি দেয় নাই, এটা তো তদন্ত করে দেখতে পারেন?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, মাননীয় সদস্যদের এবং মাননীয় মন্ত্রীর কথা বার্তায় আমার মনে হচ্ছে যে কেসটা প্রপারলী ইন্‌ভেষ্টিগেশান হচ্ছে না। কারণ আমি দেখছি যে এর প্রিলিমিনারী রিপোর্ট পর্যন্ত এখনও আসে নি, সুতরাং ঐ দিক দিয়ে কিছু নেগ্লিজেন্স হচ্ছে বলে আমার মনে হয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে প্রিলিমিনারী রিপোর্ট এসেছে, তবে ফাইনাল রিপোর্ট এখনও আসে নি। তবু ভাল করে যাতে এটার তদন্ত হয়, সেজন্য সরকার সচেষ্ট আছে।

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice (s) from the following members :—

1. Shri Samar Choudhury.
2. Shri Amarendra Sharma.

on the subject :—"২১শে জুন, ১৯৭৭ইং তারিখ আগরতলা এম. বি. বি. কলেজে বি. কম. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শুরুর প্রাক্‌কালীন সময়ে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন অধ্যাপকদের বাড়ীতে দুবৃত্তের দৌরাত্ম, নকল করার দাবীতে দেওয়াল লিখন এবং পথের উপর অধ্যাপকদের ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে।"

I have given consent to the Motion.

I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement to-day, if he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Jatindra Kr. Majumdar :—Sir, I will make the statement on the 25th June, 1977.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make statement on the 25th June, 1977.

Next item of Business is General discussion on Budget Estimates for 1977-78. I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma to resume discussion. আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী সুধন্না দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে চেয়েছিলাম—এই বাজেট পূর্বতন সরকারের ছিল। কিন্তু আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে ভাবে এই বাজেটটি তুলে ধরেন অর্থাৎ তিনি কোন ভিত্তিহীন কোন রকমের কথা দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে ভুলাবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ভাবে এই বাজেটটা তুলে ধরেছেন—তিনি এমন কোন চিত্র এই বাজেটে তুলে ধরেন নাই যাতে ত্রিপুরার মানুষ মনে করতে পারে আমাদের একেবারে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি তার বাজেট বক্তব্য যে ভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন—বিশেষ করে যে সীমিত অর্থ আমাদের এখানে আছে তা কি ভাবে সুষ্ঠু প্রয়োগ করা যায় তার জন্য এবং আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব সমস্যা আছে তিনি সেগুলিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে সেই সব সমস্যাগুলিকে আমাদের তুলে ধরেছেন। তাছাড়া বর্তমান যে মন্ত্রী সভা যা অল্প দিন হল গঠন করা হয়েছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার কাছে ত্রিপুরার প্রকৃত সমস্যাগুলি কি কি এবং কি ভাবে সেই সব সমস্যা দূর করা যায় সেগুলি তারা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। সেটা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য বলে আমি মনে করি। এবং তারা শুধু আলাপ আলোচনা করেই তাদের কাজ শেষ করেন নাই তারা সেই সব সমস্যাগুলি বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধানের জন্য চেষ্টা করছেন। এবং আরও একটা সুন্দর জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হল যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে এই আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগে ২০টা গ্রামীন ব্যাঙ্ক করা হবে আমি সেটাকে খুব সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি। আমরা জানি বিশেষ করে উপজাতি এলাকা মহাজনের ঋণের ভারে জর্জরিত এই দেনার দায়ে। তারা মহাজনের হাতে এমন ভাবে ঋণ নিতে হয়—১০০ টাকার জন্য তাদের আরও ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। যার ফলে আজকে হাজার হাজার জুমিয়া, উপজাতি কৃষক তাদের হাত থেকে জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সহজ সুদের হার এবং সহজ ভাবে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে তাদের বাঁচার পথ হবে। আমরা দেখেছি সরকার থেকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় কিন্তু সেই ঋণ নিতে যে সব অসুবিধার ভিতর দিয়ে তাদের যেতে হয় সেটাকে বর্ণনা করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে ১০০ টাকার জন্য তাদের বিভিন্ন ভাবে ১৫০ টাকা দিয়ে দিতে হয় দালালদের জন্য। এই ভাবে সুদের হার কম হলেও এই সমস্ত ঘুষ ইত্যাদি বিভিন্ন জরিমানার জন্য তাদের হয়রানী হতে হয়। সেজন্য সরকারের তরফ থেকে সেই সব ঋণ দেওয়ার নীতিটাকে কৃষকের স্বার্থে বাস্তব এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করা উচিত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে ২০টা গ্রামীন ব্যাংকের কথা বা'লছেন সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। এটা যদি করা হয় তাহলে কৃষকেরা খুবই উপকৃত হবে সেজন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখানে আমাদের মন্ত্রী সভা বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক হাত দিতে যাচ্ছেন—কিন্তু আমাদের পূর্বতন সরকার সমাজের এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ভিতর যে জঞ্জালের স্তুপকে পরিস্কার করতে না পারলে তাদের পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় খুব কম কাজেই আমি মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের উপর ২/১ টা কথা বলছি। তবে এই মেডিকেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি মফস্বলের কথায় আসছি না। আমি শুধু আগরতলার কথাই বলছি।

এখন শুনেছি প্রশ্ন উত্তরের সময় যে ২১ অ্যাম্বুলেন্স আছে এবং এর মধ্যে মাত্র ৬টি চালু আছে, ৯টা রিপেয়ারের অভাবে পড়ে আছে এবং ৬টা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এই ৬টার দ্বারা কিভাবে কাজ করা সম্ভব এটা সবাই বুঝেন। আর মফঃস্বল থেকে রোগী আনতে গেলে তো আর উপায় নাই। একটা রাজ্যে মাত্র ৫টা অ্যাম্বুলেন্স চালু আছে এটা বিশ্বাসই করা যায় না। তাছাড়া আমরা ভুক্তভোগী, সকলেই জানেন কিভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে হাস-পাতালে রোগী ভর্ত্তি করা হয় কিন্তু তার ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় না। ডাক্তার ব্যবস্থা পত্র দেন কিন্তু ঔষধ কিনতে হয় বাইরে থেকে। তা না হলে চিকিৎসা হবে না। অবস্থা আরও সুচনীয় আমি জানি টাকারজলাতে কোন দিন কোন রোগী সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কোন ঔষধ পায় না। কোন দিন পেয়েছে বলে আমি জানি না। সেখানে কোন রোগী ভর্ত্তি হলে তাকে বাইরে থেকে নিজের ঔষধ কিনে আনতে হয়। আমাদের মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট কোন ঔষধ পাঠান কি না আমি জানি না। আজ পর্য্যন্ত কোন রোগী ঔষধ পায় নাই। সেখানে ডাক্তার ব্যবস্থা পত্র করে বলে দেন অমুক দোকান থেকে ঔষধ কিনে আন। শ্রীদাম নামে এক ব্যক্তি আছে ডাক্তার বলে দেন তাঁর দোকান থেকে নিয়ে আস। মাননীয় স্পীকার-স্যার, টাকার জলায় লোকটার নাম আমার মনে নেই, তিনি গেলেন হাসপাতালে তখন ডাক্তার তাকে ব্যবস্থা করে বলে দিলেন যাও শ্রীদামের দোকানে সেখানে ঔষধ পাবে, কিনে নিয়ে এস। ঔষধের দাম চাইল শ্রীদাম ৭ টাকা যে ঔষধের দাম বাজারে ৫ টাকা। ডাক্তারকে জানালে ডাক্তার বললেন যে শ্রীদাম তুমি এত বেশী চাইলে কেন? একটু কমিয়ে দাও। এই অবস্থা চলছে স্যার। মাননীয় স্পীকার স্যার, এতেই বুঝা যায় চিকিৎসার কি অরাজকতা চলছে। সেখানে কলোনীতে ডিসপেনসারীতে ডাক্তার নাই। সেখানে কম্পাউণ্ডারই ব্যবস্থা পত্র দেন এবং বড়ি ভিন্ন সেখানে আর কোন ঔষধ দেওয়া হয় না। এই দুইটা দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝা যায় কি অবস্থা চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলছি সেটা হলো এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কতকগুলি সম্ভাবনা আছে যেগুলি কাজে লাগানো সম্ভব। এখানে ফলটু চাষ, ডাইরি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমি জানি এই আগরতলাতে অনেক বেকার ছেলে আছে যারা না কি কংগ্রেস আমলে দরখাস্ত করেছিল কাশীপুরে একটা ফার্ম খোলার জন্য। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হয় নি। যদি এরকম ফার্ম করা হয় তাহলে অনেক বেকার ছেলের কর্মসংস্থান হয়। আমি সেদিন ডম্বুরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম যাদেরকে আগে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তারা এখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেখানে জলের কাছে তারা আবার জুম করেছে। এদেরকে না কি সেখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। কারণ এরা যদি এভাবে জুম করতে থাকে তাহলে বাঁধের ক্ষতি হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা এখন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যদি তাদেরকে এখন তুলে দেওয়া হয় তাহলে সাংঘাতিক অমানুষের কাজ করা হবে। তাদেরকে যদি সেখানে একটা ফলটি ফার্ম খোলার সুযোগ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা সেখানে হাঁস মুরগী পালতে পারে এবং মনে হয় এভাবে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জুম চাষ তারা আর করবে না। এখন যদি তাদের জুম চাষ বন্ধ করা হয় তাহলে তাদেরকে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেটার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রীও এটা কবুল করেছেন যে ওরা এতে নূতন কিছুর প্রতিফলন রাখতে পারেন নাই কারণ এটা হচ্ছে পুরানো বাজেট কংগ্রেসের বাজেট। সে দিক থেকেও এটাকে নূতন কিছু নেই। এই প্রথম আমরা একটা মার্কসবাদী বিপ্লবী পার্টির একটা বুর্জুয়া অর্থ-নৈতিক গাইড লাইন থেকে আসা বাজেট দেখলাম। একটা বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করে বলেছেন যে এই বাজেটের দ্বারা মেহনতি মানুষের সেবা করা যাবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বুর্জুয়া কথাটা আনপার্লিয়ামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার—দিস মে বি এ্যাক্সপাঞ্জড্ ইভেন এট ইজ আনপার্লিয়ামেন্টারী।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি না পৃথিবীর আন্তর্জাতিক কম্যু-নিষ্ট পার্টির সমর্থকরা তাদের নিজেদের তৈরী এই বাজেটকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন। আজকে সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন আমরা সে বাজেট পাশ করে দেব কিন্তু এই বাজেট দ্বারা জন-সাধারনের সেবা হবে না। ওদের যে চেহারা আমরা দেখেছি, ওরা যেভাবে গঠিত হয়েছে এদের পেছনে জনতার কোন সমর্থন নেই। কারন জনতা এবং সি. পি এম এই কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে। যারা আজকে জনতাতে আছে তারা পুরনো কংগ্রেসেরই লোক।

কংগ্রেসের থেকে সমর্থন পেয়ে তারা হাউসে এসেছেন। তাঁরা একদিন গোপনে হাউসে ভোল পাল্টে জনতা হয়ে গেলেন। প্রথমে তারা সি, এফ, ডি, হয়েছিলেন, আর আজ তাঁরা জনতা হয়েছেন। জনতার কোন সমর্থন নেই এই সরকারের প্রতি। শরিকের এক দলকে সি, পি, এম, তাদের ত্রিপুরার জনসাধারণ পরিত্যাগ করেছিল। তাঁরা জনসমর্থন হারিয়ে বিধবা সেজেছিল। সেই দলের সঙ্গে জনতার ঘটকালি করলেন শচীনবাবু। শচীনবাবু জনতার সঙ্গে সি পি, এম, এর ঘটকালি করে শুভ পরিণয় সম্পন্ন করলেন গত ১লা এপ্রিল। সেই বিধবা পারটি সি, পি, এম, যে জনতার সমর্থন হারিয়েছিল, তাঁর কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে মালা চন্দন দিয়ে প্রফুল্লবাবু পেছনের দরজা দিয়ে এই হাউসে আনলেন। এই সরকার জন্ম নিল। শুভ পরিণয় হল নব উদ্যোগে প্রফুল্লবাবু পেছনের দরজা দিয়ে এনে সরকারের পাটরাণী করলেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমরা কি দেখলাম। আমরা দেখছি যে, শচীনবাবু তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি দেখেছেন এই বধূ বড় দজ্জাল, এই বধূ বৈপ্লবিক। এই বধূকে সামলোনা যায় না। তাই ভাবলেন কি করে এই বধূকে তালাক দেওয়া যায়। সি, পি, এম, কে কি করে সরকার থেকে বের করে দেয়া যায়। কিন্তু তার মধ্যেও, শচীনবাবুর জনতার মধ্যেও একদল বলছে যে, না, ওদের বের করে দেয়া যাবেনা। আর একদল বলছে যে, না দজ্জাল বধূর হাত থেকে রক্ষা পেতেই হবে। আর সি, পি, এম, ঘরণী হয়ে এসেছেন। তিনি ভাবছেন আমাকে যদি বেরও করে দেয়, আমাকে যদি পাটরাণীর ক্ষমতা নাও দেয়, আমাকে ঘরের ভাড়ারের চাবি গুচ্ছ যদি নাও দেয় তবু আমাকে যদি বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব নাও দেয়। তবু আমি শেষ পর্য্যন্ত লেগেই থাকব। আমি এই ঘর ছাড়ছি না। স্যার, এই হল এই সরকারের অবস্থা। তিনি ঘর ছাড়তে নারাজ। আর শচীনবাবু তাকে ঘর থেকে ছাড়াবেনই। তারপরে আমরা আরো দেখছি স্যার, আমরা দেখছি যে ঘরের যিনি কর্তা, যিনি গৃহ কর্তা, সি, পি, এম,

এর ঘরনী যিনি, সেই প্রফুল্লবাবু বলছেন যে, এই সরকারকে বাইরের থেকে ভাঙ্গানোর চেষ্টা করছে, শরিক দলের মধ্যে কোন্দল ধরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু স্যার, অদ্ভুত, এই ঘরণী সি, পি, এম, বলছেন যে, না, বাইরের কোন অশুভ শক্তি নয়। আমাদের এই সংসারেরই যিনি কোন ক্ষমতার অংশীদার নন, যাঁর এ্যাক্সট্রা কন্সিটিটিশন্যাল পাওয়ার তিনি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করছেন তিনিই। তাঁর নাম আমরা বলছি না। তবে স্যার, আমাদের মাননীয় সদস্য অনিল বাবুর এক বক্তৃতার মধ্যদিয়ে আমরা তাঁর নাম বের করতে পেরেছি। তিনি তেলিয়ামুড়ায় এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, যাঁর নাম আমরা বলতে পারছি না, তিনি আমাদের ভাসুরঠাকুর। তাই আমরা নাম বলতে পারছিনা। সি, পি, এম, এর ভাসুরঠাকুর কে ? ওঁরা নাম না বললেও আমরা জানতে পেরেছি যে, সেই নাম কি। তাঁদের ঘরণীর যে কর্তা, প্রফুল্লবাবু, সেই প্রফুল্লবাবুর দাদা শচীনবাবু। হ্যাঁ, শচীনদাদা হচ্ছেন সি, পি, এম, এর ভাসুরঠাকুর। সেই ভাসুর ঠাকুর সি, পি, এম, এর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর ঘর করায় বাদ সাধছে। এই কথা বলা হচ্ছে, হাঠে, মাঠে, বাজারে, গঞ্জে। এই যেখানে সরকারের অবস্থা, সেখানে যতই আমরা বাজেট পাশ করিয়ে দিই, সেই বাজেট কি কার্য্যকরী হবে, সেই বাজেটের দ্বারা জনতার কি কোন কাজ হবে ? সেই সংশয় ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যেও আজ দেখা দিয়েছে। এক শরিক দল ভাবছেন আজ, আর এক শরিক দলকে কি করে সরিয়ে দেওয়া যায়, কি করে তালাক দেওয়া যায়। কারণ জনতা জানে যে সি, পি, এম, হেরে গেছে গত নির্বাচনে। তাই আজকে সি, পি, এম, ওরা ভাবছে যে, আজকে যে করেই হোক এই সরকারে ঠিকে থাকতে হবে। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে যাতে গাড়ী টাড়ী দৌঁড়িয়ে, সংগঠনকে তাড়াতাড়ি করা যায়, তাহলে হৃত সম্মান যতটুকুই উদ্ধার করা যায়, ততটুকুই আমাদের লাভ। তাই তাঁরা যত অমর্যাদা সয়েই হোক, ভাড়ারের চাবি গুচ্ছ না পেলেও এই জনতার সঙ্গে তাঁরা ঘর করবেনই। কাজেই আমরা এই কথাই বলতে চাই, আমরা আজকে অনিশ্চিয়তার মধ্যে আছি এই জনতার সমর্থন হারানো কোয়ালিশান সরকার জনসাধারণের আশা আখাঙ্খা পুরণ করতে পারেননা। উনারা প্রায়ই গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন। আমরা জানি স্যার, ৯টা রাজ্য লোকসভায় কংগ্রেস হেরে গিয়েছিল বলে, সেই ৯টা বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আশ্চর্য সেই জনতা সরকার দুটো সীটেই হেরে যাওয়া সি, পি, এম, এর সঙ্গে কোয়ালিশান করতে তাদের বিবেকে বাঁধেনি। কিন্তু ৯টি কংগ্রেসী রাজ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হলো কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলে। চমৎকার তাদের নীতি। কিন্তু দুটো সীটেই হেরে যাওয়া সি, পি, এম, পারটিকে নিয়ে জনতা পারটি সুন্দর সরকার চালাচ্ছে। স্যার, তাঁরা আরো বলছেন এই বাজেটে সম্পর্কে, যে এই বাজেট তাদের বাজেট নয়। এটা কংগ্রেসের বাজেট আমরা পেশ করেছি। কাজেই আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই বাজেট শেষ করতে পারিনি। আমাদের প্রতিশ্রুতি মত। তবে আমরা একটি নুতন পরিকল্পনা রূপরেখা ফাইন্যান্স কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছি। উনি অনুমোদন দিলেই আমরা সেটা পেশ করব। ফাইন্যান্স কমিশনারের অনুমোদন পেলেই একটা রূপরেখা ত্রিপুরাতে উনারা রূপরেখা করবেন। সি, পি, এম, আজকে এই কথাই বলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর মারফতে উনারা যে আশা করেছেন, সি, পি, এম, এবং জনতার তৈরী প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে আসলেই উনারা

মেহনতী মানুষের জন্য সেবা করতে পারবে এটা কি আদৌ সম্ভব হবে। জতত্তার রসে এবংঔ ওদের গর্ভে যে নূতন পরিকল্পনার নব শিশুটির জন্ম হবে সেই নব শিশুর চেহারা কি বিপ্লবের এবং বৈপ্লবিক অর্থ-নৈতিকের চেহারা হবে। যার ঔরস জাত সন্তান জন্ম নেবে তার চেহারাই হবে। এই শিশুর চেহারা হবে বুর্জোয়ার। তার চলন, বলন, তার চেহারা সবই পাবে নতার। কাজেই ওদের আর কিছু ভাবনার নেই। বরং ওদের যে সমর্থনের সে স্রৈন্যকুল ধারা সেই স্রৈন্য কুল ধারায় এই শিশু বড় হয়ে একদিন পরশুরামের মত মাতৃঘাতী হবে। সেই দিনের জন্য ওদের অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই তাঁরা ভেতরে বাইরে যত বিপ্লবের কথা বলুন না কেন নৃপেনবাবু গত কালের বক্তৃতায় বলেছেন, আমি যতটুকু বুঝেছি, তিনি তাঁর বৈপ্লবিক চেহারা সেই বিপ্লবের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন এক যুবক, এক কৃষকের ছেলে তাঁর কাছে সেদিন এসে বলেছে যে, তার বড় ভাই চাকুরী না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সে নৃপেনবাবুর কাছে প্রশ্ন করছে সেও কি ঐ আত্মহত্যা করবে। এখানে এই কথা বলে চোখের জল ফেলেছে ছেলেটি। নৃপেন বাবু ছেলেটিকে বলেছেন যে, তুমি চোখের জল ফেল না। কৃষকের ছেলে, শ্রমিকের ছেলে চোখের জল ফেলে না। তোমাদের সময়ে যখন আমরা ছিলাম তখন আমরা বিপ্লব করেছি। তিনি ছেলেটিকে বিপ্লবের মন্ত্রে দিক্ষীত করেছেন। বলেছেন তোমরা বিপ্লব চালিয়ে যাও। আজ আমাদের বয়স হয়েছে, আমরা অনেক বিপ্লব করেছি। এখন বৃদ্ধ হয়েছি এখন একটু গদীতে বসতে দাও। আমরা গদীতে বসেছি ঠিকই তবে আমরা ভিতরে বিপ্লব চালিয়ে যাব, আর তোমরা বাহিরে বিপ্লব চালিয়ে যাও। এই উপদেশ তিনি ছেলেটিকে দিয়েছেন। হ্যাঁ এটা স্যার, উনার কথা। উনারা বিপ্লব করতে করতে আজকে হয়রাণ হয়ে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন ত্রিপুরার জনসাধারণ আর বিপ্লব চায় না। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আর ক্ষমতায় আসা যাবে না তাই তাঁরা নিরাশ হয়ে আজকে কোয়ালিশনের মাধ্যমে সরকারে এসেছেন। তাঁরা নীতি বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। তাঁরা বিপ্লবপন্থী কমিউনিষ্ট পারটি সমস্ত নিয়ম নীতি বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। তাই আমি ঐ মার্কসিষ্ট সদস্যদের বলছি যে আপনারা ক্ষমতার লোভে পোড়া। আপনারা আজকে মার্কসিষ্ট নীতি বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার জনসাধারণের কোন উপকারে আসবে না।

গতকাল একটা প্রশ্ন হয়েছিল যে বে-আইনীভাবে গণ ইন্টারভিউ না দিয়ে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রী না করে কতগুলি এপেয়ন্টমেন্ট হয়েছে এই ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ কেবিনেটে হয় নি নূতন সরকার হওয়ার পর এবং ত্রিপুরার কথা ওদের যে মুখপাত্র তারা উল্লেখ করেছেন পার্টি উল্লেখ করেছেন যে তার সরকারী থাকা অবস্থায় ও তারা জানে না যে কিভাবে উইদাওট এমপ্লয়মেন্ট কার্ড ছাড়া, উইদাওট ইন্টারভিউ ছাড়া এপেন্টমেন্ট হলো ? আমরা বিরোধ পক্ষ থেকে এই এপেন্টমেন্টের বিরুদ্ধে পলিসি বিহীন যে এপেন্টমেন্ট বে-আইনী তার বিরুদ্ধে আমাদের সদস্যরা অনেক প্রশ্ন করেছেন কিন্তু যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন জনতার কাছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা ভিতরেও প্রটেষ্ট করবো কিন্তু একজন কম্যুনিষ্ট সদস্যকেও আমি কালকে উঠে দাড়াতে দেখলাম না এই যে বে-আইন এপেন্টমেন্ট হয়েছে এই বে-আইনী এপেন্টমেন্টের বিরুদ্ধে তারা একটিও প্রতিবাদ করেন নি কাজেই তাদের যে এই বৈপ্লবিক নীতি জনতার কাছে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতি যে

কত টুকু ভুয়া এটার প্রমাণ আমরা দেখেছি। সি. পি. এম কথায় কথায় তাদের অক্ষমতা দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে জনতার উপরে। জনতা বর্তাচ্ছে সি. পি এম উপরে নয় আবার ইঙ্গিতে বলছে সি. পি. এম এর জন্য তারা এগুতে পারছেন না এই রকম একটা ভাব আভাস তাদের কথা বার্তায় বোঝা যায় যে কারণ শচীন বাবু সি. পি এম এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছে তারা এই বাজেটকে পেশ করবার ব্যাপারে আমাদের নৃপেন বাবু এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সময়ের অভাবের জন্য এই বাজেটকে আমরা ঢেলে সাজাতে পারি নি, সময়ের অভাবের জন্য আমরা বাজেট ডিস্কাশনকে বাড়াতে পারছি না অথচ ওরা গণতন্ত্রের কথা বলছেন একটা রাজ্যের বাজেট যে বাজেটে এক বছরের একটা দেশের উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি নিয়ে হবে তার আলোচনার সুযোগ রাখতে রাজী নয় তাদের উক্তি হল এই যে মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই একজন মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ থাকবেন বলেই সময় মত বাজেট পেশ হবে না হাউসে তাহলে মন্ত্রী পরিষদ থাকবার কি কারণ এই মন্ত্রী পরিষদ উঠিয়ে দিন একজন মুখ্যমন্ত্রীর কয়েক দিন অসুখ হলে একটা মন্ত্রীসভা অচল হয়ে যায়, একটা শাসন অচল হয়ে যায় তাহলে এই শাসন ব্যবস্থা থেকে কি লাভ? যার ফলে আমরা বাজেট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সুযোগ পায় নি সেই সুযোগ থেকে আমাদের ওরা বঞ্চিত করেছেন অথচ ওরা বার বারই গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন আর কি দেখছি ওদের দলের মধ্যে যোগ্য লোক রয়েছে যাদের হাতে বিভিন্ন দপ্তর ভাগ করে দিলো পরে এই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগুতে পারত কিন্তু আমরা কি দেখছি আগে সুখময় বাবু সম্বন্ধে তাদের যে অভিযোগ ছিল সেই পুরানো নিয়মে তারা সেই শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করছে ২৩টি ডিপার্টমেন্ট চীফ মিনিষ্টার নিজে বগল দাবা করে বসে আছেন তিনি অসুস্থ তিনি অফিসে আসতে পারেন না ফলে ডিপার্টগুলি এগুতে পারছে না এই ধরনের এডমিনিষ্ট্রেশান চালাচ্ছে তারা। আমরা এই বাজেট যদিও পাশ করে দিই আমরা ভরসা করতে পারি না যে এই সরকার এই কোয়ালিশান সরকার আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা আকাংখা তারা পুরণ করতে পারবে কিনা? তারা যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমরা এই বাজেটকে গতমে মাস থেকে আমি বলছি আমরা এই বাজেটকে কিছু ঢেলে সাজানোর জন্য আমরা বিভিন্ন দপ্তরে একটা গাইড লাইন ঠিক করে দিয়ে এটা পুনর্বির্ণ্যাস করবার জন্য পাঠিয়েছি এবং এটা একটা নূতন রূপ আমরা চেষ্টা করছি আর এইবার তিনি বাজেট ভাষণে বলছেন আমরা সময় পাই নি তিনি যে বাচিয়েছিলেন, গাইড লাইন করেছিলেন সেটার কি হলো? আমরা দেখলাম বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্ত্তন এই বাজেটে হয় নি। আমরা দেখেছি যে মেহনতী জনতার কথা ওরা বলেন আজ পর্যন্ত সেই জনতা এই বাজেটে আগের সরকারের চাইতে একটিও বেশী পয়সা তারা বরাদ্দ করতে পারেন নি যারা ভূমি হীন, যারা প্রান্তিক কৃষক, যারা বর্গাদার, যারা জুমিয়া এদের জন্য তারা এখন পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই এটা হল ত্রিপুরার বৃহত্তর জন অংশ তাদের জন্য পূর্ব্বতন সরকার যা করেছেন তার থেকে এই সরকার একটি পয়সাও বাড়াতে পারেন নি এবং তাদের কথা তারা খুব বলে দেখুন তাহলে আমি কি বুঝব এই সরকার তিন মাসে কি করেছে? এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ তারা করেছেন সে দিকটা কোন শ্রেণীর? সরকারী কর্ম্মচারী যারা শাস্তি প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী তাদের পুর্ণবহাল করেছেন, কিছু কিছু

ন্যায় বিচার করতে পেরেছেন যেমন এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে পূর্বতন সরকার অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার করেছেন ন্যায় বিচারও হয়েছে কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে তারা কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যতখানি নজর দিয়েছেন তারপর যে মেহনতী মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে যে মানুষ পরে আছে তাদের দিকে তারা নজর দেওয়ার সম্ভব হয় নি কেন সম্ভবহয় নি? সম্ভব হয় নি এই কারণে কারন এই কর্মচারী শ্রেণী কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বৃহত্তর অংশ তারাই তাদের এই মদত জুগিয়েছে, রাজনৈতিক মদত জুগিয়েছে তারা কিন্তু তারা জানেন না ইতিহাসের লিখন তাদের জানা নেই তাদেরই ভরসায়, তাদেরই নীতিতে আমরা বলি এই যে মিডল ক্লাস এই যে মোষ্ট অপরচুনিটি ক্লাশ ওদের ভাষায় বলি ওরা বুর্জুয়া ওদের স্বার্থ আপনারা দেখুন না কেন? দেশের যারা মেহনতী মানুষের স্বার্থ না দেখে যদি তাদের স্বার্থটাই একমাত্র রক্ষা করবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেন তাহলে আপনারা জানবেন আপনারা যে বিপ্লবী স্বপ্ন দেখছেন সেটি দিয়ে আপনাদের সেই বিপ্লব সংঘটিত হবে না, আপনাদের জনতা পিছনে পরে আছে মদত যোগাতে হবে কাজেই স্বার্থ রক্ষার কথা আপনাদের চিন্তা করতে হবে এই সরকারের অজানা নেই যে মে থেকে জুলাই পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বছর একটা লীচ পিরিয়ড চলে লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার লোক থাকছে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পাহাড়ের আলু খেয়ে, লতা-পাতা খেয়ে কাঠালসিদ্ধ খেয়ে জীবন যাপন করে সটা তো আজকে এই বছরে অতি বৃষ্টিতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি জানি না এই সরকার তাদের দুঃখ মোচনে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই আর আমরা দেখছি অন্যান্য বার যে সি পি. এম এই শ্রেণীর লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে পরিমাণে সংকট এর লোক্যাল সংবাদ পত্রগুলিতে সরবরাহ করতেন এইবার সংবাদ পত্রগুলি নীরব? সংবাদপত্রগুলি না জনতা না সি. পি. এম কারো পক্ষে কিছু বলছে না জনতার দুঃখ দুদর্শার কথার কোন ভেন্টিলেশান নেই আজকে যেহেতু তারা ক্ষমতায় বসেছেন সেই হেতু আজকে যাতে জনতা থেকে ভয়াবহ আর্থিক অবস্থা প্রকাশ না পায়, কোন দুন তির সৃষ্টি না হয় তারই প্রয়াসে এই সংবাদ পত্রগুলি কিছুই সংবাদ দিচ্ছে না এটা যে চেপে যাচ্ছেন এতে আপত্তি নাই কিন্তু কিছু কাজ যাতে করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন, আমরা জানি কিছু ক্ষয়রাতি সাহার্য্য কয়েক হাজার টাকা বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে পাঠানো হয়েছে টেষ্ট রিলিফের জন্য কিছু কিছু টাকা পাঠানো হয়েছে এবার বাজেটে তারা সাড়ে ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন যে এই দুর্দশা গ্রস্থদের লীন পিরিয়ডে যারা কাজ পায় না তাদের জন্য তারা ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছেন এবং সেটা কি হবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সেই টাকা খরচ হবে এবং তাদের কাজ যোগানো হবে এবং কাজ জুগিয়ে তাদের বাচাবার ব্যবস্থা করা হবে কালকে মাননীয় আমাদের দলের সদস্য ক্ষিতিশ বাবু সুন্দরভাবে বলেছেন একটা বাস ছিড়ে গেলে ফাটা বাসের মধ্যে দিয়ে যখন হাওয়া যায় তাহলে চারিদিকে যখন একটা ফট ফট শব্দ হয় ঠিক তারাও সেই আশ্বাস জনতাকে দিয়েছেন, ফাটা বাঁশের মত আওয়াজ তারা দিয়েছেন আর আমরা দেখেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট মধ্য দিয়ে পি. ডবলিউর রাস্তার কাজের মধ্য দিয়ে কিছু দেবেন কিছু টেষ্ট রিলিফের মধ্য দিয়ে ব্লকে দেবেন এই ভাবে কিছু টাকা তারা বিলি করেছেন আমরা জানি আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের এটা অজানা নয় এই লীন পিরিয়ডে দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে মনু ছামনু সেই সব এলাকার লোকের কষ্টের সীমা থাকে না।

Mr Speaker—The House Stand odjourned till 2p. M. The Member speaking will have the floor.

ডেপুটি স্পীকার—শ্রীযতু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বাকী বক্তব্য কিছু খনের মধ্যে শেষ করছি। আমি আগেও বলেছি, এখনও আমি বলছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী গতকাল আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বাজেট সমালোচনার উত্তরে যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি ২/১টি কথা বলছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা এই হাউসের উপযোগী বলে আমার মনে হয় না। ইলেক সানের জন্য যে রকম মেঠ বক্তৃতা করা হয় সেই জাতীয় একটা বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ইর্মাজেন্সীর সময় কংগ্রেস এই করেছে এই করেছে, এই ছাড়া আর ওনার কোন বক্তব্য ছিল না। কংগ্রেসকে জনসাধারণ ভুলেছে এবং তার সাজাও তারা দিয়েছে। আমরা জানতে চেয়েছিলাম নুতন সরকার তার বাজেটের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা কি করেছেন? সেটুকু জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা চানতে চাইছি। দারিদ্রতার সীমার নীচে যে জনতা রয়েছে তার ভিতর দিয়ে বাজেটে আমরা কি পাচ্ছি। এই নুতন সরকার আমাদের কি দিচ্ছে সেইটুকু আমরা জানতে চাই, কিন্তু তার উত্তর আমরা পাই নি। গতকাল তিনি সরকার পক্ষের অংশিদার হয়ে তার বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তার বক্তব্য শুনে আমার মনে হচ্ছে তিনি যেন বিরুধী পক্ষের নেতা আর আমরা যারা বিরোধী আসনে বসে আছি, আমরা যেন বহাল তবিয়তে গদিতেই আছি ঠিক এই ভাবে কাল তিনি তার বক্তব্য রেখেছেম। এই নুতন সরকার গদিতে আসার পরে শান্তি শৃঙ্খলা ব্যহত হচ্ছে সেই দিকে আমাদের কয়েকজন সদস্য ইঙ্গিত করেছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছেন পুলিশদের বোতলে পুরবেন, বোতলে পুরে তিনি শান্তি শৃঙ্খলা আনবেন। জনতা পার্টির আর, এ এস তারা কি চাম? পুলিশকে বোতলে পুরে রেখে তারা তৈরী ডিসিপ্লীন দিয়ে তারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। যারা পরের দোষ দিয়ে নিজেদের দায় দায়িত্ব এড়ানোর যে স্বভাব সেই স্বভাব তারা এখনও ত্যাগ করতে পারছেন না। এইভাবে জনতাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক দিক থেকে পৃথক নয়। আজকে যে বাজেট নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টেও আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেই বাজেটের প্রতি-ফল স্বরূপ আমাদের ত্রিপুরাকেও নাকি প্রভাব নিত্য করেছে। এবং সেই সম্পর্কে আলোচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করি। আমরা জানি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এস, এ, এম, পেটেল তিনি একজন বড় সিভিলিয়ান এবং বহু দিন তিনি ভারত সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারী ছিলেন, তার দ্বারা এই বাজেট রচিত। এই বাজেট তৈরী হওয়ার আগে কংগ্রেস সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সেই বাজেটেও তারা অনেক ডেলে সাজিয়েছেন। পুরানো যে বাজেট তাতে ২ শত ২ কুটি টাকার বাজেট, টেসলেশান করার পর ৭২ কুটি টাকায় আনা হয়েছে। নুতন সরকার প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানোর কথা চিন্তা করছে তবে সেটা ভবিষ্যৎ বলতে পারে কি করবেন এখন বলার সময় আসে নি। আমরা দেখেছি জনতা পার্টি বলেছিল তারা গান্ধীর নীতিতে বাজেট তৈরী করবে, এডমিনিষ্ট্রেশান এক্সপেনডিচার সেটাকে তারা কমিয়ে আনবে। কিন্তু আমরা বাজেটে কি দেখি? যথা কেন্দ্রের বাজেট তথা এই রাজ্যের বাজেট এডমিনিষ্ট্রেশান

এক্সপেনডিচারে তারা একটি পয়সা ও কমাতে পারে নি। এই কি তারা গান্ধী নীতি অনুসরণ করে নুতন সরকার পরিচালিত করছেন। আমরা দেখেছি এই নুতন সরকার কোন খরচই কমাতে পারে নি। আমরা দেখছি যে তারা যে চিৎকার করেছেন কংগ্রেসকে বরবাদ না করলে দেশের কোন উন্নতি হবে না আমরা দেখে অবাক হচ্ছি সেই জনতা সরকার কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক গাইডেন্সের বাইরে এক পাও এগিয়ে আসতে পারেন নি। এটাই আমাদের কাছে বড় অদ্ভুদ লাগছে।

তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল তারা দেশের দারিদ্র দুর করবে। দ্রব্য মূল্যের দর কমাবে, ১০ বৎসরের মধ্যে বেকারত্ব দুর করবে। এইগুলি ছিল লোকসভা নিবাচনে তাদের প্রধান প্রতিশ্রুতি কিন্তু আমরা দেখলাম তাদের কেন্দ্রীয় বাজেট তথা ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাজেট তাতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য তাদের যে ব্যবস্থা, তাদের যে বক্তব্য সেটা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তারা ব্যবসায়ীদের ডেকে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে ব্যবসায়ীরা দ্রব্য মূল্যের দর বৃদ্ধি না করে। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য ত্রিপুরা সরকার তথ্য ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা নেন নি। তার পরে দারিদ্র সীমার নীচের লোকদের জন্য বাজেট বরাদ্দ। আমরা দেখেছি ২০ দফা কর্মসূচীর জন্য বিগত সেশানে যে সমস্ত বাজেট ধরা ধরা হয়েছিল সেই বাজেট কে তারা অনুসরণ করেছেন। তার অতিরিক্ত কোন কিছু বরাদ্দ করতে পারেন নি। আর তয় রয়েছে বেকারত্ব ঘোচানো। বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য তারা নূতন এভিনেন্স দৃষ্টি করলেন যে ১০ বৎসরের মধ্যে সব বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তারা করবেন। কিন্তু কর্ম সংস্থানের জন্য নূতন কোন প্রকল্প কেন্দ্রীয় বাজেট বা ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট নাই। আমরা আগে দেখেছি সরকারী বা বেসরকারী শিল্প উদ্যোগকে যে ভাবে উৎসাহিত করা হত—কিন্তু এবারের বাজেটে আমরা দেখেছি জনতা সরকার এমন একটা নীতি নিয়েছে যে তারা প্রাইভেটা সেকটর কে উৎসাহিত করছে না। কিন্তু সেকটরকে যদি উৎসাহিত না করা হয় তাহলে বেকারত্ব দুর হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। যা হোক যে বাজেটে তিনি এসেছেন, আমি আশা করব ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে আশা নিয়ে তাদের কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে—তারা যে বাজেটই এনে থাকুন না কেন বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হয় তার জন্য আমি তাদের কাছে আবেদন রাখছি। এই বলে বাজেটকে সমর্থন না জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় ডে. স্পীকার স্যার. মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্ত্তমান বৎসরে যে বাজেট হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন মোটা মুটি ভাবে সেই বাজেট কে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে যে পরিমান টাকা ধরা হয়েছে সেটা যাতে সুষ্ঠভাবে খরচ হয়, কোন রূপ মিস ইউজ না হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট সম্পর্কে অনেক সদস্য অনেক বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন যে ঐ বাজেট গতানুগতিক নয়। আমাদের অর্থমন্ত্রী ও এই কথা স্বীকার করেছেন। এই বাজেটে প্রাক্তন সরকারের অনুরূপ বাজেট নয়।

এই বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে টাকার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট সম্পর্কে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলতে গিয়ে কতগুলি সমস্যার কথা তিনি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি ভাবে এই সমস্যা সমাধানের কোন যুক্তি এই ভাষণের মধ্যে নাই। যদি তিনি দিতেন তাহলে এই ভাষণটি আরও সুষ্ঠু এবং সুন্দর হত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন কৃষকদের এর ক্ষমতা বাড়ানোর কথা। কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা কিভাবে বাড়তে পারে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য তিনি রাখেন নি। বললে তার ভাষণটি আরও সুন্দর হত। তিনি বলেছেন দ্রব্যমূল্য যাতে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দ্রব্য মূল্য যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য কি ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণের মধ্যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলেন নি। অন্যান্য বৎসরে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকত। যেমন এই বৎসর এতটা হাই স্কুল হবে, এতগুলি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হবে, প্রাইমারী স্কুল হবে, এতগুলি ডিসপেন্সারী হবে, এতগুলি প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার হবে। কিন্তু বর্তমান অর্থমন্ত্রার বাজেট ভাষণে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। এইগুলি বললে বাজেটের বক্তব্য আরও সুন্দর হত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৫০ হাজার বেকার আছে। সেই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কি স্কীম বা পরিকল্পনা করেছেন, যাতে এই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে, তা তাঁর ভাষণের মধ্যে নাই। তার জন্য আমি মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করছি যাতে ত্রিপুরার এই প্রকট বেকার সমস্যা সেই সমস্যাকে যাতে সমাধান করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কাচা মাল আছে এবং এখানে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সভার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে শিল্প গড়ে উঠে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে এবং তাহলে পরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে এবং আমাদের কৃষক সমাজ ও কিছু টাকা পয়সা পেতে পারে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব—আমার ধর্মনগরে একটা কলেজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানাচ্ছি. এবং একটু আগে একটা প্রশ্ন হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে অবিলম্বে ধর্মনগরে কলেজ প্রতিষ্ঠা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও পরিকল্পনা কমিশন যে দাবী কার্যকরী করেন নি, তার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি যাতে ধর্মনগরে অবিলম্বে কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই দিকে যেন উনি নজর দেন।
সুতরাং স্টেট গবর্ণমেন্ট ধর্মনগরে কলেজ করতে আপত্তি থাকতে পারেনা, পরিকল্পনা কমিশান যদি টাকা না দেয়, এটা স্টেট লিস্টের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং শিক্ষামন্ত্রীকে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগরে বিরাট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী আছে, এর মধ্যে মাত্র একটি ১২ ক্লাশ স্কুল আছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে এই স্কুলটি আরও বর্ধিত করা হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় কিনা, কারণ অনেক ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হতে পারছেনা। অন্যান্য সাবডিভিশানে বা আগরতলায় এসে পড়া, তাদের যে আর্থিক অবস্থা

তাতে সম্ভব হচ্ছে না, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে আমি শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধর্মনগরে আরও কয়েকটি জায়গায় হাইস্কুল করার কথা বলব, সেইসব জায়গায় স্কুল করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করে আসছে যেমন দেওয়াত পাশাতে, দীর্ঘদিন তারা আবেদন করছে, হাফ-লঙ'এ দীর্ঘদিন যাবত তারা আবেদন করে আসছে, কৃষ্ণপুর তার দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করে আসছে, দেওছড়াতে, দীর্ঘদিন যাবত তারা আবেদন করে আসছে, কিন্তু এই বাজেটে আমি কোন ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছিনা, তাই আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব আগামীতে যাতে এসব জায়গায় হাই স্কুল গড়ে উঠতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি দেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোময়, আমি দেখছি শিক্ষা বিভাগে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে কোন শিক্ষক নেই অন্যদিকে কোন কোন স্কুলে দেখা যায় প্রচুর শিক্ষক আছে। জি, বি, কোয়াটারের কাছে একটা স্কুল আছে তাতে শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার চেয়ে বেশী। যেসব শিক্ষয়িত্রী আছে, তারা আধঘন্টা স্কুলে থেকে চলে যায়, সেইদিকে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ঐসব শিক্ষকদের মফঃস্বলে ট্রান্সফার করে যেসব মফঃস্বল স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে সেগুলি যাতে পূরণ করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলি স্কুলে সাবজেক্ট টীচার নেই, সাবজেক্ট টীচার পাওয়া যায়না, তাতে ছাত্র ছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে। বায়লজী, সায়েন্স টীচারের যথেষ্ট অভাব আছে, সেই দিকে আমি শিক্ষা-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সোশ্যাল এডুকেশান সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলব। সোশ্যাল এডুকেশানে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন শৃঙ্খলা বা কোন নিয়ম নীতি নেই। সোশ্যাল টীচার আছে, কিন্তু বাল্যোয়াবীতে কোন টীচার নেই। এমন স্কুল আছে, যেখানে ১০।১২ বছর ধরে কোন ক্লাশ নেওয়া হয়নি। সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু সেই শিক্ষককে ট্রান্সফার পর্যন্ত করা হয়নি। এবং সেই সোশ্যাল এডুকেশানের টীচার বলেছে, তাকে কেউ ট্রান্সফার করতে পারবেনা. কারণ তার রাস্তা চেনা আছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই যে সোশ্যাল এডুকেশানের দুর্নীতি, আমি এ থেকে একথা বলতে পারি যে, ঐ যে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে, এই সোশ্যাল এডুকেশানের টীচারকেও বেকার ভাতা হিসাবেই দেওয়া হচ্ছে, তাদের কোন কাজ নেই, তারা কেবল ঘোরাফেরা করছে, কোন কাজ করছেনা, আমি সবার কথা বলছিনা, বেশীর ভাগই ঐভাবে চলছে। সুতরাং সেইদিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও একটি কথা বলছি, আমাদের ধর্মনগরে রাজনগর জনতা কলেজ আছে, প্রায় ২০ বছর পূর্বে জনতা কলেজের জায়গা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই জনতা কলেজের পরিবর্তে সেখানে অনাথ আশ্রম ইত্যাদি হচ্ছে প্রায় ৪০ কানি জমি সেখানে দেওয়া হয়েছিল তার দাম ২ লক্ষ টাকার মত হবে, সেই দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি গ্রামের জনসাধারণের সার্থে দান করা হয়েছে, আরসেখানে আজকে মহিলা আশ্রম করা হয়েছে, এবং সেই দলিলে যে চুক্তি হয়েছিল, সেটা ভায়লেট করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সমাজ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখব যাতে এটা পুনরায় করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অধিক সময় নেবনা।

আমি ফরেস্ট সম্পর্কে এখানে দুই একটি কথা বলব। যেসব জায়গায় ফরেস্ট আছে সেইসব জায়গায়ই দরবার আছে, তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে আমি যখন ওকালতি করেছি তখন দেখেছি যে হাজার হাজার কেস এসেছে, তার কারণ রিজার্ভ ফরেস্ট করতে তারা গোলমাল করেছে। একটা পরিবার হয়তো পাকিস্তান থেকে এসে আশ্রম নিয়েছে, সেখানে কয়েকটি খুঁটি দিয়ে হয়তো রিজার্ভ ফরেস্ট করা হল, এই ক্ষেত্রে ফরেস্ট এ্যাক্টের ৪নং ধারা বা ৬ নং ধারা মানা হলনা, কোন নিয়ম নীতি ফলো করা হয়নি, তারই জন্যই ঐসব ঘটনা ঘটেছে। একজনের জমি আছে, তার নিকটে ফরেস্ট থেকে একটা গাছ লাগানো হল, সেই গাছ ভবিষ্যতে বড় হবে, তার জমির ফসল নষ্ট হবে, এইভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে এইসব করা হচ্ছে। মাননীয় ফরেস্ট মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখব যাতে এইসব বাদ দিয়ে, এই ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করা হয়, সেইদিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন বলব টি, আর, টি, সি সম্পর্কে। কিছুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি ধর্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে ধর্মনগর আসা যাওয়া করতে হলে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই কোন সময়ে বাস উপস্থিত হবে এবং কখন আমরা আসব। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু সেইসব টাকা কোথায় যাচ্ছে, আমার চিন্তা হচ্ছে একদিন হয়তো এই টি, আর, টি, সি ত্রিপুরা সরকারকে ফেরত করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি কি হয়? আমি ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করব টি, আর, টি, সি'র তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি করা হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব ভেটেনারী সম্পর্কে। বিগত কয়েক বৎসরে ভেটে-নারী যথেষ্ট এক্সপানসান হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভেটেনারীর কোন কনট্রাকশন হয় নি এবং ভেটেনারীর একটা স্বভাব হল তারা কারো ঘর ভাড়া নিয়ে তার ভাড়া দেবেন না। ভেটেনারী মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে, যে সমস্ত ঘরের ভাড়া তারা নিয়েছিলেন সেগুলির ভাড়া যেন দিয়ে দেওয়া হয় এবং যাতে নূতন কনসট্রাকশন হয় সেজন্য অনুরোধ করব।

আমি শিল্প সম্পর্কে বলব যে বিগত ১০ বৎসরে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যথেষ্ট একস্পানসান হয়েছে। কিন্তু শিল্পের কি একস্পানসান হয়েছে জানি না। এই প্রসঙ্গে তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলছি যে আমি এতদিন দেখেছি যে তাঁত শিল্পের কোন সুষ্ঠু একস্পানসান হয় নাই। ডিপার্টমেন্টে কোন এক্সপার্ট নেই, প্র্যাকটিক্যাল ধারণা নেই, সুতো সাপ্লাই এর কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁতীদের কাপড় ক্যালেণ্ডারিং করার, সাইজিং করার কোন ব্যবস্থা নেই, ডিজাইন করার কোন ধারণাই নেই। সুতরাং মনে হচ্ছে এই ডিপার্ট মেন্টের প্র্যাকটিকেল কোন ধারণাই নেই। ত্রিপুরারাজ্যে আগে তাঁতের কাজ করত মনিপুরীরা কিন্তু এখন পূর্ববংগ থেকে অনেক তাঁতী এসেছেন, খুব ভাল ভাল তাঁতী। কিন্তু এখানে তাঁরা কোন সুবিধে পান না। একটি পরিবারে এক ভাই এসেছেন ত্রিপুরায়, আর এক ভাই গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। সেখান থেকে সে সেখানে কাপড় পাঠায়। কিন্তু এখানে কোন ব্যবস্থা নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডি, সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলব। আমরা বাজেটে দেখি এন, ই, সি, এর কিছু প্রোগ্রাম আছে। তার বাইরে আর কোন প্রোগ্রাম আমরা দেখি না (রেড লাইট) আমি এখুনি শেষ করছি। আমাদের পি, ডবলিউ, স্টাফের বেতন কত এবং কাজ কত হচ্ছে? কাজেই বেতন অনুপাতে কাজ খুব কম হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে বলব। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে আছে যে তিনি অনুমান করেছেন যে শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে আছে। সেগুলি তপশীলি জাতি এবং উপজাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছে তারা এই তিন শ্রেণীর লোক। কাজেই সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। (এ ভয়েস—সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তপশীল জাতি এবং উপজাতির ক্ষেত্রে যে আর্টিকল আছে, সংবিধানে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে শিক্ষা দীক্ষা, সব ব্যাপারে সেগুলি সংশোধন করা হয় নি। আরও বলব, আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ সম্পর্কে কনস্টিটিউশনে কথা আছে। কিন্তু সেই দিক দিয়ে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনষ্টিটিউশনে আরটিকল্ ১৫ (৪) এ আছে—

"Nothing in this article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Schedaled Castes and the Scheduled Tribes"

সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট আর্টিকল ১৫ এবং ১৬ অ্যামেণ্ডমেণ্ট হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অন্যান্য অনেক ষ্টেটে আছে, সেই প্রভিশান—যেমন মহারাষ্ট্রে, মাইশুরে, অন্ধ্রপ্রদেশে, গুজরাটে রিজার্ভেশন অব সীটস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্টিকল ১৬ বলছে—Clause (4)—

"Nothing in this article shall prevent the State from making of any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State"

আদার সার্ভিসের বেলাতেও সেই সমস্ত প্রভিশন আছে। কিন্তু আমাদের ষ্টেটে সেগুলি হচ্ছে না। বিশেষ দুঃখের বিষয় কিছু দিন আগে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যে ষ্টুডেনটস্পিপ দেওয়া হত সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি স্কুলেও বন্ধ হয়ে গেছে। সেই দিকে আমি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করছি যেটা কনষ্টিটিউশন্যাল রাইট আছে সেটা যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতাপস দে ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৭—৭৮ সনের বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণ সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। আমি আশা করেছিলাম যে একটা বিপ্লবী দলের নেতা যিনি একদিন অপোজিশনে

থেকে জনসাধারণের দুঃখটাকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, বলে দাবী করেছেন, আজকে বিরোধী দল থেকে সেই চিত্রটার উপর একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারব বলে, ত্রিপুরার গ্রামের চিত্রটা তিনি এখানে মর্য্যাদা দেবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু এই বাজেট ভাষণ আমাদের হতাশ করেছে। আর যেটা আমরা আশা করেছিলাম নৃপেন বাবুর কাছ থেকে যে বাজেটের আগে একটা ইকনমিক রিভিউ পাব যাতে আমরা বুঝতে পারব যে এই অর্থ খরচের কতটা অপচয় হচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যে এটা আছে। সেটা এখানে পেলাম না। পশ্চিম বঙ্গে দিয়েছে, হরিয়ানায় দিয়েছে, ইউ, পিতে দিয়েছে, আরও অন্যান্য রাজ্যে দিয়েছে, কিন্তু সেটা আমাদের এখানে পায় নি। এখানে একটা বড় মজার জিনিস হয়েছে, এই বাজেটকে উনি পূর্বতন সরকারের বাজেট বলে আখ্যা দিয়ে সমস্ত দোষ আগের সরকারের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে মুক্ত করার জন্য, নিজের দোষ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, কারণ বিরোধী পক্ষ থেকে কথা বলা আর সরকার পক্ষ থেকে কাজ করার মধ্যে কত প্রার্থক্য আছে, সেটা তিনি এতদিনে উপলব্ধি করেছেন। কারণ আজকে এখানে যে বাজেট এসেছে, এই বাজেট যদি পূবর্তন সরকারের বাজেট হয়ে থাকে, তাহলে নৃপেন বাবু যে কথা বলেছেন—রি-কাষ্টের কথা, সেই রি-কাষ্ট করার অনেক সুযোগ ছিল, যেটা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারও করেছেন। তবু তিনি রি-কাষ্ট না করে সহজ পন্থায় পূর্বতন সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে যদি এই বাজেটের জন্য তিনি আর এক মাস সময় নিতেন, তাহলে হয়তো আমাদের এই কথা বলার সুযোগ ছিল না। তিনি তো এক মাসের মধ্যেই ভোট অন এ্যাকাউন্ট বিল পাশ করিয়ে নিয়ে তারপর উনাদের কথা মত বিপ্লবী বাজেট পেশ করতেন, তাহলেও কোন রকম বাধা ছিল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু তিনি তা না করে কংগ্রেসের উপর দোষ চাপিয়ে, অথবা আমাকে বলতে হয় শরিক দলের মধ্যে কোন দল থাকায় তিনি আশ্বস্ত হতে পারেন নি অথবা তিনি আদৌ বাজেট হাউসের সামনে পেশ করতে পারবেন কি পারবেন না, এই বিষয়ে আস্থাশীল ছিলেন না বলেই সেটাকে রি-কাষ্ট করেন নি। অথবা বলতে হয় যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী হিসাবে তাকে সেটা করতে দেওয়া হয়নি। আমি জানি না নৃপেন বাবু তার কি জবাব দিবেন? অবশ্য উনি ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রী হিসাবে এই হাউসে বাজেট প্লেস করেছেন, এবং তার উপর ডিসকাশন শেষ না হবার আগেই তাঁর বক্তব্য রেখে চলে গিয়েছেন। অবশ্য এটা মাননীয় স্পীকার তাকে এ্যালাউ করেছেন, কাজেই এই সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই। তবু আমরা আশা করেছিলাম যে যিনি বাজেট প্লেস করেছেন, তিনিই সেটা উইণ্ড আপ করবেন এবং উনারই উইণ্ড আপ করার কথা অথচ উইণ্ড না করে তিনি আর একটা ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বাজেট ভাষণে প্রথমে যেটা বলেছেন, যে এই সরকার আসার আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। যদি আমার স্মরণ শক্তি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা যেটা ছিল, সেটা এই সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বেই প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাই আমি এখানে বলব হয় একটা ক্রেডিট নেবার জন্য অথবা হাউসকে মিস্‌লীড করবার জন্য এই আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের কথাটা যোগ করে দিয়েছেন। উনি আরও বলেছেন যে সারা দেশে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে।

আমি জানি না, গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান বলতে উনি কোনটা মীন করতে চাইছেন। আমি যা বুঝি তা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের পর নৃপেন বাবুর যে অবস্থা, এতে তাঁর বাহবা পাওয়ার কথা নয়। এটা প্রসংশারও কথা নয়। বরং লজ্জা পাওয়ার কথা। অর্থাৎ কিনা এক যাত্রায় পৃথক ফল পাওয়ার মত। উনারা যশলোক সভার অর্থাৎ কিনা যশলোক হাসপাতাল থেকে যেটা বের হয়, সেই যশ সভার এবং চরণ সিং এর মিশ্রিত দাওয়াই অনুযায়ী সারা ভারতের মধ্যে ৯টি বিধান সভা বাতিল হয়ে গেল, এটাকে উনারা হাত তালি দিয়ে সমর্থণ জানালেন, সেটা কেন করলেন, না নৈতিক কারণে। যদি সত্যি নৈতিক কারণই হয়ে থাকে তাহলে কোন নৈতিক অধিকারে আজকে নৃপেন বাবু এখানে বাজেট পেশ করলেন এই মন্ত্রী সভাতে তিনি কোন সুবাদে অর্থ মন্ত্রী হিসাবে উনার বিপ্লবী বুলি আওড়ালেন। অর্থ মন্ত্রী হয়েও কি তার কোন একটা নৈতিক দায়িত্ব নাই? কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছিল তাদের মন্ত্রীসভার লোভ সামলানোর মত আদর্শ ছিল, কিন্তু কিছু দিন না যেতেই সেই মন্ত্রীত্বের লোভে তাদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে একটা অপজিট পোলের সঙ্গে উনারা আঁতাত করলেন। আর আজকেই তাদের মুখে শুনছি গণতন্ত্রের কথা, যেন ভূতের মুখে রাম নাম। যেখানে কাশ্মীরে কংগ্রেসী সমর্থন প্রত্যাহার করার পর কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হল না অপরাধ হল তারা কংগ্রেসী ছিল, কাজেই তাদেরকে মন্ত্রী সভা গঠন করবার সুযোগ দেওয়া হল না। আর এখানে কিন্তু মন্ত্রী সভা গঠন করার সুযোগ দেওয়া হল। তার কারণ এখানে সি, এফ, ডি এবং সি, পি, এম এর আঁতাত হয়েছে। এটা কোন দেশের গণতন্ত্র? আর আজকে তারা এখানে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ ওদেরকে ভাল ভাবে চিনে এবং তারাও যে আয়ব খাঁন বা টিক্কা খাঁন থেকে কোন অংশে ভাল নয়। আর এই রাজ্যে যে গণতন্ত্রের উমাদারী করেন, সচীন বাবু, তার আমলেও আমরা দেখেছি যে ১৯৬৯ সালে এম, এল, এরা কি ভাবে শিকার হয়েছিলেন। আমরা আরও দেখেছি যে ডাঃ দাসকে তাঁর বাড়ী থেকে চেঙ্গ দোলা করে নিয়ে আসা হয়েছিল, ঐ সচীন বাবুর বাড়ীতে, তিনি তো তার পার্টিরই লোক ছিল। এটা কি গণতন্ত্র? এতে কি গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয় নি? আমরা ঐ সচীন বাবু এবং প্রফুল্ল বাবুর আমলেও দেখেছি যে কি ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান করা হয় নি, কো-অপারেটিভের ইলেকশান করা হয় নি, সেখানে আমলাদের বসানো হয়েছিল গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য। আমি জানি না, গণতন্ত্র বলতে তারা কি বুঝাতে চেয়েছেন। আমরা শুনেছি যে হিটলারও গণতন্ত্রের কথা বলে গিয়েছেন, আয়ুব খাঁনও গণতন্ত্রের কথা বলে ছিল এবং টিক্কা খাঁনও গণতন্ত্রের জন্য এই বাংলা দেশে সংগ্রাম করেছিল, সেই গণতন্ত্রের থেকে এই গণতন্ত্রের মধ্যে একটু ফারাক নাই। এটা একই পোষাকের এই দিক আর সে দিক। আমরা আরও দেখেছি এই কিছু দিন আগে বিভিন্ন পরীক্ষার হলে গোলমালের পরে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ধর্ম্মঘটের আহ্বান করেছিল এবং সেই ধর্ম্মঘটের দুই নেতা খগেন আর বিমলকে চেঙ্গদোলা করে সচীন বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সই করবার জন্য। এটা কি গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য? যারা গণতন্ত্রের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে বলে দাবী করছে, আজকে তারাই অন্য সংগঠনের সংগ্রামী কর্মীদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ঐ শচীন বাবুর

বাড়ীতে সি, এফ, ডির প:ক্ষ সই আদায় করবার জন্য। তাদেরকে মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বর্ডারে, নেহাত ঐখানকার কিছু ছেলে তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এল, তাই তারা রক্ষা পেল। এটাও কি গণতন্ত্র ? এই রকম গণতন্ত্র তো কোন দেশে আছে বলে আমার জানা না'ই। আজকে আরও দেখছি আমাদের প্রাক্তন উপমন্ত্রী হংসধ্বজ দেওয়ান যেহেতু উনি সি, এফ, ডিতে যোগদান করেন নি, উনি সরাসরি জনতা দলে যোগদান করেছেন, উনার মাছমারাতে একটা হাই স্কুল দেওয়া হয়েছিল, ইঙ্গিতে নাকি সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। তার কাছে দূত পাঠানো হল যে যদি উনি সি, এফ, ডিতে যোগদান করেন তো স্কুল দেওয়া হবে। এটা আজ দলত্যাগের প্রশ্ন নয়। ওদের নেতা মোরারজী দেশাই ইলেকশানের আগে বলেছিলেন যে দল ত্যাগ বন্ধ করা হবে এবং তারা দল ত্যাগে উস্কানি দিবেন না। কিন্তু এখন দেখছি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ত্রিপুরা রাজ্যে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে উনারা বলছেন বেকারদের কথা, কৃষকদের কথা এবং তাদের প্রয়োজন মত কিছুই তাদেরকে দিতে পারেন নি। আমি বুঝি না, কেন তারা দিতে পারলেন না। যেখানে কনষ্টিটিউশান্যাল প্রভিশান আছে যে ভোট অন এ্যাকাউন্ট বিল পাশ করে নিতে পারতেন এবং সময় নিয়ে রি-কাষ্ট করে একটা নূতন বাজেট আনতে পারতেন, যেটা নাকি বিপ্লবী বাজেট পেশ করবেন বলে তারা বলেছিলেন এই হাউসে, তার দিকে তারা যান নি। এই সি, পি, এম সমর্থন করেছিল যে মিসা বিল প্রত্যাহার করতে হবে, রেষ্টরেশান অব সিভিল রাইট করতে হবে, ইলেকশানের আগে তারা যখন জনতা দলের সঙ্গে আঁতাত করেছিল, তখন। এখনও মিসা বিল প্রত্যাহৃত হয় নি, কিছু সিভিল লিবার্টিজ রেষ্টরেশান হয়েছে মাত্র, তা সত্ত্বেও তারা ঐ জনতা দলের সঙ্গে আঁতাত করার জন্য বসে আছে। এটা কোন জনতা ?

জনসংঘের মত একটা দল বি, এল, ডির মত জমিদার জোতদারদের একটা দল তারা জমিদারদের স্বার্থ দেখে থাকে তাদের সংগে এসেছে জর্জ ফানান্ডেজের একটা দল আর সংগঠন কংগ্রেস। এরা কারা ১৯৬৯ সালে যে সমস্ত প্রগতিশীল ষ্টেপ নেওয়া হয়েছিল তাতে যারা বিরোধীতা করেছিলেন তাদের নিয়ে তারা আঁতাত করেছেন। এটা স্পষ্ট এখানে সি, পি, এম, দল এরা পাওয়ারের জন্য একত্রিত হয়েছে। যে প্রকারেই হউক আমাদের পাওয়ার চাই। আর যাদের কোন আদর্শ নেই এই যে আদর্শভ্রষ্ট দল যারা আজকে জনতা দল হয়েছে যারা কিছুদিন আগেও আমাদের সংগে ছিলেন তাদের মনে কোন সুস্থ চিন্তা ধারা আসতে পারে না। আমরা বাজেট পাশ করে দেব কিন্তু তাদের যে প্রচেষ্টা এই চিন্তাধারা নিয়ে তা তারা করতে পারবেন না। আর আমরা দেখছি এই প্রশাসনের উপর কিভাবে চুপি চুপি বাধার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তার দু'একটা উদাহরণ আমি এখানে রাখছি। নলছড়ে কিছু শ্রমিক রয়েছে। যারা কুটির শিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। হ্যণ্ডিক্র্যাফটের মন্ত্রী সেখানে গিয়ে একটা কমিটমেন্ট করেছিলেন যে তাদের উৎপাদিন জিনিষ কেনা হবে। এখানকার শচীন বাবু দেখলেন এটা যদি করা হয় তাহলে সি, পি, এম,র নাম হয়ে যাবে। সংগে সংগে তিনি টেলিফোন করলেন এবং সংগে সংগে একটা নোটিশ সার্ভ হল এবং রাতারাতি সি, এস, কে নিয়ে একটা মিটিং হল এবং সেই মিটিংয়ে ঠিক হল যে না কোন জিনিষ কি না হবে না সেই ডিসিশান দেওয়া হয়ে গেল। আজকে তারা শ্রমিকদের কুটির শিল্পকে জিইয়ে তুলেবেন সেটা করতে

দেওয়া হবে না। সেদিন নৃপেনবাবু তার ভাষণে বললেন যে না এতে পারে না। সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলবে এ হতে পারে না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সব জিনিষ কিনা হচ্ছে না। যারা তিন টাকা চার টাকা দৈনিক রোজকার করে তাদের সেই রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তারা অনাহারে আছেন। সি, এস, তাদের কথা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই কথা আর বাস্তবায়িত হল না। আর ইণ্ডাষ্ট্রীর কথায় দেখা যায় যেখানে ১৪০ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। তাহলে কি আমরা বুঝব যে আমাদের এখানে যে সব শিল্প আছে পাট কল, কাগজের কল সেগুলি যদি বন্ধ হয়ে তাহলে তারা কোন সাহসে বলছেন যে তারা বেকারদের চাকরী দেবেন এবং ১০ বছরের মধ্যে বেকার দূর করবেন। গতকাল নৃপেন বাবু বলেছেন যে ১০ পার্সেণ্ট খরচা কমান হলেও কিন্তু নিয়োগ বন্ধ থাকবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটি চিঠির কথা উল্লেখ করছি। আমি চিঠিটি পড়ব না আমি শুধু চিঠির নাম্বারটা উল্লেখ করছি No. F. 14 (7) B (Coord) /77 dated 13. 5. 1977—Ministry of Finance থেকে প্রত্যেক ষ্টেট এ এই চিঠি দিয়েছেন এবং এতে টেন পার্সেণ্ট কাট করার কথা বলেছেন। সংগে সংগে তারা এটাও বলেছেন যে there is complete ban on creation of new posts। অথচ তারা এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলছেন যে না নিয়োগ বন্ধ রাখা হবে না চাকরী দেওয়া বন্ধ করা হবে না। অথচ ফিনান্স মিনিষ্ট্রি বলছেন যে দেয়ার ইজ নো স্কোপ—নিউক্রীয়েশান টোট্যালী বন্ধ। উনারা ভাসা ভাসা কিছু কথা বলে গেলেন উনারা কোন স্পষ্ট ধারনা আমাদের দিতে পারলেন না। এদিকে আবার মোরারজী দেশাই বলেছেন যে সরকার অনাথ আশ্রম নয়। সরকার চাকরী দিতে পারবেন না। অথচ আমাদের অর্থ মন্ত্রী বলছেন যে না বেকারদের চাকরী দেওয়া হবে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। আমরা দেখছি যে বিধান সভার পাশে কিছু খোলা জায়গা আছে সেখানে কিছু বেকার যুবকরা দোকান করার জন্য ঘর তুলেছিল। সেখানে সহরকে সুন্দর করার নামে বিউটি ফিকেশান অব দি টাউন—এই জন্য সি, আর, পি, দিয়ে তাদের তুলে দেওয়া হল। আমাদের অর্থ মন্ত্রী বললেন এটা বর্বরোচিত ঘটনা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে গেলেন। কোন নূতন পোষ্ট ক্রীয়েশানের কোন স্কোপ নাই আবার সেলফ এম্পলয়মেণ্টের ব্যাপারে—সেটারও কোন রাস্তা তারা রাখেন নাই। দুইদিন পর উনারা আবার পথ পরিস্কারের জন্য নামবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি এই প্রশাসনকে কিভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে বলা হয়েছে এই সরকার প্রশাসনকে কংগ্রেস সরকারের মত দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে ইলেকশানের ব্যাপারে দেখা যায় যে বিহার সরকার প্রধান মন্ত্রীর সফরের জন্য ১৩ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। আর এখানে হচ্ছে কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়ায় গনতান্ত্রিক যুব কংগ্রেসের নামে একটা সংগঠনের সম্মেলন হয়েছিল। এটাও আর একটা অভিনব জিনিষ—একই অংগে কত রূপ। যিনি জনতা তিনিই আবার সি, এফ, ডি, তিনিই আবার গনতান্ত্রিক নাগরিক পরিষদ—একই লোক। বহুরূপ তার উনার রূপের কোন শেষ নেই। সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশানের গাড়ী এবং ডিষ্ট্রিকট এডমিনিষ্ট্রেশানকে ব্যবহার করেছেন। ডিষ্টিকট এডমিনিষ্ট্রেশানের নাজির সেই নাজিরের হাতে ছিল সেই মিটিংয়ের খাওয়া দাওয়ার ভার। নাজিরকে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার তদারকি করতে হয়েছে।

নাজির ছিলেন এটার ম্যানেজমেন্টে। খাওয়া দাওয়ার ম্যানেজমেন্টে ছিলেন নাজির। আমরা দেখেছি অ্যাড্‌মিনিসস্ট্রেশনের গাড়ী টি, আর, এ ৪৭, টি. আর, এ ১০১ কিভাবে সম্মেলনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। টি, আর, এ ৪৭ নং গাড়ীটি নিয়ে শচীনবাবু হেফা-জতে যে দিন নেতাজী স্কুলে সম্মেলন হল সেখানে বি. ডি, ও এবং এস, ডি, ও এদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর যিনি চার্জে ছিলেন উনার নজরে নিয়েছিলাম। আমরা দেখেছি কিভাবে তারা পুলিশ ওয়্যারলেসকে কাজে লাগাচ্ছে। থানাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যে অমুক কাজ করতে হবে, এটা করতে হবে,। আমরা দেখছি এরা কোন অবস্থাতেই বেটার জিনিস উৎপন্ন করতে পারে না। এরা বলেছিল যে পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের এই হলো নমুনা। গত পরশুদিন এখানে একটা ট্রাইবেল সম্মেলন হয়েছে, কোন অধিকারে? নৃপেন্দ্র বাবু জবাব দেবেন এরা ছয়টি হাজার টাকা খরচ করেছে কার স্বার্থে?

শ্রীমংচা বাই মগ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার এটা অবাস্তব।

শ্রীতাপস দে :— উনি যখন আপত্তি করেছেন আমি বলছি না, কিন্তু সো ফার আই নো আই অ্যাম রাইট। হয় তো উনি জানেন না। এরা তাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার স্যার, বুলু কুকী মাননীয় উপমন্ত্রী ছিলেন এটার আহ্বায়ক। সেখান থেকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে ছয়টি হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। সরকারী গাড়ীতে উনারা ঘোরাফেরা করেছেন ডেলি-গেটস আনার জন্য। কয়েকজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী তারা সরকারী গাড়ী করে অফিসে আসেন, বাজার করেন এবং অফিসে সই করে তারা মন্ত্রীদের চেম্বারে, সেক্রেটারীদের চেম্বারে ঘুরে বেড়ান। কেউ জিজ্ঞাসা করছে না যে আপনারা অফিসে কাজ ফেলে কেন ঘুরা ফেরা করছেন ওরা অমুককে ট্রেনসফার করতে হবে, ল্যাণ্ড অ্যাকুকইজিশন করতে হবে, ওকে এটা পেয়ে দিতে হবে এই করছেন। অথচ এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস আছে। কিন্তু কার ঘাড়ে কয়টা মাথা ওদেরকে কিছু বলে? কারণ এরা মন্ত্রীর গাড়ী করে বেড়াচ্ছে। ওর ড্রাইবার বললো রাত্রিবেলা কৃষ্ণনগর গিয়ে পরে থাকে, মন্ত্রীর লোক কিছু বলার উপায় নাই, কখন থাই তারও ঠিক নেই। ডিরেক্টার অব হেলথ্‌ সার্ভিসের, ডিরেক্টারকে ত্রিপুরা ছাড়তে হয়েছে শচীন বাবুর কথা শুনেন নি বলে। একটা নার্সের ট্রেন্সফারের ব্যাপার নিয়ে ডিরেক্টারকে ত্রিপুরা ছাড়তে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলছে যে কাউকে ছাঁটাই করবে না। অথচ আমরা দেখছি টি, আর, টি, সিতে ছাটাই হচ্ছে, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট ছাটাই হচ্ছে। তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে মন্ত্রীরভার কারও বৌ, মন্ত্রীর শালক মন্ত্রীর আত্মীয় এমন ধরণের লোকের চাকুরীর অভাব হচ্ছে না। আজকে টি, আর. টি. আর. টি, সিতে চাকরী করবো, তাও লাগে না এডুকেশনে চলে যাব। এইভাবে চয়েজ মত চাকুরী হচ্ছে। পরের দিনই দেখা যায় এডুকেশন বোর্ডে চাকুরী হয়ে গেছে। ছেলেটি কে? যার বাবা বড় চাকুরী করতেন, যার ভাই ডাক্তার, যার ভাই ইঞ্জিয়ার, ইনি হচ্ছেন শেষ শ্রীমান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে বেকারদের জন্য চোখের জল পড়ে, উনাদের অন্তর ছটফট করছে। কিন্তু কিছুই করছেননা। আমরা দেখেছি যে কিভাবে লেবার অফিসারকে দিয়ে চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভাঙ্গানো হচ্ছে। কিভাবে টি, আর, এ ১০১ কে লেবার অফিসার চা শ্রমিক ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবার জন্য ব্যবহার করছে।

বলছি স্যার, এই কারণে যে, এখানে একটি লোক কিভাবে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রটা ব্যবহার করছেন। উনি যদি আজকে সবার পক্ষে থাকতেন তাহলে বলতাম না।

মি: স্পীকার :— এখানে এই সব কথা বলা উচিত নয়।

শ্রীতাপস দে :— রাইট স্যার, কিন্তু উনি যেখানে একটি দলের চেয়ারম্যান। সেখানে আমার এই সব বলতে হয় স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী এই সব ঘটনা আমরা জানি না। আমরা যে সব ঘটনা জানি না, সেখানে আমরা কি করে রিপ্লাই দেব। ভাষা, ভাষা কিছু কথা তিনি এখানে বলে যাচ্ছেন, তাই আমরা এই ভাষা, ভাষা কথার উত্তর কি দেব।

আমি স্যার, এখানে গাড়ীর নম্বর দিয়েছি। সুতরাং এখানে ভাষা ভাষা কথা কি বলছি আমি বুঝতে পারছি না। ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কমপ্লেইন করা হয়েছিল। কিন্তু স্যার, এখনও কোন এনকোয়ারী হচ্ছে না। এনকোয়ারী যদিও কিন্তু

(এট দিস ষ্টেজ অনারেবল ডেপুটি স্পীকার টেকেন দি চেয়ার

সেই ফাইল আজকে অফিসারের ঘর থেকে বের হচ্ছে না। আমরা দেখছি স্যার, সরকার পক্ষ, টি, আর টি, সি, পক্ষ এবং মালিক পক্ষ ১লা জুন একটা ত্রিপক্ষিক বৈঠক করলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে কোন স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কাছ থেকে কোন এফিডেভিট নেওয়া হয় নি। নেওয়া নেওয়া হয়েছে একটি অস্বীকৃত দলের কাছ থেকে মি: চ্যাটার্জী সেক্রেটারীকে বলা হয়েছে যে, ওদের নিতে হবে। তাই ওদের নেয়া হয়েছে।

আমরা দেখেছি, টি, আর টি, সি, এর পে স্কেল করা হয়েছিল। ওদের পে স্কেল দেওয়ার কথা। কিন্তু দেয়া হয় নি। এই ব্যাপারে টি, আর টি, সি, এর ইউনিয়নে জয়েন কর তাহলে তোমাদের হবে। কিন্তু যেহেতু ওরা তা করতে রাজি নয়, সেইহেতু ওরা সেই পে-স্কেল পাচ্ছে না। আজকে তাঁরা এখানে দুর্নীতির কথা বলছেন। কিন্তু আমি জানি স্যার, প্রশাসনের ভিতর আজ কিভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। আমরা দেখেছি সিটিজেন ফর্মের জন্য ডি, এম অফিসে গেলে সেখানে ফর্ম পাওয়া যায় না। অথচ স্যার, জিরানিরা, মোহনপুরের মাইল দু মাইল পর পর সিটিজেনসীপ ফর্ম দেয়া হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি যে, আমার কাছে প্রমান আছে তা দেয়া হচ্ছে। (ভয়েসেস :— কারা দিচ্ছেন)। আমার কাছে নাম আছে। আমি বলচি স্যার, এটা দিচ্ছেন না গণতান্ত্রিক নাগরিক পরিষদ। এই গণতান্ত্রিক নাগরিক পরিষদ শচীন বাবুর আশার্বাদপুষ্ট। স্যার যেখানে ডি, এম অফিসে গেলে ফর্ম পাওয়া যায় না। যেখানে আজকে ১০ টাকা দিলে একটা ফর্ম পাওয়া যায়। (ভয়েসেস :— ১০ টাকা দিলেই হয়ে যায় :) না, ১০ টাকা দিলে একটা ফর্ম কিনতে পাওয়া যায়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে এই ব্যাপারে একটি চিঠি দিয়েছেন ১ নাইনথ মে।

এই ব্যাপার নিয়ে স্যার, এ্যানকোয়ারী হয়েছে। (ভয়েসেস কে করেছেন ?) কে আবার, পুলিশ করেছে। চীফ সেক্রেটারীর কাছে গেলে পর পাবেন। আজকে স্যার দেখতে পাচ্ছি, ভোটার লিষ্টে দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ নাম বেড়ে গেছে। এমনকি বাংলা দেশ থেকে তারা এসছে কিছু দিন আগেও তাদের নামও আজকে ভোটার লিষ্টে উঠে গেছে। এটা কি করে হয় স্যার, তাঁরা সুবিধা পাবার জন্যই আজকে এটা করছেন। কিছু দিন আগে যেখানে

নির্ব্বাচন হয়ে গেছে সেখানে এত ভোটার বাড়ে কি করে? আজকে আমার প্রশ্ন হল এখানে যেখানে একজন কৃষক, সাধারণ মানুষ ডি. এম. অফিসে গিয়ে ফর্ম পাচ্ছে না, সেই ফর্ম কিভাবে ওখানে গেল। কোন অফিসারের সাহসে এরা এটা করছেন। এটা আমি জানতে চাই স্যার। প্রশাসন কোথায়? প্রশাসনে আজকে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। ওঁরা মন্ত্রীত্বে বসার পর থেকেই শুনে আসছি পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা তদন্ত কমিশন বসাবেন। স্যার, ১লা এপ্রিল, এপ্রিল, ফুলের দিন থেকেই তাঁরা তা বলে আসছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বসাচ্ছেন না কেন। যদি তদন্ত কমিটি গঠন করাই হয়, তাহলে কাদের কাদের নিয়ে এই তদন্ত কমিটিতে নিয়োগ করা হবে। আমরা দেখেছি যিনি বর্ত্তমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নৃপেন বাবু গত ৭৩ এর ২৮শে মার্চ বাজেট ডিসকাশনে একটা অভিযোগ করেছিলেন যে, প্রফুল্ল কুমার দাস যে বাড়ীতে রয়েছেন সেটা জয়নগর স্কুলের দাবী। আমি তাই নিজ ইন্টারেষ্টে খোঁজ নিয়ে দেখলাম। স্যার, এই ল্যাণ্ডের জন্য যখন পেয়ার করেন তখন ছিলেন এম. এল. এ.। তখন রাজি হয় নি। আর যখন তিনি টাকাটা পেলেন তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। তখন তিনি এইটা করে নিলেন। স্যার, ঐ সব জিনিস কি করে হয়। আমি জানি না এই ফাইল কার কাছে রাখা হবে স্যার। স্যার, আমরা দেখেছি রাষ্ট্র ভাষা প্রচার সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে সি. বি. আই. এর রিপোর্ট আছে।

এটা স্যার সি. পি. আই এর রিপোর্টে এর কপি অফ দি ফাইনেলাইজ কপি অফ ফাইন্যাল রিপোর্ট অফ সি. বি. আই এগেষ্ট উমেশ লাল সিংহ সেক্রেটারী ত্রিপুরা রাষ্ট্র ভাষা প্রচার সমিতি নাউ এম, এল. এ এণ্ড ব্রাটার অফ শ্রী এস. এল সিংহ চীফ মিনিষ্টার অফ ত্রিপুরা এই যে সি, পি, আই রিপোর্টস এটা যখন প্রেশ করেন এবং কেসটা যখন কোর্টে তখন হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে সে ফাইল উধাও আমি জানি না এই ফাইলটা উধাও হবে কিনা?

(ভয়েসেস সব মিথ্যা কথা)

শ্রীতাপস দে :—এটা স্যার কোর্ট সার্টিফায়েড কপিইউক্যান হেভ ইট আই ক্যান লে স্যার, আপনি বলুন স্যার আমি লে করি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—বাজেট বক্তৃতার সঙ্গে এটার কি লিংক আছে?

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, আপনাকে অনুরোধ করছি রিপোর্টটা দেখুন।

শ্রীতাপস দে :—স্যার কৃষির কথা বলেছেন কৃষির উৎপাদন বেড়েছে ওরা কৃষি খাতে বেড়েছে ওরা কৃষিখাতে বাড়িয়েছেন সত্যই ৫৮ থেকে ৯১ করেছেন কৃষিতে কৃষির যেটা নেই মাইনর ইরিগেশান সেখানে টাকা কমিয়ে দিয়েছেন যেখানে ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা সেখানে করেছে ১৯ লাখ টাকা এবং আর একটা যেটা স্যার বোরাল ইলেকট্রিসিটি সেটাও উনারা কমিয়েছেন এই যে বরাদ্দ কমিয়েছেন ওরা এক দিকে বলছেন উন্নতি করছেন আর একদিকে বলছেন বরাদ্দ কমাচ্ছেন এক দিকে বলছেন গাড়ী চালাবেন আর এক দিকে বলছেন পেট্রল নেই এই যে এটা স্যার সম্পূর্ণ ব্লাফ এবং এই মন্ত্রীসভা প্রথম জন্ম থেকে যত ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছেন এটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার মিনিষ্ট্রি ছাড়া আর কিছুই নয় কারন এটার জন্ম হয়েছে এপ্রিল ফুল ডেতে সুতরাং এটাকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার মিনিষ্ট্রি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। ৪ কোটি টাকা ডেফিসিট রেখেছেন বাজেটে পপুলারিটি নেওয়ার জন্য ওরা কোন

ট্যাক্স রিপোর্ট করেন নি না করলে ·৪ কোটি টাকা আসবে কোথা থেকে স্যার, উরা জানেন না যে উনাদের আয়ু ৪ মাস, ৫ মাস. ৬ মাস এর পরে তারা কোথায় যাবেন এর পরে ওরা যখন মুখ থুবরে পড়বে ওদের রক্ষা করবে কে তখন আর যেখানে আজকে বলছে যে এক্সচেকার ইজ রানিং উইথ মাইনর প্যারা ইউথ আর. বি. আই, আই. বি. আই ইজ ইপ ট্রনজাকশ্যান আই. বি. আই. যদি বন্ধ করেন তাহলে এই প্রশাসনের টাকা গেল কোথায় একটি রাজনৈতিক দলের যে কোন ব্যক্তির পপুলারিটির জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তো ভুগতে পারে না, একটা প্রশাসন তো বন্ধ থাকতে পারে না ?

শ্রীতাপস দে :—বাগমাতে ফ্লাড হয়েছে ডি, এম, গেলেন মাননীয় মন্ত্রী গেলেন ক্যাম্প কোথায় হবে ঠিক করে দিলেন। সেখানে সেটাকে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় করা হয়েছে, কারণ বিরোধী দলীয় আশীর্বাদ পত্র। তাদের জি, আর, টি, আর এইগুলি দিয়ে ফাণ্ড করতে হয়, লজ্জা করে না জনসাধারণের, পেটের ভাত যোগাড় করে এই ভাবে তাড়া ইলেকশান করবে, জিতে আসবে, তাদের লজ্জা হয়না। নৃপেনবাবু বলেছেন আমি জানালা খুলেছি কিন্তু দরজা আমি এখনও খুলিনি। নৃপেনবাবু কি জবাব দেবেন? সরকারের টাকা দলের কাজের জন্য ব্যয় করছেন না। স্যার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যখন ওয়াশিংটন তখন ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রীও যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী দিল্লী রওনা হলেন ঠিক তার একদিন আগে ওয়াশিংটন থেকে আমরা অর্থমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্ট পাই। কথা ছিল তিনি সেন্ট্রাল কমিটি মিটিংয়ে যান। আরেকটা কথা মুখ্যমন্ত্রীর আর্টিষ্টিক অটগ্রাফটা ব্লক করার জন্য ২জন কর্মচারীকে কলকাতায় দৌড়াতে হয়েছে। উদ্দেশ্য কি? সেই আর্টিষ্টিক করা ফটোর একটা গ্রিটিংস কার্ড পাব নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণী হিসাবে নৃপেনবাবু অর্থমন্ত্রী থাকা কালিন নববর্ষের মানুষকে আপ্যায়িত করার জন্য মিষ্টি যায়নি মন্ত্রী বাড়ী, আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী মিষ্টি গিয়েছে। মন্ত্রী বাড়ীতে কি জিনিষ কিনেছেন, আমি নৃপেনবাবুকে বলছি আপনি সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করুন, আমিও সাহায্য করব, সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করে মাঠে বক্তিতা দিয়ে হাততালি নেওয়া চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে কোন রিক্সা ষ্টেণ্ড করতে পারেনা। কিন্তু বাড়ীর সামনে রিক্সা ষ্টেণ্ডের জায়গা আছে, ঐ খানে রিক্সা ষ্টেণ্ড করলেই পুলিষ তাদের পিটিয়ে তুলে দেয়। এটা কি দুঃনীতি নয়? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার গঠন হওয়ার পর যে সব চাউল মানুষকে দিয়েছে সেগুলি খাওয়ার উপযোগি না। বিগত সরকার এই চাউল টেকনিক্যালি আনফিট বলে ত্রিপুরার বাসীকে দেয়নি কিন্তু সেই চাউলই ত্রিপুরা বাসীকে খাওয়ানো হচ্ছে। সেই চাউল সুখময়বাবু তো ত্রিপুরা বাসীকে খাওয়ান নি, কেন পচা চাউল খাওয়ানো হচ্ছে? কেবল কংগ্রেসের দোষ আর ওনারা সব ভাল মানুষ কোন দোষ নেই একেবারে মহাপুরুষ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় রেফসিড তেল নষ্ট হলে তা আর ব্যবহার করা যায় না, সেই রেপসিড তেলের দাম আজকে সাড়ে দশ টাকা থেকে ১১ টাকা আজকে সরকার কোথায়। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বা বর্তমান রাজ্য সরকার তারা বলছে যে দাম আর বাড়বে না। কিন্তু সরকার অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা করলেন না দ্রব্যমূল্যের দাম কমানোর জন্য। তারা বলছেন যে সব দোষ কংগ্রেসের, কিন্তু তখন তো এতো দাম ছিলনা। আজকে যে হারে দাম বেড়েছে জনসাধারণ একেবারে উদগ্রীব হয়ে

উঠেছে। স্যার, আজকে এই সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে একটা বক্তব্যও নাই। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে রাস্তা পাকা করার জন্য কিছু লোককে তুলে দিতে চাইছে কিন্তু তারা উঠবে না। এই সরকারের এই তো নরম মনের পরিচয়। তারা বলছে তাদের নরম মন, কিন্তু এই দিয়ে কি তারা পরিচয় দিতে চায় নরম মনের। এখন আর তাদের কোন দোষ নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আজকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রগ্রাম শেষ করে আগামীকাল অবধি কন্টিনিউ করুন। কারণ আমাদের তো বলার আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, জেনারেল ডিসকাশান আজকে শেষ করতে হবে। তারজন্য একঘণ্টা বাড়ানো হোক। উনাদের সঙ্গে কথা ছিল ৬ ঘণ্টা। আমার মনে হয় ৭ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজেদ আলী ঃ—আগে টাইমটা ফিকসড করে নেওয়া হোক। কে কতঘণ্টা বলবেন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—স্যার, উনি বলছেন আমাদের কোন আপত্তি নাই। উনারা বলেছেন ৬ ঘণ্টা বলবেন আর আমরা ৬ ঘণ্টা বলব। কিন্তু কথা হচ্ছে উনারা ৬ ঘণ্টা বলতে চান না আমায় আরও বেশী নিতে চান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি দেখুন উনি কত ঘণ্টা বলেছেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়তো দিতে হবে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কলকাতায় এসে বলেছিলেন বাংলাদেশের নাগরিকদের আর ফেরৎ পাঠানো হবে না। কিন্তু দিল্লী গিয়ে তিনি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে লণ্ডনে কথা বলবেন, তারপর থেকে সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের তিনি বি, ডি, আর এর হাতে তুলে দিচ্ছেন। আজকে যে অবস্থা হয়েছে বর্ডারে গেলে পরে সাধারণ পাবলিকদের মারতে আসে। ওরা বলে যে তোমরা হিন্দুস্থানী। তোমরা আমাদের বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সবচেয়ে মজার জিনিষ স্যার ওদের গণতান্ত্রিক সরকার মিলিটারী জুনটাকে সমর্থন করছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার উনারা সাতঘণ্টা। সাড়ে সাতঘণ্টা সময় নিয়েছেন।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমাকে আর তিন মিনিট সময় দিন।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস :—স্যার, লীডার অব দি অপজিশান টাইম দিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীতাপস দে ঃ—আমরা দেখেছি গণতন্ত্র সরকার কিভাবে একটা মিলিটারী জোন্টাকে সমর্থনের জন্য, এক দেশ থেকে আর এক দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের কে ওরা পোষবেক করছেন। এই যে ডুপ্লিসিটি গণতন্ত্র রক্ষার নামে যে স্বৈরতন্ত্র চলছে, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে যে দেশে ওরা থাকতে পারলনা, সেই দেশের সরকার এর হাতে এদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। মোরারজী দেশাই কলকাতাতে এসে বলেছেন একটি লোককেও ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে না। আর সেখানে কি চুক্তি করেছেন। যে চুক্তির ফলে আজকে সাধারণ

মানুষকে যে সংগ্রামী জনতা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে বাংলাদেশের হানাদারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ওরা বলেছেন দুর্নীতি দমন করবেন। উনারা কি জানেন অর্থমন্ত্রী এইচ, এম, প্যাটেল বিরুদ্ধে হাবিদার মুণ্ডার কেস জড়িত। উনারা কি জানেন না প্রকাশ সিং বাদল এর বিরুদ্ধে কি কেস রয়েছে। সেই কেসগুলি তোলে নেওয়া হল। বিজু পট্টনায়ক সুপুরুষ, কতটুকু সং মানুষ। আজকে দেখেছি হাজী মাস্তানের সঙ্গে কথা বলেছেন তার বিবেকের পরিবর্ত্তনের জন্য। এত দুর্বল সরকার যে চোরা কারবারীদের এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নিওয়ার ক্ষমতা নাই। উনারা আজকে সেন্ট্রাল বাজেটে করেছেন। প্রাইভেট ইনভেষ্টমেটে ফরেন কে ইনভাইট করেছে। মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানিগুলিকে ইনভাইট করছে। মাল্টি ন্যাশানাল কোনগুলি যে গুলি সরকার এর পতনের কারণ। আজকে সেই মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানিগুলিকে ভারতবর্ষে ইনভাইট করে আনা হচ্ছে কার স্বার্থে। সেটা কি ১২টা পরিবারের স্বার্থে না ৬০ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থে। এই যে ধাপ্পা, এই যে ব্ল্যাংক ফায়ার, আমি উনাদেরকে রিকোয়েষ্ট করব আপনাদের যতটুকু সামর্থ আছে, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকু আপনার কাজ করুন। আমরা আপনাদের কে সাহায্য করব। মানুষকে ধোকা দিয়ে আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। সেটা আমরা বেশী দিন সহ্য করব না। সংত্র আমরা তুলে ধরব। আড়াই হাজার, তিন হাজার অফিসারদের বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে। ওদেরকে কাজ দেওয়া হচ্ছেনা। ওরা যদি ইনএফিসিয়েন্ট হয় তাহলে ওদেরকে তাড়িয়ে দিন। কাজ না করে বসে কেন টাকা নেবে। উনারা বলছেন সুষ্ঠ প্রসাশন চালাবেন। দেখা যায় প্রসাশনের সচিবগণকে কলকতায় লাল বাজারে গিয়ে মুচলেকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা দেখেছি ইলেকট্রিসিটি সার্কেলে কিভাবে কন্ট্রাকটরগণ টাকা চোষে নিচ্ছে। এটা কি দুর্নীতি নয়। উনাদের এই বাজেটকে এক্রটা অবৈধ সন্তান। সুতরাং এর থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না। এই সরকার আড়াই মাসে যা করেছে, ওরা যদি ৩০ মাস থাকে তাহলে কংগ্রেস ৩০ বৎসরে যা করেছে তার থেকেও বেশী করবে। কে খাস জনতা, কে জোট জনতা, কেউ সিপি এম, কেউ নির্দ্দল। আমি বলছি আপনারা এইসব বন্ধ করে সুষ্ঠ ভাবে প্রশাসন চালান। আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট এর আগে যে কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরের রূপরেখা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই দৃষ্টিভংগীতেই বাজেট তৈরী করেছিলেন কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন ওঁরা আবার শাসনে আসবেন, সেই বাজেটকে কাটছাট করে বর্তমান কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা তার একটা নূতন রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং এটা করতে গিয়ে ১১টি বিষয়ের উপর রূপরেখা তুলে ধরেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই রাজ্যকে যে একটা ধ্বংশের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই বাজেটে তা পরিস্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কৃষকের জমি অকৃষকের হাতে চলে গেছে, শতকরা ৮০ জন কৃষক, ৮০ জন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে, সেই কংগ্রেসের অপশাসনে সেই সমস্ত কৃষক যারা

এখনও না খেয়ে ধুঁকছে, ঠিক সেই পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থাটা এই বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে তারা কোনরকমে ক্ষুদ নিবৃত্তির চেষ্টা করছে এবং কোনরকমে ত্রিপুরার মানুষ বেঁচে থাকতে চেষ্টা করছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরার জনগণের অবস্থা, কংগ্রেস অপশাসনের পরিণতি কোথায়, এই ত্রিশ বছরে কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তার বাস্তব চিত্রটা অর্থমন্ত্রী এখানে তুলে ধরেছেন কংগ্রেসের লক্ষ্য কি ছিল মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা রাজনীতির পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন দৃষ্টিতে কংগ্রেস যে বাজেট আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, আমরা তাকে একটা নূতন রূপরেখা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধ্বংশের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের জনগণ এবং ত্রিপুরার জনগণকে, এই বাজেটে ইংগীত দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং নৈতিক কোন কিছু থেকে এটা বিচ্ছিন্ন নয়। ভারতবর্ষ এখন সাম্রাজ্যবাদের কবলে, কোটি কোটি টাকা ঋণ আজকে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়েছে, একটি শিশু সেও ঘাড়ে দুইশত টাকা ঋণ দিয়ে জন্মাতে হচ্ছে। এই হচ্ছে ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসন যার ফলে আজকে দেশে একটা চরম দুর্দশা ডেকে এনেছে। একটা ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ, গণতান্ত্রিক মানুষ যখন আন্দোলনের মুখে সবত্র যখন চিতকার উঠেছে যে আরেকটা বিকল্প পথ চাই, আরেকটা নূতন পথে এগিয়ে যেতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষকে মুক্ত কর, ভারতের পুলিশি অপশাসনের অবসান কর, সামন্ততন্ত্র দূর কর, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ বাঁচবে তারই পারপ্রেক্ষিতে আজকে এই কোয়ালিশান সরকারকে বাজেট আনতে হয়েছে। স্যার আজকে আমাদের সামনে এই প্রশ্ন অত্যন্ত পরিস্কারভাবে এসেছে কোন পথে ভারতবর্ষের মানুষকে, ত্রিপুরার মানুষকে খাওয়ার সংস্থান করে দিতে পারি, কংগ্রেসের অনুসৃত পথে না অন্য পথে ? আমরা দেখছি যে কংগ্রেসকে তারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ ডাষ্টবানে ফেলে দিয়েছে, গত নির্বাচনে পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচন এবং নয়টি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন যে হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসকে তারা ত্যাগ করেছে, আর এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা চিতকার করে বলেছেন যে ডিগবাজী খাওয়া পরাজিত সি, পি, এম আমরা, সরকার গঠন করেছি। কিন্তু হিসাব করে দেখুন সি, এফ, ডি এবং কংগ্রেস সদস্যরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কত ভোট পেয়েছেন আর সি, পি, এম কত ভোট পেয়েছে ১২ হাজার ভোট সি, পি, এমকে দিয়ে জনগণের ইচ্ছা পুরণ করার জন্য দাবী জানিয়েছে। জনগণের ইচ্ছাকেই আমরা রূপ দিয়েছি। নৃপেন বাবু দশরথ বাবু এবং শচীন বাবুর ভোট যোগ করে দেখুন আমরা কত বেশী ভোট পেয়েছি। আপনারা কৌশলে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না, হাউসকে মিসলেড করবেন না। স্যার, ভারতবর্ষে কংগ্রেসের নীতি গত ৩০ বছর দেখেছি এবং গত দুই বছরে তারা কি নরকের সৃষ্টি করেছে, সমস্ত ভারতবর্ষকে একটা জেলখানায় পরিণত করেছে, পার্লামেন্টের সদস্যদের হরণ করে নিয়ে জেলে রাখা হয়েছিল, নূতন নূতন আইন তাঁদের ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নিয়েছিল, জোর জবর দস্তি করে, বল প্রয়োগ করে সংবিধান সংশোধন নূতন নূতন আইন করা হয়েছিল কারণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ছিলনা, তাই তারা গণতন্ত্রের অপসারণের চেষ্টা করেছিল। ভারতবর্ষের জনগণের জন্য জরুরী আইন তৈরী করা হল, প্রেসের উপর আইন তৈরী করে সেন্সার ব্যবস্থা চালু করে সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া

হল, মিছিল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হল। ১৪৪ ধারা জারী করে নানাভাবে সেইসব দমন করতে চেষ্টা করেছে, তাতেও হয়নি, শেষ পর্য্যন্ত মিসা আইন জারী করে ভারতবর্ষকে একটা জেলখানায় পরিণত করা হল।

স্যার কংগ্রেসের রাজনীতি আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি, আমাদের এই বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, সুখময় বাবুর মন্ত্রীসভা যখন পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন একমাত্র জরুরী আইনের সাহায্যে বিধান সভা থেকে সেটা উঠিয়ে নেওয়া হল সংখ্যা গরিষ্ঠা বিধানসভায় প্রমাণ করার জন্য, তখনই মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক কর্মচারী ধর্মঘট করেছিল সারা উপজাতি বড় মিছিল করে এই বিধানসভার অভিযান করেছিল, শ্রমিকরা অভিযান করেছিল চারদিক থেকে যখন উৎপাত, সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তখনই অনাস্থা প্রমাণ হয়ে গেছে। মাঠে ঘাটে, জনসাধারণের প্রতিটি বক্তৃতায় পত্র পত্রিকায় অনাস্থা ঘোষনা করা হয়েছিল, এমন কি কংগ্রেস সদস্যকেও জেলের ভেতরে আটক রেখে, বিধানসভায় থেকে দূরে রেখে, এতদিন এই সংখ্যালঘু সরকার শাসন চালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক আগেই তারা সংখ্যালঘু সরকারে পরিণত হয়েছিলেন, লজ্জা থাকলে তখনই তাদের পদত্যাগ করা উচিত ছিল কিন্তু তা তাঁরা করেননি, এই হচ্ছে এদের গণতন্ত্র। স্যার, বিচার বিভাগের ক্ষমতা ওঁরা কেড়ে নিন।

স্যার, বিচার বিভাগের ক্ষমতা ওরা কেড়ে নিলেন, দারা যখন তখন জরুরী অবস্থা জারী করার অবস্থা সৃষ্টি করলেন। এছাড়া রাজ্যগুলির যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেগুলিও কেড়ে নিলেন। প্রতিটি রাজ্যে এক নেতৃত্বে শাসন ব্যবস্থা, দেড় জনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হল। কোন মুখ্য মন্ত্রীর, আমাদের সুখময় সেনগুপ্ত এর পর্যন্ত কথা বলার কোন ক্ষমতা রইল না। একস্ট্রা কন্‌সিটি-টিউশন্যাল পাওয়ার দিয়ে সঞ্জয় গান্ধীকে নেতৃত্ব দেওয়া হল এবং এরা সব বেড়ালের মত মেও মেও করতে লাগলেন। এই অবস্থা তারা সৃষ্টি করেছিলেন। আর সব চাইতে যে বড় অধিকার ১৯৪৭ সালে পেয়েছিল ভারতের জনগণ এবং ১৯৪৯ সালে যে প্রজাতন্ত্র ডিক্লেয়ার হল, সোভা-রিণ্টি ডিক্লেয়ার হল, ১৯ ধারায় যে সমস্ত আর্টিকেল মানুষের কথা বলার আধকার, মিটিং মিছি-লের অধিকার, মানুষের সমিতি গঠনের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, মিছিল করার অধিকার ছিল সেগুলি কেড়ে নিল তারা। তারা জবাই করে দিল সমস্ত অধিকারকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলি? বিভিন্ন যে একস্ আজ যারা প্রাক্তন বিচারক ছিল, সাহিত্যিক, কবি, কাউকে মুখ খুলতে দেওয়া হল না। রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন কোন অংশ পর্যন্ত তারা মুছে ফেললেন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য এর নির্দিষ্ট অংশগুলি পর্যন্ত তারা মুছে ফেললেন। শুধু কি তাই? ওরা গান্ধীজি গান্ধীজি বলে চিৎকার করেন। সেই গান্ধীজির বক্তব্য পর্যন্ত তারা মুছে ফেললেন। আর তার পাশাপাশি বলগা ছাড়া সমস্ত শোষকে ছেড়ে দিলেন ভারত-বর্ষের বুকে। ৮.৩৩ পয়েন্ট বোনাস ছিল, তার থেকে কমিয়ে ৪ পারসেণ্টে এনে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হল। কিন্তু তারা কোন কথা বলতে পারল না যে আমরা খাদ্য চাই।

মিঃ স্পীকার—এটা তো সেন্ট্রাল বাজেট সম্পর্কে বলছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বলছি। চোরাকারবারীরা হাঙগরের মত সমস্ত জনগণকে চোষে খেতে আরম্ভ করল। আর রেডিওর বক্তব্য দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে

রাখতে চেষ্টা হল যে জিনিষপত্রের দাম কমছে। কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই। এই সমস্ত তারা সুরু করেছিলেন। মিসা আইনে যে সমস্ত জানোয়ার বন্দী ছিল সমস্তদের ছেড়ে দিলেন ভারতবর্ষের বুকে। আর তার পরিণতি শুধু কি আর্থিক, সামাজিক? এই জরুরী আইনের ভিতর এই সমস্ত জানোয়ারেরা ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জীও চীৎকার দিল, গ্রামে গ্রামে মেয়েদের রেপ করেছে। শহরে গ্রামে রাস্তায় ঘাটে মেয়েরা চলতে পারেনি। এই ত্রিপুরা রাজ্যেও কি এই সমস্ত ঘটনা ঘটে নি? আমরা তা জানি। আমরা জেল থেকে বসে থেকে যে সমস্ত কাগজ পত্র যেত সেগুলি পড়তাম. খুব বেশী কিছু লিখতে পারত না কাগজে, কিন্তু তাতেও আমরা অনুভব করতে পারতাম যে কি ঘটছে, কিরকমভাবে মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। যে সমস্ত কৃষকের দুই কানি এককানি জমি ছিল সেগুলি তারা চাষ বাস করে যে ফসল পেত তাতে তাদের খোরাকী হত না। কিন্তু সেই সামান্ত ফসলও তারা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসতে দ্বিধা করেনি সেই সেই সেনগুপ্ত সরকার। আমরা কখনও একথা বলিনি যে সীমার নীচে যে ফসল আছে তা সরকার তার হাতে নিয়ে নেবেন। কোনদিন তা বলিনি। ৩০ বছর আমরা দেখেছি কংগ্রেসী শাসন। কিন্তু এই জরুরী আইনের ভিতর তারা গরীবের ফসল লুঠ করেছে এবং লুঠ করে এনে চোরাকারবারীদের হাতে দিয়ে বেশী দামে সেগুলি আবার গরীবের কাছে বিক্রি করেছে। আর মানুষ না খেয়ে মরেছে। আর জরুরী অবস্থা সময় এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে অনাহারে মরলেও কেউ এই কথা বলতে পারত না যে আমাকে খাদ্য দাও। আমার সামান্য বাঁচার ব্যবস্থা তোমরা করে দাও। এই অবস্থা তারা সৃষ্টী করেছে। আর আমার সোনামুড়া মহকুমাতে জেল থেকে যখন আমি বেরিয়ে এসেছি তারপর আমি দেখেছি যে ভারতের সর্বত্র কিরকম বৃটিশ রাজত্বের কায়েম হয়েছে এবং শোষন চলছে। রাত্র তিনটার সময় আরম্ড কনষ্টেবল নিয়ে তহশীলদার গেল কোরবান আলীর বাড়ীতে। রাত্র তিনটার সময় তারা ধান চাল সমস্ত ক্রোক করে নিয়ে এসেছিল. এই সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা। এই গণতন্ত্রকে আমরা অ র স্থান দেব? মানুষ ঘোষণা করেছে যে আর স্থান নয়। সেই জনসাধারণ ঘোষণা করেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে আর কংগ্রেসের স্থান নাই।

কাজেই স্মাসুন যে দাবী জনসাধারণ করেছেন, সেই দাবীকে মর্য্যাদা দেই। জনগণের দাবীকে মর্য্যাদা দিয়ে, জনগণের ম্যাণ্ডেডকে মর্য্যাদা দিয়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছি এবং এই সি, এফ, ডি, সি, পি, এম কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছি। এই সরকার গঠণের মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্রকে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সারা ভারতে যে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে তার পটভূমিতেই ত্রিপুরাতেও আমরা গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ঝাপিয়ে পড়েছি। বর্ত্তমান সরকার সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন নিয়ে এবং শপথ নিয়ে আজকে এগিয়ে চলছেন এবং এগিয়ে চলার পথে অর্থনৈতিক পুণর্গঠণের যে কাজ, সেই পুণর্গঠনের কাজে নূতন আঙ্গিকে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যদিও আমরা এই মূহূর্ত্তে এটাকে পুরাপুরি না করতে পারি, অন্তত: পক্ষে একটা রূপ রেখা তৈরী করবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আর তার সংগে সংগে যারা আগে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কাছে, সেই বাজেট বরাদ্দের টাকাগুলি যাতে সঠিকভাবে খরচ হয়, তার দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করেছি। আর এজন্যই এই বাজেট এখানে এসেছে এবং আমরাও এই বাজেটকে সমর্থন

করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা চাই মানুষ কথা বলুক, আমরা চাই জনসাধারণ তার পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে রাস্তায়, হাটে মাঠে যেখানে থাকুক না কেন, অফিস, আদালতে, স্কুলে সর্বত্র তারা পুরাপুরি ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলুক। তাদের বিভিন্ন দাবী, তাদের দুই মুঠো খাওয়ার দাবীতে, বেকারেরা তাদের কাজের দাবীতে, তাদের পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে দাঁড়াক, তারা আন্দোলনে নামুক, তারা নিজেরা সংগঠিত হউক। এই যে গোমস্তরা, ঐ এক চেটিয়া পুঁজির যারা গোমস্তাগিরি করেছেন গত ৩০ বছর ধরে, যারা কায়েমী স্বার্থে জমিদার আর জোতদারের গোমস্তাগিরি করেছেন এত দিন রাষ্ট্র যন্ত্রকে পাহারা দিয়ে এবং তাদেরকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, ঐ কংগ্রেসী গোমস্তাদের হাত থেকে যাতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাদের হাত থেকে যাতে গণতন্ত্রকে ছিনিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য ব্যবস্থা করে অঙ্গিকার নিয়ে আমরা এই কথা বলতে চাই যে মানুষ জেগে উঠুক। আর আমাদের বর্তমান যে কোয়ালিশন সরকার, সেই অধিকার আবার জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে চায়। কাজেই এই দিক থেকে আমরা বলতে চাই যে মুক্ত আকাশের নীচে চিৎকার করে প্রশ্ন করার অধিকার টুকু আমরা তাদের দিতে চাই, জনসাধারণকে আমরা তাদের সেই অধিকার টুকু দিতে চাই। আমরা চাই গণতন্ত্রের ঐ দাবীদার কংগ্রেসী গোমস্তারা ঐ ডাষ্টবিনে পড়ে থাক, কারণ ডাষ্টবীনই তাদের স্থান। আমাদের বেকারদের অভিশপ্ত জীবন, সেই জীবন আত্ম হত্যার ফাঁসির দড়ি গলায় না তুলে, জ্বলন্ত চোখে রুখে দাঁড়াবে এই সমস্ত সমস্যার সামনে, ঐ গোমস্তাদের সামনে, ঐ শয়তানদের সামনে, যারা জনসাধারণকে লুট করবার জন্য এতদিন ষড়যন্ত্র করেছিল। স্যার, আমরা গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শোষণের মধ্যে লক্ষ্য করেছি এই আগরতলা শহরের কাছে ঝগড়িয়া মুড়ায় হাজার থেকে ১৮ শত নারী পুরুষ সেদিন সেক্রেটারিয়েটের সামনে মন্ত্রী-দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি সে দিন সেখানে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছি যে তারা গত ৩০/৩৫ বছর ধরে সেখানকার খাসের জায়গায় বসবাস করছে এবং তারা বার বার ঐ কংগ্রেসী গোমস্তাদের, যারা নাকি জমিদার আর জোতদার এবং কায়েমী স্বার্থবাজদের স্বার্থ রক্ষা করেছিল, তাদেরকে মুখে প্রলোভন দিয়ে বলেছেন যে ঐ জায়গাতে তোমাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সেই বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বন বিভাগ রিজার্ভের নাম করে যেখানে খুসী, সেখানে রিজার্ভের খুঁটি গাড়িয়েছেন, কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা করেন নি। আর তারই মাঝে মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা নাকি খাসের জমি দখল করে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করে আসছে গত ১৫/২০ বছর ধরে তাদেরকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করেছিল, ঐ কংগ্রেসী সরকার। তারা হাজার হাজার পরি-বারকে উচ্ছেদ করেছে, তারা হাজার হাজার উপজাতিকে উচ্ছেদ করে ধ্বংশের মুখে ঠেলে দিয়েছে, উপজাতিদের হাত থেকে তাদের সমস্ত জমি হস্তান্তর করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই উপজাতিরা আজকে নিরন্ন অবস্থায় এখানে সেখানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, তারা আজকে গাছ তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন ডেম্বুর প্রজেক্ট এলাকা থেকে যারা উচ্ছেদ হল, তাদের পুর্নবাসনের কোন ব্যবস্থাই করা হল না। তাই ঐ মানুষ গুলিকে বাঁচানোর জন্য অল্প দায়িত্বও যদি আমরা নিতে পারি, তাদের অধিকারগুলি যদি আমরা তাদের আবার ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমি বিশ্বাস করি, সেই সব গরীব ভূমিহীন কৃষক, যারা তাদের জমির

এলটমেণ্ট পাযনি, যারা ঐ কংগ্রেসী দুঃশাসনে তাদের জমির এলটমেণ্ট পায় নি, আজ বধি তারা সেই জমির এলটমেণ্ট পায়, তাহলে তারা নিজেরাই জমিতে ফসল তৈরী করতে পারবে। আমরা তাদের কত টাকা সাহায্য করব, সেটা বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে সেই ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে তারা নিজেরা সেই জমি চাষ করতে পারে এবং তাতে তাদের প্রয়োজনের সবটা না হউক অন্ততঃ বছর ৩/৪ মাসের খাদ্য তারা ফলাতে পারবে। আর তাদেরকে এই খাদ্য সংগ্রহের যুক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। আর বেকারদের কাজের ব্যবস্থা তখনই হতে পারে, যখন ভূমি সংস্কারের আমূল পরিবর্তন আমরা করতে পারব। এই ভূমি সংস্কার করে আমরা যদি সমস্ত গরীব ভূমিহীন কৃষকদের হাতে যে টুকু জমি আমাদের হাতে আছে, সে টুকু তুলে দিতে পারি, জমিদারী প্রথার অবশান করতে পারি, মহাজনী প্রথার অবশান করতে পারি, তাহলেই এই গরীব কৃষকদের হাতে, ভূমিহীনদের হাতে অল্প স্বল্প যে জমি আসবে, তার মাধ্যমেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় ফসল তুলতে পারবে। আর সেই যে ফসল, যা তাদের সম্পদ, সেই সম্পদের জোরে তাদের যেটুকু শক্তি হবে, সেই শক্তি নিয়েই তারা বাজারে নড়াচড়া করতে পারবে। সেখানে বিক্রি বাড়বে, আর যদি বিক্রি বাড়ে তাহলে কল কারখানা চলতে পারে এবং ঐ কল কারখানার পণ্য আবার বাজারে বিক্রি হতে পারবে। আর এভাবেই দেশটা গড়ে উঠতে পারে। কাজেই সে দিক থেকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির আমরা যারা সদস্য এখানে সি, এফ, ডির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, জনতা পার্টির সংগে হাত মিলিয়ে এই কোয়ালিশন সরকার গড়েছি, আমরা সংগ্রাম করব, আমরা চেষ্টা করব, এই মন্ত্রী সভার ভিতরে প্রস্তাব করব অথবা বাইরে জনসাধারণকে ডাক দেব বেকার ভাইদের ডাক দেব বেকার সমস্যার সমাধান করবার জন্য, কৃষি সমস্যার সমাধান করবার জন্য, গরীব মানুষদের খাবার দেবার জন্য যে এসো আমরা সবাই মিলে মন্ত্রী আর জনগণ সবাই একত্র হয়ে দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য নূতন ভাবে সংগ্রাম করি। কায়েমী স্বার্থের পক্ষে আজকে পুলিশ পাহারা থাকবে না। আজকে পুলিশ আমাদের সংগে থাকুক, এটাই হচ্ছে আমাদের কোয়ালিশন সরকারের দৃষ্টী ভঙ্গি। তাই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে আমাদের নেতা হিসাবে অর্থমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী, আমাদের বন্ধু নৃপেন চক্রবর্ত্তী, আমাদের সদস্য নৃপেন চক্রবর্ত্তী এই বিধান সভায় যা বলেছেন, আমিও তার সংগে সুর মিলিয়ে বলছি যে এভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আমার আর একটু কথা বলতে হয়, কারণ আজকে নানা রকম কথা উঠছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, আমাদের মন্ত্রী সভার কাজেও দূর্নীতি সম্পর্কে নানা কথা আসছে। কাজেই এটা আমাদের মুখ্য মন্ত্রী সম্পর্কে হউক, আর বিরোধী দলের সদস্যদের সম্পর্কেই হউক, সে যেই হউক না কেন, যে সমস্ত কথাবার্ত্তা উঠেছে, সেগুলির তদন্ত করা হউক। এই সমস্ত কথাবার্ত্তার যদি বাস্তব কোন পটভূমি থেকে থাকে, তাহলে এগিয়ে আসুন, এগুলিকে উদ্‌ঘাটন করুন। কারণ এই কোয়ালিশন সরকার একটা পরিছন্ন সরকার গঠনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই আমরা সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে স্বপ্ন নিয়ে, যে আকাঙ্খা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ ভোট দিয়ে যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে যে কংগ্রেসের অপশাসন আর চলবে না, সেই ম্যাণ্ডেটকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। কাজেই সেই মর্যাদা

দিতে গেলে আসুন আমরা সবাই মিলে একটা পরিচ্ছন্ন সরকার গঠন করে সরকার কাজ কর্ম পরিচালনা করি। আর যদি আমরা তা না করতে পারি, তাহলে আমাদেরও ঐ কংগ্রেসী গোমস্তাদের মতোডাষ্টবীনে পড়তে হবে। কাজেই আমাদের এক্ষুনি সাবধান হওয়ার দরকার, আমাদের এক্ষুনি হুসিয়ার হওয়ার দরকার, যত রকম অপকর্ম, যত রকম কুকীর্তি, যত রকম অন্যায় ঐ সমস্ত কংগ্রেসী গোমস্তারা করেছে ঐ কায়েমী শ্রেণীর স্বার্থে, আসুন। আমরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। আর এটাই হচ্ছে আজকের জনগণের দাবী আসুন আমরা জনগণের সামনে যাই জনগণকে ডেকে আমাদের নিজেদের কোন দুর্বলতা থাকলে, সেটা জনগণের সামনে খুলে বলি, কারণ তাতে আমাদের নিজের আত্ম সমালোচনা হবে, আমরা জনগণের সাহায্য নেব এবং জনগণই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, জনগণ আমাদের শক্তি দেবে এবং সেই শক্তির জোরে আমরা যে নূতন ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছি, শপথ নিয়েছি সেই শপথকে সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করি। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন এবং এর পর উনি যে ভাষণ হাউসের মধ্যে রেখেছেন তাতে একটার সংগে আর একটার মিল নেই। এই বাজেট ত্রিপুরার মানুষকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। এই বাজেট ৪ কোটী টাকার ঘাটতি বাজেট দেখে ত্রিপুরার মানুষ শংকিত। কাজেই এই বাজেট সরকার ত্রিপুরাকে দেউলিয়া করার জন্যই এই বাজেট করা হয়েছে। উনি আবার বলেছেন যে এই বাজেট আগেকার সরকারের বাজেট উনারা নূতন ভাবে পেশ করেছেন আড়াই মাসে। এই বাজেট যদি আগেকার সরকারের তৈরী বাজেট হয়ে থাকে তাহলে এই আড়াই মাসে উনারা যথেষ্ট সময় পেয়েছেন এই বাজেটকে নূতন করে বিন্যাষ করে ত্রিপুরার মানুষের মংগলের জন্য বৈপ্লবিক বাজেট করতে পারতেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট আমার পড়ার পর দুটি জিনিষ মনে হচ্ছে—একটা জিনিষ হচ্ছে নৃপেন বাবু কালকের বক্তৃতায় বুঝা গিয়েছে যে অস্থায়ী এই ৪ কোটী ঘাটতি বাজেট দেখিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। আমরা উনাদের অনুরোধ করব যে এই ৪ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট দেখিয়ে আপনারা পালিয়ে যাবেন না—এটা কি কোয়ালিশন সরকার না কলিশন সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তেলিয়ামুড়াতে কোয়ালিশন সরকারের এক সরিক দল নেতা বলেছেন যে সি. পি. এম. পরাজিত উরা আমার কৃপায় বিজয়ী হয়ে আজকে মন্ত্রীর আসনে বসেছে আমাকে প্রমাণ কর। আবার অন্য দিকে নৃপেন বাবু তারপর দিন মহারাগঞ্জ বাজারে বলেছেন যে কংগ্রেসের যত কুষ্ঠ রোগী আজকে কোয়ালিশন সরকারে এসেছে। কাজেই এই সরকার কোন কাজ করতে পারবে না। উনাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই মন্ত্রী সভা থেকে উনারা পালিয়ে যেতে চান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার চিত্র কি যেখানে রেপ সীড তেলের সরকারী রেট ছিল সাড়ে সাত টাকা আর আজকে সেখানে হয়েছে দশ টাকা। এই সরকার এ' কালো বাজারী মহাজনদের আশ্রিত এবং জনসাধারণের কোন উপকার করতে পারবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার-এর রূপ দৈনিক সংবাদের এডিটরিয়েলে দেখেছি—সংখ্যাটা হলো রোজ রবিবার, ১২ই জুন, ১৯৭৭ ইং সেখানে 'লজ্জাও হার মানায়' শীর্ষক এডিটরিয়েল কলামে বলা হয়েছে যে, জীবনের কোন সিউরিটি এই সরকার দিতে পারছে না। ঐ খোয়াইতে ডা: সোমকে নৃশংস ভাবে মেরে, পুলিশকে

মেয়ে যদুপ্রসন্ন বাবুর পুত্রকে মেরে এবং অমরপুরে একজনকে খুন করে এবং আগরতলায় খুনের পর খুন করে তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করছেন। আর একটা পত্রিকায় বলেছে যে এই সরকার মানুষের জীবনের মূল্য রাখতে পারছে না। একমাত্র জিনিষের দাম বাড়ছে। এই পত্রিকায় আরও লিখেছে ৮ই জুন ১৯৭৭ইং স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেখানে আরও লিখেছেন যে ঔষধ পত্র নাই সেখানে সরকার ঔষধ দিতে পারছে না। মানুষ মারা যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে যেখানে জি. আর টেস্ট রিলিফ দেওয়া হত সেখানে আজ জি. আর টেস্ট রিলিফ নাই। মানুষ বনের আলু এবং বনের লতাপাতা খেয়ে আছে। আজকে বনের আলুও শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকে ত্রিপুরায় এই আড়াই মাসে ১৯ জন অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার প্রগতিমূলক কাজ করবেন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে যে ঝড় হয়েছে—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বিলোনীয়ায় কোন গাঁও সভায় কত সংখ্যক লোককে তুফানে ঘর পরার পর সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই কৃষ্ণনগরে বাচাই তুলে যে সব লোক দোকান করত তাদের ক'জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে আমি জানতে চাই নলুয়া ত্রিপুরার মধ্যে পানের একমাত্র উৎপাদন কেন্দ্র সেখানে বহু পানের বর নষ্ট হয়েছে সেখানে ক'জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে আমি আমি জানতে চাই বিলোনিয়াতে বিগত ক'মাসে কজনকে টেষ্ট রিলিফ এবং জি. আর. দেওয়া হয়েছে। উদয়পুরে ব্যাপক বন্যা হয়েছে ক'জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এ' ৮০ হাজার টাকায় তিন মাসের টেষ্ট রিলিফ। ত্রিপুরায় বাংলা দেশ থেকে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে এবং এইদিকে ত্রিপুরার পাহাড়ের ল্যাংটা মানুষগুলি তাদের রক্ষা করার জন্য আগেকার সরকার গত বছর প্রতিটি সাবডিভিশানে ২০ লাখ টাকা করে দিয়েছেন। আর এই সরকার মাত্র ৮০ হাজার টাকা দিচ্ছেন। সেদিন আমরা নৃপেনবাবুর মুখে শুনতাম যে টেস্ট রিলিফের হার ৫ টাকা করে করা হউক আজকে কোথায় সেই ৫ টাকা। যে উদ্বাস্তুদের ৯শ টাকা দেওয়া হত সেদিন আমরা শুনতাম নৃপেনবাবুর মুখে যে তাদের ৩ হাজার টাকা করা হউক কিন্তু আজ, মাত্র ১ হাজার টাকা এনেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারই বক্তব্যে আছে ১৯৭৪ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে—উনার দাবি কংগ্রেস দশ আনা করে চিনি আমেরিকায় পাঠান হয়। উনি দশ আনা করে ত্রিপুরার মানুষকে চিনি খাওয়াবেন। আমি প্রতিশ্রুতি চাই কখন আমরা দশ আনা করে চিনি পাব। আর ঐ ডুম্বুরের জাগুর মাছ ২ টাকা করে কুড়ি স্বল্পমূল্যে আমরা কবে পাব এবং কখন পাব।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মশলা জোগার করে রাখুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমরা অস্বীকার করছি না যে কংগ্রেসের ভুল ত্রুটি হয় নাই আমাদের ভুল হয়েছে। তার সংশোধন করার যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ আমরা পাই নাই। আর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলছি আমাদের ত্রিপুরায় এগ্রি-সেড ফরেষ্ট ইণ্ডাস্ট্রী বাঁশ বেতের ইণ্ডাস্ট্রী এখানে করা যায়। আমাদের নৃপেনবাবু দাবি করেছিলেন যে আরও ১০ হাজার প্রাইমারী স্কুল করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরায় শতকরা ৩০ জন স্বাক্ষর কাজেই এখনও কলেজ হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সরকার আসার পর ক'টি প্রাইমারী স্কুল হয়েছে

ক'টি সিনিয়ার বেসিক স্কুল হয়েছে ক'টি কলেজ হয়েছে এবং ক'টি আগামী বছরে করবেন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের হারে বেতন ভাতা দেওয়া হবেনা। ১৯৭৪ সালের ২৬শে মাচ উনার বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে উনি দাবি করেছিলেন যে এখানে একজন ব্যাংকের কর্মচারী—পিয়ন সে বেতন প্রায় ২০০ টাকা। আর আমাদের ত্রিপুরার একজন পিয়ন পায় মাত্র ১৯০ টাকা অথচ একই বাজার থেকে তারা চাল ডাল কিনে খাচ্ছে। কাজেই সেখানে কেন্দ্রীয় হার চালু হবে না কেন ? আমরা সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে এখানে কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন এবং ভাতা দেওয়া হউক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে দেওয়া হবেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে একটা কথা উঠেছে, মাননীয় সদস্য সুধণ বাবু উনি বলেছেন এই গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটি বারও রেলের কথা উঠে নাই। কেবল মাত্র এই ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেটেই এই বরা হয়েছে। উনি বোধ হয় জানেন না যে ১৯৭২-৭৩ সালেই সেখানে বাজেটে রেলের কথা আছে, আমি পড়ে দেখেছি। সেখানে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রেল লাইন ছাড়া এ রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই সেখানে রেলের দাবি ছিল। কাজেই উনি যে বলেছেন যে রেলের র ও ছিলনা সে কথা বলে উনি হাউসকে মিসলীড করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নৃপেন দা, উনি বলেছিলেন যে কোন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবেনা —

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার মনে হয় কোন মন্ত্রীকে এভাবে নাম ধরে বলা ঠিক নয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আচ্ছা স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে কোন অবস্থাতেই কোন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবেনা। কিন্তু কি করে ১০১ হোমগার্ডকে ছাঁটাই করা হলো, হলেক-টি কেসের লোককে ছাঁটাই করা হলো, টি, আর, টি, সিতে ছাঁটাই করা হলো ? কেন ওদেরকে পুনঃ নিয়োগ করবেন না ? উনারা তো অনেক চীৎকার করেছেন কংগ্রেস আমলে এই সমস্ত গরীব কর্মচারীদের জন্য। কেন এই মন্ত্রিসভা এই কথা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব করলাম, আদায় করবো না। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ। এই মন্ত্রীসভা বলুক না যে কোন মন্ত্রীর সঙ্গে কোন পুলিশ থাকবেনা। তারা ৩৬ টাকা করে ডি, এ নিচ্ছেন। এখানে বাজেটে বলা হয়েছে ইউনাইটেড ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু এটা তো আগেই করা হয়েছিল। গত ১লা এপ্রিল এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। অথচ এটা আরও আগেই করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য একটু বসুন। হাউস যদি এগ্রি করেন তাহলে টাইম অ্যাক্সটেনশন করা যেতে পারে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমরা এই ডিস্কাশনটা কালকে অবধি এ্যাক্সটেনশন করতে চাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি এই সরকার এই ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষকে কিভাবে শোষণ করছে। এই সরকার গদিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিনিস পত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যেখানে সর্ষের তেলের দাম ছিল দশ টাকা এখন বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা, মুশরীর ডাল দুই টাকা কেজি থেকে সাড়ে তিন টাকা হয়েছে, এই রকম করে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শুধু কি তাই? ইলেকশনের খরচ মিটাবার জন্য কালোবাজারী মুনাফা-খোরদেরকে লেলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অন্ধকার থেকে অন্ধকারে ফেলে দিচ্ছে। নূতন ভাবে মহাজনী প্রথার সৃষ্টি করছে আজকে সরকার এই পাহাড়ীদেরকে বলছে যে জুম করে ধান দিতে হবে, এই চেরার ব্যবসা করছে সরকার।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার:—পয়েন্ট অব অডার স্যার, উনি বলছেন যে চেরার ব্যবসা করছেন, এই চেরাটা কি?

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা সুদের ব্যবসা। এই চেরা—সুদের ব্যবসা করছে তারা। এই করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে দুপুর বেলা টিফিন দিতে হবে কিন্তু এই বাজেট বক্তৃতায় আমরা সেই প্রভিশন দেখতে পাচ্ছিনা। আজকে আমরা দেখছি এই বাজুবন বাবু রিয়াং কমুনিটিকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করেছেন। আর বাঙ্গালী এবং পাহাড়ীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কি করছে? শিক্ষা বিভাগ নাকি দুর্নীতি মুক্ত করা হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কালীপদ ব্যানার্জী পশ্চিম পথিচরির বিমল চক্রবর্ত্তীকে খবামুখে পাঠিয়েছেন ইলেকশনের কাজ করার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি তাকে খবামুখ না কে থায় পাঠিয়েছি ইলেকশনের কাজ করতে এটা তদন্ত হোক। এটা যদি প্রমাণ হয় যে আমিই তাকে পাঠিয়েছি ইলেকশনের কাজের জন্য তাহলে আমি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যাব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:—স্যার, শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে যে দুর্নীতি চলছে তার সম্পূর্ণ জবাব তাঁকে দিতে হবে। এ দায়িত্ব তাঁর।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—স্যার ব্যাপারটা যদি শিক্ষা দপ্তর না হয়ে শিক্ষামন্ত্রী হতো তাহলে আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু যেহেতু ইলেকশনের সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের কোন সম্পর্ক নাই, সেজন্য আমি বলছি স্যার, যে এই ইলেকশান করি আমরা, ইলেকসান ডাইরেকটার বা, ডেপুটি ডাইরেকটার করেন না। উনি যদি এ ব্যাপারে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি। আর যদি না পারেন, তাহলে তিনি তা সংশোধন করে সুন্দর করে, পরিষ্কার করে বলুন।

মিঃ স্পীকার:—এখন নিবাচন হচ্ছে কি?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—হচ্ছে কিনা আমি জানিনা। খবামুখে আমার বাড়ী নয়। তাঁর বাড়ী। তাই তিনি ভাল বলতে পারবেন। তবে আমি বলছি কি যে, তিনি যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমি এখনই পদত্যাগ করব। আর নয়তো তিনি সংশোধন করে বলুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমি বলছি স্যার, সেখানে একজন টিচারকে স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে ইলেকসানের কাজ করানো হচ্ছে। ঐ স্যার, বিভার সভার নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তাই উনাকে এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে।

শ্রীমনসুর আলী :—আমার এম, এল, এ, কে বলতে দিন। উনার যদি স্টেটম্যান্ট দিতে হয়, তাহলে উনার বক্তব্যের সময় দেবেন। এটা আমি ডিমাণ্ড করছি স্যার, আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি আমার এম, এল, কে বলতে দিন। বলার সুযোগ দিন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি চ্যালেঞ্জ করছি স্যার, আমার রাইট আছে।

শ্রীমনসুর আলী :—এখন আপনি বলবেন না। আপনার যখন সময় হবে তখন আপনি বলবেন। এ রকম তো কোনদিন হয়নি। বার বার আমার এম, এল, এ, কে বিরক্ত করা হচ্ছে। এর জন্য মাননীয় স্পীকার, আপনি ডিসিসান নিন। আমার এম, এল, এ, কে বলার সুযোগ দিন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি বিরোধী দল নেতাকে অনুরোধ করি—

শ্রীমনসুর আলী :—স্টেটম্যান্ট করতে হয়, উত্তরের সময় বলবেন। এই রকম কাজত কখনও হয়নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি মাননীয় স্পীকারের পারমিশান নিয়ে বলেছি।

শ্রীমনসুর আলী :—বার বার এই রকম বাধা দিলে আমরা ওয়াক আউট করব।

মি: স্পীকার :—অনারেবল মিনা স্টার আমার অনুমতি নিয়েই এখানে বলেছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ওয়াক আউটের ভয় আমাদের দেখাবেন না। আমরা তাতে ভয় পাইনা। ওয়াক আউটের ভয় দেখিয়ে আমাদের টলানো যাবেনা।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা খুশী হয়েছি লাগাতরের সময় কর্মচারীদের যে ১৩ দিনের বেতন কাটা হয়েছিল সেটা দেয়া হয়েছে বলে। কিন্তু আমি এই শাসক গোষ্ঠিকে চাই ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্য্যন্ত এই সরকারের শাসক দলের প্রধান চীপ মিনিষ্টার তিনিও ত তখন ছিলেন এই কংগ্রেসে। তখন যে ১০ দিন হবে প্রায় সব মিলিয়ে ষ্ট্রাইক, সেই ষ্ট্রাইকের বেতন দিলে বুঝব যে এই শাসক সত্যিকারের কর্মচারী দরদী, মানুষের দরদী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল মাননীয় অর্থমন্ত্রী নৃপেন বাবু কর্মচারীদের এবং বেকারদের জন্য দু:খীত হয়েছেন। বেকারদের জন্য এই যে, কর্মসংস্থান দেয়া যাচ্ছে না, তার জন্য তিনি বলেছেন যে, তার কাছে বার বার চিঠি আসছে, ঐ আমাকে চাকুরী দাও বলে। তিনি তার উত্তরে বলেছেন, তোমরা যখন কংগ্রেসের আমলে ৩০ বছর ধরে সমানে সংগ্রাম করেছ চাকুরীর জন্য, এখনও তেমনি ভাবে সংগ্রাম করে তোমরা চাকুরী আদায় করে নাও। এই কথা বলে তিনি সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। তিনি এই কথা বলে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেন। আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি বলেছিলেন যে, সচ্ছ প্রশাসন তিনি তৈরী করবেন, তিনি বলেছিলেন সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করবেন। তিনি এখানে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়াই গিয়েছিলেন সেখানে তিনি, ফ্লোরে বসে লিখছিলেন। এই কথা আছে রাশিয়ার চিঠিতে। আমি তাঁকে বলতে চাই, তিনি বসুন না ঐ ফ্লোরে। পারবেন তিনি বসতে? যদি পারতেনই, তাহলে এই আরামের গদী আটা চেয়ারে বসে প্রশাসন চালাতেন? উনি ফ্লোরে বসে মন্ত্রী সভার কাজ করুন, মন্ত্রীত্ব করুন ফ্লোরে বসে। চেয়ার-টেবিল সমস্ত কিছু দূর করে দিয়ে তিনি ফ্লোরে বসে কাজ করুন, তাহলে বুঝতে পারব সত্যিকারের নেতা, জনদরদী। কংগ্রেসীরা যেটা করতে পারে নি, তাঁরা সেটা দেখিয়ে দিন। ফ্লোরে বসে কাজ করে দেখিয়ে দিন কংগ্রেসীরা কত আরামের মধ্যে ছিল। আমি এটা দাবী করছি স্যার। এটা বিপ্লবের কথা নয়। সাধারণ মানুষকে ভাষা ভাষা কথা না বলে, ফাকি না দিয়ে মাটিতে বসে দেখিয়ে দিন, আপনারা তাদের জন্য ব্যথিত, তাদের দুঃখে দুঃখীত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা জানি উনি এই বাজেট ভাষণে বলেছেন, আমরা অস্থায়ী সরকার। অস্থায়ী সরকার কি না আমরা এটা জানি না। আমরা জানি স্থায়ী এবং অস্থায়ীর ডেফিনিসান কি? সেটা আমাকে তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই কিছু দিন আগে তড়িৎ বাবু, সেদিন লোক সভা নির্বাচনে ডিফিট খেয়েছিলেন, সে জন্য মন্ত্রীত্বের আসনে বসতে, তাঁকে বলা হয়েছিল লজ্জা করছে না আপনার মন্ত্রীত্বের আসনে বসতে এই কথা বলে টিপ্পনি কাটা হয়েছিল। হয়ত এই কথা মনে পড়ায় তাঁরও আজকে লজ্জা করছে তার জন্য মিথ্যা অছিলা দেখিয়ে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ৪ কোটি টাকার ডেফিসিট বাজেট সামনে রেখে বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করেই এই ৪ কোটি টাকার ডেফিসিট বাজেট এখানে পেশ করেছেন। তিনি এই ডেফিসিট বাজেট পেশ করে ত্রিপুরাকে দেউলিয়ার পথে টেনে এনেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার — শ্রী নিরঞ্জন দেব।

শ্রী নিরঞ্জন দেব—মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেট ত্রিপুরার সমস্যার প্রতি নজর রেখেই উপস্থিত করা হয়েছে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম সমালোচনা করেছেন। এটাকে কেহ কেহ গতানুগতিক বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যখন মাননীয় সদস্যরা ক্ষমতায় ছিলেন, তখন যে বাজেট হাউসে উপস্থিত করা হত, সেই বাজেটের সঙ্গে এই বাজেটের কোন পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন কি না, মিল খুঁজে পেয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে কর্মসূচীর জন্য ১১ দফা কর্মসূচীর প্রস্তাব করেছেন। যে সমস্যা গত ৩০ বছরে কংগ্রেসের শাসনে সমাধান করতে না পারায় তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য এই ১১ দফা কর্মসূচীর উপস্থিত করা হয়েছে। আমার বিরোধী দলের সদস্যরা থাকিয়ে দেখুন ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের শাসনে ভারতবর্ষের মানুষকে কোথায় নিয়ে গেছেন। এই দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন আপনারা দেশকে কোথায় নিয়ে ফেলেছেন। আজ আপনারা এখানে বসে বড় বড় কথা বলছেন। আমরা তা ভুলি নি। ইমারজেন্সির সময় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে নাসবন্দী করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ আপনাদের নাসবন্দী করিয়েছে। এই কথা ভুললে চলবে না।

এই বস্তা পচা বুলি আর হবে না সুতরাং আপনারা ইমারজেন্সী জারী করে ভারতবর্ষের মানুষকে নাস'বন্দী করতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষরা উল্টো আপনাদের নাস'বন্দী করেছে এই কথা ভুললে চলবে না ? মাননীয় সদস্যরা আপনারা যখন ক্ষমতাতে ছিলেন তখন আপনারা ধরাকে সরাজ্ঞান করেছিলেন গরীব মানুষরা অভাবের সময় যখন আপনাদের কাছে যেত তখন তারা আপনাদের কাছে সৎ ব্যবহার পেত না, আপনাদের কাছে আশ্রয় পেত না আপনারা গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতেন এই রকম ঘটনা গত ৩০ বছর শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা ভারতবর্ষে অনেক ঘটনা ঘটেছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ছেলেকে আপনারা গুলি করেছেন, অনেক মা-বোনকে আপনারা ধর্ষণ করেছেন লজ্জা হয় না এখানে বসে এই সব কথা বলতে বেহায়ার মত ? আপনারা এখানে বসে জন দরদি দেখাচ্ছেন কবে থেকে আপনারা এত জন দরদী হয়েছে বলতে পারবেন কি আমাকে ? পারলেন না এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে ৩০ বছর যাবৎ তো আপনারা ছিলেন গদিতে আজকে জুমিয়ার জন্য আপনারা কাদছেন, শিক্ষার জন্য আপনারা হৈ-চৈ করছেন, চাকুরীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে ইত্যাদি আপনারা বলছেন কিন্তু এত দিন কি করেছিলেন ? সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন উনাদের হাতে ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা চলে গেছে জনসাধারণ যখন ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তখন উনারা বলছেন যে এই অবস্থায় যদি কিছু জন দরদী না দেখাই, কিছু যদি চোখের জল না ফেলি কুমীরাশ্রু যদি জনসাধারণের মনে সান্ত্বনা না দিয়ে বক্তৃতা রাখি তাহলে আগামী নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়া উনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না তাই উনারা এখানে লাফালাফি করছেন। বিরোধী পার্টির মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আগে আমরা যখন বিরোধী পার্টি ছিলাম তখন উনি বলেছেন যে বিরোধী পার্টিরা ডেষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করেছেন কনষ্ট্রাকটিভ কোন সমালোচনা নেই কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলতে পারেন কি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনারা কি ডেসষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করেছেন না কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করেছেন আপনাদের বক্তৃতার মধ্যে এর কোন কিছু নেই যে আপনারা কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করেছেন। মাননীয় সদস্য তাপস বাবু গণতন্ত্রের অনেক কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন জানি না উনি গণতন্ত্র সম্পর্ক বাংলাদেশের আয়ুব খার সম্পর্কে মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন আমরা জানি না এটা কি এ্যাব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র না কিসের গণতন্ত্র আমরা জানি না। আমরা জানি ডেমক্রিসি ইজ দি পিপল ফর দি পিপল বাই দি পিপল এটাই জানি। আমরা জানি ভারতবর্ষে আপনারা যে গণতন্ত্র করেছিলেন ১৯ মাস ইমারজেন্সী জারী করে সেটা কি গণতন্ত্র বলতে পারেন ? সেটা কোন গণতন্ত্র ভারতবর্ষের মানুষকে বাক স্বাধীনতা থেকে আপনারা বঞ্চিত করেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন, যারা শ্রমিক তাদের যে আন্দোলন করার অধিকার ছিল সে অধিকার পর্য্যন্ত আপনারা কেড়ে নিয়েছেন ? আর এই পত্রিকার উপরে আপনারা সেনসারশিপ জারি করে তাদের পত্রিকার কলাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর আপনি বলছেন গণতন্ত্র বা কি মজা ? লজ্জা হয় না এই সব কথা বার্তা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে ? আমাদের বিরোধী পার্টি'র সদস্য মাননীয় চন্দ্রশেখর দত্ত কেরানী হিসাবে কি জানি মহাজনী শুরু হচ্ছে, মহাজনী যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের মধ্যে হয়েছে আপনারা মহাজনী করে এত যে করেছেন অন্তকে

ফাঁকি দিয়ে যেরকম অর্থ সঞ্চয় করেছেন এক একজনে একটা বাড়ী দুইটা বাড়ী তিনটা বাড়ী করেছেন এইগুলি কি ভাবে হয়েছে আপনারা বলতে পারেন? মাননীয় সদস্য নিজেই তো টাকার সম্পত্তির মালিক কি করে করেছেন? সুতরাং তিনি আজকে এইখানে অন্নেতে হাততালি পাওয়ার জন্য, বাহবা পাওয়ার জন্য তিনি বলছেন যে সরকার নাকি বেড়া হিসাবে মহাজনী ব্যবসা করেছেন সুতরাং কালকে মাননীয় সদস্যরা আপনারা পত্রিকার রেফারেন্স নিয়ে কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে আপনারা বিভিন্ন রকম সমালোচনা করেছেন আপনাদের বোঝা দরকার যে আমরা সমালোচনা বা আত্ম সমালোচনার ভিত্তিতে এই দেশ এবং এই দেশের যে উন্নতি এবং অবনতি এটা আমরা আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে আমরা করবো এটার কোন আশংখ্যা নেই এই জন্য যে সমালোচনা হয়েছে বা আপোষ সমালোচনা হয়েছে এই জন্য কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাবে এই আশংখ্যা করার কোন কারণ নেই কারণ যে ভাবে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বক্তৃতা রাখছেন আমি দেখতে পাচ্ছি মাননীয় স্পীকার স্যার এটা আমি লক্ষ করছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা ওখানে শংকিত হয়ে বসে আছেন, উনারা খুব ভয় পাচ্ছেন, উনারা আতংকিত কেন এত আতংকিত? হ্যাঁ যদি আপনারা অন্যায় করে থাকেন, জনসাধারণের টাকা যদি আপনারা লুট করে থাকেন যদি ৩টা, ৪টা বাড়ী করে থাকেন তাহলে পরে অবশ্যই এটা তদন্ত হবে জনসাধারণের দরকার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনার এই ১৫ দিনের কোয়ালিশান সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে নানা রকম কথা এখানে তুলে বিভিন্ন রকমভাবে সমালোচনা করেছেন। এই ১৫ দিনের কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা দেশের জনসাধারণে কাছে যে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি মন্ত্রী গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত উনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনারা দেখবেন এই কথা উনারা বার বার বলেছেন কিন্তু আপনারা মনে করেন আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দীনের প্রদীপের মত এক রাত্রে সব কিছু করতে চান বা করে ফেলতে হবে কিনা জানিনা আমাদের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও চেষ্টা করেছিলেন সারা ভারতবর্ষে ইমারজেন্সী জারি করে সব সমস্যার সমাধান করবেন বলে বলেছিলেন কিন্তু তিনি পারেন নি তিনি আজকে ডাষ্টবিনে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ উনারা বুঝেন, উনারা অনেক সচেতন যে আপনারা গত ৩০ বছরে কি করছেন? আপনাদের মাধ্যমে বর্তমানে কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা আছেন এই মন্ত্রীসভাকে আমি অনুরোধ করবো গত সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা ত্রিপুরাতে যেভাবে গরীব মানুষকে অত্যাচার করেছে, গরীব মানুষকে শোষন করেছে, গরীব মানুষের ঘর থেকে খাজনা আদায় করছে, যারা খাজনা দিতে পারেনি তাদের ঘর থেকে হাঁস, মোরগ, পাঠা ইত্যাদি ক্রোক করে নিয়েছে। গতকাল আমাদের বিরোধী এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে অনেক মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এই হাউসে আমি আর কয়েকটি কথা এর মধ্যে সংযোজন করতে চাই আমি আশা করবো এই মন্ত্রীসভা অবশ্যই সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যেমন ত্রিপুরার পঞ্চায়েৎ রাজ উত্তর প্রদেশ থেকে যে পঞ্চায়েৎ আইন ত্রিপুরাতে আনা হয়েছে এবং ত্রিপুরার মানুষ আশা করেছিল এই শ্রমজীবী মানুষ এবং গণতান্ত্রিক মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবে।

মি: স্পীকার—ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—না স্যার আমাকে আর কট এসময় দিন।

মি: স্পীকার—অনেক তো সময় নিয়েছেন এবার বসুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—বিরোধীরা তো অনেক সময় নিয়েছেন এক একজন। আমাকে আর একটু বলতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা না হয় আপনি আবার কালকে বলবেন। কালকে তো সময় বাড়ানো হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—না স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন।

(ভয়েসেস—দশ মিনিট হাউস বাড়িয়ে দিন)

মিঃ স্পীকার—হাউস দশ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীনিরঞ্জন দেব— জনসাধারণের কাছ থেকে বেআইনী ভাবে কর আদায় করা হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রীসভার কাছে গাঁওসভার লোকেরা অভিযোগ করেছে এবং এটা পত্র পত্রিকায়ও উঠেছে ৫১টি পরিবার থেকে কৃষকদের যদি পৃথক হতে হয় তাহলে তাকে ১০ টাকা ২০ টাকা ৫০ টাকা ফিস দিতে হয়। পেশা কর ১ টাকা থেকে ২০ টাকা এই সবের কোন মানে হয় না স্যার। রেশন কার্ড ফর্ম বাবদ ৫০ পয়সা দিতে হয়, পঞ্চায়েত স্বেচ্ছাসেবক বাবদ ১০ টাকা দিতে ১৫ টাকা ২০ টাকা তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখছি স্যার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী শ্রীশান্তি রঞ্জন রায় চৌধুরী তিনি এলাকার লোকের কাছ থেকে সরকার থেকে লোন নিয়ে দেবেন বলে টাকা নিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে হাউস লোন যেটা দেওয়া হয় ২শত ৩শত টাকা করে দেওয়া হয়। যারা পেয়েছে হরেকৃষ্ণ দেববর্মার ৩শত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল কিন্তু পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে তার ২শত টাকা দিতে হয়েছে। এবং রাজেন্দ্র দেববর্মা. মনীন্দ্র দেববর্মা বিশ্বনাথ দেববর্মা এই রকম আরো অনেক আছে স্যার,। তাদের কাছ থেকে একশত দুইশত টাকা করে নিয়েছে স্যার। সাবরুম বা অন্যান্য জায়গাতেও আমরা দেখেছি বর্ডারের লোকদের গরু কিনতে হয় এবং তাকে এস, ডি, ওর পারমিশান নিতে হয় এবং নিতে হয় এবং এস, ডি, ও পারমিশান নিতে গিয়ে তার ২০টাকা থেকে ২০টাকা খরচ হয় এছারাও তাদের অন্যান্য বাবদ আরো টাকা খরচ হয়। ত্রিপুরার জনসাধারন পঞ্চায়েত কাছে যা আশা করে ছিল সেই আশা বাস্তবে রুপায়িত হয় নি স্যার, তারা নিরাশ হয়েছে। গত সরকার চাকরী দেওয়ার নাম করে যে টাকা নিয়েছে এর হিসাব এখানে সবটা দেওয়া সম্ভব নয় তবে আমি কিছু দিচ্ছি। মোহনপুর ব্লকে রামকৃষ্ণ দেবনাথ ৩হাজার টাকা দিয়েছে চাকরী পায়নি। নারায়ন দাস ৫শত টাকা দিয়েছে চাকরী পায়নি, শ্রী রবীন্দ্র করের স্ত্রী ২ হাজার টাকা দিয়েছে চাকরীর জন্য এটা নাকি স্যার অমাদের গত মন্ত্রী সভার স্বনাম ধন্য শিক্ষা মন্ত্রী এই টাকা নিয়েছেন। এবং যারা টাকা দিয়ে চাকরী পেয়েছে, স্যান্দা ভৌমিক ওয়াইফ অব ভুবন ভৌমিক ৩ হাজার টাকা দিয়ে চাকরী পেয়েছে, নীলরতন দাসের স্ত্রী ৩ হাজার টাকা দিয়ে চাকরী পেয়েছে। এটা আশ্চর্য্য লাগে কি করে চাকরী দিলেন। বানা পাল ওয়াইফ অব তুষার পাল ৩ হাজার টাকা দিয়ে চাকরী পেয়েছে। বিসালগড় ব্লকে লালশী মড়ু চানবাবু উনি ৫শত টাকা দিয়ে চাকরী পেয়েছেন বাংলা দেশের এক ভদ্র মহিলাকেও চাকরী দিয়েছেন ফিডিং সেন্টারে। আর আমাদের এখানে কত মা, বোনেরা বেকার তারা চাকরী পাচ্ছেন না। গত মন্ত্রী সভা কি অদ্ভুত কাজ করেছেন সেই জন্য তারা ৩, ৪, ১০টি গাড়ীর মালিক

হয়েছেন। এটা হলো স্যার বিগত মন্ত্রী সভার কাজের ফিরিস্তী। আমি কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার কাছে অনুরোধ রাখব যেন জমিয়াদের সম্পর্কে তারা একটু চিন্তা করেন। বিগত মন্ত্রী সভা তারা জুমিয়াদের ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছে এবং টাকা খেয়েছে এই দিকে যেন কোয়ালিশন মন্ত্রীরা নজর দেন তাহলে জুমিয়াদের জীবন রক্ষা পাবে কৈলা শহরের ভাগ্যমনী রোয়াজা পাড়া ৩১টি পরিবারের কাছ থেকে ৪০টাকা করে নিয়েছে ভয় দেখিয়ে, তাদের বলেছে তোমরা যদি টাকা না দেও তাহলে জুম করতে দওয়া হবে না। এবং গত ১৯৭৭ সালে চড়িলামের অচিন্ত কুমার দত্ত তিনি বাগমারার কাছ থেকে ৭জন উপজাতি যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন তাদের অপরাধ তারা লাকড়ী কাটতে বনে গিয়েছিল, তাদের কাছে ঘুষ চেয়েছিল কিন্তু তারা দিতে পারেনি। সেইজন্য তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হলো। তারা লাকড়ী, বাঁশ, ছন বিক্রী করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ফরেষ্টের গার্ডরাও তাদের কাছে থেকে লাকড়ী নিয়ে ১ টাকা দেয় সেই টাকা দিয়ে তাদের এক কেজি আটার দামও হয়না। এইজন্য আমি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করছি যাতে তারা এই দিকে নজর দেন। আমতলী, বিশালগড় ব্লকে একটি স্কুল আছে ঘরটি পোড়া গিয়েছে কিন্তু এখনও ঠিক হয়নি। গত মন্ত্রিসভা ইমার্জেন্সীর নাম দিয়ে যা কাজ করেছেন সেইজন্য তাদের সময় হয়নি স্কুল ঘরগুলি ঠিক করতে। স্যার আপনার কাছে অনুরোধ করব আমার সময় একটু বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :—না, আর সময় বাড়ান যাবেনা। আপনার ১০ মিনিট শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯৭৫ সনের মধ্যে এই রাস্তাটাকে সলিং করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হচ্ছেনা। যার ফলে স্যার আমাকে মিটিং-এ আসতে হয় চম্পকনগর দিয়ে, নয়তো রাণীরবাজার দিয়ে না হয় বিশালগড় দিয়ে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা আপনি ডিমাণ্ড আলোচনার সময় বলতে পারবেন। আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—স্যার, আমি আর বেশী বলব না। যে সব ঘটনা এখানে উল্লেখ করেছি আমি আশা করব বর্তমানে যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা এইসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোজিশান লীডারের সঙ্গে আমার কথা বার্তা হয়েছে আগামীকাল ডিসকাশন ২ ঘন্টা থাকবে। এর মধ্যে উনারা পাবেন ৩০ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—বাজেট ডিসকাশান আগামী কাল আরও ২ ঘন্টা চলবে। যার ফলে আমার মনে হয়, হাউস একসটেণ্ড করতে হবে। কালই ডিমাণ্ড আলোচনা হবে এবং পুট হবে। এই ব্যাপারে কি হাউস এগ্রি আছে?

(The House Agreed)

The House Stands adjourned till 12 noon of Wednesday, the 22 June, 1977.

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

Annexure—A

ADMITTED STARRED QUESTION No. 17

By Shri Jitendralal Das.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১) বে-সরকারী স্কুলের অশিক্ষক কর্মীদের গ্রান্ট-ইন-এইড রুলের আওতাভূক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকিলে তা কবে থেকে করা হবে ?

৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

২) যত সত্বর সম্ভব।

৩) প্রশ্ন উঠেনা

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 21

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১) বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে চালু গ্রান্ট-ইন-এইড্ নিয়ম বিধি সংশোধনের বিষয় সরকার বিবেচনা করছেন কি ?

২) চিন্তা করে থাকলে, এই সংশোধনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের (বে-সরকারী) সাজেশান গ্রহণ করা হবে কি ?

৩) গ্রান্ট-ইন-এইড্ নিয়ম বিধি সংশোধনের বিবেচনা করে থাকলে, তার কারণ ?

উত্তর

১) বিষয়টি ত্রিপুরা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

২) হতে পারে

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred question- No. 30.

By :— Shri Chandra Sekar Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be preased to State—

১। গত এপ্রিল মাসের তুফানে বিলোনীয়ার মোহন সর্দার পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় কি বিনষ্ট হইয়াছে ?

২। যদি বিদ্যালয় গৃহটি বিনষ্ট হইয়া থাকে তা হইলে সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে গৃহ নির্ম্মানের ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER.

১। হ্যাঁ।

। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 31,
By:— Shri Chandra Sekhar Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Educ tion Dəpartment be pleased to State—

১। বর্ত্তমান সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বছরে বিলোনীয়ার নলুয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা নিয়াছেন কি; এবং

২। জনসাধারন ঐ স্কুলের জন্য ভূমি সংরক্ষিত র‍াখিয়াছেন ?

ANSWER

১। বিলোনীয়া মহকুমায় নলুয়া সিনিয়র .বসিক নামে কোন স্কুল নাই। নলুয়ার অভয়নগর সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে একটি সরকার। স্কুল আছে। বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে ঐ স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নাই ?

২। জনসাধারণ ঐ স্কুলের জন্য কোন ভূমি সংরক্ষিত রেখেছেন কিনা শিক্ষা বিভাগের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 39.
Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-ii.-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to State—

Question.

1. How many Pres es have been started departmeut wise. besides the Govt. Printing Press at Arundhati Nagr; ,
2. Purpose of such. departmental Presses ;
৩. Whether steps have been taken to amalgamate them ?

Reply.

The materials are being collected from various Departments and a reply will be submitted shortly.

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY.

by :—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২। ঐ বিদ্যালয়গুলিতে একজন মাত্র শিক্ষক হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। ৮৭৯টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষক আছেন। ছাত্র সংখ্যা সহ বিভাগ ভিত্তিক ঐ বিদ্যালয়গুলির নাম এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। সুষম বন্টনের অভাব এবং ছাত্র-শিক্ষক আণুপাতিক হার মতে একজন শিক্ষক দেওয়ার নীতি থাকায়।

SL. NO.	Name of Sub-Division.		No. of single Teacher-School.
1)	Sadar—A	...	22
2)	Sadar—B	...	113
3)	Sonamura	...	53
4)	Khowai	.	103
5)	Udaipur	...	57
6)	Amarpur	..	85
7)	Belonia	...	86
8)	Sabroom	...	64
9)	Kamalpur		70
10)	Kailashahar	..	114
11)	Dharmanagar	...	112
			Total :—879

LIST OF SINGLE TEACHER SCHOOLS

SADAR 'A'

Sl. No.	Name of School	Roll Strength
1	2	3
1	Rayermura Jr. Basic School	68
2	Gabtali Jr. Basic School.	39
3	Vivekananda (Malaynagar) J. B.	22
4.	Hatileta Jr. Basic School.	66

1	2	3
5.	Madhuban Pritilata J. B.	41
6.	Dogangi Jr. Basic School	61
7.	Debtabari Jr Basic School	41
8.	Barjush Jr. Basic School	27
9.	Sambhu Chandrapara J. B.	40
10.	Kalapania Jr. Basic School	55
11.	Brahman Puskarini J. B	40
12.	Dukhia Kabra Jr. Basic School	50
13.	Mucharia Para Jr. Basic School.	50
15.	Kumaria Para Jr Basic School.	50
15.	Pandabpur Jr. Basic School.	172
16.	Paschimnoabadi (North) J B.	28
17	Damdamia Jr. Basic School.	65
18.	Chandmari Jr. Basic School	57
19.	Amarabati Jr. Basic School.	62
20.	Ratanpur Jr. Basic School	113
21.	Nripendranagar Jr. Basic School	45
22.	East Champamura J. B. School.	79
	SADAR 'B'	
1.	Lembhuthal Jr. Basic School.	80
2.	Padmanagar Primary.	30
3	Paglibari Primary.	13
4.	Bastali Jr B. School	127
5.	Promode nagar J B School.	172
6.	Ramnarayan thakurpara J. B.	132
7.	Ujanpathalia Ghat J B.	31
8.	Jagaibari J. B. School.	36
9.	Brindaban Senapati Para J. B.	57
10.	Chandramohan Chow para J. B.	44
11.	Rangshibari Jr. B. School.	27
12.	Sepaijala Banapalli Jr. B. School	21
13.	East Champamura J. B. School.	131
14.	South Kenania Jr. Basic School.	54
15.	East Kunaban Jr. B. School.	42
16.	Kenania J. B. School.	119
17.	Ram Cherra Jr. B. School.	68
18.	Aralia Jr. Basic School.	84
19.	East Padmanagar J. B. School.	52
20.	Jortali J. B. School.	42
21.	Dakshin Kalyadepa Jr. B. School.	93

22.	Amtati Jr. Basic School.	89
23.	Jugal Kishorenagar Jr. Basic	87
24.	Ujan Ganiamara Jr. Basic School	121
25.	Paliabhanga Jr. Basic School.	66
26.	Jampuijala Jr. Basic School. (Col)	829
27.	Bararush Jamatia Primary.	48
28.	Shyamnagar Jr. Basie School.	84
29.	Chandra Hari Rankhalbari Primary.	28
30.	Madhya Ganiamara Jr. Basic School.	78
31.	Khubilong Jr. Basic School.	117
32.	Ujan Golaghati Jr. Basic School.	150
33.	Darkaicherra Jr. Basic School.	57
34.	Saika'rampara Jr. Basic School.	19
35.	Ujan Larma Jr. Basic School.	44
36.	Arjun Thakurpara Jr. Basic School.	83
37.	Kanurampara Jr. Basic School.	116
38.	Naba Chandra Chow. para Jr. B.	174
39.	Chikancherra Jr. Basic School.	216
40.	Amarendranagar Jr. Basic School.	80
41.	Barkaikalaibari Primary School.	36
42.	Jampui Gobinda Thakurpara Jr. B.	63
43.	Malsumbari Jr. Basic School.	26
44.	Dronabhyagyapara Jr. Basic School	128
45.	Hirapur Jr. Basic School.	77
46.	Sankhungama Para Primary School.	8
47	Begun Bari Jr. Basic School.	43
48.	Narayan Khamar Primary School.	43
49.	Kendraicherra Jr. Basic School.	55
50.	Birchaadrapara Jr. B. School.	21
51.	Shibdurga Chowdhuripara J. B.	50
52.	Khamting Bari Primary.	21
53.	Binon Kobra Jr. B. School.	37
54.	Pranab Vidyabhaban J. B. School.	104
55.	Jiban Sardar Para J. B. School.	37
56.	Janame joynagar Dinabandhu J. B.	37
5J.	Dhanai Jr. B. School.	53
58.	Baludhu Jr. B. School.	55
59.	Tuipathar Jr. B. School.	66
60.	Chandra Kumar Primary.	88
61.	Champa Bari Jr. B. School.	20
62.	Sovamanipara Jr. B. School.	74

1.	2.	3
63.	Bhuban Chantaibari J. B. School.	81
64.	Raktia Cherra Jr. B. School.	59
65.	Radhacharan Thakurpara J. B. School	46
66.	Belbari Lalitmohan Jr. B. School.	21
67.	Matambari Jr. B. School.	16
68.	Krishnachandra Pathshala.	34
69.	Ma. Saradamani Jr, B. School.	73
70.	Jagathram Thakurpara J. B. School.	54
71.	Chachucherra Jr. B. School.	85
72,	Belbari Jr, Basic School.	52
73,	Gurupada Tribal Col. Jr. B. School.	100
74.	Kayarai Jr. B. School.	112
75.	Khangraibari Jr. B. School.	52
76.	Biswamani Sardar Pgra Primary	78
77.	Gandhi Jr. Basic School.	85
78.	Baniabari Jr. Basic School.	59
79.	Bargachia Jr. Baiic Sehool.	74
80.	Birmohan Choudhurypara Jr. B.	69
81.	Belgungbari Jr. Basic School.	33
82.	Chandicherra Jr. Basic School.	43
83.	Chamelia Jr. Basic Schoul.	73
84.	Daragamura Jr. B. School.	53
85.	Dainmara Jr. Basic School.	85
86.	Debroy Ballavi Sardar para J. B.	15
87.	East Ramnagar Jr. Basic School.	111
88.	Haricharanpara Jr. Basic School	133
89.	Ishan Choudhury Para Jr. B.	49
90.	Kaintakobrapara J. B. School	64
91.	Kalikamura J. B. School	53
92.	Kumaribill Jr. B. School	61
93.	Katacherra Jr. Basic School	55
94.	Kambukcherra Jr. Basic School	84
95.	Kutnabari Jr. Basic School	51
96.	Nityadaspara Jr. Basic School	39
97.	Ranghacherra Jr. Basic School	51
98.	Radhanagar Jr, Basic School	57
99.	Ramdayal Thakurpara Jr. Basic School	69
100.	Ramsankar para Jr. B. School	17
101.	Shimna Cherra Jr. Basic School	32
102.	Santosh Zamadarpara J. B. School	32

103.	Sashadarbikram J. B School	102
104.	Tamakbari Jr. Basic School	97
105.	Barapukur Primary	32
106.	Belmura Primary School	30
107.	Chakma Para Primary	28
108.	Khampar para Jr. Basic School	31
109.	Pattabil Primary School	20
110.	Subalshingh para Jr. B. School	51
111.	Baluacherra Jr. B. School	61
112,	Daikhola Primary School	50
113	Nabin Choudhurypara Jr. B. School	46

SONAMURA SUB-DIVISION

1.	Kathalia Mura Primary School	87
2.	Chowmuhani Jr. Basic School	58
3.	Laxmandepha South Jr. B. School	—
4.	Nathuram Jr. Basic (Chowpara)	51
5.	Barakhala Jr. B. School	85
6.	Bhabanipur Jr. B. School	54
7.	South Aagar Rahamanpur J. B.	82
8.	Nirbhoypur Primary School	54
9.	Jabrapur Jr. B. School	40
10.	Kaliram Jr. B. School	80
11.	Himathpur Jr. B. School	48
12.	Monertilla Jr. B. School	27
13.	Chakbasta Jagathrampur Jr. B.	49
14.	Jhatakhola Jr. B. School	44
15.	Induria Jr. B. School	111
16.	Rangamura Tribal Jr. B. School	26
17.	Bamunipara Jr. B. School	34
18.	Jumerdepha Jr. B. School	97
19.	Padmaluchan para Jr. B. School	57
20.	Taibandal Jr. B. School	41
21.	Rahimpur Jr. B. School	119
22.	Rajendranagar Jr. B. School	30
23.	Bagbar Jr B, School	87
24.	Ashabari Jr. B. School	49
25.	Kalamchoura West Jr. B. School	88
26.	Jharajhala Jr. B. School	107
27.	Manikyanagar Jr. B. School	117

1.	2	3
28.	Gourangala Jr. B. School	24
29.	Chandigarh Jr. B. School	68
30.	Padmeidepha Jr B. School	50
31.	Ishanchandra Chow. para Jr. B.	14
32.	Adampur Jr. B. School	70
33.	Barpathar Jr. B. School	56
34.	Jharjharia Jr. B. School	29
35.	Poangbari East Primary School	44
36.	Kalapania Jr. B. School	53
37.	Thandakumra. Chow. para Jr. B.	35
38.	Chandul Noabari Primary	32
39.	Chandul Taicama Jr. B. School	35
40.	South Taibandal Jr. B. School	23
41.	Roghunath Dhepa Jr. B. School	35
42	Thalibari Jr B School	61
43	Moniram Chow para Jr B School	79
44.	Bhriguram Jr. B School	33
45.	Uttar Monarokhak Jr B School	63
46.	Chhatian Tilla Jr B School	50
47.	Monaipathar Primary	83
48.	Pachnalia Jr. B School	57
49.	Mainama Jr. B. School	70
50	West Takshapara Jr. B. School	130
51.	Uttar Mohesh Pur Jr. B School	120
52	Barmura Jr B School	40
53.	Radhamadhavpur Jr B School	40
	KHOWAI SUB-DIVISION	
1.	Gopalnagar Jr. Basic School	32
2.	Uttar Bari Jr. Basic School	65
3.	Nalia Bari Jr. Basic School	55
4.	Banbazar Jr. Basic School	85
5.	Takcherra Jr. Basic School	37
6.	Anath Choudhuripara Jr. B.	70
7.	Kachubari Jr. Basic School	32
8.	Sahadas Baishnabbari J. B.	54
9.	Bogabill Jr. Basic School	50
10.	Gau Korbari Jr. Basic School	29
11.	Mudibari Jr. Basic School	84
12.	Khatia bari Primary	63
13.	Bidyabill Jr. Basic School	54

1	2.	3
14	Nutun MelkaJumia Col J B	39
15	Ratanpur Jumia Col Jr B	68
16.	Khangrabari Jr Basic School	45
17	Hatimara Jr Basic School	61
18	Kanchanmati Jr Basic School	62
19	Karangicherra Jr Basic School	41
20	Gandabasti Primary School	15
21	Bartilla Primary School	32
22	Lathabari Jr Basic School	45
23	Parahurambari Jr Basic School	74
24.	Sachindranagar C P Jr. B	15
25	Sheoratali Jr Basc School,	96
26	Laltilla Col Jr Basic School	80
27	Paschim Rajnagar Jr Basic School.	84
28	Udna Jr Basic School	49
29	Laxmicherra Jr Basic School	41
30	Lankapura Jr Basic School	75
31	Gopalnagar Col Jr Basic School	71
32	Radhanagar Jr Basic School	62
33	Sonacharan Jr Basic School	79
34	Idankur Jr Basic School	87
35	East Ramchandraghat Jr Basic Sehool	43
36	Batapura Jr Basic School	58
37	Akrabari Col Jr Basic School	65
38	Padmamabari Jr Basic School	44
39	Ramdayal Thakurpara Jr Basic School	44
40	Niranjan S Para Jr B. School	33
41	Uttar Chilatali R/C Jr B	45
42	Saranjoy Chow para Jr B School.	81
43	Nagrai Kobra ParaRimany	60
44	Barcherra R/C Jr B School	44
45	Gayang Fung Jr B School	59
46	Gagan Ch Chow pare Jr B. School	24
47	Kalyanpur Bazar Jr B Schoel	40
48.	Baluabari Jr Basic School.	32
49	Binan Hazari para J B School,	58
50	Krishna Manik para J B. School	47
51.	South Promodenagar Jr Basic	35
52.	Subal Kobra para Jr. B School,	52
53.	Sonaraibari Jr Basic School.	30

1.	2.	3.
54.	Warrent Bani Jr. Basic school.	57
55.	Kaksha Ch. para Jr. Basic Schoo,	26
56.	Rambabu Sampadak Jr. B. Sohool.	95
57.	Dindayal Sardar para J. B	50
58.	Debta Bari J. B School.	50
59.	Uttar Maharanipur B/C.	26
60.	Purba Ramehandraghat Jr. B.	27
61.	Kirannagaı Jr. B.School,	25
62.	wandalongbarı Jr. B. Sohool.	37
63.	Dnlaliabarı Jr. B. School.	73
54,	Durgapur L/Boss Col. Jı. B.	41
65.	Gariadafedar para J. B. School.	74
66.	Murabari J. B. School.	48
67.	Puran Tnihasin Jr, B. School.	51
68.	Jagyakobra Bari Jr. B. School	39
69.	Garubari Jr. B. School.	59
70.	Sıtakunda Jr. B. School.	27
71.	Iswar Sardar para Jr. B. School.	108
72.	Nalangbari Jr. B. School.	90
73.	Kalidhan T. Para Jr. B. School.	45
74.	Labany Chow. para Jr. B. School.	48
75.	Sarath Chow. para Jr B. School.	34
76,	Ram Krıshna T. J. B. School.	17
77.	South Ramchaudra Ghat Jr. B. School,	74
78.	Baralunga Landless Col. Jr. B.	26
79.	Champlai Prajamani para J. B,	140
80.	Durgadhan para Jr. B. School.	38
81.	Dhan Chakma Jr. B. School.	25
82.	Dukhai Jamadar para Jr. B.	100
83.	Fulbashıdas para Jr. B. School.	36
84.	Hari Ram Sardar para Jr. B. School.	41
85.	Khamarbari Jr. B. School.	18
86.	Krishnapur Jr. B. School.	87
87.	Kshirode Mayekpara J. B. School.	68
88.	Kamalnagar Jr. B.	94
89.	Malay Sardar para Jr. B. School.	47
90.	Mohanshing para (Sardar) J. B.	65
91.	Nakatala Jr. B. School.	24
92.	Pak Paibari Jr. B. School.	40
93.	Rupacherra Jr. B. School.	31
94.	Sardu Debthang primary.	13

1	2	3
95.	Sirdukcharra Jr. B. School.	9
96.	Sonatandas B. B. Jr. B. School.	50
97.	Sovaram S. Para Jr, B. School.	38
98.	Tuithampai Jr. B. School.	64
99.	Tarachand Rupini B. J. B. School.	91
100.	Charanmuni R. Primary.	27
101.	Kakrai Chara Primary.	42
102.	Marsum Bari Primary.	11
103.	Zeal Cherra Jr. B. School.	8
	KHOWAI SUB-DIVISION.	
1.	East Sreedampur Nagbaugshi Col. J. B School.	17
2.	Old Bilashchorra J. B. School.	23
3.	Narayan Chow. Para J. B. School.	19
4.	Malava Prv. School.	42
5.	South sonarai J. B. School.	33
6.	Kartikaram J. B. School.	28
7.	Chotosurma No. 3 J. B. School.	65
8.	Vidyamohan Chow. Para J. B. School.	27
9.	Bilashcherra Pry. School.	42
10.	Kalachari No. 3 J. B. School.	43'
11.	Tairamcherra J. B. School.	32
12.	Baghaicharri J. B. School.	25
13.	Nabakrishna J. B. School.	63
14.	Bichitra Chow. Para J. B. School.	31
15.	Paschim Halahali J. B. School.	48
16	Tirubamcherra J. B. School.	57
17.	Padma Kumar Para J. B. School.	11
18.	Madhumangal Para J. B. School.	90
19.	Katalutma J. B. School.	71
20.	Kanailal Halampara J. B. School.	19
21.	Kaimaicherra J. B. School.	52
22.	Mahabir T. E. J. B. School.	50
23.	Sabdhanpara J. B. School.	67
24.	Bangbari Primary School.	25
25.	Thalbari Ujan Jamthum J. B. School.	46
26.	Dhanchandra Chow. Para J. B. School.	34
27.	Janakram Chow. Para J. B. School.	40
28.	Makashi Chow. Para J. B. School.	27
29.	Kuchaicherra J. B. School.	46
30.	Singhaghar Col. J. B. School.	76

1.	2	3
31.	Jamthum J. B. School.	28
32.	Bamancherra Primary School.	16
33.	Ramkeshab Chow Para J. B. School	94
34.	Uttar Debicherra J. B School.	52
35.	North Mechuria J. B. School.	215
36.	Satrai Primary School.	29
37.	Parsuram Para J. B. School.	39
38.	Raidhan Chow. Para J. B. School.	23
39.	Dakshin Malicherra J. B. School.	37
40.	Sashi Paul Para J. B. School.	45
41.	Janmejoy Chow. Para J. B. School.	46
42.	Nalicharra J. B. School.	21
43.	Nalicherra Bhumihin Col. J. B. School,	23
44.	Kablaiha Reang Bari J. B. School.	20
45.	Sudharam Para J. B School.	41
46.	Balaram J. B. School.	52
47.	Malirai Roaza Para J B. School.	26
48.	Nalihcerra Bhumihin Jumia Col J. B. School.	9
49	Bagmara J. B. School.	29
50.	Kulaiganja Chow Para School.	43
51.	Kokmachara J. B. Sehool	30
52.	Ambassabari J. B. School.	25
53	Nailahabari Primary School.	22
54	Hatimarachara J B School	28
55	Tafamachara J B. School	18
56	Shikaribari J. B. School.	23
57.	Kathalbari J.B.Schoall.	17
58.	Bahuri Chara J.B.School.	10
59.	Harinacharra J B.Scool	12
60,	Bataraibari Primary	1
61.	Kamalchara J.B.School.	67
62.	Durea dhanbari J.B.School	22
63.	Kulai Col. J.B.School.	113
64.	Paijabari Primary School.	12
65.	Jaharnagar Col. J.B. School.	50
66.	Balarambari Primary School.	35
67.	Dhubscherra Col. J.B. School.	24
68.	Machuria Col. No.1 Primary Sehool.	40
69.	North Kulubari Primary Schaol.	62
70.	Uttar Kachucharra J.B. School.	38

KAILASHAHAR SUB-DIVISION.

1.	2	3.
1.	Chagaldema J.B. School.	42
2.	Debipur J.B. School.	36
3.	Bulehar J.B. School.	36
4.	Bengacherra J.B School.	31
5.	Rangechand J.B. School.	40
6.	Singarbil J.B. School.	24
7.	Samruchorra Primarv Schoal.	22
8.	Arabindanagar J. B. School.	23
9.	Manubhali T.E.J.B. School.	48
10.	Bolkambari J.B. School.	26
11.	Jagannath Pure J.B. School.	54
12.	Chinibagan J B. Schoool.	55
13.	Halaibasthi Primarv School.	37
14.	Panchamnagar J B School.	83
15.	Tailenbari J.B. School.	18
16.	Murtircherra T.F Primary School.	25
17.	Gournagar J.B. School.	49
18.	Nishan Chow Para J.B. School.	21
19,	Khaurabil J.B. School.	40
20.	Patichandra J.B. School. (R. P.)	34
21.	Raisongh Chow. Para J.B. School.	55
22.	Atharamuri J.B. School	17
23.	Ujan Ponaimuri J.B. School.	40
24.	Prakash Chaw Para J. . School	17
25.	Kumbharam R.P.J.B. School .	27
26.	Assambasthi J B. School.	52
27.	Saidacharra J. B. School.	56
28.	Telia J. B. School.	33
29.	Noagaon J. B. School.	72
30.	New Rajnagar J. B School.	66
31.	Kulesh Nagar J. B. School.	28
32.	Kanchanbari Col. J. B. School	25
33.	Mahim Chow. Para J. B. School	33
34.	Paschim Damdam J. B. School	8
35.	Laljuri J. B. School.	75
36.	North Kanchanbari J. B. School. (West)	89
37.	82 Mails Kanchancherra J. B. School.	66

1	2	3
38.	Batcherra Darlong Para J. B. School.	53
39.	Noagaon Boniadi J. B. School.	132
40.	Laxmipur J. B. School.	74
41.	Balicherra J. B. School.	52
42.	Kumarghat H. B. J. B. School.	35
43.	Sidhangbanapalli J. B. School.	15
44.	Darchoi J. B. School.	44
45.	Sidhanagcheri J. B. School.	9
46.	North East Kanchanbari J. B. School.	54
47.	Gangaram Chow. Para J. B. School.	41
48.	Radhagobindapur J. B. School.	33
49.	Paschim Nalkata J. B. School.	41
50.	Kanchancherra J. B. School.	28
51.	Kathalcherra J. B. School.	64
52.	Kalatilla J. B. School.	14
53.	Mashlimukh J. B. School.	65
54.	Nalkata Primary School.	27
55.	Reangpai Chow. Para J. B. School.	27
56.	Chichingcherra J. B. School.	63
57.	Karaticherra J. B. School.	18
58.	Baishnab Cherra R. P. J. B. School.	34
59.	Gainama J. B. School.	17
60.	Uttar Karatichera J. B. School.	22
61.	Jamircherra J. B. School.	59
62.	Maslichera I. P. J. B School.	21
63.	Gakulnagar Col. J. B, School.	56
64.	Kanta Chow. Para J. B, School.	25
65.	Chapalia R. P. J. B. School.	7
66.	B. Block Col. J. B. School.	61
67.	Manik Chow. Para J. B. School.	42
68.	Gunadhar R. P. J. B. School.	29
69.	Upendra R. P. J. B. School.	38
70.	Demchera J. B. School	29
71.	Trailukya Chakmapara J. B. School	24
72.	Utlacherra J. B. School.	22
73.	Mangal Ballav R. P. J. B. School.	45
74.	Ujan Mainama J. B. School.	44
75.	Krishna Debbarma Para J. B. School.	57
76.	Madan Mohan R. P. J. B. School.	23
77.	Ratan R. P. J. B. School.	65
78.	Dharmajoy R. P. J. B. School.	37

1.	2.	3
79.	Durbasha J. B. School.	62
80.	Nalkata L. B. J. B. School.	21.
81.	Muracherra J. B. School.	31
82.	Nandakarbari Para J. B. School.	25
83.	Paschim Masli J. B. School.	54
84.	Debyalkumar J B. School.	9
85.	Duranta R.P.J. B. School.	—.
86.	Sashikumar R. P. J. B. School.	—
87.	Nilmohan Karbari Para J. B. School.	—
88.	Petnakarbaripara J. B. School.	34
89.	Uttar Langiharai J B. School.	20
90.	Kshiducai J. B. School.	14
91.	Kghetricherja J. B. School,	13
92.	Makarcherra J. B. School.	20
93.	Hariamani J. B. School.	21
94.	Mazastor Karbaripara J. B. School.	11
95.	Bhaibon cheira J. B. Schoal.	12
96.	Hazacherra J. B. School.	41
27.	Birkumar R. P. I. B. Schaal.	3
98	Dibaprasad R. P J. B. School.	32
99.	Tuichandranara J B. chool,	13
100.	Rajdhan R. P. J. B. Sdhoal.	16
101.	Gobindabari J. B. School.	50
102.	Sindukuar Para J. B School.	40
103	Lalcherra Paimary School.	33
104.	Debacherra J B. School.	24
105.	Laldingabari J. B. School.	31
106.	Bhangamura Anglopara J. B. School.	25
107.	Madhva Cnailongta J. B. School.	20
108.	Bakchorra J. B. School.	78
109.	Manikpur J. B. School.	44
110.	Chalitachoara J. R. School.	18
111.	Sonarai Nandakarbaripara J. B. School.	22
112.	Daluchera J. B. School.	15
113.	Gavamcherra J. B. School.	—
114.	Bhucura J. B. School.	—
	DHARMANAGAR SUBDIVISION.	
1.	Thanangbari J. B. School.	56
2.	Rajnagar Col J. B. School.	21
3.	Dhunirband J. B. School.	62

1	2	3
4.	Dharmanagar T. E. J. B. School,	41
5.	Jaithang J. B. School.	24
6.	Soulalpara J. B. School.	23
7.	Jarualmura primary School.	30
8.	Baithangbari J. B. School.	44
9.	Jolaibasha J. B. School.	36
10.	Kurti Col. J. B. School.	69
11.	Sonaicherra J. B. School.	9
12.	Bamnia J. B. School.	143
13.	Khnliadahar J B. School.	47
14.	Birgianagar J. B. School.	37
15.	Dakchin Bagan Harinacherra J. B. School.	28
16.	Ishai Joypur J. B. School.	74
17.	Chandrapur Halampara J. B. School.	31
18.	Khereniuri J. B School.	111
19.	South Fulbari J B School	34
20	Ichai Tolgaon J. B. School	96
21.	East Kalagangerpar J. B. School.	38
22.	North Kalagangerpar J. B. School.	55
23.	Gouripur J. B. School.	43
24.	Jalaibari J.B.School.	44
25.	Bhitargol J. B. School.	34
26.	Pearacherra T. E. J. School.	40
27.	Jhajhari J B. School.	46
28.	South East Churaibari J B. School.	29
29.	Balicherra Primary School.	30
30.	Baghaicherra J. B. Sehool.	33
31.	Nabincherra J. B. School.	73
32.	Laxminur J. B. School.	41
33.	Kainia C. P. J. B. Schoel.	9
34.	Nalkata Primary School.	49
35.	Kamdeycherra J. B. School.	55
36.	Kinacharan Talukdar Para J. B School.	45
37.	Debachara (Singbirambari) J. B. School.	12
38.	Krishna Tilla J. B. School.	33
39.	Laxmipur (Masmara) J. B. School.	59
40.	Achurai Banapalli J. B. School.	16
41.	Ramdulapara J. B. School.	14
42.	Karaicherra J. B. School.	35
43.	Rowabari J. B. School.	64
44.	West Bilthai J. B. School.	83

1	2.	3
45	Tilthai Malambasthi J B School	25
46.	Ballukcherra J B School	26
47.	Dharmatilla J B. School	26
48	Noagaon J B School	54
49	Paulgoan J B Scaool	52
50.	Batrishdrone J B School	41
51.	Tilthai Do-Bhangha J B School	65
52.	Dakshin Panisagar J B School	105
53	Pakucherra J B. School	37
54	Kunjanagar (Jalabasha) J B School.	37
55	Navapassa J. B School	70
56	Padmabil Col J B School	21
57	Padmabil Do-Ganga Primary School	21
58	Barcherra J B School	36
59	Gunadhar R C J B School	4
60	North Laxmipur J B School	35
61	Raimonipara C P Primary School	12
62	Saikarbari J B School	15
63	Jarihampara J B School	11
64	Ganghacherra J B School	11
65	Gachirambari J B School	96
66	Dasda Primary School	35
67	Subalpara J B School	11
68	Titanjoy Row J B School	16
69	Dharam J B School	21
70	Moniram C P J B School.	25
71	Suknachari J. B School	30
72	Rajurai C P J B School	42
73	Chandicharan Para J B School	119
74	Puranjoy C P J B Schoal	4
75	Taisanpara J B School	46
76	Ramcharan C P J B School	68
77	Sukahn Seermoon J B. School	30
78	Nakuljoy C P J B School	40
79	Rabiroy C P J B Sehool	21
80	Barhali J B School.	54
81	Sakhan Tiangsong Primary School	19
82	Baghichand C P J B School	10
83.	Thakurchan C P J B. School	10
84.	Pusparampara J B School	—
85.	Holanpur J B. School.	—

1.	2.	3
86.	Rambahadur Nakuljov J. B. School.	13
87.	Khowdungsei Primary School.	23
88.	Bhuiyacherra J. B. School.	47
89.	Shibnagar Paimary School.	13
90.	Ujan Masmara Primary School.	59
91.	Khedacherra Do-Gangha J. B. School.	31
92.	Burdingpara Primary School.	33
93.	Piplacherra (N) J. B. School.	22
94.	Kalagang Primary School.	21
95.	Kacharicherra Primary School.	12
96.	Uriacherra Primary School.	29
97.	Balanajoyanti Primary School.	22
98.	Lankadhar J. B. School.	12
99.	Abalyapur J. B. School.	37
100.	Gopalpur J. B. School.	40
101.	Jamraibari Primary School.	14
102.	Tharma J. B. School	21
103.	Khedacherra Primary School.	33
104.	Uttamjoy Para Primary School.	21
105.	Paiza Government Primary School.	17
106.	Kobila R. S. P. J. B. School.	24
107.	Manacheorra Primary School.	12
108.	Bangla Primary School.	18
109.	Lungthrick Primary School.	23
110.	Jamrai Ch. Para J. B. School.	5
111.	Piplacherra Primary School.	15
112.	Vidyadhar C. P. J. B. School.	27
	UDAIPUR SUB-DIVISION	
1.	Kalatilla Pry. School.	49
2.	Fotamati Pry. School.	45
3.	Ghatbalong J B. School.	38
4.	Krishna Bhaktabari J. B.	13
5.	Surungbari J. B.	31
6.	Taihurchang J. B.	33
7.	Maharani Colony J. B.	54
8.	Pukta J. B.	28
9.	Baishyabri Pry.	42
10.	Takma Fatikchara J B.	33
11.	Basankhola J. B.	88
12	Garjee Dalham Reangbari J. B.	38

1.	2	3
13.	Mursunpathar J. B.	36
14.	Parendra Chow. Para J. B.	65
15.	West Patichari J. B.	68
16.	Magpuskari Pry.	20
17.	Jolaibari J.B.	50
18.	Akliamura J.B.	15
19.	Sanaicherri J.B.	33
20.	West Barabhaiya J.B.	29
21.	Bagma Tanpurainbari J.B.	30
22.	Kachigong J.B.	16
23.	Jalema Basanta Jamatea Para Pry.	20
24.	West Cupilong J.B.	48
25.	Champasarma Pry.	22
26.	Manithangbari Pry.	37
27	Barabari Biswachandra J.B.	29
28.	Kareimura NO—1 J B.	32
29.	Karaiamura NO—2 J.B.	62
30.	Kaifungmulaibari J.B.	12
31.	Chaimaruabari J.B.	34
32.	Tulsirambari Pry.	27
		SOUTH ZONE UDAIPUR
33.	Maithulongbari J.B.	6
34.	Thelakhongbari J.B.	19
35.	Rathuacherra J.B.	4
36.	Dewanbari Pry.	42
37.	Thandacherra J.B.	33
38.	Padarambari J.B.	28
39.	Kalankhaibari J.B.	27
40.	Pabitramarambari J.B.	51
41.	Joyingbari Pry.	51
42.	Dakshin Brojendranagar J.B.	81
43.	Debatamura J.B.	81
44.	Raiacherra Para J.B.	20
45.	Tairupabari J.B.	129
46.	NO—2 Bipinnagar Col. J.B.	86
47.	Badriapathar J.B.	1
48.	Haji Gangar Dhone.	16
49.	Samukhcherra J.B.	26
50.	Tarpadhum Pry.	78
51.	Rani Pry. School.	44

1	2	3
52.	Chaindamura J.B.	20
53.	Sadhuram Reang Bari J.B.	125
54.	Chuinting cherra J.B.	37
55.	Bagma Pry. School J.B.	92
56.	Chaigharia NO. 2 J. B School.	30
57.	Maharani Lathahanpara J. B.	46

EDUCATION INSPECTORATE, SABROOM.

1.	Kalayanagar J. B. School.	62
2.	East Chatakcharri J. B.	15
3.	Thaicharanpara J. B.	22
4.	Rajnagar J. B. School.	41
5.	Monaibroom J. B.	9
6.	Kaladhepa Tribal Col. J. B.	14
7.	Kaliballav Para J. B.	10
8.	Durganagar J B.	23
9.	East Kathalchari J. B.	11
10.	Satraipara J. B.	60
11.	Alamara J. B.	21
12.	Ludhua Pry.	21
13.	Garjan Tali Jr. B.	24
14.	Madanmohan Palli J. B.	40
15.	Pumong Bari J. B	36
16.	East Ludhia J. B.	24
17.	Suna Chandra Para J. B.	12
18.	Rupaichari J. B.	36
19.	Sonaichari J. B.	81
20.	Garaifa J. B.	35
21.	Patichari J. B.	64
22.	Alutala J. B.	21
23.	Bagmara J. B. School.	29
24.	Duli Chara J. B.	17
25.	North Chalita Bankul pry.	40
26.	Dhani Chandra Para J. B. School.	22
27.	Elamara Primary,	18
28.	Khagra Chari J. B.	38
29.	Kala Dhapra Primary.	21
30.	Rangachandrapara J. B. School.	32
31.	Mangali Para J. B. School.	14
32.	Fulchari J. B. School.	52
33.	Joykumar Boaiapara J. B. School.	51

1	2	3
34.	Sidnukpathar J B School.	24
35	Netaji J B School.	17
36	East Sonaichari J B School	39
37	Mairachari J B School	23
38	Jiban Sardarpara J B School	22
39	Akshoy Mag Para J B School	30
40	Sukna Chari Primary School	14
41	Bashichandra Para J B School	24
42	Bishnupur J B School	40
43	No 1 Harina J B School	54
44	Purba Sibroom J B School	15
45	Kikaimoni Para J B School	38
46	No 2 Chalita Bankul J B School	25
47,	Chalita Bankul Primary School	54
48	Sindukpathar (K) J B School	33
49	Gobindi Sirdaripara J B School	32
50	[illegible] (1) J B School	14
51	39 Jalai J B School	23
52	No 2 Harina Primary School	34
53	Sashichandrapara J B School	27
54	Chalita Bari J B School	46
55	Gobindrampara J B School	13
56	Harbatali Primary School	26
57	Noahandri Mandalipara Primary School	13
58	Kshirode Roajapara J B School	20
59	North Chalitachari Primary School	22
60	Baishnabpur Primary School	23
61	Kushum Roajapara J B School	11
62	Gopalchandra Roajapara J B School	8
63	Chandidaspara J B School	20
64	Avikumar Roajapara J B School	16

AMARPUR SUB-DIVISION

1	Jagabandhupara J B School	44
2	Sambhujoy J B School	23
3	Burithaibari J B School	27
4	Anantakumar Jamatia J B School	17
5	Kamlibari Primary School	21
6	Dhalajala Jhari J B School	36
7,	Karaimurabari J. B School	40
8.	Khalishmura J B. School	16

1.	2	3
9.	Kumaroy Barı J. B	26
10.	Lalgiri J. B.	46
11.	Debarbari J. B.	45
12.	Happai Bari J. B.	36
13.	Purbadhon J. B.	21
14.	Gitiachow Para J B.	10
14.	Dulumabari J. B.	15
15.	Nabinroy Bari J. B.	32
16.	Urmacharra J. B. (Col).	34
17.	South Malbasha Col. J. B. School.	57
18.	Debicharan Chow J. B.	46
19.	Ratanmani para J B.	9
20.	Purandalapati J. B.	27
21.	Nutandalapati J. B.	17
22.	Ultacherra Col J. B.	20
23.	Lakshmipur (Laipdda) J. B.	26
24.	Durbajoy J. B. School.	12
25.	Chitrajhari Col J B. School.	19
26.	Haripur J. B. School.	50
27.	Prahallad Pry.	62
28.	Kewai Ushaipara J B School.	23
29.	Ramandadas Baishnab Para J B.	22
30.	Chelagang Mukh Col. J. B. School.	27
31.	Rambhadra N. K. Para Pry.	18
32.	Melaroy Bari Primary.	22
33.	Sachindra Ki. Para J. B. School.	27
34.	Niza Ch. Karbari Para J. B. School.	31
35.	Gaipaka J. B, School.	21
36.	Bamani Chow. Para J. B,	29
37.	Padaham Taimukti J. B.	23
38.	Chelagong J. B.	48
39.	Gangurai bari J. B.	22
40.	Khedernal J. B.	20
41.	Bhanukar Bari J. B.	86
42.	Madhupang J. B.	7
43.	Matarai Bari J. B.	57
44.	Depchand Kar Bari J. B.	27
45.	Pilanjoy Chowpara J. B.	22
46.	Gariham Chow. Para J. B.	20
47.	BK. Churi Dilu Kr. Roaja J. B. School	43

1	2	3
48.	Debicharan Uchai J. B.	12
49.	Boal Khali J. B.	37
50.	Beshy Ch. Reang Chow. Pry.	19
51.	Purba Ham Chow. Para J. B. School.	43
52.	Lebachera J. B.	23
53.	Punyaha Uchai J. B.	46
54.	Titai Bari J. B.	36
55.	Tingharia J. B. 30	30
56.	South Sonachara Col. J. B.	37
57.	Dulongbari J. B.	27
58.	Mandi Bari J. B.	71
59.	Golaeningh J. B.	37
60.	Maibungri J. B.	38
61.	Gamako Bari J. B.	39
62.	Halua Bari J. B.	57
63.	Dinachori J. B.	68
64.	Cheptem Bari J. B.	21
65.	Badui para J. B.	34
66.	Garjankhola J. B.	27
67.	Kaskubari J. B.	25
68.	Sonachera Pry.	39
69.	Baithongroy J. B.	18
70.	Darasang Reang Chow. para J. B.	50
71.	Jambuk Baji J. B.	40
72.	Jakshai Bari J. B.	37
73.	Pulku Bari J. B.	14
74.	East Taichelong J. B.	55
75.	Taichakma J. B.	21
76.	Budhisam para J. B.	43
77.	Lilabahadur J. B.	36
78.	Malsum para J. B.	27
79.	Taichakma J. B.	44
80.	Nupangru J. B.	31
81.	Dhalachera J. B.	37
82.	Sonachara T. N. C. J. B. School.	40
83.	Athambhagya J. B.	31
84.	Cheshuabari J. B.	17
85.	Biram Reang J. B.	14

1	2	3
	EDUCATION INSPECTORATE, BELONIA	
1.	Sonaichari J. B. School.	27
2.	Paschim Motaishil Col. J. B.	62
3.	Purba Baspadua J. B.	33
4.	Biudamatila J. B. School.	29
5.	Madhya Sonaichari J. B.	43
6.	Krishnapur J. B. School.	43
7.	Rajnagar Dashamani J. B.	98
8.	Kazirkhil J. B. School.	31
9.	Chittamara Pry.	32
10	Purba Talchama J.B. School.	34
11.	Ramchandra R.P.J.B. School.	42
12.	Ramnagar Kalabaria J.B.	43
13.	Chhagaria J.B. School	41
14.	Batuabari J B School	26
15,	Gaburchra J.B. School	33
16.	Khedabari J.B School.	35
17.	Josmura J.B. School.	46
18.	Dakshin Krishna pur J.B.	69
19.	Satish Chandra R P.J B.	52
20.	Manikanchanpara J.B. School.	44
21.	Kalangdepha J.B. School.	41
12.	Ashgar Rahamanpur J B.	54
23	M nai Reang para J B.	24
24	Madhya Krishnapur J B	23
25	Nachirnagar J B School	50
26.	Uttar Krisnapur J.B.	25
27.	Baldakhal J B. School.	32
28.	North Sirampur J.B. School.	29
29.	South Srirampur J.B School.	63
30.	Gabtali J.B. School.	29
31.	Tebaria J.B School.	19
32.	Anadapur J.B. School	59
33	Owangcherra J.B. School.	48
34.	Kalikumar R.P.J.B. School	40
35.	Ratanmani J.B. School.	47
36	JOy Chandrapur pry. School.	77
37.	Sabarpara J.B.School.	32
38.	West Rajnagar J.B. School.	33
39.	Rangadhan Para J.B. School.	15

1	2	3
40.	Thakurcherra Pry. School.	14
41.	Ananta Sardar Para J.B. School.	16
42,	Barpatiory J.B. School	20
43.	Harisadhan R.P. J.B. School.	22
44.	Sahapathar J.B. School.	40
45.	Purba Chakrabai J. B. School.	60
46.	Pitrai R. P. J. B. School.	43
47.	Paschim Muharipur J. B.	15
48.	Sukul R. P. J. B. School.	16
49.	Iswar Ch. R. P. J. B.	45
50.	East Chrakbai Formal Pry. School.	60
51.	Rajkumar R. P. J. B.	35
52	Uttar Hitcherra J. B.	39
53.	Nabaram R P. J. B School.	30
54.	Purbapilak J B. School.	39
55.	Maghrambari J. B. School	29
56.	Taikumba Pry School.	36
57.	South Hitcherra. J. B.	63
58.	Surjyakumar R. P. J. B	51
59.	Srikanta Bari J. B.	16
60.	Krishnaram Para J. B	22
61.	Ranghachhrra Basic Pry.	23
62.	Patichera Sujoo J. B	11
63.	Nutan Chowdhury Para J. B	33
64.	Gandhang J B School	40
65.	West Radhakishoregong J. B.	67
66.	Akshoy Senpara J B. School.	47
67.	Desharoy R P J. B. School.	21
68.	Dronjoy Chow Para J. B.	93
69.	Benoy Prasad Para J. B.	14
70.	Radhakishoregang J. B.	26
71.	Naraifung Pry. School.	44
72.	Ashaarm Coll. J B.	34
73.	Anurampara J B. School.	20
74.	Gangrai J. B. School.	53
75.	Paschim Paikhola J. B.	66
76.	Kaliprasadbari J. B. School.	34
77.	Uttar Takma J. B. School.	55
78.	Taochraiha Chow Para J. B.	46
79.	Patichari J. B. School.	50

80.	Paikhoka J. B. School.	83
81.	Durgaraimong Bari J. B.	28
82.	Lalmira J. B. School.	37
83.	Kathaliacherra J. B.	54
84.	Hemata Bari J. B.	35
85.	Chandranath Chow Para J. B.	68
86.	Anantapur (Dimatali) J. B.	—

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 62

BY—Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in charge of Education Department be pleased to state—

১৯৭২ হইতে ১৯৭৬ পর্যান্ত সময়ে প্রতি বৎসর কতজন বয়স্ক ব্যক্তি সামাজিক শিক্ষণ কেন্দ্র হইতে শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন? মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা।

সাবডিভিশন		বৎসর				
		১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬
১) সদর	মহকুমা	৫২২	৯৫৭	৭৫৪	১০৪০	২৬১৩
২) সোনামুড়া	,,	৪১৪	৪৮৩	৩৩৯	১৬১	৭১১
৩) খোয়াই	,,	৬৩	১০৭৩	২৪৪	২৮৭	৯৫৯
৪) ধর্মনগর	,,	৫৩৫	৪৯৫	৫৮৩	৩১৯	৭০৭
৫) কমলপুর	,,	—	৪৬	৭৮৬	৭০১	৮৪৪
৬) কৈলাসহর	,,	৬৬৬	৫৯২	৮৪৭	৬৯৩	৫৫৪
৭) উদয়পুর	,,	২৯৮	৩৩১	৪৬৬	৫৫৯	৬৭৪
৮) অমরপুর	,,	৪৪৫	৩৮৮	৩৯৫	৪৮১	৫৮৯
৯) বিলোনীয়া	,,	৩৩৭	৪৪০	৪৭৬	৭৩২	৬১৬
১০) সাব্রুম	,,	১৩০	১২০	১৩৫	২৪৪	৩১৫
		মোট—৩৪১০	৪৯২৫	৫০২১	২২১৭	৮৫৮২

b) New educational Institutions are opened in Sch. Castes and Sch. Tribes areas on priority basis. Besides, following incentives are provided to Sch. Castes and Sch. Tribes students.

(1) Supply of dresses to Sch. Castes/Tribes girl students reading ni Class—III to VIII.

(2) Boarding house stipend to Sch. Castes/Tribes students at the School Stage.

(3) Supply of nationalised text books free of cost to Sch. Castes/ Tribes students reading in Class I and II.

(4) Supply of Slate and Slate-pencil to students reading in Class I to III (students of all communities are benefitted).

(5) Supply of text books from School Book Banks to Sch. Castes/ Tribes students reading in Classes III to XII.

(6) Out of 300 School stipends, 50% are reserved for Sch. Castes/ Tribes and other Backward Classes.

(7) Sch. Castes and Sch. Tribes students are exempted from the payment of tuition fee upto College stage.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 65

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state—

QUESTION

The percentage of literacy among Sch Castes and Sch. Tribes population as against the percentage of total pupulation of Tripura.

The steps taken by the Government to make up the deficiency, if any.

ANSWERS

a) According to the 1971 Census date the percentage of literacy are as follows:

percentage of literacy among Sch. Castes population : 20%

Percentage of literacy among Sch Tribes population : 15%

Percentage of literacy of the total population : 30%

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

Annexure=B

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO—1.

By --Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased ta state :—

QUESTION

১। ধর্মনগরের বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে মোট কয়জন শিক্ষক অফিসের কাজের জন্য ডেপুটেশানে কাজ করছেন ?

২। ঐ শিক্ষকেরা কোন কোন বিদ্যালয় থেকে এসেছেন এবং ঐ শিক্ষকদের নাম কি কি ?

৩। যে সমস্ত বিদ্যালয় থেকে ঐ শিক্ষকদের আনা হয়েছে সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এবং ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত।

৪। ডেপুটেশন অর্ডার ছাড়া বর্তমানে কোন শিক্ষককে ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বসে অফিসের কাজ করতে হচ্ছে কি ? হলে, শিক্ষক সংখ্যা।

৫। ডেপুটেশন অর্ডার দিয়ে বা অর্ডার ছাড়া শিক্ষককে অফিসের কাজে লাগানোর কারণ কি ?

A N S W E R

১। ২ (দুই) জন শিক্ষক কাজ করছেন।

২। শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টচার্য্য শিক্ষক, হাফলং ভিলেজ উঃ বুঃ বিদ্যালয় ও শ্রী প্রভাস চন্দ্র ভট্টাচার্য শিক্ষক, ধর্মনগর নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।

৩। হাফলং ভিলেজ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় :—

ছাত্র সংখ্যা —১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী = ৮৭ জন

৬ষ্ঠ ,, ,, ৮ম ,, = ৩১ জন

শিক্ষক সংখ্যা- ৭ জন। মোট— ১১৮ জন।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত—১১৮:৭ ১৭:১

ধর্মনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় :—

ছাত্র সংখ্যা—১ম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী= ৪৬৮ জন।

শিক্ষক সংখ্যা=১৮ জন।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত—৪৬৮:১৮=২৬:১

৪। না।

৫। উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শকের এলাকাধীন স্কুলের সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য করণীকের সংখ্যার স্বল্পতাহেতু সাময়িকভাবে ২ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে কাজ করানো হইতেছে।

Un Starred Question No. 7

By :—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মোট কতজন ব্যক্তি এখনও নিরক্ষর এবং এই সংখ্যা ত্রিপুরার মোট জন-সংখ্যার শতকরা কত ভাগ ?

উত্তর

১। ১৯৭১ সনের আদম শুমারী অনুসারে ত্রিপুরার নিরক্ষর ব্যক্তিগণ সংখ্যা=১০, ৭৪, ২৬০ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·১ ভাগ ১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুসারে এই সংখ্যা দেওয়া হইল।

প্রশ্ন

২। জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিশেষ একটি দফা ঘোষণার আগে ও পরে (১৯৭৭ এর মার্চ পর্যান্ত) ত্রিপুরার মোট নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ?

উত্তর

২। ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে ৫২৬২ (Provisional) জনের নিরক্ষরতা দূর করা হইয়াছে অন্যান্য তথ্য সংগৃহীত নাই।

প্রশ্ন

৩। প্রতি মহকুমায় নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা এবং মহকুমার জনসংখ্যার অনুপাতে নিরক্ষরতার হার :—

উত্তর

৩। ১৯৭১ সনের আদম সুমারি অনুসারে প্রতি মহকুমার নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা এবং অনুপাতে নিরক্ষরতার হার :—

মহকুমা	নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৭১	নিরক্ষরতার হার ১৯৭১
সদর	৩,০,৮৪৬	৬৪·৫
সোনামুড়া	৭৫,৭১৩	৭৫ ১
খোয়াই	১,২৫,৯২৮	৮৩·৫
কমলপুর	৫৯,৫২১	৬৭·৩
কৈলাসহর	১,00,৯:৭	৭১·৫
ধর্ম্মনগর	১,১৪,২৬৮	৬৫·২
উদয়পুর	৮৫,৩২২	৬৮·৯
অমরপুর	৬৫,১৬৪	৮৩·১
বিলোনিয়া	৯৯,২৩১	৭১·৯
সাব্রুম	৪৩,৩৪২	৭৩·৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No—8.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) আগরতলা সহরের কোন কোন উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক আছে ?

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা কত ?

৩) ঐ বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত শিক্ষক রাখার কারণ কি ?

ANSWER

১) আগরতলা সহরের ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। অতিরিক্ত শিক্ষক সংখ্যা সহ বিদ্যালয়গুলির তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হল।

২) ২৫৮ জন।

৩) সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি ও বদলী নীতির অভাবই ইহার প্রধান কারণ।

"বিদ্যালয়ের তালিকা"

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	অতিরিক্ত শিক্ষক সংখ্যা।
১)	বিজয়কুমার উ: মা: বিদ্যালয়	২৮
২)	বোধজং উ: মা: বালিকা বিদ্যালয়	৩০
৩)	অভয়নগর উ: ম: বিদ্যালয়	২২
৪)	নবগ্রাম উ মা: বিদ্যালয়	১০
৫)	চান্দিপাড়া উ: মা: বিদ্যালয়	১৫
৬)	পল্লীমঙ্গল উ: মাঃ বিদ্যালয়	১৫
৭)	জয়নগর উচ্চ বিদ্যালয়	১৪
৮)	নন্দননগর উচ্চ বিদ্যালয়	৭
৯)	সুখময় উ: মা: বিদ্যালয়	৯
১০)	রামনগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১১
১১)	হরিগঙ্গা ,, ,, ,,	১৫
১২)	৬ নং ,, ,, ,,	৭
১৩)	বোধজং ,, ,, ,,	১৪
১৪)	নিউমডেলভিলেজ ,, ,,	৭
১৫)	নিউ কুঞ্জবন টাউনশিপ ,,	১২
১৬)	ইন্দ্রনগর ,, ,,	৭
১৭)	বাপুজি বিদ্যামন্দির ,, ,,	৫
১৮)	উমেশচন্দ্র বিদ্যানিকেতন ,,	১৪
১৯)	চন্দ্রপুর (দক্ষিন) ,, ,,	৩
২০)	অরুন্ধুতিনগর (ক্যাম্প) ,, ,,	৯
২১)	নূতন নগর ,, ,,	৬
		২৫৮

Admitted Unstarred Question No. 19.

By/— Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

শিক্ষা দপ্তরের বাড়ী ভাড়া বাবত বৎসরে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয় ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১৯৭৭-৭৭ আর্থিক বৎসরে হিসাব অনুযায়ী মোট ১,২০,০৪৩,২০ পয়সা। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

কমলপুর—	১১,৫৮০ টাকা
ধর্মনগর—	৬,৪৫৬ ,,
খোয়াই—	৭,৩২০ ,,
অমরপুর—	৭৮০ ,,
সোনামুড়া—	৯৭২ ,,
সাবরুম—	১,২০০ ,,
বিলনীয়া—	১,৯৯২ ,,
সদর—	৬১,৭৫৯,২০ পয়সা
কৈলাসহর—	১০,৮৭২ ,,
উদয়পুর—	১৬,৮১২ ,,
	মোট ১,২০,০৪৩,২০ পয়সা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Wednesday, June 22nd, 1977.

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujyanta Palace on Wednesday, the 22nd June, 1977 at 12 noon.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the chair, the Chief Minister, 5 Ministers, 4 Minister of State, Dy. Speaker Dy. Minister, 44 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker.— Today in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :— Question No. 3, Sir.

Shri Jatindra Kr. Majumder (P. W. D. Minister) :—Starred Question No. 3, Sir.

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া শহরে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সময়ে সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিলোনীয়া একটা সাব-ডিভিশন্যাল টাউন, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বর্তমানে জল সরবরাহ করার কোন সরকারী পরিকল্পনা নেই। কেন পরিকল্পনা নেই সেই বিষয়টি সম্পর্কে সরকার একটু আমাদের কাছে তাঁদের বক্তব্য বলতে পারেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়া শহরে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। বর্তমানে যে অবস্থা আছে, সেটা টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি বলতে পারি যে, a scheme for supply of drinking water to Belonia town is under preparation.

শ্রীতাপস দে ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে স্কীমটা আণ্ডার প্রিপারেশান বলা হয়েছে, এটা কি ধরণের স্কীম ? কিভাবে করা হবে ? আণ্ডার গ্রাউণ্ড না নদীর জল তুলে করা হবে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড হবে না অন্য কোন উপায়ে হবে সেটা পরীক্ষাধীন আছে ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বললেন বিলোনীয়া শহরে জল সরবরাহের জন্য কোন পরিকল্পনা নেই, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে একটা স্কীম আছে। স্কীম এবং পরিকল্পনায় পার্থক্য কি আমরা জানতে চাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে বর্তমানে নেই, একটা স্কীম পরীক্ষাধীন আছে, ফিজিক্যালি যদি এ্যাপ্রুভড হয়, প্ল্যানে যদি টাকা ধরতে পারা যায়, তাহলে সেটা হবে।

শ্রীতাপস দে ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ব্যাপারে কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে এটা আরব্যান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম থেকে করা হয়। এখন বিলোনীয়া ইজ এ আরব্যান এরীয়া, সেই জন্য প্রতিটি শহরে, প্রতিটি আরব্যান এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য নূতনভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ইনভেষ্টিগেশান হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে ইনভেষ্টিগেশান রিপোর্ট কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব ব্যাপারটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যাতে বিলোনীয়া শহরবাসীকে পানীয় জল সরবরাহ করা যায়।

শ্রীতাপস দে ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবল্যু, ডি, কোন স্কীম করতে হলে তার ফিজিবিলিটি দেখে, তারপর স্কীম করা হয়। ফিজিবিলিটি না দেখে কিসের বেসীসে এই স্কীম করবেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার বলছি যে, একটা এষ্টিমেট প্রিপেয়ার করা হচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সনের প্ল্যানে এর জন্য কোন টাকা ধরা নেই, এই জন্য আমি কারেন্ট ইয়ারে নেই বলে বলেছি।

শ্রীতাপস দে ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এষ্টিমেট করা হয়েছে, সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে ? প্রথমে ইনভেষ্টিগেশান করে দেখা হয় এবং যদি ফিজিবিলিটি থাকে তা হলে এষ্টিমেট করা হয়। ইনভেষ্টিগেশান ছাড়া কি করে এষ্টিমেট করা হয়েছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— এষ্টিমেট করা হচ্ছে আমি বলেছি। ইনভেষ্টি-গেশান করে এষ্টিমেট করা হয়।

শ্রীতাপস দে ঃ— ইনভেষ্টিগেশান করে থাকলে হোয়াট ইজ দি রিপোর্ট অব দি ইনভেষ্টিগেশান ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জানতে চাইছেন, ইনভেষ্টিগেশান না করে কি করে এষ্টিমেট করা হল—

শ্রীতাপস দে ঃ—না স্যার, অ্যাজ বিকজ এষ্টিমেট ইজ বিয়িং প্রিপেয়ার্ড তাহলে নিশ্চয়ই ইনভেষ্টিগেশান করা হয়েছে। তাহলে রিপোর্টটা কি ইনভেষ্টিগেশনের ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—সেটা আমার হাতে নেই। প্রশ্নের নোটিশ দিলে দিতে পারি।

শ্রীতাপস দে ঃ---যেহেতু আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার দেবেন তাহলে কোন খানে রিংওয়েল করা হবে, কোন খানে ডীপ টিউবওয়েল করা হবে, সেখানে কি পরিমাণ ওয়াটার পাওয়া যাবে ?

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---সেটা তো বলেছি আণ্ডার ইনভেষ্টিগেশান।

শ্রী তাপস দে ঃ---উনারা বলেছেন যে ইনভেষ্টিগেশান করেছে এবং পরে একটা রিপোর্ট পেয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে জল পাবেন। সার্ভে করা হয়েছে কিনা ? সার্ভে করলে কি পরিমাণ ওয়াটার পাওয়া যাবে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারীতে উনি অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্টটা নেই, সেইজন্য তিনি উত্তর দিতে পারছেন না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ---এতক্ষণ যেসব কথা বার্তা হল, তাতে বোঝা গেল জল দিয়ে বিলোনীয়া শহরকে ফলাডেড করে দেওয়া হবে। তাহলে সেখানে যদি রিংওয়েল ডীপ টিউবওয়েল করতে হয় তাহলে এখন পর্যন্ত কতগুলি রিংওয়েল ডীপ টিউবওয়েল কার্যকরী অবস্থায় আছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---সেই তথ্য এখন স্যার, আমার হাতে নেই।

শ্রীতাপস দে ঃ---বর্তমানে বিলোনীয়া শহরবাসীগণ কিভাবে জল পেয়ে থাকেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---বললাম তো টিউবওয়েল রিংওয়েল করতে পারছে তারা।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---কবে ইনভেষ্টিগেশান আরম্ভ হয়েছে এবং কবে শেষ হয়েছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনভেষ্টিগেশান করে এষ্টিমেট আরম্ভ করা হয়েছে।

Mr. Speaker---Now next question. Shri Amarendra Sharma. He is absent. Shri Madhusudan Das and Shri Radharaman Deb Nath. (Bracketed)

Shri Madhusudan Das :---Question No. 6.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে গত ২২-৪-৭৭ এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ভণ্ডুল করার ব্যাপারে জড়িত কয়েকজন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল ?	হ্যাঁ
২) যদি সত্য হয়ে থাকে আদালতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হইয়াছে কি না ?	হ্যাঁ

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কি কোর্ট থেকে বেল এনেছে না থানা থেকে জামিন পেয়েছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—তারা থানা থেকে জামিন পেয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের অ্যাগেনস্টে কোন্ ধারা অনুযায়ী কেস করা হয়েছিল ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—১৪৭ ধারা পেনাল কোর্ডের, ৩৩২ ধারা ৪৩৬ ধারা, ৪২৭ ধারা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোর্ড অনুযায়ী এবং আর একটা আছে ৮৩৯ ধারা।

শ্রীতাপস দে :—স্যার ৪৩৬ এ কি থানা থেকে বেল দিতে পারে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—থানা থেকে বেল গেছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা বেলে সেকশান কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—বেল দিতে পারে বলেই তারা দিয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—সেটা স্যার, জুডিসিয়াল কোর্টের এক্তিয়ারে। সেটা থানা থেকে কি করে বেল দেয় ? তাহলে বুঝতে হবে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :---এটার বিচার হবে পরে আদালতে যথোপযুক্ত ভাবে। থানা থেকে জামিন দিতে পারা যায় বলে দিয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি ৪৩৬ ধারায় আর কাউকে জামিন দেয়া হয়েছে কিনা এবং কাউকে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :---আর কারোর প্রশ্ন উঠে না। ২২ তারিখের ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়েছে।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :--১১ জনকে।

শ্রীতাপস দে :--ওদের কোথা থেকে ধরা হয়েছিল ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—আগরতলা টাউন এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আগরতলার কোন্ জায়গা থেকে এবং ওদের কাছে আগুন লাগানোর মত কিছু পাওয়া গিয়েছিল কিনা এবং আগুন লাগানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—কোন্ জায়গায় কাকে ধরা হয়েছিল এই সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে হলে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—২২-৪-৭৭ তারিখের সাড়ে নয়টা থেকে দুইটা পর্যন্ত যে পরীক্ষা ভণ্ডুল কার্য চলছিল এই সম্পর্কে থানা থেকে বেল দেওয়ার থানার কোন অধিকার আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—থানার অধিকার আছে বলেই ওদের জামিন দিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সি, আর, পি, সি, তে দারোগাকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে কিনা যে এই এই ধারায় তাদের জামিন নেওয়া যাবে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—আমি আগেই বলেছি বেল দেওয়ার এক্তিয়ার আছে।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ—এটা কোন্ কোন্ ধারায় বেল দেওয়ার এক্তিয়ার আছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত পেনাল কোডটা তো আমি পড়তে পারি না ?

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন উকিলও বটে। তিনি এটা জানেন কি যে নন্-বেলেবল হলে থানা থেকে বেল দেওয়া যায় না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—তদন্ত হলে জানা যাবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন যে এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক দলের লোক জড়িত আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— এই ঘটনার সঙ্গে অনেকে জড়িত থাকতে পারে, তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তে নাম প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু এখনও তদন্তের রিপোর্ট আমার কাছে আসে নি।

শ্রীসমর চৌধুরী— যে যবকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনা সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তদন্তের স্বার্থে আমাদের আর বেশী ডিটেইলসে যাওয়া উচিত হবে না আমি মনে করি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি যে নিশ্চয় এই ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে এবং আই, বি, রিপোর্ট আছে। তবে আমরা জানি যে পরীক্ষা হওয়ার আগে বিরোধী দলের নেতা আলী সাহেব এন, ইউ, সি যে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠন আছে তাদের নিয়ে এই ব্যাপারে মিটিং করেছিল এবং কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের কিছু কর্মী মিছিল করেছিল ?

মিঃ স্পীকার— ইট ইজ নট এ সাপ্লিমেন্টারী।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— স্যার, আই, বি, রিপোর্ট আছে কি না, এটা তো বলতে পারেন ?

মিঃ স্পীকার— চীফ মিনিস্টার বলেছেন যে, তদন্তের স্বার্থে এই নিয়ে তিনি আর বেশী কিছু বলতে চান না।

শ্রীতাপস দে--- স্যার নাম বললে তো আর তদন্তের ক্ষতি হয় না। কাজেই যাদের এরেস্ট করা হয়েছে, তাদের নাম বলতে অসুবিধা কোথায় ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস--- স্যার, আমি আগেই বলেছি যে নাম বললে তদন্তের অসুবিধা হতে পারে, তাই তদন্তের স্বার্থে আমি আর কিছু বলতে চাই না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন কোন স্কুলে এই পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস--- প্রথমে বোধজং স্কুল (বয়েজ), তারপর তুলসীবতী, বিজয় কুমার, নেতাজী, উমাকান্ত এবং বাণীবিদ্যাপীঠ।

শ্রীতাপস দে--- মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে বোধজং থেকে শুরু করে বাণীবিদ্যাপীঠ পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা ভণ্ডুল হল, তখন সরকারী প্রশাসন কোথায় ছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস--- প্রশাসন যেখানে থাকার কথা, সেখানেই ছিল।

শ্রীতাপস দে--- স্যার, প্রসাশন যেখানেই থাকুক, তাতে আমার আপত্তি নাই। যেখানে বোধজং থেকে ২।৩ ঘণ্টা ধরে সারা শহরের স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ভণ্ডুল করা হল এবং যেখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল এবং তাদের অফিসারেরা ছিল, তারা কি করেছিল ? এর থেকে আমরা কি বুঝব ? এটা কারা করেছিল বা এই ঘটনার সঙ্গে কাদের লোক জড়িত ছিল এবং পুলিশের উপরই বা কি ইনসট্রাকসান দেওয়া ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২২-৪-৭৭ইং তারিখে প্রেস রিলিজে পরিষ্কারভাবে এই ঘটনার বিবরণ বের হয়েছে। কাজেই আমি আশা করব আমাদের দায়িত্বশীল সদস্যরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে সেটা পড়ে থাকবেন।

শ্রীতাপস দে - এক গোষ্টি যুবক বোধজং থেকে তুলসীবতী, নেতাজী, বিজয়-কুমার এবং বাণীবিদ্যাপীঠ স্কুলগুলিতে যে পরীক্ষা ভণ্ডুল করল, পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল, পুলিশ কেন ষ্টেপ নিল না, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

(ইণ্টারাপ্‌শান)

শ্রীতাপস দে--- স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল সেই সময়ে পুলিশের কোন গাফিলতি ছিল কি না অথবা পুলিশকে নিষক্রিয় করে রাখা হয়েছিল কিনা ?

(ইণ্টারাপ্‌শান)

শ্রীমনসুর আলী--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস এবং মন্ত্রী অনিলবাবু বলছেন এই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে নেতাজী স্কুলের মাষ্টারদের যে যে ষ্টেটমেণ্ট বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে, সেটা উনারা দেখেছেন কিনা ?

(ইণ্টারাপ্‌শান)

Mr. Speaker— Order please, Order please. I would request Hon'ble members of the both Ruling and Opposition Parties to maintain decorum of the House.

শ্রীতাপস দে--- স্যার, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি)

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য বলছেন, উনি উনার প্রশ্নের উত্তর পাননি।

শ্রীতাপস দে--- স্যার, সরকার পক্ষ যদি আমাদের এভাবে ডিস্টার্ব করেন, তাহলে আমরাও করতে বাধ্য হব।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার--- স্যার, আমাদের দিক থেকে কোন ডিস্টার্ব করা হচ্ছে না। তবে উনারা যদি প্রশ্ন করার পরিবর্তে বক্তৃতা দেন, তাহলে আমরা বাধা দিতে বাধ্য হব।

শ্রীসমর চৌধুরী--- স্যার, আমরা কি সাপ্লিমেন্টারী করতে পারব?

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য, আপনারা নিজেরাই সাপ্লিমেন্টারী করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে--- আমরা দেখেছি একগোষ্ঠী যুবক বোধজং, তুলসীবতী, বাণীবিদ্যা-পীঠ এবং গুণ্ডামী করার পরেও (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী--- তাপসবাবু ছিলেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীমধুসুদন দাস--- অবজেকশানেবল কথাবার্তা ---গুণ্ডামী করতে করতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে--- স্যার, এটা অশোভনীয়---আমরা জানি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার প্রটেকশান দেবেম কি দেবেন না (ইন্টারাপশান) বলছেন যে সহযোগিতা করবেন---যদি বলতে হয় তাহলে প্রমাণ দিয়ে বলুন---তাপসবাবু ছিলেন কি সমরবাবু ছিলেন কি নৃপেনবাবু ছিলেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশকে নিস্ক্রিয় রাখা হয়েছিল এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি পুলিশের তরফ থেকে কোন গাফিলতি থেকে থাকে তার জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি প্রকাশ পায় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে--- আমরা পত্রিকায় দেখেছি এইসব কথা---মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল এখনও সেই ঘটনার তদন্ত হয়নি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত শেষ না হলেও প্রায় শেষের পথে—এই তদন্ত কমপ্লিট হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

(ইন্টারপেশান)

মি; স্পীকার--- There should be no more supplementary (interruption) আপনাদের নিজেদেরই স্বার্থে এখন সাপ্লিমেন্টারী বন্ধ করা উচিত।

শ্রীসমর চৌধুরী---স্যার, আমরা বার বার দাঁড়িয়েও সাপ্লিমেন্টারী করার সুযোগ পেলাম না।

মিঃ স্পীকার---There should be only one supplementary.

Shri Madhusudan Das---স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের কাজে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন কি না (ইন্টারাপশান) (ভয়েস) ২৫ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আছে---পুলিশের প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপে (ইন্টারাপশান) সেজন্য তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার---এটা তদন্তেই প্রকাশ পাবে।

শ্রীমধসূদন দাস---স্যার, আমার প্রশ্ন হল মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের কাজে সন্দেহ করেছিলেন কি না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস---আমার একটা বিবৃতি বলে পত্রিকায় তুলে দিলেই সেটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার---শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব---কোয়েশ্চান নম্বার ৮।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে দৈনিক মোট কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।	০.০৬ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ দৈনিক উৎপাদিত হইতেছে।
২। ঐ বিদ্যুৎ কি পুরোপুরি ব্যবহৃত হইতেছে?	হ্যাঁ
৩। যদি না হয়ে থাকে তবে ত্রিপুরায় স্থানীয়ভাবে ইহা কিভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে?	এখন যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে তার সবটাই ব্যয় করা হচ্ছে-- কাজেই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি বাড়ীতে এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সরকারের নিকট কতগুলি দরখাস্ত আছে?

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আনুমানিক ৭ হাজার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরকারের কি জানা আছে ডম্বুরে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তার সবটা কনজামশান হয় না এবং এক্সেস যে বিদ্যুৎটা থাকে সেই বিদ্যুৎটাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন সেটা হচ্ছে না। আমরা টোট্যাল ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি তার সবটাই কনজিওম হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে কনজামশানের পর যে একসেস বিদ্যুৎটা থাকছে সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে কি না?

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন সেটা ঠিক নয়---এখন এই ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে না---এখন কোন এক্সেস প্রডাকশান হচ্ছে না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি পিক পিরিয়ডে এখন ম্যাকসিমাম ডিমাণ্ড কত এবং কতটা সাপ্লাই হচ্ছে এবং লীন পিরিয়ডে ডম্বুর থেকে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ সাপ্লাই হয় কি না।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমাদের ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। তবে কোন কোন সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে যদি বেশী বিদ্যুতের দরকার হয়- -মাননীয় সদস্য যা বলছেন সেটা আমরা দিতে পারব।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি আমাদের যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার সবটা কনজিউম করতে পারি না বিধায় রাত্র ৯টার পর মেসিনগুলি বন্ধ রাখতে হয় ?

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে এই রকম হত---সেটা এখন হচ্ছে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, রাত্রি ৯টার পর আমরা দুই মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারি না সেজন্য এখান থেকে খবর পাঠিয়ে রাত ৯টার পর মেসিনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাত্রি নয়টার পর যদি দেখা যায় যে কম দরকার তখন আমরা কি করবো। নয়টার পর কম দরকার হলে কম খরচ করতে হবে। কি করব।

শ্রীতাপস দে---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাত্রি নয়টার পর আমরা ১.৫ মেগাওয়াটের বেশী কনজিউম করতে পারি না এবং সেইহেতু যদি মেশিন আমাদেরকে এলাউ না করে ১.৫ মেগাওয়াটের নীচে নামতে তবে সেটাকে কনজিউম করার জন্য কি ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনজিউম করার জন্য কতকগুলি প্ল্যান আমাদের আছে যেমন শিল্পের প্রসার, জলসেচের জন্য বিদ্যুৎ চা-বাগানের ডিজেল চালিত ব্যবস্থাকে' জলসেচ বিদ্যুৎ চালিত মটরে রূপান্তরিত ইত্যাদি কাজ করলে সরকার মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইতে পারবেন।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি যে কবে পর্য্যন্ত এই কাজগুলি করা হবে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে আমরা বলেছি কাজ করার জন্য এবং ইতিমধ্যে দুই একটা চা-বাগানে কাজ সুরু হয়ে যাবে।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করার জন্য ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে অনেক দিন যাবত কানেকশন দেওয়ার জন্য লিখেও কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। এটা সত্য কি না ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনাটা সত্য নয়, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আমাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে এবং আমরা বলেছি যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়া হবে যদি তারা ডিজেলকে বদলে ইলেকট্রিক মটর করে।

শ্রীতাপস দে ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কবে নাগাদ তারা বলেছিলেন যে ডিজেল ইঞ্জিনকে বদলে ইলেকট্রিক মটর বসানো হলে ? ইলেকট্রিক কানেকশন দেবেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে উদ্দেশ্যে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করছেন তা মনে হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই দেওয়ার অভাবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কাজ করতে পারছে না।

শ্রীতাপস দে ঃ—এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে বার বার লিখেছে কিন্তু ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে না এবং ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যুতের অভাবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কোন পাম্প বন্ধ নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আমাদের এখানে উৎপাদিত বিদ্যুত প্রতি ইউনিটে কত খরচ পরে এবং আসাম থেকে যে বিদ্যুত আনা হচ্ছে তার থেকে খরচ কম না বেশী ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসামের বিদ্যুত কম বা বেশী হলেও আমাদের আনতে হবে যতদিন কনট্রাকটের মেয়াদ শেষ না হয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ—প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের খরচ কত পরে এবং ডম্বর থেকে যে সাপ্লাই দেওয়া হয় এই বিদ্যুত প্রতি ইউনিটে কত পরে এইটা ছিল আমার প্রশ্ন ? এবং আমি বলেছি যে, যে বিদ্যুত আনা হয় সেটার খরচ কম না বেশী ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসাম থেকে যেটা আনা হচ্ছে সেটা আমাদের চেয়ে একটু বেশী, আমাদের উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশী। আর আমাদের গোমতীর কস্ট ৪১ পয়সা পার ইউনিট। এটাতে কত বেশী এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমাদের চেয়ে বেশী।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কৃষি ক্ষেত্রে, শিল্পে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন খানে কত বিদ্যুত লাগে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ- আই.ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাপ্লাইয়ের জন্য অনেকে দরখাস্ত করেছিল এবং যাদের দরখাস্তের আদেশ পেয়েছে তাদেরকে সরকার থেকে মিটার, তার, খুটি ইত্যাদির অভাবের জন্য দেওয়া হচ্ছে না এটা কি ঠিক ?

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা উৎপাদনের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। আমরা মেটেরিয়েলস পেলে অন্ততঃ দশ মেগাওয়াট খরচ করার জন্য চেষ্টা করবো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ডম্বুর ছাড়াও আমাদের আসাম থেকে বিদ্যুত আনা হচ্ছে, কারণ চুক্তি আছে। আসলে দৈনিক কত বিদ্যুত আসছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ- -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন মাঝে মাঝে গোমতীর কারেন্ট ফেল করে তখন আসাম থেকে আনা হয়। কনট্রাক্ট অনুসারে এনে আমরা কাজ চালাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কত পরিমাণ বিদ্যুত আসাম থেকে আসছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ --মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত পরিমাণ আসছে এটা বলতে পারছি না। অ্যাভারেজলি বলতে গেলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে যা বিদ্যুত উতপাদন হচ্ছে তা আমরা কনজিউম করতে পারছি না। অথচ অনেক তাঁতী আছে যারা বিদ্যুতের অভাবে কাজ করতে পারে না। তারা অনেকদিন যাবত দরখাস্ত করে বসে আছে কিন্তু কানেকশন দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লোকজনের অভাবে আমরা এখন পারছি না। আমরা গভর্ণমেন্টকে লিখেছি এই ব্যাপারে। কাজেই লোক পেলে আমরা দিতে পারবো।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী যে বললেন নুতন শিল্প সৃষ্টি করে কনজিউম করার চেষ্টা করা হবে এটা ঠিক নয়? তাহলে লোকের অভাবেই এটা করা হচ্ছে না?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—এখানে ষ্টাফের অভাব আছে এটা সত্যি কথা। কিন্তু আমরা দিতে পারব। সেইজন্য আমরা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সাজেশান একসেপ্ট করেছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, ষ্টাফের অভাবের জন্য দিতে পারছেন না। বর্তমানে যে ষ্টাফ আছে তা দিয়ে মাসে কিংবা দৈনিক কতটা নিউ কানেকসান দিতে পারছেন?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---যারা দরখাস্ত করেছে, বিশেষ করে তাঁতীদের ব্যাপারে, তাদের অফার একটিও বাকী নেই। সবাইকে দেয়া হয়েছে। আর এখানে যা বলা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু, সেই ব্যাপারে আমাকে প্রশ্নটা আবার বলতে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত ঃ---আমার জিজ্ঞাস্য ছিল যে, বর্ত্তমানে ষ্টাফের অভাবের জন্য কানেকসান দিতে পারছেন না বলে উনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমি বলছি যে ষ্টাফ আছে তার দ্বারা বর্ত্তমানে কতটা নিউ কানেকসান দিতে পারছেন, মাসিক কিংবা দৈনিক ভিত্তিতে যাই বলুন না কেন?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দিনরাত খেটে যে সব দরখাস্ত করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে প্রায়রিটি ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে। কমার্শিয়াল খাতে একটি অফারও আর বাকী নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আগামী বছরের মধ্যে কতগুলি গ্রামে বিদ্যুৎ পেয়ে যাবে? এই বিদ্যুৎ যদি গ্রামে যায়, তাহলে গ্রামবাসীরা বৈদ্যুতিক পাম্প সেট ব্যবহার করতে পারবে। তাই আমি বলছি, এর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে কি, এতগুলি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— আগামী বছরের মধ্যে কয়েকটা গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে ঠিক। কিন্তু কয়টা গ্রামে যাবে তার কোন ঠিক নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নং ৯।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ— কোয়েশ্চান নং ৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরানীয়া থানা এলাকায় ১৯৭৬-৭৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কয়টি চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই এর ঘটনা ঘটিয়াছে ?	১৯৭৬ সনে একটি ডাকাতি, ৫টি ছিনতাই ও ৪৬টি চুরির ঘটনা ঘটিয়াছে।
২। এ সব ঘটনায় জড়িত কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করা হয়াছে ?	ডাকাতির জন্য ৪ জন, ছিনতাই এর জন্য ৮ জন এবং চুরির জন্য ৩৭জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
৩। এ চুরি, ডাকাত ও ছিনতাই বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিবরণ ?	গ্রামের রক্ষী বাহিনী স্থাপন করা হইয়াছে। যে সব এলাকাগুলিতে অপরাধের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে, পুলিশ সেই সব এলাকাতে টহল দেবার স্টেপ নিয়াছে। পুলিশ ও গ্রাম রক্ষী বাহিনী মিলিতভাবে সমস্ত গ্রাম টহল দিচ্ছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসাররা বিভিন্ন সময়ে গ্রামে ট্যুর দিয়ে আলাপ করে সেখানে টহলের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ-- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ছিনতাইয়ের জন্য যে ৮ জনকে এরেস্ট করা হয়েছিল, তাদেরকে পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ১৯৭৬-৭৭ সালের এই ঘটনাটা। এখনও তদন্তাধীন আছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। স্যার, আমরা এসেছি আড়াই মাসের কিছু উপরে হল। ঘটনাটা হল বিগত মন্ত্রী সভার আমলের। আমি এসেই আই, জি, পি, কে নির্দেশ দিয়েছি সিনিয়র অফিসার-এর সুপারভিশানে এটার যেন তদন্ত করা হয়।

শ্রীতাপস দে ঃ--- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, থানায় স্টাফ কম থাকায়, এটা তদন্ত করা হয়নি। এই কথাটা সত্যি কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কারণেই হোক তদন্ত হয়নি এটা দুর্ভাগ্যজনক। তখন যদি স্টাফ কমও হয়ে থাকে এটাও দুর্ভাগ্যজনক। এটা আমার নলেজে আসার পর এটা যাতে পদস্থ অফিসারের সুপারভিশানে করা হয় তার জন্য আমি জোর দিয়েছি।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কোয়েশ্চান ছিল।

Mr. Speaker :—Now Question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies of the Un-starred Question and also the replies of the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ-- স্যার আজকে এখন পর্য্যন্ত আমি লিষ্ট অফ বিজনেস পাইনি, সুতরাং লিষ্ট অফ বিজনেস যদি না পাই তাহলে কি করবো? গতকাল অফিসে এসেছি ১১টার সময়, কিন্তু ১২টার সময় লিষ্ট অফ বিজনেস পেয়েছি। আমরা যারা মেম্বার আছি এমন করলে কি করে আমরা প্রিপেয়ার্ড হবো?

মিঃ স্পীকার ঃ-- অন্যরা তো পেয়েছেন নিশ্চয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ-- আমার অপরাধটা কি আমি পাব না?

মিঃ স্পীকার ঃ-- না, আপনার কোন অপরাধ নেই, অপরাধ যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সেক্রেটারীর হয়েছে। আপনার এড্রেস কোথায় আছে অফিস কি জানে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ--আমার এড্রেস তো আমি কালকে এসেমব্লীতে এসেছি, আমার ডেস্কে রাখলেই এড্রেস হয়ে যেতো এবং আমি ৫টা পর্য্যন্ত ছিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ-- দেখুন অনুগ্রহ করে আপনার ডেস্কে আছে কিনা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ আমি ৫টার সময় যখন যাই তখন ডেস্কে থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গেছি, সুতরাং থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সকলের মাইক নষ্ট হয়ে গেছে, কথা তাও শুনা যাচ্ছে না, বলাও যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা দেখা যাবে।

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker—There are two calling Attention Notices to which the Chief Minister agreed to make statement to day. First I would call on the Hon'ble Chief Minister to make statement on the Calling Attention Notice of Shri Chandra Sekhar Datta and Shri Niranjan Deb on—

"গত ১৯শে মে রাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাঙ্গাপানীয়া গাঁও সভাতে দুবৃর্ত্তদের আক্রমণে শ্রীরামচরন দেববর্মা আহত এবং তার স্ত্রী নিহত সম্পর্কে"

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কলিং এটেশানের উত্তর নিম্নরূপ—

গত ১৯।২০ তারিখের মধ্য রাত্রে মানে ১৯।২০ মে মাঝামাঝি রাত্রের যে সময়টা সে সময়ে ৪জন দুবৃর্ত্ত রাত্রে জয় মঙ্গল পাড়া রাঙ্গাপানীয়া বিশালগড় থানার অন্তর্গত স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দেববর্মার পুত্র শ্রীরাম চন্দ্র দেববর্মার গৃহে প্রবেশ করে। উক্ত গ্রাম বিশালগড় থানা হইতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। বাংলাদেশের সীমান্ত হইতে প্রায় ত্রিপুরার অভ্যন্তরে পাঁচ মাইল। মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট বাস গৃহে সিদ কাটিয়া প্রবেশ করে তখন শ্রীদেববর্মা এবং শ্রীমতি সুমতি দেববর্মা নিদ্রিত ছিল এবং তিনটি গরু ঐ বাস গৃহে রাখা হয়েছিল, শ্রীদেববর্মার চার ছেলে পার্শ্ববর্তী অন্য এক গৃহে নিদ্রিত ছিল। দুবৃর্ত্তরা ঐ গরুগুলি চুরি করবার জন্য সিদ কাটিয়া শ্রীদেববর্মার ঘরে প্রবেশ করে। নাড়া-চাড়ার শব্দে শ্রীদেববর্মা এবং তাহার স্ত্রী ঘুম হইতে জাগিয়া যান, তখন শ্রীমতি দেববর্মা একটা প্রদীপ জ্বালাইলেন। অভি-যোগকারী শ্রীদেববর্মা এবং শ্রীমতি দেববর্মা প্রদীপের আলোতে পঞ্চ মোহন দেব-বর্মাকে দেখতে পাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পঞ্চ মোহন দেববর্মাকে চিনিয়া

ফেলিলেন তখনই পঞ্চ মোহন দেববর্মা বর্শা দিয়ে শ্রী দেববর্মার বাম পাশে বিদ্ধ করিয়া দিল তখন শ্রীদেববর্মা আহত হইয়া মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন শ্রীমতি দেববর্মা পঞ্চ মোহন দেববর্মা নাম ধরিয়া ডাক দিলেন, পঞ্চ মোহন দেববর্মা তখন বর্শা দিয়া শ্রীমতি দেববর্মার বুকের বাম দিকে বিদ্ধ করিলেন। উভয়ের চীৎকার শুনিয়া তাদের পুত্রগণ যারা অন্য ঘরে নিদ্রিত এবং প্রতিবেশীগণ দৌড়াইয়া সবাই উপস্থিত হয় তখন দুবৃর্ত্তগণ গরুগুলি ফেলিয়া চলিয়া যায়। বর্শার আঘাতের ফলে শ্রীমতি দেববর্মা কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান এবং রামচরণ দেববর্মাকে সকাল সাড়ে আটটায় অথাৎ ২০শে মে ৭৭ইং তারিখে থানায় নেওয়া হয় এবং তথা হইতে বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। এখন তিনি ক্রমশ আরোগ্য লাভ করিতেছেন। শ্রীমতি দেববমার তদন্তকারী দারোগা ঘটনাস্থলে আসিয়া বেলা সাড়ে দশটায় বিশালগড় থানায় পাঠাইয়া দেন শ্রীমতি দেববর্মার মৃত দেহ বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় শ্রীমতি দেববর্মার বর্শা বৃদ্ধ আঘাত জনিত ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৪৫৭,৩০৪,৩০২ নম্বর ধারার মূলে ১৮(৫) ৭৭ নম্বর মকদ্দমা রেজিষ্ট্রি ভুক্ত হয় এবং সে এখন হাজতে আছে। সর্বশ্রী বীর চন্দ্র দেববমা, অঘোর দেববর্মা এবং মোহন চৌধুরীর উপস্থিতিতেই এই দোষ স্বীকার করিয়াছে এবং বাংলাদেশের আরও কয়েকজন আসামী সহ আরও দুজন ভারতীয়র নাম আছে অথাৎ শ্রীসুধীর দেববর্মা ও ভানু দেববর্মার নামও প্রকাশ করে তদন্তকারী দারোগা গত ২৪।৫।৭৭ তারিখে কোর্টের নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করে যে আসামীর স্বীকারোক্তি সম্মিলিত প্রার্থনা যেন জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নেওয়া হয় অন্য দুইজন আসামীকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে এই দুইজন আসামী এখনও পলাতক। গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠিত হইয়াছে এবং এই গ্রামগুলি পাহারা দিতেছে যাতে এই ধরণের গরু চুরি বন্ধ করা যেতে পারে। ডেপুটি পুলিশ সুপার উক্ত মকদ্দমা তদারকি করিতেছেন এবং সময় সময় অপরাধ নিবারণার্থে গ্রামে গ্রামে জনগণের সঙ্গে আলোচনা চালাইতে-ছেন ঐ স্থান বর্ডার হইতে প্রায় পাঁচ মাইল ভিতরে অবস্থিত, বর্ডার থেকে বেশ দূরেই বটে দুষ্ট লোকের সহায়তায় এই সব চুরি হইতেছে বলিয়া আশা করা যায় গ্রাম রক্ষী বাহিনী পাহারার কাছে থাকছে এবং এই ভাবে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে সাহায্য করবে। গ্রামের লোকের মধ্যে পঞ্চ দেববর্মা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তবুও পুলিশের রেকর্ডে উক্ত দেববর্মার নামে কোন রেকর্ড নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—পয়েন্টঅফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার ঐ পঞ্চ মোহন দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কবে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—গত ২০।৫।৭৭ তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—উনার বাড়ীতে না অন্য কোথাও।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না উনার বাড়ীতে না অন্য কোথাও এই তথ্য আমার কাছে নাই তবে চেষ্টা করছি জানা যায় কিনা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ১৯ তারিখ মধ্য রাত্রে সেই বাড়ীতে চোরেরা প্রবেশ করেছিল, এরপর ২০ মে পঞ্চমোহন দেববর্মা আহত হয়।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—অধ্যক্ষ মহোদয়, রেকর্ডে এমন কোন কথার উল্লেখ নাই।

শ্রীতাপস দে—পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান, এই দুই জনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি কারণ কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি খুঁজছে পেলেই এরেষ্ট করবে।

শ্রীতাপস দে—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কি স্বীকার করবেন, এই দুই জনের একজন সরকারের আত্মীয় বলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এইটা সত্য কি না?

শ্রীপ্রফুল্ল দাস—মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, এটা ভিত্তিহীন কথা।

শ্রীতাপস দে—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী কি দেখবেন যেন গ্রেপ্তার না করা হয় সেই জন্য বিশালগড় থানায় কোন বুদ্ধিজীবী টেলিফোন করেছিল কিনা?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের অমূলক কথার তদন্ত করে সময় নষ্ট করতে আমরা রাজি না।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলবেন? এই পানু দেববর্মার বাবার নাম কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বাপের নাম ঠাকুর দার নাম রেকর্ডে নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি? বাংলাদেশ থেকে যে লোক এসেছিল তারাও জড়িত এই সমস্ত ঘটনার জন্য। বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা?

শ্রীপ্রফুল্ল দাস—মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, উচ্চ পর্য্যায়ে আলাপ আলোচনা হয়, এইদিকের রক্ষী বাহিনী ঐ দিকের রক্ষী বাহিনী এইগুলি দমন করার জন্য।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়---মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে লোককে গ্রেপ্তার করেছিল সে পুলিশের নিকট কোন ষ্টেটমেন্ট করেছি কি?

শ্রীপ্রফুল্ল দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি তো বলেছি।

মিঃ স্পীকার---দেট হেজ অল রেডি বীন রিপ্লাইড।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস---বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের বর্ডারে যে সমস্ত ক্রিমিন্যাল যোগাযোগ রাখে। সেই লিষ্ট পুলিশের কাছে আছে। যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এই সমস্ত লোকদের এরেষ্ট করা হবে কি না?

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, ক্রিমিন্যালদের লিষ্ট রাখা পুলিশের একটা রুটিং ওয়ার্ক।

শ্রী মধুসুধন দাস—স্যার আমার একটা কথা আছে।

মিঃ স্পীকার—আপনারা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশানে সময় নষ্ট করে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। তারপর আলোচনা করার সময় পাবেন না। আমি বলি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফি-কেশনের সময় নষ্ট করবেন না। দিসইজ নট এ পয়েন্ট ফর ক্ল্যারিফিকেশান।

Mr. Speaker —Now I would request the Hon'b'e Chief Minister to make a statement on the next Calling Attention Notice of Sri Tarit Mohan Das Gupta.

খোয়াই মহকুমার সিংজি ছড়াতে বিগত ৪ঠা মে তারিখে অনুমান রাত্র ৭ ঘটিকায় কতক সংখ্যক গ্রাম বাসী কর্তৃক মারধর হইতে বিধায়ক শ্রী যদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্রকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কতৃক রক্ষা ও পরবর্তী পর্য্যায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস --মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, আমার স্টেটমেন্ট।

খোয়াই মহকুমার সিংহিছড়াতে বিগত ৪ঠা জুন তারিখে অনুমান রাত্র ৭ ঘটিকায় কতক সংখ্যক গ্রামবাসী কর্তৃক মারধর হইতে বিধায়ক শ্রী যদু প্রসন্ন ভট্টাচার্যের পুত্রকে পুলিশ কর্তৃক রক্ষা পরবর্তী পর্য্যায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে

তদন্তাদি ও প্রাথমিক তথ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট (এফ, আই, আর,) ইত্যাদি মূলে ঘটনাটি নিম্নলিখিত রূপ ঃ—

গত ৪ঠা জুন ১৯৭৭ ইং খোয়াইএ সিংহিছড়া নেহেরু যুবক সংস্থা বনাম সংহতি ক্লাব এক ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে করিয়া দুই পক্ষের অনগামীদের মধে কলহ হয়। যাহা হউক বয়স্ক লোকদের মধ্যস্থতায় সামরিক ভাবে উভয় পক্ষের লোকদের মিটমাট হইয়া যায় এবং অবস্থা আয়ত্বাধীনে আসে, কিন্তু পরে ঐ দিনই সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়-. ঘটিকার সময় সিংহি ছড়ার একদল যুবক স্থানীয় বারের এক মোহরী শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ঢুকিয়া (১) জহরলাল ঘোষ (২) শ্যামল ভট্টাচার্য্য ও (৩) সুভাষ ঘোষ নামীয় তিনটি ছোট্ট বালককে মারধোর করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্রী ভট্টাচার্য্যের (খোয়াই) বাড়ীর সংলগ্ন। শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য্যের লিখিত অভিযোগ মূলে, ৫।৬।৭৭ইং তারিখে সকাল ৮টায় খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮।৩২৩ নং ধারামূলে ৪ (৬) ৭৭নং মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রি-ভুক্ত হয় (উক্ত অভিযোগ মূলে) প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট বর্ণিত নিম্নলিখিত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় (৫।৬।৭৭ইং) গ্রেপ্তারের দিনই ঐ ৫ জনকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় ঃ---

১। শ্রী সজল দে সরকার, পিতা মৃত সুরেশ দে সরকার, সিংহিছড়া।

২। শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত, পিতা বরদা কান্ত দত্ত, দুর্গানগর।

৩। শ্রী কামনা নাথ, পিতা কামিনী নাথ, সিংহিছড়া।

৪। শ্রী দিলীপ নাথ শর্মা, পিতা যশোদালাল নাথ শর্মা, দর্গানগর।

৫। শ্রী সজল পাল, পিতা শ্রী শশীমোহন পাল, দুর্গানগর।

২। উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক শ্রী যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচাযের নেতৃত্বে খোয়াই অফিস টিলার কতিপয় যুবক সিংহিছড়ার নেহেরু যুবসংস্থার দুই সমর্থক শ্রী সজল দে সরকার (সিংহিছড়া) ও শ্রী সুপ্রিয় দে সরকার (সিংহিছড়া) কে আক্রমণ করে আনুমানিক সময় রাত্র সোয়া সাতটা হইতে সাড়ে সাতটায় মধ্যে। এই সময়ে শ্রী সজল দে সরকার হৈ চৈ শুরু করে। ঐ চিৎকার শুনিয়া ঐ দলের সমর্থকরা সাহায্যের নিমিত্ত আগাইয়া আসে এবং আসিয়া উক্ত শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যকে আটকাইয়া রাখে (প্রায় পৌনে আটটা)। অন্য দিকে প্রায় একই সময়ে (৭-৪২ মিঃ) শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যকে সিংহিছড়ার কতিপয় লোক আটকাইয়া রাখিয়াছে ও মারধোর করিতেছে মর্মে গনকির শ্রী জীতেন্দ্র মাধব চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এক টেলিফোন কল পান। উক্ত টেলিফোনে শ্রী বিশ্বনাথ . ভট্টাচার্যের জীবন সংশয়াপন্ন বলিয়াও উক্ত শ্রী চক্রবর্ত্তী জানান। উক্ত খবর পাইয়াই খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা কতিপয় পুলিশ সঙ্গে নিয়া সিংহি-ছড়ার ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ঐখানে অশান্ত জনতার সমাবেশ। ৭-৫৫মিঃ

সময়ই পুলিশ শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যকে মুক্ত করেন এবং পুলিশ ঐ এলাকার অবস্থা আয়ত্বে আনেন। উক্ত শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যে ও উক্ত ঘটনা উপলক্ষে পুলিশের নিকট ঐ রাত্রেই সমীর দে সরকার ও অন্যান্যের বিষয়ে অভিযোগ করেন (রাত্র প্রায় ১০টা) (৪।৬) অভিযোগমূলে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩৪২।৩২৩ নং ধারামূলে ৩(৬)৭৭ইং মোকদ্দমা সমীর দে সরকার ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়। এফ, আই, এ প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট বর্ণিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ :-

১। শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত, পিতা মৃত বরদাকান্ত দত্ত, দুর্গাপুর।
২। শ্রী কনক নাথ, পিতা শ্রী কামিনী নাথ।
৩। শ্রী সমীর দে সরকার, পিতা মৃত সুরেশ দে সরকার।
৪। শ্রী কামনা নাথ পিতা কামিনী নাথ।

৫।৬। ৭৭তাং গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ দিনই জামিনে খালাস দেওয়া হয়।

৩। ঐ দিন রাত্রি দশটায় (অথাৎ ৪।৫) সিংহি ছড়ার সজল দে সরকার খোয়াই থানায় শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এবং এই অভিযোগ মূলে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩২৩ নং ধারামূলে ২ (৬) ৭৭ নং মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়। পুলিশ এফ, আই, আর, এ বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সহ মোট পাঁচজনকে (শ্রী অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রী অমর সাহা, শ্রী যুগল শর্মা ও শ্রী মনোরঞ্জন দেব) ৫।৬।৭৭ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে এবং ঐ দিনই তাহাদিগকে পুলিশ জামিনে মুক্তি দেয়। বর্তমানে অবস্থা শান্ত এবং আয়ত্বাধীন।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ষ্টেটমেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ঘটনার দিন বিশ্বনাথ বাবু নাকি আক্রমন করতে গিয়েছিল, এই রিপোর্টটা পুলিশ কখন এবং কি ভাবে পেল? এবং পুলিশ জানতে পারল টেলিফোনে যে বিশ্বনাথ বাবুকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাকে মারধোর করা হচ্ছে, যার ফলে পুলিশ সেখানে গেল? এর আগের মুহূর্তে পুলিশের কাছে এই রকম কোন অভিযোগ করেছিল কিনা যে এই রকমভাবে বিশ্বনাথ বাবুকে এবং আরও ৫ জনকে নিয়ে গেছেন? এবং নিয়ে গিয়ে থাকলে একজনকে আটক করলেন, আর বাকীরা কোথায় গেল সেই সম্বন্ধে কোন কিছু এই রিপোর্টে নেই কেন? কাজেই এই ঘটনাটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিস্তারিত জানাবেন কি?

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :--- আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি যে শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কতিপয় যুবক সিংহি ছড়ায় নেহেরু যুব সংস্থার সমর্থক শ্রী সজল দে সরকার এবং সুপ্রিয় দে সরকারকে আক্রমন করে অফিস টিলায়। যখন আক্রমন করা হয় তখন এই আক্রান্ত সুপ্রিয় সরকার এবং সজল দে সরকার এর চীৎকারে এই নেহেরু যুব সংস্থার এই দুই জনের সমর্থক অন্য লোকেরা চলে এসে শ্রী বিশ্বনাথকে আটক করে ফেলে। কাজেই একে এগ্রেসান হচ্ছে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য মানে রিপোর্টে যা পাওয়া যায়---যে এগ্রেসান হিসাবে শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে পাওয়া যায়। ওদের চীৎকারে ওদের সমর্থকরা এগিয়ে এসে ওভার কট করে এবং কথা কাটাকাটি হতে থাকে। সেই সময় শ্রীজিতেন্দ্র মাধব চক্রবর্তী খোয়াই থানার অফিসারকে টেলিফোন করেন যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে আটকিয়ে রেখেছে। তাকে এখনই মুক্ত করা দরকার, না হলে বিপদ হতে পারে। এই খবর পেয়ে দারোগা তখন সেখানে যান এবং গিয়ে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে আনেন।

শ্রী তাপস দে :-- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ঐ দিন বিশ্বনাথ বাবুর নেতৃত্বে কতজন লোক সিংগি ছড়ায় আক্রমন করেছিলে এবং জহর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কামনা বাবু এটা নিগোশিয়েট করার জন্য তখন গিয়েছিলেন. তখন খোয়াই শহর থেকে এক গাড়ী ভর্তী লোক বিশ্বনাথ বাবু যাতে আসতে না পারে সেইজন্য সিংগি ছড়ার অভিমুখে রওনা হবার সাথে সাথে পুলিশ ওখানে যায়। এবং পুলিশ সেখানে যাওয়ার সাপক্ষে একা বিশ্বনাথ বাবুকে ওখানে পেয়ে মানে কম্প্রমাইজ টেবিলে পেয়ে আক্রমন করে এবং তাকে মারধোর করে এবং মরণের কবার সময় পুলিশ যখন ওকে তুলিয়ে আনতে যায় কিন্তু পারেনি তখন লাঠি চার্জ করেছিল। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার সাথে ওনার বক্তব্যের কোন যোগ নেই।

শ্রী তাপস দে ঃ--- ঐ দুপর বেলায় সংগীত কাব এবং নেতাজী ক্লাবের ঝগড়া হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট যা বললেন, তার সংগে কোন মিল নেই। কামনা বাবু এবং বিশ্বনাথ বাব নক্ষ এবং কাশমেরী, কামনা বাবু খবর দিয়ে বিশ্বনাথ বাবুকে ডেকে নিয়ে যায় কম্পমাইজ করবে বলে এবং তাকে একা পেয়ে সিঙ্গিছড়াতে তিনজন লোক আক্রমণ করে এবং সিংগিছড়ার লোক তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়, বিশ্বনাথ বাবুকে রেসকিউ করার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, তারপর দিন এই জলসা চলবেনা বলে একটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। এই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। সেখানে একজন মন্ত্রী তখন উপস্থিত ছিলেন, সেই মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রিয়েল ফ্যাক্টকে ডিসটর্ট করে এই কেস সাজানো হয়েছে এবং এর ফলে এই হাউসে এই ডিস্টরটেড স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনাথ বাব থানাতে স্টেটমেন্ট রেখেছেন, সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, সেটা বললে পরে এই জিনিসটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যেত এককথায় কি ঘটনা ঘটেছিল, কিভাবে কয়েস পতাকা পড়িয়েছিল, কিভাবে লাঠিচার্জ করা হয়েছিল, কতজন পলিশের লোক তাহতে হয়েছিল। ওরা কতজন আহত হয়েছিল। কিন্তু জনৈক মন্ত্রী গিয়ে প্রকৃত ঘটনাকে ডিসটর্ট করে এইভাবে কেসকে সাজানো হয়েছে, উনি যা বলছেন, প্রকৃত ঘটনার সংগে এর কোন মিল নেই।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস ঃ -- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ঘটনার প্রকৃত বিবরণ এখানে দিয়েছি, এর পর আমার কিছু বলার নেই।

শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ--- অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। যে ঘটনাটা ঘটেছে, তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, উনার রিপোর্ট থেকেই ঘটনার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে বিশ্বনাথ বাবু আক্রমণ করতে গিয়েছে, পুলিশ তাকে আটক করেছে এই রিপোর্ট তিনি কোথায় পেয়েছেন আমরা জানিনা, কিন্তু ঘটনার সত্যতা এ থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ বিশ্বনাথবাবু যদি একদল লোককে সংগে নিয়ে যেতেন যদি তাকে সেই সময়ে আটক করা হত, তাহলে তার সংঙ্গে আরও পাঁচ জনকেও আটক করা হত, কিন্তু তার সংগে আর কেউ আটক ছিলনা। বিশ্বনাথ বাবুকে আটক করা হয়েছিল এবং সেই খবর পেয়ে পুলিশ এসেছে। কিন্তু তাকে যখন থানায় নেওয়া হল, সেখানে চার্জসীট দেওয়া হয়েছে যে ট্রাকে করে শহর থেকে লোক এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু একজন মন্ত্রী সংগে ছিলেন পুলিশকে বাধ্য হয়ে এই রিপোর্ট দিতে হয়েছে। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব

তিনি এই আশ্বাস দিতে পারেন কিনা যে আগরতলা থেকে একজন ইমপাশ্যাল অফিসার দিয়ে তদন্ত করিয়ে দেখুন আমাদের বক্তব্যে সত্যতা আছে কিনা, এই আশ্বাস আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্তে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি এখানে বলেছি। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে কিছু সংখ্যক লোক আটক করে রেখেছিল এতে প্রমাণ হয়না সন্দেহাতীত ভাবে যে তিনি একাই সেখানে ছিলেন। এখানে বলা হয়েছে যে সজল দে সরকার এবং সুপ্রিয় দে সরকারকে আক্রমণ করতে গেলে কপিপর যুবক দৌড়ে আসে ফলে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সমর্থক যারা ছিল, তাঁরা দৌড়ে পালিয়ে যায়, কারণ তাদের সমর্থক সজল দে সরকারের সমর্থকদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য একা ছিল, তদন্ত রিপোর্টে সেটা দেখা যায় না।

শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত :--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার অলটারনেটিভ সাজেশান হচ্ছে তিনি একটা রিপোর্ট পেয়েছেন আর আমরা বলছি যে এই ঘটনার উপর টেম্পার করা হয়েছে, পুলিশ প্রকৃত ঘটনা রিপোর্ট করতে সাহস পায়নি। কাজেই উনার একজন নিরপেক্ষ অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই এবং প্রকৃত তথ্য এই হাউসে জানাবেন কি না ?

চীফ মিনিষ্টার -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তড়িত বাবু এবং তাপস বাবু যে কথা এখানে আজকে বললেন, গত ৬ঠা জুনের ঘটনা, আর আজকে ২২শে জুন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উনারা কেন এই ব্যাপারটা আমার অফিসারের কাছে নিয়ে এলেননা, সুতরাং উনারা আজকে যেটা বলছেন সেটা সাজানো ব্যাপার আমি মনে করি।

শ্রী স[illegible] চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করি আপনি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য-এর নাম, পুরানো দাঙা হাঙামার নামের তালিকার মধ্যে আছে কি না ?

চীফ মিনিষ্টার—আমার ষ্টেটমেন্টে সেরকম কিছু নেই।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত- অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে পুলিশ সংবাদ পেয়ে রেসকিউ করতে গিয়েছেন, সেখানে লাঠি চার্জ করেছেন কি না ?

চীফ মিনিষ্টার—আমি আবার বলছি আমার ষ্টেটমেন্টে একথা নেই। যদি এধরণের ঘটনা আপনাদের জানা থাকে তাহলে উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে আপনারা লিখিতভাবে জানান সেই বক্তব্য মিলিয়ে এবং আপনাদের তথ্য মিলিয়ে এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত----মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিবাদ হয়েছে যে কেন পুলিশ লাঠিচার্জ করল। অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি না জানতে চান তাহলে আমি কি করে জানব। মাননীয় যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ওয়াজ উইলিং টু কাম টু ইউ।

শ্রী তড়িতমোহন দাশগুপ্ত----পুলিশের উদ্ধতন মহলে ঘটনাটা বলা হয়েছে। অ্যাজ এ মেম্বার, যেহেতু একটা অ্যাসেম্বলী, এসেছে, আমরা যেহেতু রিড্রেস পাইনি, এটা একটা ডেমোক্রেটিক প্রসিডিউর, নজরে আনার। তাহলে এও প্রশ্ন হতে পারে যে তড়িতবাবু আপনার কি মাথা ব্যথা হয়েছে ? কিন্তু অ্যাজ এ মেম্বার আমাদের প্রিভিলেজ আছে যে

কোন ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার। সেজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে তিনি এটা ভালভাবে দেখুন এবং এটা অতি মাইগুলী বলা হয়েছে যে তিনি ঘটনাটার জন্য একটা অনুসন্ধান যেন করেন। এর বেশী আমি বলতে চাই না।

শ্রী অভয় বিশ্বাস----পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কিছু লোক আটকিয়েছিল। পুলিশ গিয়েছিল তাদের উদ্ধার করতে। আমরা জানি সেখানে সেজন্য একটা উত্তেজনা হয়েছিল এই সমস্ত লোকদের আটক করার জন্য। এই সম্পর্কে তিনি কোন তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত----তা হলে এটাও তদন্ত হোক সেখানে মন্ত্রী মহাশয় থেকে কি কি বক্তব্য রেখেছেন এবং কোন্ মন্ত্রী ছিলেন সেখানে তার জন্য ভাল করে একটা তদন্ত হোক।

শ্রী তাপস দে ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন যে মিড-টার্ম পিরিয়ডে আমরা কেন তাঁর নোটিশে নিই নি, কিন্তু ৬ তারিখে যখন আমি খোয়াই গিয়েছিলাম তখন ৭ তারিখে আমি পুলিশ এবং মুখ্য সচিবের কাছে ব্যাপারটা নিই। তিনি বলেছেন সেটা তিনি দেখবেন। কিন্তু যেখানে মিনিষ্টার ইনভলভ সেখানে তিনি কি করতে পারেন ? পুলিশ হেলপ্‌লেস। মিনিষ্টার সেখানে ছিলেন সেটাও আমি আই, জি, পি, কে বলেছি। আমরা চুপ করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু আমরা হাউসটা পেয়েছি সেজন্য আমরা তুলেছিলাম। আমরা জানতে চাই কোন্ মন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রী সেখানে কি কি ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছিলেন। সেখানে লাঠিচার্জ হয়েছিল এবং সেখানে মিছিল হয়েছিল কিনা সেটা বলুন।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস----মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কলিং এটেনশান নোটিশের নামে যদি এইভাবে বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহলে কলিং এটেনশান নোটিশের কোন মানেই হয় না। সেজন্য আমি আপনার মধ্যস্থতা কামনা করছি।

শ্রী তাপস দে----স্যার, বক্তৃতা দেওয়া কথা নয়, যেখানে ফ্যাক্টসটাকে ডিষ্টরট করা হয়েছে, যদি ফ্যাকটসটা এখানে আসত তাহলে নিশ্চয়ই ক্ল্যারিফিকেশান চাইতামনা। যেহেতু বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য একটা ষ্টেটমেন্ট করেছেন তদন্তে, হোয়াট ইজ দি ষ্টেটমেন্ট সেটা যদি সেখানে থাকত তাহলে আমাদের বলার কিছু থাকত না।

মিঃ স্পীকার----মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন। মোটামুটি একটা বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি ল' উইল টেক ইটস্ ওন কোর্স। কাজেই এই বিষয়ে আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস----মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমি একটা কথার প্রতিবাদ জানাতে চাই। মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যেভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে বসে পড়লেন, আমার মনে হয় যদুবাবুর সঙ্গে উনার বন্ধুত্ব খুব মধুর। যদি তাঁর ছেলের উপর কোন খারাপ আচরণ করা হয়ে থাকে তাহলে তিনি আমাকে জানাতে পারতেন।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত----মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্রোধান্বিত হতে হয় যখন মাননীয় অধ্যক্ষ যেমন বলেছেন যে 'ল উইল টেক ইটস্ ওন কোর্স' সেটা যখন চলতে না দেওয়া হয় তখনই উষ্মা প্রকাশ করা হয়।

শ্রী তাপস দে----স্যার, বিদ্যাবাবু এখানে না থাকলে আমরা এটা বলতামনা, সেখানে ল' যদি ওন কোর্সে যেত তাহলে সেখানে আমার কিছু বক্তব্য ছিলনা।

Announcement by the Speaker

Mr. Speaker—Now, I announce that since the Committee on Privileges whose term of office expired on 30-4-77, could not

finalise its report on the question of the alleged breach of Privileges given notice of by Shri Nripendra Chakraborty against the Inspector General of Police, Tripura, the Superintendent of Police, West Tripura, and the officer in-charge, Kotwali, Agartala as referred to the committee on 18-3-75, the time for presentation of the report by the committee on Privilege is hereby extended up to the next session.

শ্রী মধু সূদন দাস---স্যার, আমার একটা শর্ট নোটিশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের উপর।

মিঃ স্পীকার-----আমি এটা অ্যাডমিট করিনি।

শ্রী মধুসূদন দাস----স্যার, তিনি একটা বেতার ভাষণ দিলেন বন্যাত্রান সম্পর্কে। সেখানে বিরোধী নেতার বা বিরোধী পক্ষকে আহবান করলেননা। বন্যাত্রান সম্পর্কে সহযোগিতা করতে, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার-----মাননীয় সদস্য এটা ডিসকাশনের সুযোগ পাবেন। তখন আলোচনা করতে পারবেন। ইউ ইউল হ্যাভ অ্যাম্পল অপরচ্যুনিটি টু ডিসকাস অন দি ম্যাটার।

শ্রী মধুসূদন দাস----স্যার ১৯৭৫ সনে সুখময়বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন খাদ্যের ব্যাপারে তিনি একটা স্টেটমেন্ট করেন। সেটার উপর বিরোধী পক্ষের দাবীর উত্তরে তারা সেই সুযোগ পেয়েছিলেন। আপনি দেখুন স্যার। কাইণ্ডলী রি-কনসিডার করতে পারেন কিনা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এখন বাজেট ডিসকাশান চলছে, কাজেই এই বিষয়ের উপর আপনারা আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সি, এফ, ডি এবং সি, পি, এম মিলিঝুলি সরকার এর এই যে বাজেট যেটা অর্থমন্ত্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী পেশ করেছেন এবং তিনি তাঁর বাজেট ভাষণে যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। তাছাড়া তিনি নিজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে এক বছরে যে ৪ কোটি টাকা ডেফিসিট বাজেট রেখেছেন, তার পুরণের ব্যবস্থা করতে পারবেন না বলে তিনি বলেছেন। এবং আয় বাড়াবারও কোন নূতন সম্ভাবনা নাই বলে তিনি বলেছেন। এই মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সংগে সংগে ত্রিপুরার জনসাধারণ আশা করেছিল যে আচ্ছা, এতদিন কংগ্রেস সরকার শোষণ চালিয়েছে, এখন নূতন সরকার গঠিত হয়েছে, যেভাবে গঠিত হউক না কেন, সেই খিরকীর দরজা দিয়েই হউক আর সামনের দরজা দিয়ে গদীতে বসুক না কেন, নূতন যে সরকার হয়েছে যে কোয়ালিশনের এক শরিক সি, পি, এম, তারা নিজেদের বামপন্থী কমিউনিস্ট বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের দল হল মধ্য প ন্থী কমিউনিস্ট। কারণ সি, পি, আইকে তারা দক্ষিণ পন্থী বলেন, কাজেই সি, পি, আই যদি দক্ষিণ পন্থী হন, তারা বাম পন্থী হতে পারেন না, কারণ তাদেরও যে দাদা আছে, সি, পি, আই (এম, এল)। কাজেই তারা জনসাধারণের কাছে নির্বাচনের সময়ে বা নির্বাচনের পূর্বে জনসাধারণের সোল এজেন্ট হিসাবে কথা বার্তা বলেন এবং জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দুর করবেন বলে, আশ্বাস দেন। জনসাধারণ আশা করেছিল যে এই ধরণের একটা সরকার, যে সরকারের অংশীদার সি, এফ, ডি, এই সি, এফ, ডি বলতে কংগ্রেসের সদস্যরা যারা কংগ্রেস ছেড়ে হঠাত জামা পাল্টিয়ে সি, এফ, ডি হয়ে গেলেন অর্থাৎ সি, এফ, ডির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গেলেন, তাদের সম্পর্কেই এই সরকারের শরিক দলের সি, পি, এম মন্ত্রীরা এবং প্রাক্তন লোকসভার

সদস্যরা বিভিন্ন জনসভায় এবং কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন যে এই সি, এফ, ডি যাদের নিয়ে আমরা মন্ত্রিসভা গড়েছি তারা কুষ্ঠ রোগী, তারা কুষ্ট রোগগ্রস্ত, তাদের শরীরে দগদগে ঘা। তাদেরকে নিয়ে বসেছি একটা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। কাজেই যাদেরকে নিয়ে এই মিলিঝুলি সরকার গড়েছেন, সেই মিলিঝুলি সরকার কি ভাবে কাজ করবেন বা তাদের কাজ করবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ সি, পি, এম তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য হাটে ঘাটে মাঠে এই সি, এফ, ডি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছেন এবং এই সরকার যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা না করা যায়, তার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কি ভাবে করে চলেছেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করার পরই কয়েক দিনের মধ্যে আমার কমলপুরে একটা সাইক্লোন হয়ে গেল। আমি তখন কমলপুরে ছিলাম। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে সাইক্লোনে যাদের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে তাদের পরিবার প্রতি ১০০ টাকা করে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। আর যাদের আংশিকভাবে বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে তাদের ৫০ টাকা করে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা শুনে আমি খুসী হয়েছিলাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, যার সঙ্গে আমাদের বহু দিনের হৃদ্যতা ছিল তিনি সত্যিই একটা বাজের কাজ করলেন। কিন্তু কার্যতঃ কি দেখলাম? কার্য্যতঃ দেখলাম যে সেই সাহায্য জায়গাতে পৌছায় নি। আর যাদের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হল, তারা পেল মাত্র ২৫ থেকে ৩০ টাকা আর যারা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হল তারা পেল মাত্র ১০ থেকে ১৫ টাকা। তাও ১৫/২০ বার হাটবার পর। আমি এস, ডি, ওকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বল্লেন মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমাদের ফাণ্ডে টাকা নেই। হাজার হাজার বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে, তাদেরকে যদি এই সামান্য হারেও দেয় তো আমাদের এই টাকায় কুলবে না। আমরা এই হারেও সবাইকে টাকা দিতে পারব না। আবার সেই সংগে আর এক শরিক দল এবং তার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যাদের বাড়ী ঘর আদৌ নষ্ট হয়নি, তারাও যাতে এই সরকারী সাহায্য পেতে পারে, তার জন্য এস, ডি, ওর কাছে লিষ্ট দিচ্ছে এবং তাদেরকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কয়েক জন সি, পি, এম মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এস, ডি, ওর উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এছাড়া এই মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করবার কয়েকদিন পর ত্রিপুরাতে অতি বৃষ্টির ফলে হাজার হাজার কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিনষ্ট হয়েছে, তাদের বাগান নষ্ট হয়েছে, গম নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ লাখ লাখ ত্রিপুরাবাসী বিপন্ন। সেই সময়ে এই মন্ত্রিসভা বিপন্ন লোকদের সাহায্যের প্রকৃত কোন ব্যবস্থা না করে নিজেদের দলীয় কোন্দলে ব্যস্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে অনেকগুলি ডিপার্টমেন্ট রেখে দিয়েছেন, সি, পি, এমকে হয়তো তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাই তাদের দিবেন না। কিন্তু তাঁর যে সব দলীয় মন্ত্রী আছেন, তাদের তো বিশ্বাস করতে পারেন যাতে করে সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারে। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে সি, এফ, ডির জনতা বলে স্বীকৃত আছে কিনা, তা আমার জানা নাই, যদিও তারা নিজেরা বলছেন জনতা বলে। কিন্তু জনতা হাই কমাণ্ড তাদেরকে স্বীকার করেন কিনা, আমার জানা নাই। তারপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণের প্রথমে একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে সারা দেশে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সংগে সংগে ত্রিপুরাতেও এই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। কাজেই সারা ভারতে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের কোয়ালিশন সরকারের

সংযোগটা কোথায়, আমি বুঝতে পারছি না। অবশ্য আমাদের তরফ থেকে কোন কোন সদস্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নৃপেন বাবু পরাজিত, তিনি কি ভাবে নীতি বিসর্জন দিয়ে এখানে এলেন? সারা ভারতের যে নীতি যেটা নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং বলেছেন যে তারা দল ত্যাগে উৎসাহ দিবেন না এবং যারা পরাজিত তারা শাসন ক্ষমতায় থাকবে না, যার জন্য ভারতের ৯টি রাজ্যে কংগ্রেস মেজরিটি শাসন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঐ ৯টি রাজ্যের কংগেসী মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া হল। সেই একই নীতিতে এখানে নৃপেন বাবু সদ্য পরাজিত লোক সভার প্রার্থী, তিনি কি করে এই মন্ত্রী সভায় আসবেন, তা বুঝতে পারছি না এবং তিনি মন্ত্রী হতে পারেন না। (মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, বাজেটের উপর বলুন) এটা বাজেটে আসে এজন্য যে নৃপেন বাবু তার বাজেট ভাষণে বলেছেন সারা দেশে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান হয়েছে সে অভ্যুত্থানের সংগে ত্রিপুরার কি সম্পর্ক আছে, তা দেখাতে গিয়ে। নৃপেন বাবুর উত্তর, যদিও তিনি উত্তর দিতে পারেন নি এবং উত্তর দেওয়ার ভার দিয়ে গেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কালীপদ ব্যানার্জীর উপর। আর তিনি যে পরাজিত হয়েছেন, তার জন্য দোষ দিয়েছেন সুখময় বাবুর উপর, কারণ সুখময় বাবু নাকি ভোটারদের শাসিয়েছেন যে তিনি আরও ৯ মাস আছেন এবং থাকবেন। আর সেজন্যই তিনি পরাজিত হয়েছেন। আমার কথা হল সুখময় বাবুর শাসানিতে যদি ভোটাররা তাকে ভোট না দিয়ে থাকেন তবে শচীন বাবু জিতলেন কি করে? তারপর আর একজন সদস্য সমর বাবু বলেছেন যে সি, পি, এম এবং নির্দল মিলিয়ে তারা কংগ্রেস থেকে বেশী ভোট পেয়েছেন। আমার জিজ্ঞাস্য গত নির্বাচনের সময়ে সি, এফ, ডি এবং সি, পি, এমের কোন মোর্চা ছিল না। শচীন সিং প্রার্থী হয়ে নৃপেন বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন যে সারা ভারতবর্ষে আমরা সি, পি, এমের সংগে মোর্চা করেছি কাজেই আপনি বসে পড়ুন। তাতে নৃপেন বাবু বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন যে আমি বসব কেন, আপনি বসে পড়ুন। আমাদের দুই লক্ষ কমিউনিষ্ট ভোট আছে, কাজেই এই সব কথাও তো আমাদের জানা আছে। তারপর পরাজিত হয়ে তিনি আবার এখানে এলেন....

Mr Speaker :—The House stands adjourned till 2 P.M. of to-day

(আফটার রিসেস)

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেকটা বাধ্য হয়ে বিগত লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে দু' একটি কথা বলছি। কারণ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি একটি গল্প এখানে বলছি। এক জমিদারের এক গোমস্তা ছিল তাকে একদিন কিছু গ্রামবাসী ধরে গাছে বেধে জুতা পেটা করছিল এবং তাকে অপমান করবে বলে শাসিয়ে ছিল। তখন সেই গোমস্তা জমিদার বাবুর নিকট প্রতিকারের জন্য চিঠি লিখে জানাল যে গ্রামবাসীরা তাকে জুতা পেটা করেছে এবং তাকে অপমান করবে বলে শাসিয়েছে। তারপর সেই জমিদার গোমস্তার কাছে জানতে চাইল যে জুতার আঘাতটা তোমার চামড়ার কত ইঞ্চি নীচে গিয়েছে সেটা আমাকে জানাও সেটা জেনে আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। এখানে আমাদের সি. পি. এমরে দুটি আসনই ছিল কিন্তু বিগত নির্বাচনে তাদের সেই দুটো আসনই হাতছাড়া হয়ে যায় তারপর তারা কোন লজ্জায় এইসব বক্তব্য রাখেন তা আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের মূল লক্ষ্যগুলি ক, খ এই ট পর্য্যন্ত কতগুলি আইটেম ভাগ করেছেন। 'খ' আইটেমে বলা

হয়েছে —ভুমিহীন ও উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে জমি বন্টন ও সেই জমিতে চাষ করতে সাহায্য করা—'ছ'তে বলা হয়েছে উপজাতি জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন 'ট'তে বলা হয়েছে সকল স্তর থেকে দুর্ণীতি দূরীকরণ। ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট বরাদ্দে উপ.রাক্ত বিষয়গুলো রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি কারণ এ বাজেট পূর্বতন সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে তৈরী'। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখতে পাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসকে মিসলিড করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই বাজেটে কোন প্রভিশান করা হয় নাই। বাজেটে প্রভিশান আছে। Memorandum Explanatory on the Budget for 1977-78—Page 28-29 এক নং আইটেমে আছে।

Re-settlement of landless Agricultural Labourers Then Scheduled Castes—item No. 2—Settlement of landless agricultural labourers, No. 3—Spill over expenditure under 1,910/- (Settlement scheme for landless Sch. Caste) No. 4—Settlement of Sch. Castes landless non agricultural labourers. Scheduled Tribes ঃ—No. 14 Spill over expenditure under Rs. 1,910/- (Jhumia settlement scheme) Rs. 7,20,000/- No. 15 Settlement of Landless Agri. Labourers Rs. 5,55,000/- No. 16 Settlement of Jhumias in Project Rs. 17,18,000/- No. 25 Revitalisation of Jhumia Colonies No. 26 Legal aid No. 31 Margin money for Sch. Tribe enterprenure Rs 90,000/- এই এতগুলি আইটেম থাকা সত্বেও মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন যে উপরোক্ত বিষয়গুলি রূপায়ণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কারণ হিসাবে উনি বলেছেন যে এ বাজেট পূর্বতন সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে তৈরী। বাজেটে প্রভিশান থাকা সত্বেও তিনি তা অস্বীকার করলেন কেন এবং অস্বীকার করলেন এই জন্য সে যেহেতু পূর্বতন সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে তৈরী। তিনি হাউসকে মিসলিড করেছেন। যেহেতু পূর্বতন সরকার নেই—এটা চিরাচরিত নিয়ম যে সরকার আসে সব দোষ পর্বতন সরকারের উপর চাপান। যারা আসবেন কাজ রূপায়িত করবেন তারা।

আরেকটা সবচেয়ে বেশী সুন্দর বিষয় হলো, যে বলা হয়েছে সকল স্তর থেকে দুর্ণীতি দূর করা হবে। এটার জন্য বাজেট বরাদ্দ লাগে না এবং দূর্ণীতি দমন করতে কোন কমিশন লাগে না। দুর্ণীতি দমন করতে যদি এই সরকারের ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা দূর্ণীতি দমন করতে পারত। কাজেই এই সরকার একটা অপদার্থ সরকার। এই আড়াই মাসে এই সরকার তার অপদার্থতার প্রমাণ রেখেছে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। পরীক্ষা ভণ্ডুল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী যে জবাব দিলেন যে আরও কিছু নাম আমরা পেতে পারি। তিনি একজন অ্যাডভোকেট তিনি জানেন যে যে কোন অপরাধীর অপরাধ ১৫ দিনের মধ্যে ইনভেসটিগেশন কমপ্লিট করতে হয়। না পারলে পুলিশ অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় যে আমার আরও সময় লাগবে। যে ক্রিমিনেল আইন আমাদের আছে সেই আইনের যদি বিন্দুমাত্র মর্যাদা থাকতো তাহলে মখ্যমন্ত্রী এভাবে বলতেন না যে আমাদের আরও কিছু নাম পাওয়ার বাকী আছে। এটা অপদার্থ মন্ত্রীসভা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট ভাষণের শেষ পৃষ্ঠায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্য পর্যায়ে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হতে পারে সেদিকে যদি এই মন্ত্রীসভা নজর দেন। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। আমি আইটেমগুলি বলে দিচ্ছি যেমন টেক্সেস অন এগ্রিকালচার —১৯৭৬ সালে দুই লক্ষ টাকা আয় হয়েছে কিন্তু ১৯৭৭ সালে এক লক্ষ টাকা। টেক্স আদায়

ইনকাম টেক্স অফিস মারফত তারপর এটাকে যথাযথভাবে আমাদের সরকারের হিসাবে রাখতে হয়। কিন্তু সেটা ঠিকভাবে হয় না। যার জন্য এই আয়টা অত্যন্ত নগন্য ভাবে দেখানো হয়েছে। আমি জানি আমার সাবডিভিশনে 40 হাজার টাকা এগ্রিকালচার ইনকাম টেকস পেয়েছে। এইরকম আরও ভাল ভাল জায়গা আছে। কৈলাশহরে এবং ধর্মনগরে। সরকার যদি এইদিকে লক্ষ্য দেন তাহলে কয়েক লক্ষ টাকা আয় আরও বেশী হতে পারে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ গত বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। এই বৎসর হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। কারণ বোধ হয় অতি বৃষ্টি ইত্যাদি। ল্যাণ্ড রেভেনিউ বৃদ্ধি করার একটা পন্থা আছে সেটা হলো জবরদখল জমি এবং উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে ২০/২৫ বৎসর আগে যারা জমি অ্যালনমেন্ট পেয়েছিল তাদের নামে এখনও রেকর্ডস অব রাইটস হয় নাই সেজন্য তারা খাজনা দিতে পারছে না। জুমিয়া তারা ২৫ বৎসর যাবত জমি দখল করে আছে তারা বলছে যে আমাদের নামে কোন তৌজি নাই সেজন্য আমরা খাজনা দিতে পারি না। তারা খাজনা দিতে রাজী। ষ্ট্যাম্প অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন—ষ্ট্যাম্পের ক্রাইসিস প্রতি বছরই দেখা যায়। বিশেষ করে মফঃস্বল টাউনে ষ্ট্যাম্প সময় মত পাওয়া যায় না। ফলে ব্ল্যাক মার্কেটে কিনতে হয় যার জন্য রেভেনিউও কম হয়। তারপর আছে এ্যাক্সাইজ ডিপার্ট্রমেন্ট। গত বৎসর দেখা যায় ১৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে এবং এই বৎসর ২১ লক্ষ টাকা হয়েছে। এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট একটা ছোট ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টে যদি যথাযথভাবে কর্মী নিয়োগ করা যায় ইল্লিগেল ডিষ্ট্রিবিউশন করা যায় তাহলে এটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়া এ্যাক্সাইজ ডিউটির রেট বাড়িয়ে যদি পার ইউনিটে একটা করে বাড়ানো হয় তাহলে এক লক্ষ টাকা বৎসরে আসতে পারে। ২২ লক্ষ টাকা এই বৎসর আদায় হয়েছে এবং আগামী বৎসরের জন্য ২২ লক্ষ ধরা হয়েছে; আমি জানি যে বহু গাড়ীর হাজার হাজার টাকার ট্যাক্স অনাদায়ে পরে আছে এবং যে ডিপার্টমেন্টের উপর এটার ভার আছে সেখানে কোন ভাল অফিসার থাকতে পারে না। তাকে ট্রেন্সফার করে দেওয়া হয়। এখানে একটা ঘুঘুর বাসা হয়েছে। এই মন্ত্রিসভা যদি এটা ভাংতে পারেন তাহলে আরও টেক্স আদায়ের সম্ভাবনা আছে। আরেকটা হলো যে আদার টেক্সেস। এন্টারটেইনমেন্ট টেক্স সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে হারে টেক্স আদায় হয় সেই হারে যদি সারা বৎসর আদায় হত তাহলে টেক্স ফাকি দেওয়া সম্ভব হত না। আবার দেখা যায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান এক হাজার টাকা দান করে হাজার হাজার টাকার টেক্স সরকারকে ফাঁকি দেয়; যেমন রামকৃষ্ণ মিশন এক হাজার টাকা দিয়ে দিল। এটা বন্ধ করতে পারলে আরও কিছু আয় হতে পারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ রেখেছেন তিনি নিজেই অবশ্য হতাশাগ্রস্ত তা না হলে এই ধরণের ভাষণ রাখতে পারতেন না। কাজেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনসুর আলী ঃ— মামনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শতে শতে বেকার আজকে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে। তারা আজকে হতাশাগ্রস্ত। তারা এখানে এসেছে এই মন্ত্রিসভার কাছে একটা ডেপুটেশন দিতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি না পারেন তাহলে কালীবাবু তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং দেখা করে একটা ব্যবস্থা করুন।

স্যার, হাউস ১০ মিনিটের জন্য অ্যাডজর্ণড রেখে, তারা কি চায়, এটুকু জেনে এই মন্ত্রিসভা যদি একটু আশ্বাস তাদেরকে দেন তাহলে তারা ফিরে যেতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- স্যার, মুখ্যমন্ত্রী শুনেছেন।

শ্রীতাপস দে ঃ---যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নেই, সেই হেতু আমি বলছি যে, মুখ্যমন্ত্রী ঘটনা কিছুই শুনেন নাই এ ব্যাপারে কালীবাবুর খোজ নিয়ে দেখায় বাঁধা কোথায় আছে ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---আমি বলছি স্যার, মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন ঘটনাটা। এখানে লীডার অব দি অপজিশান বলেছেন যে বেকাররা এসেছেন। তাঁরা দেখা করতে চান। এ কথা উনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে এনেছেন। আমি এই কারণেই বলছি যে, মুখ্যমন্ত্রি এই হাউসে না থাকলেও পাশের ঘরে আছেন। তিনি সবই শুনছেন। তিনি যে ডিসিসান নেবেন আমি আপনাদের জানাব।

শ্রীমনসুর আলী ঃ---যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে নেই, সেইহেতু তিনি শুনতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না সেটা আমাদের জানার কথা নয়। আমি বলছি যে, এই বেকাররা অনেক দূর দুরান্ত থেকে এসেছে। তাদের সঙ্গে দেখা করে একটা আশার কথা তাদের বলুন, যাতে তারা আশ্বস্ত হতে পাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নেই বটে, তবে পাশের কক্ষে আছেন। উনি এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা জানালেই আমি আপনাদের জানিয়ে দেব।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই। কিন্তু কালীবাবু আছেন। এই মন্ত্রীসভার আরো দু একজন আছেন। সেই হেতু আমি বলছি যে, কালীবাবু যদি কি ব্যবস্থা নিলেন এই ব্যাপারে আলোচনা করেন, তাহলে সুবিধা হয়। উনি কি অবস্থায় আছেন আমরা জানি না। উনি শুনতে পাচ্ছেন কি না তাও আমরা জানি না। তাই আমি বলছিলাম যে, ১০ মিনিট হাউস অ্যাডজর্ণড করে দেখে আসুন, তাদের আশ্বস্ত দিয়ে আসুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--এমন ত কোন নিয়ম নেই স্যার, যে হাউস অ্যাডজর্ণড করতে হবে। হাউসের যে বিজনেস আছে সেটা চলুক না স্যার, মুখ্যমন্ত্রী সবই শুনেছেন। উনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা জানতে পারলেই আমি আপনাদের জানিয়ে দেব। আপনারা হাউসের কাজ চালিয়ে যেতে চান।

শ্রীতাপস দে ঃ--মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জেনে আসুন এই ব্যাপারে কাউকে পাঠানো হয়েছে কিনা এই ব্যাপারটা দেখে আসার জন্য। আমি কালী বাবুকে অনুরোধ করছি।

শ্রীকালী ব্যানার্জী ঃ--এই ব্যাপারে এত বিতর্কের কি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, এটা ত বিতর্কের ব্যাপার নয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কি না ?

শ্রীমনসুর আলী ঃ--একদিন স্যার, তাঁরাই এখানে চিৎকার করেছে। আর আজকে এরা এত দূর থেকে এসেছে, এদের আশ্বস্ত দেবার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা আমরা জানতে পারব না। আজকে কংগ্রেস বিরোধী দলের আসনে বসেছে বলেই কি আমরা জানতে পারব না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখা করবেন, নিশ্চয়ই দেখা করবেন। আমরা দাবী করব দেখা করার জন্য। কিন্তু এখানে যে লিষ্ট অব বিজনেস আছে সেটা চলতে দেয়া হোক। হাউসে গণ্ডগোল করে কোন লাভ নেই।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঃ - তাহলে আমি প্রস্তাব করছি ১০ মিনিট হাউস অ্যাডজর্ন রেখে দেখে আসা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ -- এ রকম কথা নয়। এ কি করে হয় ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, এ রকম ডেপুটেশান বহুদিন এসছিল।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঃ--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা হাউসের কাছে এসছে। এই মন্ত্রিসভার কাছে এসেছে। তারা জানতে চায় এই নূতন সরকার তাদের ব্যাপারটা নিয়ে কি করছেন। কারণ এই নূতন সরকার বলেছেন যে, ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে বেকারত্ব তুলে দেবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---- প্রসিডিংস চলুক স্যার।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোথায় আছেন আমরা জানি না। আমরা জানি উনি হাউসে নেই। তাঁরা দেখা করুন। ১০ মিনিট হাউস এ্যাডজর্ণ রেখে তাঁরা তাদের সঙ্গে দেখা করে আসুন। ১০ মিনিট হাউস অ্যাডজর্ণ থাকুক।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ--- ওরা যখন গদীতে আসীন ছিলেন তখন বছরের পর বছর এই রকম ডেপুটেশান দিয়েছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বেকাররা এসেছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেই। মন্ত্রিসভার কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। তাঁদের কাছে আমার দাবী তাঁরা দেখা করে আসুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- আমিত বলেছি স্যার, যে কিছু ব্যবস্থা হোক, আমরা তখনই জানিয়ে দেব হাউসকে। মুখ্যমন্ত্রী এখানেই আছেন। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা জানেন। তিনি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। নিলেই আপনাদের জানিয়ে দেব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ- - তিনি হাউসে নেই। কি করে জানব। ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ব্যবস্থা করুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- মুখ্যমন্ত্রী জেনেছেন। তিনি ব্যবস্থা নিয়েই আপনাদের জানিয়ে দেবে।

শ্রীমনসুর আলী ঃ--- মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই। তাপসবাবু বলেছেন যে, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই সেই জন্য কালীবাবু খবর নিয়ে আসুন, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- এখানে বেকাররা এসেছেন। তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমবেদনা আছে। আমরা বুঝতে পারছি, তারা কি মর্ম বেদনা নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই পাশের কক্ষেই আছেন। তিনি আপনাদের সব কথাই, আলী সাহেবের কথা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করছেন। ব্যবস্থা করলেই আমি জানিয়ে দেব।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য ঃ--- দেখা করতে আপনাদের হেজিটেশানটা কোথায়?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- হেজিটেশানের আবার কি হল। আমরা কি বলেছি আমরা দেখা করব না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ--- স্যার, একটা কথা হচ্ছে যে, ১০ মিনিট হাউস অ্যাডর্ন রাখতে বাঁধাটা কোথায়? তাঁরা যদি এই ব্যাপারে ডিসিসান নেন, তাহলে অসুবিধেটা কোথায়? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা পাচ্ছি না। বেকাররা এখানে এসেছেন, দেখা করতে অসুবিধেটা কোথায়। এই ব্যাপারটা ইমিডিয়েটলী জানিয়ে দেওয়া হোক তাদের সঙ্গে দেখা করবেন কি না। ১০ মিনিট হাউস বন্ধ রাখলে বাধাটা কোথায়? প্রশ্ন হচ্ছে ১০ মিনিট বন্ধ রেখে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসা। ১০ মিনিটের মধ্যেইত তাদের সঙ্গে দেখা করে আবাব এখানে ফিরে আসা যায়। ঐ স্যার, বেকার যুবকদের সঙ্গে দেখা করে এসে আবার হাউসের কাজ চললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না স্যাব। যেহেতু আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যে, বেকার যুবকদের সম্পর্কে। বেকারদেরতো গিয়ে একটা আশ্বাস দিতে পারেন। এতে আপত্তিটা কোথায়। মুখ্যমন্ত্রী নেই। কিন্তু আপনারা এখানে আছেন। আপনাদের দেখা করে আসতে কি অসুবিধে আছে আমি বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করুন, উনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, এটা আমাদের জানিয়ে দিন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--- এটাতে এত বিতর্কের অবকাশ কি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। আমি সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই যতীন্দ্র কুমার মজুমদারকে পাঠিয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য। সুতরাং এখানে বিতর্কের কি অবকাশ থাকতে পারে আমি জানি না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচায্য ঃ--- বিতর্কের অবকাশ এখন আর হচ্ছে না। আপনি যে মুহূর্তে জানিয়েছেন, যতীন্দ্র বাবুকে পাঠানো হয়েছে, সে মুহূর্তে সমস্ত বিতর্কের শেষ হয়েছে। ইনফরমেশান দেওয়ার আগেই বিতক হয়েছিল। এবং তখন বিতর্ক হবার মত অবস্থার সৃষ্টি আপনারা করেছিলেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—আমি তখনই বলেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুনেছেন। ব্যবস্থা হলেই আমি জানাব। আমি এই কথা আপনাদের বলেছিলাম। সুতরাং বিতর্কের কোন অবকাশ আছে কি না জানি না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য ঃ—আপনাদের জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক শেষ হয়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। অর্থমন্ত্রী এই বাজেট ভাষণ রাখতে

গিয়ে বলেছেন যে, এই বাজেট বিগত দিনের বাজেট, কংগ্রেস সরকারের তৈরী করা বাজেট। এই বাজেটের উপর অর্থমন্ত্রী প্লাস্টিক সার্জারী করেছেন। অর্থাৎ অমুক অমুক জায়গাতে প্লাস্টিক সার্জারী করে এই বাজেট সৃষ্টি করেছেন। এই বাজেটে আমাদের কিছু করণীয় নাই। এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষরা বলেছেন, যারা কিছু দিন আগেও সরকার পক্ষ ছিলেন, তাঁরা এই সরকারের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা আজকে যে, এই সমালোচনা করেছেন, গত ৩০ বছর ধরে তাঁরা কি করেছিলেন। আজকে যদি সমালোচনা করতে হয়, আজকে যদি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে আজকে যাঁরা বিরোধী পক্ষে রয়েছেন তাদের কিছুতেই ভোলা উচিত নয়, তাঁরা কি করেছেন। কারণ আমরা মনে করি সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আশা দিয়ে, কোন কাজ করা যায় না। তাঁদের উত্তর দিতে হবে। তাঁদের সাধারণ মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি, সারা ভারতবর্ষে কি ঘটনা ঘটে আছে। সেখানে আপনাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। আমরা দেখছি আজকে বেকারের ক্ষেত্রে তাঁরা বড় বড় কথা বলছেন। আমরা দেখছি আজকে চাকুরীর ক্ষেত্রে তারা বড় বড় কথা বলেন, চাকুরীর প্রশ্ন তারা আনেন তারা দরিদ্রের কথা বলেন। ১৯৭৪ সালে সারা ভারতবর্ষের শতকরা ৪০ জন মানুষ দরিদ্র সীমা রেখার নীচে ছিল আজ ৩০ বছর রাজত্বে সেই সংখ্যা ৭০ পারসেনটেজে নিয়ে গেছে এবং যেটা আজকে দেখছি ৮০ পারসেন্ট মানুষকে যেখানে দরিদ্র সীমা রেখার নীচে চলে গেছে কেন হল কেন এই ঘটনা ঘটেছে? সুতরাং এই শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের অধিকার আছে আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে এটা বিরোধী দলের ভূমিকা নয়, প্রশ্ন নয় যে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে গেছে। সারা ভারতবর্ষে এক কোটি বেকার কিন্তু ত্রিপুরায় ৫০ হাজার বেকার আমরা জানি ১০ বছর আগেও ৬।৭ বছর আগেও সেখানে যদি একজন গ্র্যাজুয়েট হত তার চাকুরীর অভাব হত না এবং বেকারদের ক্ষেত্রে আজকে ত্রিপুরায় ৫০ হাজার বেকার সৃষ্টি হয়েছে এই দুর্নীতির জন্য সমস্ত প্রশাসন, সমস্ত দেশটা আজ দুর্নীতির পংকে তারা ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন, সমাজ জীবনে একটা ব্যাভিচার এনেছে আজকে যুবক শ্রেণী সেই যুবককে দিয়ে গত ৩০ বছরে তারা একটা কাজ শিখিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যুবককে দিয়ে কি ভাবে গুণ্ডামি করা যায়, কি ভাবে পার্টি টেকানো যায়, কি ভাবে ব্যাভিচারের কাজে লিপ্ত করা যায় সেই বিষয়ে তারা শিক্ষা দিয়েছেন। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে কই একনায়কতন্ত্রের কথা বলতে পারেন না? যারা আজকে ট্রেজারি বেঞ্চে বসছেন তারা বলতে পারেন সি. পি. এম. বা অন্যান্য দল গণতন্ত্র মানে না আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে কবে থেকে তারা গণতন্ত্র মানেন। তাপসবাবু বলেছেন গণতন্ত্রের কথা তাপসবাবুকে জিজ্ঞাসা করি তাপসবাবু দেড় বছর জেল খেটে এসেছেন আজকে যারা এখানে বসে আছেন তারাই তো জেলে পাঠিয়েছিল আপনাকে? ঐ যারা বসে আছেন আপনাদের নিজের দলের লোক আপনাকে দেড় বছর জেলে পচিয়েছে তাঁরা আবার গণতন্ত্রের কথা বলেন আমরা দেখেছি যে এই রাজত্বের মধ্যে এর আগে আপনারা গণতন্ত্র বলে আপনারা কিছু রাখেন নি, গণতন্ত্র বলে দেশে কিছু ছিল না? এই শ্রমিক, কর্মচারী, সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুবক আপনাদের কথা ছেড়ে দিন সর্বত্র গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন এবং সে গণতন্ত্র হত্যাকারী হিসাবে নিশ্চয়ই আজকে কৈফিয়ৎ আপনাদের দিতে

হবে। আমরা দেখেছি যে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নিজের দলের মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একটি কথা না বলে পারছি না সংবিধানকে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সংবিধান পরিবর্তন করে সেখানে কর্মচারী যারা আছেন শ্রমিক কর্মচারী তাদের সে অধিকার নেওয়া হয়েছিল তারা যেতে পারতো না কোর্টে যদি কোন শ্রমিক ছাটাই হতো, যদি তার চাকুরী যেত, যদি তারা ক্ষতিগ্রস্থ হ'ত সেই ক্ষতির যে বিচার পাবে সে টুকুর বন্দোবস্ত আপনাদের সংবিধানে ছিল না সে কোর্টে যেতে পারতো না। সংবিধান পরিবতন করেছিলেন এটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছিল ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব শেষ করেছে তাই। আজকে যারা এখানে বসে আছেন আজ যদি কংগ্রেস রাজত্ব থাকতো তাহলে আজকে আমরা এখানে বসতে পারতাম না, আজকে আমরা আসতে পারতাম না। বিগত বিধান সভায় যখন বিধান সভা ডাকা হয়েছে তখন স্যার, আমাদের ভয় হতো যে বিধান সভার সামনে আমরা যাব কিন্তু মিসা আমার উপর ঝুলছে আমরা বিধান সভা যাব না সেন্ট্রাল জেলে যাব এটার সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারতাম না কোথায় যাব বিধানসভা না সেন্ট্রাল জেলে? কিন্তু আজকে আপনাদের সেই ভয় নাই আপনারা নির্ভয়ে বসতে পারেন, বক্তৃতা রাখতে পারছেন এই চিন্তা আপনাদের করতে হচ্ছে না আর একটা কথা না বলে পারছি না আপনাদের সরকার সকলের বিরুদ্ধে মিসা প্রয়োগ করেছে কিন্তু এই কোয়ালিশান সরকার কখনও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে, শ্রমিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে মিসা প্রয়োগ করবে না এ কথা আমরা বলে দিতে পারি এইটা গণতন্ত্র। আপনারা সংবিধান পরিবর্তন করেছেন সারা ভারতবর্ষ একটা জেলখানায় রূপান্তরিত করেছিলেন, মানুষ কথা বলতে পারত না, আপনারা কথা বলতে পারতেন ইন্দিরার রাজত্বে? সেই ভদ্রলোক কোথায় তাকে তো দেখছি না সেই কালপ্রিট? যে পাঁচ বছর ধরে দেশটাকে সমস্ত মানুষকে শোষণ করেছিল কোথায় গেল যিনি বলেছিলেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, যিনি বলেছিলেন আমি এখনও ক্ষমতায় আছি সেই ক্ষমতা দম্ভের মানুষটি কোথায় দেখতে পাচ্ছি না কেন? কারণ অন্ধকারের রাজত্বে আপনারা মাথা তুলে অনেক কিছু করেছিলেন সেই কালো রাজত্বের নায়ক আজকে বসে আছেন। যারা বসে আছেন তারা কালো রাজত্বের নায়ক। মাননীয় স্পীকার স্যার সেই ভদ্রমহিলাকে দেখছি না যিনি সদম্ভে বলেছিলেন ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা সেই ভদ্রমহিলাকে তো দেখছি না এখন কোথায় তিনি? গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের জন্য। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে নিবাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের পর আমরা দেখেছি যে ২০ হাজার মানুষ সেই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এক হাজার, দেড় হাজার যুবককে খুন করা হয়েছে এবং শত শত কর্মচারী শ্রমিকের ছাঁটাই হয়েছে একটা বিভীষিকা, একটা পুলিশের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। মার সঙ্গে ছেলে দেখা করতে যেতে পারত না তাহলে ছেলে বাড়ী ফিরে আসতে পারত না মাকে যেতে হয় সেই কলকাতায় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেখুন একটা ঘটনাও নেই একটা ঘটনাও আপনারা দেখাতে পারবেন না সেই যুবক সে খুন করছে তার বিচার হয়েছে বা সেই যুবকের উপর কোন প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে না সেই অন্ধকারের নায়করা পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বছর ধরে পশুর রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তার উপর কেউ বলতে পারবেন তার যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে এটাই গণতন্ত্র আমার মনে হয়। যারা ১৯৭২ সালে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতবর্ষে পশুর ক্ষমতায় লিপ্ত ছিল। ১৯৭৭ সালে

কোয়ালিশান সরকার যে ক্ষমতায় এসেছেন তারা মানুষের হয়ে, মানুষের আশ্রয় নিয়ে, গণতন্ত্রের রক্ষা কবচ নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে এটাই পার্থক্য। বাজেট সম্পর্কে পার্থক্যের কথা বলছি। বাজেট সম্পর্কে পার্থক্য আছে সেটা হল প্লাষ্টিক সার্জারি আপনাদের রাজত্বে যা চলতো যে ছাঁটাই হবেই হবে আমরা দেখেছি স্যার এই যে চা বাগান ১৮ হাজার শ্রমিক ছিল তাদের রাজত্বে সেই শ্রমিক ছাটাই হয়ে নেমে গেছে ৮ হাজার হয়েছে। এই টি. আর. টি. সি'তে ছাটাই হয়েছে, সরকারী দপ্তরে ছাটাই হয়েছে, বে-সরকারী দপ্তরে ছাটাই হয়েছে আর কোয়ালিশান সরকার বলছে ছাটাই হবে না, ছাটাই-এর রাজত্ব চলতে পারে না এটাই হচ্ছে পার্থক্য। চাকুরীর ক্ষেত্রে আপনারা চাকুরী মানে ভাগ্নেকে খুজে বের করতে হবে চাকুরী করার জন্য সেই পেলেসিয়ানে .পেলেজে বাস করছে আর খোজে বের করতে হবে কোন বাড়ীতে পাঁচ জন চাকুরী করে এবং তারপর যে ৬ষ্ঠ মহিলা আছেন উনাকে চাকুরী দিতে হবে সখের জন্য। চাকুরী ক্ষেত্রে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়েছেন সে কথা আমরা আগে বার বার বিধান সভায় বলেছি আর এই এই কোয়ালিশান সরকার বলছে চাকুরী ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি হবে এখানেই পার্থক্য। সেই প্লাষ্টিক সার্জারি হচ্ছে মাষ্টার রোল, কন্টিজেন্ট সৃষ্টি করা সেই খবর রাখেন কি একটা কন্টিজেন্ট ২৫ বছর চাকুরী করার পর সে রেগুলার হয় না সে গ্রেচুইটি পায় না সে কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। মাষ্টার রোল দশ বছর চাকুরী করে সে কোন সুযোগ সুবিধা পায় না, সপ্তাহে কোন ছুটি পায় না মাত্র ১২০ টাকা বেতন দিয়ে আপনারা রেখে দিয়েছিলেন অর্থাৎ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় কর্মচারীদের শোষণ করে কম বেতন দিতেন আর মালিক বেশী মুনাফা পেত। আজকে ত্রিপুরার প্রশাসনে কন্টিজেন্ট, মাষ্টার রোল আপনারা সৃষ্টি করেছেন এটাই হচ্ছে ঐ বৃটিশ আমলের শোষণ। কিন্তু আমরা সমস্ত কন্টিজেন্ট রেগুলার করবো এই কথাই আমরা ঘোষণা দিচ্ছি এটাই হচ্ছে পার্থক্য। এখানে অনেক সদস্য বলেছেন তারা এক কোটি টাকা বকেয়া খাজনা আদায় করেছেন যে কৃষকের একটা গরু সম্বল ছিল সে যদি খাজনা না দিতে পারত তাহলে সেই কৃষকের শেষ সম্বল সেই গরুও ছিনিয়ে এনেছে বাটি, ঘটি সমস্ত সম্বল ছিনিয়ে এনেছে যাদের এক কানি জমি ছিল সেই জমিও ছিনিয়ে আনা হয়েছে জোর যবরদস্তি করে কৃষকদের নিংড়ে শোষে আপনারা শেষ করেছেন জুলুম করেছেন এটাই হচ্ছে প্লাষ্টিক সার্জারি, এটাই হচ্ছে কোয়ালিশান সরকারের সঙ্গে পার্থক্য। উপজাতি, তপশীলি তাদের স্বার্থ এখানে রক্ষা পেয়েছে যে উপজাতি এবং তপশিলীদের যে কোটা ছিল সেটা আপনারা পূরণ করেন নি। আপনারা তাদের বঞ্চিত করেছেন এই কোয়ালিশান সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আমরা দেখেছি ইমারজেন্সীর মধ্যে তারা গণতন্ত্রের নায়ক তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করতো আর আজকে এসে বড় বড় কথা বলছেন ত্রিপুরার বুকে সরকারী কর্মচারী ২৭ জনের ৩১১ ধারায় চাকুরী গিয়েছে যেখানে সারা ভারতবর্ষে ৭।৮ জনের মাত্র হয়েছে, ৭২ জনকে ছাটাই করা হয়েছে এবং এই মাষ্টার রোল এবং কন্টিজেন্টের তো সীমা সংখ্যা নাই।

যাকে ছাঁটাই করা হয়েছে তার বাড়ীতে পুলিশের লোক গিয়েছে, পুলিশ দিয়ে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা পুলিশের রাজত্ব গণতন্ত্রকে কায়েম করেছেন আপনারা আবার আপনারাই গণতন্ত্রের কথা বলছেন। সমন্বয় কমিটি একটা টেলিগ্রাম করেছিল যুগ যুগ জিও নেতাদের কাছে। টেলিগ্রামে বলেন মশায় এখানে অত্যাচার

হচ্ছে অবিচার হচ্ছে, সেই টেলিগ্রাম অফিসে আটকে দেওয়া হলো, আমরা কি টেলিগ্রামও করতে পারবনা? অত্যাচার হচ্ছে, সেখানে বলা হলো যে মন্ত্রীর কাছে গেলে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। আমাদের টেলিগ্রাম করার অধিকার থাকবে না প্রাইম মিনিস্টারের কাছে পর্যন্ত আমরা টেলিগ্রাম করতে পারব না? এটা কিসের রাজত্ব? আর ওনারা এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছেন। আমরা যখন জেলে গিয়েছিলাম, তখন এরেস্ট করেছেন, যিনি সোনার কারিগর সাধারণ মানুষ দৈনিক ১০ টাকা রোজগার করে ৫টি ছেলেমেয়ে কোন রকমে দিন কাটে, তাকে তারা এরেস্ট করে নিয়ে গেছে ভেলুরে। এবং আমরাও দেখেছি তার বাড়ী থেকে চিঠি যেত ভদ্রলোক কান্নাকাটি করতেন তার সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল তার মেয়ে কলেজে পড়তো তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ী থেকে চিঠি গেলে সে চিৎকার করে বলতো আমার স্ত্রীকে রক্ষা কর আমার কোন পথ নেই এইসব বলে চিৎকার করত। তার বউয়ের কাপড় নেই সে বাইরে জল আনতে যেতে পারতো না। এই ইমার্জেন্সীর সময় আমাদের সঙ্গে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের কোন এলাউন্স দেওয়া হয় নি। ধর্মনগরের রিক্সা চালিয়ে খায় সেই ভদ্রলোককে মিসায় গ্রেপ্তার করার পর আমরা দেখলাম ৫।৬টি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলা কাজ করে খাচ্ছে। কাজেই গণতন্ত্র বলে চিৎকার করা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। পশ্চিমবঙ্গে কমিশন বসবে সব ইতিহাস বের হবে ঐখানে গ্রেফতার করা হয়েছে, মেয়েদের লকআউটে নিয়ে রাখা হয়েছে, প্রতিটি ভদ্রমহিলার উপর রেপ করা হয়েছে, এবং এরপরে দেখা যায় তারা বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। কোন রাজত্ব এটা? হিটলার উনি যখন সফর করতেন তখন মেয়েদের উপর রেপ করতেন। আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষে কি একটা অবস্থা। ২টি প্রেসের উপর সেখানে সিল দেওয়ার জন্য তাদের উপর ১০ হাজার টাকা করে ধার্য্য করেছে না হয় প্রেস বন্ধ করে দিবে। গত ২ মাসে আমরা দেখেছি সুখময় বাবুর রাজত্বে আমরা এই চেহারা কোনদিন দেখতে পাইনি। আড়াই বছরে সারা ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ লোককে ছাঁটাই করেছে। ১৯৭৪ সালে পে স্কেল ইনক্রিমেন্ট, বছরে ৩০ দিনের ছুটি সব বন্ধ।

আমরা দেখছি স্যার মাস্টার রোল হয়ে গেল, ডেলি কাজ করবে ডেলি হাজিরা পাবে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে এই পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। বেকারী শ্রমিকরা কিভাবে আছে, চা বাগানের শ্রমিকরা কিভাবে আছে, একবার খোজ নিয়েছিলেন আর আপনার চিৎকার করে বলেছেন বড় বড় কথা। মানুষগুলি কেমন আছে এই খবর নেওয়ার প্রয়োজন পর্য্যন্ত মনে করলেন না। তাদের রাজত্বে সমস্ত শ্রমিককে তারা দলে পিষে মারার চেষ্টা করেছে। স্যার ইমার্জেন্সীর সময় তারা শ্রমিকদের ছাঁটাই করেছে বোনাস বন্ধ করে দিয়েছে, আরেক দিকে রক্ষা করেছে সেই রক্ষাটা ধনীকদের রক্ষা করা। এই ইমার্জেন্সীর পিরিয়ডে তারা কত অত্যাচার করেছে কত অন্যায় করেছে, আবার তারা গণতন্ত্রের কথা বলে তাদের একটুও লজ্জা করে না। ইমার্জেন্সীর মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন যে অমুক তারিখের মধ্যে যত ব্লেক মানি আছে সেই ব্লেক মানি আপনে জানেন স্যা', ৮ লক্ষ টাকার ব্লেক মানি করেছে, সেখানে কেপিটেলই ৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে রাজি আছে। তাহলে ১ লক্ষ টাকার ব্লেক মানি ওপেন করতে পারছেন পারচিজ করতে পারছে। তাহলে এই ৪ লক্ষ টাকার ব্লেকমানির পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকা যদি পায় তাহলে সেই টাকা দিয়ে আমরা মেশিনারী কিনতে পারবো।

আমরা দেখেছি ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে, যিনি নাকি এশিয়ার সূর্য্য সে সূর্য্যের কিরণে সারা ভারতবর্ষ ঝলমল করত, সেই রাজত্বের সময়ে আমরা দেখেছি সমস্ত কেপিটালিষ্ট-দের ব্ল্যাকমানি করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বলেছি বাইরে এস্কক্লুসিভ কর। চিনি যদি ওখানে ৩ টাকা কে জি হয় সেখানে এস্কক্লুভিক করে ১ টাকায় বিক্রি কর এবং দুই টাকার মেশিনারী এবং অন্যান্য জিনিষপত্র এবং বাকী যে টাকা হবে সেই টাকা দিয়ে ভর্তুকি দেব। ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেবে। সেই ৬০০ কোটি টাকা কার কাছ থেকে ভর্তুকি দেবে। আমার আপনার সাধারণ মানুষের ট্যাক্স থেকে। এই সাধারণ মানুষদের গলা কেটে ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেবে, ধনিকদের মুনাফা যাতে এতটুকু না নড়ে। এই ইমাজেন্সীর মধ্যে শ্রমিকদের ৪০০ কোটি টাকা বোনাস দেওয়া হল না। প্রফিট হিসাবে মালিকের ঘরে চলে গেল। এই ইমার্জেন্সী ধনিকের পক্ষে কাজ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করেছে। তার জন্যই আপনারা ইমাজেন্সী চেয়েছিলেন। সেই জন্য আমি বলব বেকারদের জন্য আজকে কাঁদার অধিকার আপনাদের নাই। ত্রিপুরার সেই ৫০ হাজার বেকার আপনাদেরকে আসামী কাঠগড়ায় রেখে জিজ্ঞেস করবে। কেন আমাদের ৩০ বছর ধরে বেকার রাখলেন। যে ছেলেটি ১৯৪৭ সালে জ মালো আপনাদের রাজত্বে তার বয়স হয়েছে এখন ৩০ বৎসর। সে চাকরী পায়নি। এই যুবক ছেলে যার ক্ষমতা আছে, যে আজ করতে পারে তাকে কেন কাজ দেওয়া হলনা। সেই ৫০ হাজার বেকার এসে আপনাদের কৈফিয়ৎ চাইবে, এই ৮০ পার্সেন্ট সাধারণ মানুষ যাকে দারিদ্রের সীমার নীচে তারা কৈফিয়ৎ চাইবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কন্টিজেন্ট, মাষ্টার রুলে এই সাধারণ মানুষের এবং বেকার পক্ষ থেকে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবে। উনারা বলেছেন নির্বাচন আসছে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আপনাদের তছনছ করে দেবে।

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্য আপনি তো বাজেট সম্পর্কে কিছু বলছেন না।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—-বাজেট সম্পর্কে বলছি স্যার, বেকার সৃষ্টি কে করেছে সেই সম্পর্কে বলছি। এবং সেই ঢেউ ত্রিপুরায়ও আসছে আপনারা অপেক্ষা করুন। সেই ঢেউর ফলে আপনারা এখানে যে কয়জন আছেন, আমার তো মনে হয় আগামী নির্বাচনে আপনাদের যে কয়টা মুখ দেখছি তারপর আর দেখতে পাবনা। কোয়ালিশন সরকার এর কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে চাকরির ক্ষেত্রে অন্যায় যে সমস্তব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা যেন আমরা আর না দেখি। এই কংগ্রেস রাজত্বে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছিল সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এখন সোচ্চার হয়েছে, কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা যেন সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং যে নীতির কথা এখানে ঘোষণা করেছেন সেই নীতিগুলি যেন বাস্তবে প্রয়োগ হয় এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড রিকোয়েষ্ট অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস ঃ---মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সালের যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেট প্রসঙ্গে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের অনেকেই তার বক্তব্য রেখেছেন এবং বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন কথা উল্লেখ

করেছেন তার অনেকগুলির উত্তর এর আগে ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা আমি নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। তথাপি মাননীয় কয়েকজন সদস্যের বক্তৃতার অংশ বিশেষ সম্পর্কে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাজেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে বাজেটের আলোচনার চাইতে উনারা বিরোধী দলের সদস্যরা, সরকার পক্ষের সদস্যদের উপর অযথা অপরটনার কিছু প্রবণতা উনাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে সেই প্রবণতাটা আমি একটি ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে উনাদের বোঝাতে চাই। সেটা হচ্ছে—একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গ্রামের একজন লোক এসে বলল যে পণ্ডিত মহাশয় দেখুন আমার পেছনে কয়েকজন প্রতিবেশী খুব লেগেছে। আজকে চালের খড় ফেলে দিচ্ছে, কালকে কুমোর গাছের লতাপাতা ছিড়ে দিচ্ছে, হয়তো বা পরের দিন বেড়া ধাক্কাচ্ছে। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আগে কি তারা সেগুলি করত না এখন করছে। তখন সে বলল যে না এখন এগুলি করছে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তোমার গ্রামের লোকদের খুব উপকার করছ ? তখন সে বলল হাঁা, আমি চাই সকলকে নিয়ে ভালভাবে থাকতে। তখন বিদ্যাসাগর তাকে বললেন দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি তোমার কাজের মাধ্যমে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছ। তোমার যে সদিচ্ছা সেটা জনসাধারণ জানছে যার জন্য তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছ। সেই ভয়ে তোমার প্রতিবেশী কয়েকজন তোমার লতাপাতা তুলে নিচ্ছে, বেড়া ধাক্কাচ্ছে তোমাকে পপুলারিটি থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রায় আড়াই মাস সময়ের মধ্য দিয়ে নূতন সরকার জনকল্যাণমূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছে বা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, বাজেটের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত যে আমাদের সদিচ্ছা আছে এবং আমরা কিছু শুভ কর্ম করেছি এই অল্প সময়ের মধ্যে। গত ৫ বৎসরের হিসাবে সংগে যদি এই আড়াই মাসের যোগ করা যায় তাহলে তারা সত্যিই দেখতে পাবেন যে আমরা জনসমর্থন নিয়ে অনেক ভাল কাজ করেছি এবং ভাল কাজে হাত দিয়েছি বাজেটে সেটা সুস্পষ্ট। কাজেই এর দ্বারা উনারা জনতার কাছ থেকে দূর সরে যাচ্ছেন এবং গল্পের যথার্থতা অনুযায়ী তারা চালের খড় টানছেন, জামা ধরে টানাটানি করছেন আমাদেরকে বিব্রত রাখার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন উনাদের বিগত পাঁচ বছরের জনকল্যাণ কাজের জন্য জনতা কোথায় তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তাঁদের পায়ের নীচে মাটি নেই, তার জন্যই এই বাজেটের মধ্যে যে সুন্দর জিনিষগুলি আছে সেগুলির দিকে না যেয়ে শুধু ব্যক্তিগত কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি, ভিত্তিহীন অভিযোগ তাঁরা এনেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা মনছুর আলি সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে আমাদের মন্ত্রীসভার মধ্যে একটা শাটল কক তিনি দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেদিনের কথা, যখন আমরা একসংগে ছিলাম, গত পাঁচ বছর, সেই পাঁচ বছর উনাদের দলের অভ্যন্তরে কি কোন্দল চলছিল, অনেকের দস্তখত এখন যাঁরা বিরোধী আসনে বসেছেন তাঁদের দস্তখত আমার কাছে জমা আছে, পরে অবশ্য তারা পিছিয়ে গেছেন, আমার মনে হয় কোন স্বার্থের প্রলোভনে। আপনারা সেগুলি দেখতে

পারেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের কোন্দল ছিল বলেই আজকে তাঁদের এই পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে, তখন যদি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে তাঁদের এই দুর্দশা হত না, আজকে তাঁদের ভারতবর্ষের মাটিতে স্থান নেই, রাজ্যে রাজ্যে মানুষ তাঁদের ছোঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাঁদের এ' অপকর্মের জন্য। অন্যের কোন্দল দেখার আগে তাদের নিজেদের অবস্থাটা বুঝার চেষ্টা করুন। মানুষ এদের ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে বলেই, তাঁদের কোন কিছু করার নেই বলেই আজকে অন্যের উপর দোষারূপ করা হচ্ছে অনর্থক। আমি স্বীকার করি, হ্যাঁ, আমাদের কোয়ালিশন সরকারে মতানৈক্য থাকতে পারে, ডেমক্রেসীতে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু কখনও কখনও এটাকে অতিরঞ্জিত করে বলা হচ্ছে। যদিও এটা একটা ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি দলের কোয়ালিশন সরকার, একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি বিরোধী দলে আজকে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই গত পাঁচ বছর তাঁরা কি অন্যায়'এর রাজত্ব, জোর জুলুমের রাজত্ব, কি জংগলের আইন এই দেশের মানুষকে, মানুষের মনুষ্যত্বকে বিপদগ্রস্ত করেছে, এই দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে, গণতন্ত্রকে তাঁরা হত্যা করে, কোথায়, কবরের কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল একবার সেটা স্মরণ করতে বলব। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের দুইটি দল নিয়ে কোয়ালিশান সরকার গঠন করেছি, কিন্তু এক জায়গায় আমাদের মিল আছে, সেটা হচ্ছে আজকের যে বিরোধী দল, তাঁরা যে গণতন্ত্রকে হত্যা করে একটা স্বৈরাচার তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যড়যন্ত্র করেছিলেন গণতন্ত্র রক্ষার নামে, এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নামে যে চাকুরী দেওয়ার নাম করে দুর্নীতি চালিয়েছিলেন, ঘুষ নিচ্ছিলেন, এই বিধানসভায় আমি সেকথা বলেছি, এবং অনেক সদস্যই তখন একথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা আজকে পিছনের দরজা দিয়ে আবার যাঁদের সংগে কোন্দল করেছিলেন তাঁদের সংগেই কোলাকুলি করছেন, কিন্তু আমরা করিনি। আমরা যাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছি, এখনও আমরা এ'কথার মধ্যেই আছি, আমরা জোর গলায় বলতে পারি আমরা অন্যায়ের সংগে আপোষ করিনি। তাঁদের সাকরেদ্ যাঁরা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল, তাঁদের প্রতি তাঁদের সমর্থন ছিল, তাঁরা মৌন থেকে এ' স্বৈরাচারকে জোরদার করেছিল, পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উনারা সরাসরি অন্যায়ে লিপ্ত না হতে পারেন, কিন্তু যাঁরা লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের সমর্থন করেছেন নিষ্ক্রিয় থেকে। সুতরাং তাঁরা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন হত্যাকারীকে, যারা চাকুরীর নামে ঘুষ নিয়েছেন, দুনীতি করেছেন নানাভাবে, সেইসব কথা পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল কিন্তু মানুষের বলার কোন স্বাধীনতা ছিল না। আজকে একটু আগে একটা যুবকের মিছিল এসেছিল এই বিধানসভার সামনে, একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, তাঁদের চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই এই কর্মচারীরা যে মিছিল করেছিল, তার পরিণাম কি জুটেছিল তাদের ভাগ্যে? তাদের ভাগ্যে ছিল ছাঁটাই, এফিশিয়েন্সী বার, ফোর্স রিটায়ারমেন্ট তার উপর নানাভাবে নির্যাতন। মানুষ কি এটা ভুলে যাবে? গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে যত ভাঁওতাই দিক না কেন, বেকার যুবকরা কি ভুলে গেছে তথাকথিত তাদের রক্ষার নামে তাদের পকেট থেকে যে ঘুষের টাকা আদায় করা হয়েছে এবং সেই টাকার অংশ নেওয়া হয়েছে, আজকে তাঁদের মুখে দুর্নীতির কথা সাজে না, এটা তাঁদের অপকর্ম ঢাকা দেওয়ার একটা অপকৌশল মাত্র। তাঁরা নিজেদের সেন্সে ফিরে আসুক, নয়তো তাঁদের কথায় মানুষ আসবে না। যত কথাই তাঁরা বলুক না কেন,

মানুষ তাঁদের চিনে ফেলেছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন আপনাদের পেছনে কত জনতা আছে আর আমার পেছনে কত আছে। আজকে আমি একথা বলছি কারণ উনারা যা বলেছেন তার উত্তর আমাকে দিতে হচ্ছে, যেসব অপ্রাসঙ্গিক কথা উনারা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে একথা বলতে হচ্ছে। আজকে আমরা দেখছি মানুষের দুঃখ দেখে উনাদের চোখে জল আসছে কিন্তু সেদিন কত মানুষকে, কত পরিবারকে কাঁদিয়েছিলেন, বেকার বানিয়েছিলেন, বেকারের হাত থেকে অন্যায় পথে টাকা সংগ্রহ করেছেন, পত্রপত্রিকায় আমরা সেটা দেখেছি। সেদিন ওদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনতে গিয়ে উনারা বলেছেন আমাদের হাত পা বাঁধা, কিন্তু তার প্রতিবাদ করেননি' অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেদিন তারা রোখে দাড়াননি। কাজেই চিন্তা করে দেখুন তখন গণতন্ত্র কি ছিল, আজকে বড় গণতন্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন ?

সুতরাং আজকে প্রসঙ্গগত উনি বলেছেন যে পত্রপত্রিকাতে অনেক মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা পড়ছেন উনারা, অনেক জায়গায় যাচ্ছেন, কিন্তু এটা আমি উনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই চাই যে আজ.ক ত্রাণ কার্যের কথা এবং মানুষের কথা তাঁরা যত চেঁচিয়ে বলছেন, যত কুম্ভীরাশ্রু তারা বিসর্জন করছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে আমরা তো কিছুই করিনি, কিন্তু উনারা আর্ত মানুষের জন্য কয়টা কর্মীকে নিয়োগ করেছেন, কয়টা আর্ত কাযে অংশ নিয়েছেন। বেতার ভাষণে আমি সকলের সহযোগিতা চেয়েছি। কিন্তু কোথায় তারা সহযোগিতা করছেন ? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলিতে বাস্তবধর্মী কোন কিছু নেই। সুতরাং আ.ম এই কথা বলতে চাই যে মাননীয় তড়িতমোহন দাশগুপ্ত একটা কাগজ পাঠ করে বলেছেন যে মন্ত্রী সভার মধ্যে বিরোধ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই সংগে এই কথাও উল্লেখ করতে বলি, ভাল হোক, মন্দ হোক, আজকে মানুষ পত্রিকাতে সরকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারছে। কিন্তু আগে কাগজ খুললেই মানুষ দেখতে পেত যে উনারা গণতন্ত্র রক্ষাকারী। তারা শুধু বলতেন যুগ যুগ জিও। আপনাদের দস্তখত আছে আমি দেখাতে পারি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণতন্ত্রকে প্রকাশ করা এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যম হিসাবে যে সংবাদপত্র ছিল সেই সংবাদপত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে সেদিন। মানুষের মনে দুঃখ, তার ব্যথা প্রকাশ করার কোন সুযোগ সেদিন দেওয়া হয়নি। আজকে সেই সংবাদপত্র পাঠ করে তিনি বলছেন। কিন্তু তারা হরণ করেছিল সেই স্বাধীনতা আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি ? এখানে গণতন্ত্রকে আমরা রক্ষা করছি। কাজেই কোয়ালিশনের সরকার আর যাই-ই করুক গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পেরেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা শুনেছি যে ভূমিহীনদের ভূমি দিয়েছিলেন পূর্বতন সরকার। তার থেকে বর্তমান সরকার তাদের উচ্ছেদ করছে। কিন্তু সেদিনকার কথা আমি ভুলতে পারব না, যারা গত ২৫ বছর ধরে পরিবার প্রতিপালন করার জন্য আগরতলা শহরে মাচাই করে দোকান চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে পুলিশ দিয়ে, সি, আর, পি. দিয়ে যেদিন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বিনা নোটিশে। আমরা জানি কিভাবে বছরের জমানো খাজনা আদায়ের নামে পাইকারী হারে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাদের কিস্তি না দিয়ে তাদের ঘটি বাটি পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে তাদের খাজনা আদায়

করেছে, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, তার একটা নজীর বিহীন ইতিহাস লেখা থাকবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে উচ্ছেদ করে এবং চাকরী দেবার নামে বেকারদের পকেট মারার নজীর আমার মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। রক্ষক এইভাবে ভক্ষক হতে পারে। যার কাছে বিচারের জন্য মানুষ আসবে সেই বিচারক নিজেই আজকে অপরাধীর কাঠগড়ায়। কাজেই মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের স্বার্থ সেদিন এইভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (রেড লাইট) আমাকে একটু সময় দিতে অনুরোধ করছি। কারণ তাঁরা তিন দিন বলেছেন, তার উত্তর দেওয়া উচিত। ত্রাণ কার্যে অন্তরঙ্গতার অভাব দেখছেন। গত ১৯৭৪-৭৫ সনে ত্রাণের দাবীতে মিছিলের উপর মানুষের উরর যে অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটেছে, কত মানুষের অবমাননা করেছে সেটা নজীরবিহিন ঘটনা। আমরা জানি যে ত্রাণের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা বাইরে থেকে এসেছে। সেই টাকা কিভাবে ব্যয় হল এটাও একটা তদন্ত সাপেক্ষ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি অন্যান্য জায়গায় মানুষেরা বন্যা কবলিত হয়েছিল, আমরা জানি আজও তাদের হায়হুতাশ বন্ধ হয়নি। সেই ত্রাণের টাকা গেল কোথায় সেটা দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বড়াই করে বলতে পারি সেখানে ষষ্ঠ কমিশন থেকে বিগত সরকার জি, আর এবং টি, আর এর জন্য ৭ লক্ষ এবং ১২ লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ত্রাণের জন্য কোন ব্যবস্থাই করেননি বিগত সরকার, সেখানে আমরা এবার আড়াই লক্ষ টাকা ত্রানের জন্য এবং জি, আর, এর জন্য ১২ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছি এবং আগামী জুলাই মাস পর্য্যন্ত যখন মানুষের কাজের অভাব হয় তার জন্য সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার প্রকল্প নিয়েছি। সেটা ভাওতাবাজী নয়।

মাননীয় দায়িত্বশীল বিরোধী দলের একজন নেতা মুনসর আলী সাহেব বলেছেন, যে এটা ভাওতাবাজী, উনি বলেছেন যে ত্রাণের এই ৫৫।। লক্ষ টাকার জন্য মন্ত্রিসভায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। আমি বলব, তিনি হয়তো খবর রাখেন না, কারণ খবরের কাগজ তিনি পড়েন না। সুতরাং মানুষের জন্য মায়া কান্না, মানুষের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করার জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে বলে, এই সব কথা বলে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। আমরা বলতে চাই যে ২৯শে মে ৭৭ ইং তারিখে ক্যাবিনেটে এই ডিসিশান হয়েছে এবং এই ৫৫।। লক্ষ টাকার প্রকল্প আমরা মঞ্জুর করেছি এবং সেই অনুযায়ী কাজও চলছে। সুতরাং ভাওতাবাজী আমাদের টা, না ভাওতাবাজী উনার বক্তব্যটা, না উনার অভিনয়টা ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আমি আশা করব যে কিছু খবর উনারা নিন, কি চলছে না চলছে কিছু খবর উনারা নিন, উনাদের পায়ের নীচের মাটি কত দ্রুত সরে যাচ্ছে, তার খবর উনারা নিন। শুধু আমাদের রুলিং পার্টির দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না, উনাদের নিজেদের অবস্থাটার কথা জেনে নিন। বরং আমরা বলেছি যে লুঠতরাজ আর চলবে না। এস, ডি, ও বি, ডি, ওর সঙ্গে একত্রে বসে আমি দুইবার মিটিং করেছি এবং মন্ত্রিসভায় থেকে চেষ্টা করছি যে ত্রাণের টাকার একটা পয়সারও অপচয় ঘটতে দেওয়া হবে না। প্রত্যেকটি এস, ডি, ও এবং বি, ডি, ও এই ত্রাণের জন্য বরাদ্দকৃত প্রতিটি পয়সা যেন কাজে লাগায়, তার ব্যবস্থা উনারা করবেন, এর মধ্যে লুঠপাটের কোন সুযোগ নেই।

অর্থাৎ ৩০০ লোক দিয়ে কাজ করিলে ৫০০ লোকের টিপসই নিয়ে বাকী টাকা মনোমত লোককে পাইয়ে দেওয়ার সেই গোপন নির্দেশ যেটা আগের সরকার দিতেন, সেটা আর এখন দেওয়া হবে না। আমরা দেব না এই আমাদের প্রতিশ্রুতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই কথা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারত্ব দূর করার জন্য যে আকাশ কুসুম কল্পনা চিনির কল, পাটের কল, কাগজের কল, এই সমস্ত যে বড় বড় শিল্প এর কথা বলে মানুষকে আমরা ধোঁকা দিতে চাই না। আমরা চিনির কলের দুর্দশার কথা জানি, সেই চিনির কল দিয়ে যে কত বড় একটা মিথ্যার বেসাতি করতে চেয়েছিল, সেটা আজকে কোথায়, আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই? কিন্তু আমরা যা করব, সেটা বাস্তব ভিত্তিক। তারা ২০ দফা করেছেন এবং তাতে মানুষের টাকা নষ্ট করেছেন। তাই তো আজকে অনেককে ঐ সেবকের স্টেজ থেকে মাথা নত করে বিদায় নিতে দেখা যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা সেই ২০ দফার আলাউদ্দিনের প্রদীপ জ্বেলে আর মানুষকে ভাওতা দিতে চাই না। আপনারা শুনেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেছেন যে বেকারত্ব দূর রাতারাতি হবে না, আমরা তার জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেব। আমরা ভারতের যে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি, সেই কৃষিকে অগ্রাধিকার দেব, ছোট শিল্পের দিকে আমরা বিশেষভাবে নজর দেব। আর এভাবে আমরা কর্ম সৃষ্টি করব এবং কর্ম পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করব। তাই আমাদের বাজেটে লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। মাটির নীচের জল কিভাবে উত্থলিত করে, সেটাকে সেচের কাজে লাগানো যায়, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জমির শতকরা ৬০ ভাগ টিলা আর বাকী ৪০ ভাগ সমতল, তার মধ্যে ঘর বাড়ী, শহর বাজার বন্দর ইত্যাদির আনসেটেল্ড এরিয়াও আছে। তাতে করে আমাদের খুব অল্প পরিমাণ জমিই আছে। কাজেই মাটির নীচের জল উত্তোলনের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, আমরাও সেই কেন্দ্রীয় নীতিতে গ্রামীণ শিল্পকে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করার, শুধু সেগুলিকে রিভাইভ করাই নয়, নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলছি। আমরা তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ ত্রিপুরার মানুষের কি প্রয়োজন, সেটা আগের সরকার মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেন নি এবং প্লেনিং কমিশনের কাছে তারা ত্রিপুরার মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা তুলে ধরতে পারেন নি। আর তারই জন্য ব্যয় বরাদ্দ অনেক কম হয়েছে। কিন্তু আমরা এই কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে বাস্তব ভিত্তিক মানুষকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য, তাদের অর্থনৈতিক যে নিজস্ব বৈশিষ্ট এবং ঐতিহ্য আছে সেটাকে রক্ষা করে তারা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়, সেটাই আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করে দেব। আমরা শিল্পক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের প্রদীপ জ্বালাব না, যেটা নাকি হঠাৎ করে নিবে যাবে, আমরা মানুষের মধ্যে বাস্তব ভিত্তিক একটা আশা জাগাতে চাই এবং বলতে চাই যে আমরা এমন শিল্প সৃষ্টি করব যেটা আমাদের স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে পারে, যারা বেকার আছে, তারা সেখানে কাজ করবে এবং তাদের দ্বারা সেই কাজ সম্ভব হবে। আর বিপন্ন ব্যবসায় সরকারী সাহায্য থাকবে এবং প্রয়োজন হলে আমরা সাব-সিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। বিশেষ করে তাঁতীদের কথা আমি বলছি, পাহাড়ী কিম্বা অন্যান্য তাঁতীর ব্যাপারে সেখানে আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য,

তাকে উচ্চ ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য দরকার হলে আমরা এখানে সিপনিং মিলও স্থাপন করার কথা চিন্তা করছি। যে তাঁতীরা কাপড় তৈরী করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেও, আমরা তাদের একটা তাঁতীকেও বসে থাকতে দেব না। এই রকম ধারণা নিয়ে আমরা আশা করছি যে কৃষকের দুই ফসল আছে, তাকে তিন ফসলী, আর যারা তিন ফসল আছে তাকে আরও বেশী ফসলী করবার জন্য আমরা ভূগর্বস্থ জল উত্তোলন করে, কিভাবে আমাদের কৃষকেরা স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। ৬ষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের অনুমোদনে যে বাজেটে আমরা এখানে পেশ করেছি, সেই বাজেটে উনারাই তৈরী করেছিলেন এবং আমরা বর্তমানে সেটাকে একটা প্রলেপ দিয়ে এখানে আনতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খা কিভাবে প্রতিফলিত হবে সেটা আমরা সপ্তম ফিনান্স কমিশনের কাছে তুলে ধরব এবং আমরা তাদেরকে কন্‌ভিন্স করব। ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে গেলে, ত্রিপুরার অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করতে গেলে, ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আমাদের যা কিছু করার দরকার, যেটা বিগত সরকার ফেলুউর হয়েছে, শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং তাদের গোষ্ঠিগত স্বার্থে, যাদের মানুষের কল্যাণের জন্য কোন দরদই ছিল না, মন ছিল না ও প্রাণ ছিল না, সেই নিষ্প্রাণ অবস্থা আর আমরা চলতে দেব না। আমরা তাদের প্রাণের দুঃখ কষ্ট নিজেদের প্রাণের মধ্যে নিয়ে ঐ সপ্তম ফিনান্স কমিশনের কাছে হাজির হব, আমরা তাদেরই কান্না, তাদেরই মায়া নিয়ে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং বাস্তব ভিত্তিক যুক্তি নিয়ে, তাদেরকে কন্‌ভিন্স করবই করব, এটা আমাদের দৃঢ়তা। আমরা রেলওয়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই বিগত আড়াই মাসের মধ্যেই, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং আমাদের মন্ত্রীসভার কেউ কেউ যে ইন্টারেষ্ট নিয়েছিলাম, তারই প্রতিফলন হচ্ছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বাজেটে স্পীচ। সুতরাং সেটাকে যাতে সাব্রুম পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায়, তার জন্যও আমরা বাস্তব ভিত্তিক চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর এই কাজটা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে এইসব দাবী আদায় করতে গিয়ে আমরা এমন কোন পথ নেব না, যে পথ আমাদের গান্ধীজী দেখেছিলেন, গ্রামীণ ভারতকে স্বনির্ভর করার, গণতন্ত্রকে স্থায়ী করার এবং স্বাধীনতার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য, আমরা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পথই অনুসরণ করব। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে মন্ত্রীসভার শপথ নেবার পর আমরা গান্ধীঘাটে গিয়েছিলাম, আমাদের কোয়ালিশন পাটনারও গিয়েছিল। সুতরাং আজকে গান্ধীজির নির্দেশিত পথেই আমাদের কাজ হবে সেই পথ হচ্ছে মুক্তি সংগ্রাম, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীল করে তোলার জন্য গান্ধীজীর পথই আমাদের পাথেয় হবে। আজকে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা বলছেন। এই কথা বলতে গিয়ে আমি বলব, আইন শৃঙ্খলার অবনতি এদের লজ্জা বোধ করা উচিত। আজকে কি তারা সেই আইন চান, যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর পুলিশকে লেলিয়ে দেয়, মানুষের গলা কাটার ব্যবস্থা হয়, এবং পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা পয়সা লুঠ করা হয়? অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা কি সেই জঙ্গলী আইনের কথা বলছেন, যে আইন গণতন্ত্রকে হুমকী দেয়, কথায় কথায় মানবতার অবমাননা করে যদি ব্যক্তি বিশেষের কথা না শুনা হয় তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই তাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে

বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এইভাবে তাদের ভয় দেখিয়ে পুলিশ লেলিয়ে বাড়ী বাড়ী এই খবর পৌছে দিচ্ছে যে যুক্ত না করলে তার সুযোগ নেই। পুলিশকে এই কাজে আমরা লাগাব না আমরা লাগাতে পারি না। আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং আজ.ক (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটে উৎসাহব্যাঞ্জক কিছু নেই। তার কারণ সারা ভারতের চিত্র দেখে উদের ভরসা লোপ পেয়েছে। তারা ফ্রাস্ট্রেটেড তারা হতাশাগ্রস্ত। কাজেই হতাশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে আশার আ'লো দেখা এটা অস্বাবিক। সুতরাং উঁরা কিছুতেই (ইন্টারাপশান) আকাশে বাতাসে আশার আলো দেখছেন না নৈরাশ্যবাদীদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গ্রামীণ শিল্পের কথা আগেই বলেছি। এই বারের এই বাজেট আমাদের এই নীতি অনুসরণ করে। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেন্দ্রের পথেই আমাদের চলতে হবে। কেউ কেউ আবার পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার মধ্যে অনেক ফারাক। তাদের রিসোর্স আছে তাদের ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ত্রিপুরার অবস্থার সঙ্গে মিল নেই। সুতরাং আজকে কেন্দ্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমরা চলতে পারি কি না- -আমি জানি না যদি দাও নইলে আমরা নাই। হয়ত পারি কিম্বা পারি না। কিন্তু তাদেব মত অবস্থা আমাদের নেই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গকে আমরা সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করব ত্রিপুবার মানুষ অনুসবণ করবে এটা নট নেসেসারিলি। সুতরাং আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে কেন্দ্রের কাছ থেকে সাহায্য যা পাই তা দিয়ে আমাদের চলতে হবে (ইন্টারাপশান) সেজন্য ডেমোক্রেটিক্যালী আমাদের যা কিছু ক্ষমতা আছে শক্তি আছে তা আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে খরচা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কথা স্বপ্নের মধ্যে থাকলে চলবে না। এটা ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরার সাথে এই ভারতের (ইন্টারাপশান) আমাদের আ'লোচনায় আমাদের মনের ভিতরে রাখতে হবে। অতি আগ্রহ এবং অতি বিপ্লবী সাজা উচিত হবে না---বাস্তবকে মেনে নিতেই হবে। আজকে প্রসঙ্গত একটা মানুষের সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ যে মানুষটা এখানে উপস্থিত নেই। (ইন্টারাপশান- -ভয়েস---বুড়া সঞ্জয়) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে লোকটা এখানে নেই যার ডিফেন্স নেওয়ার কোন সুযোগ নেই উনি মাননীয় ব্যক্তি আমাদের এম. পি. উনি এখানে উপস্থিত নেই (ইন্টারাপশান) আমি আশা করব সেট প্রসিডিং থেকে বাদ দেওয়া উচিত (ইন্টারাপশান---ভয়েস---নানা)

মিঃ স্পীকার--- ইউ সুড মেন্টেন ডেকোরাম অব দি হাউস (ইন্টারাপশান)।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস--- আমার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে লোকটা নেই সেই লোকটা সম্পর্কে যে সব কথা বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে (ইন্টারাপশান—ভয়েস-- আপনার দল থেকেও বলা হয়েছে বুড়া সঞ্জয়) সঞ্জয় কবরে নেমেছে---বিগত নির্বাচনে--- (ইন্টারাপশান) আমি জিজ্ঞাস করতে চাই উনার কাছে এরা পরাজিত সে জন্যই এত্ উষ্মা (ইন্টারাপশান) সেজন্যই আজকে উদের ত্রিপুরার মানুষ ফেলে দিয়েছে। তার সম্পর্কে এই উষ্মা—বিরোদ্ধে বলে সেই জনতার রায়কে অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং কেউ কেউ বলছে এই মন্ত্রীসভার উনি নাকি ভাসুর ঠাকুর (ইন্টারাপশান) কিন্তু আমি বলছি যারা এই সমালোচনা করছেন তারা সেই লোকটার কাছে তার পার্টির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত আছে। যে আমাকে আপনার পার্টির অন্তর্ভুক্ত করে নিন স্যার। (ইন্টারাপশান) সুতরাং এই কথা বলা ঠিক হবে কি? আমি নেহাত ভদ্র বলেই নামগুলি

উল্লেখ করতে চাইছি না—নিজের হাতে সই করা—হাউসের টেবিলে রাখছি না (ইন্টারাপশান) চান তো করে দেব (ইন্টারাপশান) এই স্থান পাওয়ার জন্য এবং আগামী দিনে তাদের বিপদের কারণ হবে—যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় তাদের ভয় সেই লোকটা। সুতরাং তাদের (ইন্টারাপশান) জনতার রায়ের এগেনেস্টে কথা বলেন তারা সত্যের অপলাপ করছেন। আর একটা কথা কোন কোন মন্ত্রী এই সেদিনও যারা মন্ত্রীত্ব করে গেছেন তাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব হবে এটা আমি আশা করি নাই। (তাদের উক্তির মধ্যে বিধানসভার রীতিনীতি লংঘন করে গিয়েছে। প্রসঙ্গত আমি আর একটা কথা বলতে চাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার—প্লীজ ওয়েট।

শ্রীতাপস দে—স্যার, উনি বলেছেন যে কোন প্রাক্তন মন্ত্রী কোন অভব্য উক্তি করেছেন—কোন অভব্য কথা বললে আপনিই তা এক্সপাঞ্জ করতেন স্যার। (ইন্টারাপশান) হাউসকে মিসলিড করছেন (ইন্টারাপশান)।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস ঃ— এই বাজেটের মধ্যে উপজাতীদের স্বার্থের জন্য আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। সিডিউল কাসট এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত যারা আছে তাদের জন্যও আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা কর্মচারীদের ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য এবং তাদের যে বিভিন্ন দাবী দাওয়া পুরণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো। অবশ্য সেই সংগে অর্থনৈতিক বিষয়টাও আমাদেরকে দেখতে হবে। সেই সীমিত আর্থিক সংগতি নিয়ে আমরা কর্মচারীদের ন্যায় সংগত দাবীদাওয়া পুরণের চেষ্টা আমরা করবো। ছাত্র সমাজের যে সমস্ত দাবী সেগুলি আমরা সংবিধানগত দিক দিয়ে চিন্তা করে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করবো যা পূর্বতন সরকার করতে পারেনি। আরেকটা কথা এখানে বলা হচ্ছে যে মূখ্যমন্ত্রীর বগলে অনেক দপ্তর ফাইল পঁচে গন্ধ বেড়ুচ্ছে। আমি বলছি এগুলি আড়াই মাসের নয় এগুলি আগেকার মন্ত্রীসভার। এইগুলি কোথায় রাখা হয়েছিল এর খবর নাই। এখন আমরা এই সমস্ত ফাইল আনছি। এইগুলিই পঁচে গন্ধ বেড়ুচ্ছে এবং আমরা সেগুলি ধুয়ে গঙ্গাজলে সুদ্ধ করছি। কাজেই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এই মন্ত্রীসভা ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণে সমস্ত রকমের বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গান্ধীজির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে বাজেট সম্পর্কে এখানে আলোচনা হচ্ছে ১৯৭৭-১৯৭৮ সালের বাজেট সেটার অমি বিরোধিতা করছি। বিরোধীতা অর্থে বিরোধিতা নয়। অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে ২২ নং পেরাতে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে বলা হয়েছে যে এবারের বাজেটের হিসেবে কন্সলিডেটেড ফানডে ৪, ৩৫, ৬৮,০০০ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। পাবলিক একাউন্ট ফানডে উদ্বৃত্ত টাকার মধ্য থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পুরণে ব্যয়িত হবে। ফলে নীট ঘাটতির পরিমাণ হবে ৩,৯৬,৬৮,০০০ টাকা। ঘাটতি পুরণের জন্য কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি। রাজ্য পর্যায়ে অতিরিক্ত রাজস্ব

আদায়ের সম্ভাবনা আদৌ নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাজেট সম্পর্কে বাজেট যখন ধরা হয় তার একটা সম্ভাব্য খরচ এরসঙ্গে তার একটা সমতা থাকে। আজকে এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যে বাজেট ৪ কোটি টাকা ঘটতি রাখা হয়েছে অথচ সেটা পুরণের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছু বলেন নি এবং উনার কোন দায়িত্ব আছে বলেও তিনি বলেন নি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাজেট, সেই বাজেটের ঘাটতি পূরনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের দরকার হয়। সে রকম কোন কিছু বলেন নি এবং উনি নিজেই বলেছেন যে ত্রিপুরাতে আর রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা নেই, সমস্ত পথ বন্ধ। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত প্ল্যান, উন্নয়নমূলক কাজ তা বন্ধ হয়ে যাবে। দুই নং হচ্ছে আজকে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে হয়তো বছরের মাঝখানে বলা হবে যে কর্মচারীদের ডি, এ বা ভাতা দিতে হবে আমাদের আর্থিক সংস্থান চাই, রাজকোষে টাকা নাই। আজকে এই বাজেট ত্রিপুরা বাসীর সামনে উত্থাপন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য আছে। এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার যে নাবালক সদস্যরা আছেন তারা বুঝেছেন কিনা আমি জানিনা, এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে এই মন্ত্রীসভা কন্টিনিউ করুক বা এই সরকার চলুক সেই সম্পর্কে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই, এটাই হচ্ছে সাবালক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই বাজেট করা হয়েছে এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যখন অর্থ থাকবেনা তখন সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে সর্বত্র একটা অশান্তির সৃষ্টি করা হবে। এটাই হচ্ছে এই বাজেটের উদ্দেশ্য। কাজেই স্যার আমি কাউকে দোষারূপ করার কথা বলছি না এবং বিগত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কি করছে তাও বলছি না। কিন্তু এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্খা রূপায়িত করতে পারবেন না। এটা এখানে পেশ করা হয়েছে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। আমি আশা করছি আগামী সেপ্টেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত বেঁচে থাকব। আমি তখন দেখব। ঐ মন্ত্রিসভা, কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা আমাদের কাজ করতে দিচ্ছেন না, এখনই বলা শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা বলছেন যে, ঐ মন্ত্রিসভা আমাদের কাজ করতে দিচ্ছেন না, বাঁধার সৃষ্টি করছেন। কিছুদিন পরে এটা প্রকাশ্য মাঠে আসবে। কিন্তু স্যার, আমরা সেই দিনের কথা ভুলি নি। যার জন্য আমরা শঙ্কিত। আজকে পশ্চিমবঙ্গের কথা আমরা ভুলি নি। (গণ্ডগোল) আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করি নি। আমি আপনাদের রাজনৈতিক কথা বলছি। (বলুন, বলুন) কাজেই স্যার, একটা কথা হচ্ছে যে, আজ কেন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে? সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, সি. এফ. ডি অথবা জনতার সদস্য কংগ্রেস থেকে গেছেন। এককভাবে ক্ষমতায় আসার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এই বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন। এটা আর কিছু নয় স্যার, ত্রিপুরার দুঃখ দুর্দ্দশা, ত্রিপুরার বেকার সমস্যা, ত্রিপুরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়ন এই সবের কোন ধার ধারেন নি। এটা ২২ নাম্বার প্যারা দেখলেই বুঝা যায়। সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় যে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাজেট। আর যাঁরা আজকে বুঝতে পারছেন না, তাঁরা আজকে ভাবছেন যে, আমরা এইভাবে চলব। এইভাবে কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা চলবে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে কোথাও মন্ত্রিসভা টিকে নি। পৃথিবীর কোন দেশে টিকে নি কমিউনিস্ট

পার্টিকে নিয়ে মন্ত্রিসভা। রাশিয়াতেও স্যার, চলে নি। রাশিয়াতে কোয়ালিশান সরকার হয়েছিল। সেখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অ্যারেষ্ট করে বসে আছেন। পৃথিবীর যে যে স্থানে কোয়ালিশান সরকার হয়েছিল, কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিয়ে, সেখানে এই কমিউনিষ্টরা অন্যদের গ্রাস করেছে। আজকে ত্রিপুরাতে স্যার, সেই রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন হয়েছে, আজকে যেভাবে কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে তার জবাব দিতে গেলে আমি দীর্ঘ সময় চাই। কিন্তু আজকে যে দল তাদের আজকে যে এলিমেন্টস সেই এলিমেন্টস আউট সাইড ইণ্ডিয়ার বোঝা গেছে। কাজেই সেই দলের সঙ্গে আজকে আমি বোঝাতে পারছি না কি করে তারা কোয়ালিশান করলো এবং সেই বাজেট যখন মন্ত্রিসভাতে পেশ হয় তখন কি এরা কেহ দেখলেন না গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় এই বাজেট রাখা হয়েছে। তারা আজকে যেতে চাইছেন ক্ষমতায়। পশ্চিমবঙ্গে গেছেন, ত্রিপুরায় যাবেন। যেমন অজয় মুখার্জীর পিঠে চড়ে পাওয়ারে এসেছেন; আজকে এইখানেও আমাদের নাবালক মন্ত্রীদের পিঠে চড়ে আসতে চেষ্টা করছেন। স্যার, আমি পঞ্চতন্ত্রের একটা গল্প বলছি স্যার, ছোট্ট গল্প। খুব সুন্দর স্যার। গল্পটা হচ্ছে একটা সাপ বৃদ্ধ হয়ে গেছে। শিকার ধরবার কোন উপায় নাই তার। সে একটি পুকুরের ধারে পড়ে আছে। ঐ পুকুরে একটি ব্যাঙ থাকতো। একটি নয় স্যার, অনেকগুলি ব্যাঙ থাকতো একদিন সাপটা বলল, "দেখ ভাই, আমিত বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার গুরুদেব বলেছেন যে, লোকের উপকার করতে। তখন ব্যাঙটি বলল "তুমি কি করে উপকার করবে? তোমার সঙ্গেত খাদ্য খাদকের সম্পর্ক।" সাপটি বলল, "না ভাই আমি অহিংস হয়ে গেছি। তুমি কেন কষ্ট করে সাঁতরে এপার, ওপারে যাও। আমার পিঠে বস, আমি তোমাকে ঐ পারে নিয়ে যাব।" ব্যাঙ তখন পিঠে চড়ে ঐ পারে গেল। সাপ ঐ পারে গিয়ে বলল, "দেখ হে, আমার খুব খিধে পেয়েছে। আমি কি করি। এখানেত অনেক ব্যাঙ আছে। একটা করে ব্যাঙ আমাকে দাও।" ব্যাঙ বলল, "ঠিক আছে।" এইভাবে খেতে খেতে একদিন সব সাপ শেষ হয়ে গেছে। (শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—সাপ নয়, বলুন ব্যাঙ শেষ হয়ে গেছে)। ইয়েস, ব্যাঙ শেষ হয়ে গেছে। থ্যাঙ্ক ইউ। সাপ বলল, "ভাই! আজকে ত কোন খাবার নাই। আজকে তোমাকেই খাচ্ছি। কাজেই আজকে যাঁরা সাপের পিঠে বসে মন্ত্রীত্ব করছেন, তাঁদের অবস্থাটা ঐ হবে। স্যার, আমি আর সময় নেব না। আর একটি কথা স্যার, আমি এখানে বলতে চাই, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে কোন অবস্থায়ই, কোন লোক সমর্থন করবে কি না আমি জানি না। কারণ করার কোন কারণ নাই। যদি গরীব জনসাধারণের কথা চিন্তা করে এই বাজেট হতো, ত্রিপুরার উন্নতির কথা এখানে লেখা থাকতো তবে আমি এই বাজেট সমর্থন করতাম। কারণ বিরোধীতা করার জন্য আমরা বিরোধী নই। আমরা এখানে বিরোধীতা করব দায়িত্বশীল বিরোধী হিসাবে। আমরা শুধু বিরোধীতা করার জন্য এখানে বসি নি। আমরা বসেছি, কারণ আমরা চাই, একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠুক, আমরা চাই একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠুক, আমরা চাই যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ একজোট হয়ে কাজ করুক। এটা যদি হয় স্যার, তাহলে কোন বিরোধী পক্ষ বিরোধীতা করবেন। আজকে শিল্পে উন্নতি হোক, ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হোক, ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি হোক এটাতে কেহ বাঁধা দেবে না। আমরা সেখানে

সাহায্য করব। আমরা বিরোধী পক্ষরাও চাই ত্রিপুরার উন্নতি কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এটা উপস্থিত করা হয়েছে নির্বাচনকে সামনে রেখে। আমি স্যার, আজকে তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করছি। কাজেই আমি তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি এখনও সময় আছে, সরে পরুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা কথা আমি বলতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি প্রথমেই একটা বলেছিলেন যে, কোরাপশন সম্পর্কে, চাকুরী সম্পর্কে, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, আমি স্যার, বলছি, আমার দল, কংগ্রেস দল কোরাপশনের প্রচণ্ড বিরোধী। তাঁদের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করার পর বলেছিলেন, "আমরা তদন্ত কমিশন বসাবো।" আমরাও বলি, "তদন্ত কমিশন বসান।" তদন্ত কমিশন করে দেখুন, কে কতখানি অপরাধী। আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন যে, আমাদের পকেটে তদন্ত-এর পেকেট আছে। তদন্ত কমিশন বসান। তদন্ত করে যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে শাস্তি দিন। কংগ্রেস দল কোন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকের প্রশ্রয় দেয় না। আজকে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর থেকে আরম্ভকরে নেহেরু পর্যান্ত সবাই দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি দিয়েছেন। সর্দার প্রতাপ সিং কাইরোর কথা আপনারা জানেন, আপনারা জানেন, কিছুদিন আগে ডেপুটি স্পীকারকে সরে যেতে হয়েছিল। কারণ যেখানে কোরাপশনের প্রশ্ন উঠেছে কংগ্রেস সেখানে নিজে তদন্ত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা নেই যে নিজের দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে এবং সর্দার প্রতাপ সিং কাইরো একজন শক্ত সমর্থ যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যে নাকি পাঞ্জাবকে নূতন জীবন দিয়েছেন, সোনার পাঞ্জাব হিসাবে গঠন করেছেন আজকে আপনি যদি চণ্ডিগড়ে যান তাহলে দেখবেন লেখা আছে ওয়েল কাম টু দি লেণ্ড অফ প্রসপারিটি। উই আর প্রাউড অফ দ্যাট এমন একটা জায়গা হয়ে গেছে যেখানে লোক গর্ব সহকারে বলতে পারে যে ওয়েল কা টু দি লেণ্ড অফ প্রসপারিটি। সেখানে আমরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় দরিদ্রের চিত্র দেখি। সেই লোকটাকে সরিয়ে দিতেও কংগ্রেস দ্বিধা করেন নি, কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার যতগুলি মন্ত্রীকে সরানো হয়েছে তদন্ত করা হয়েছে। আমরা আজকে বলি আপনারা তদন্ত করুন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন যদি কেউ দোষী হয় কংগ্রেস সদস্যরা এগিয়ে আসবে না যে আমাদের রক্ষা করুন কাজেই হুমকি না দিয়ে আপনারা কাজ করে দেখান আপনার এক হতে পারেন না, আপনারা কেন তদন্ত করতে পারেন না? এর আগের মন্ত্রীসভার তদন্ত করুন এবং গত মন্ত্রীসভার তদন্ত করুন যত তদন্ত আছে সব তদন্ত আপনারা করুন কি মানা আছে, কে মানা করছে, ক্ষমতা তো আমার হাতে নাই বা আমরা দলের হাতে নাই যে আমরা তদন্ত করবো। কাজেই স্যার আপনাদের হাতে আজকে এসেছে আমাদের দোষারোপ না করে আপনারা বিচার করুন তদন্ত করুন কে দোষী তাহলে শাস্তি পাবে কই এই আড়াই মাসে তো আপনারা কিছু করলেন না কাজেই স্যার আজকে এই যে বিভিন্ন দল তাদের প্রশাসনের এই আড়াই মাসের মধ্যে একটা সাধারণ কথা বলছি স্যার কে খুন করেছে? আমি বললাম স্যার আপনি খুন করেছেন তখন উনি বললেন আপনিও খুন করেছেন, এভাবে জাসটিফাইড হয় না। একজন একটা ক্রাইম করলে আর একজনের একটা ক্রাইম দেখিয়ে সেটাকে জাসটিফায়েড করা যায় না। আজকে আড়াই মাস আমাদের সদস্যবৃন্দ তাদের যে অভিজ্ঞতা, তাদের যে প্রশাসনিক লেক্‌না অথবা প্রশাসনিক শিথিলতা বা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তাবোধের

অভাব, পরিবার পরিজনের নিরাপত্তাবোধের অভাব, সেই সম্পর্কে হাউসের সামনে রেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এই সমস্ত কথার কোন জবাব পাইনি। আজকে আমরা জনতার প্রতিনিধি হয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এতটুকু জবাব না পাই তবে জনসাধারণের কাছে কি জবাবদিহি করবো। তিনি আজকে জবাবদিহি করতে নারাজ আমরা কি বলে দিতে পারি স্যার এই যে সাইলেন্স, ইট ইজ এন এডমিটেড গিল্ট। তিনি এডমিট করেছেন গত আড়াই মাসে প্রশাসনের শিথিলতা, চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারে দুর্নীতি হয়েছে অথবা পুলিশ প্রশাসনকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন কাজেই স্যার আমার বক্তব্য আর লম্বা করতে চাই না। আমরা চাই অন্তত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ এবং আজকে যে নৈরাজ্য, মানুষের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে, মস্তানের যন্ত্রণায় রাস্তায় হাটা যায় না প্রশাসন সেই দিকে নজর দিন, আজকে এডমিনিস্ট্রেশানকে নিজের গতিতে চলতে দিন। এই হচ্ছে চিত্র তারপর ল উইল টেইক ইটস ওন কোর্স আজকে কোন দলের হয়ে আমি বলছি না আমার দলের ছেলে অপরাধ করলে তার বিচার হবে না এটা তো কথা নয়। যাতে টেলিফোন না পাই আমরা স্বস্তিতে বাস করতে চাই স্যার কাজেই আজকের এই বাজেটের আমি বিরোধীতা করতে চাই। আমি আগেও বলেছি এই বাজেট ভাষণের বিরোধীতা করবো কনষ্টিটিউশন্যাল রাইট-এর উপর আমরা যাতে বলতে পারি সে দিকে মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পুনরায় বাজেটের বিরোধীতা করছি এবং এই বাজেটকে সমর্থন করার কোন যুক্তিকতা নেই তার জন্য বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এই বলে আমি আমর বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে ত্রিপুরার মানুষ আশা করেছিল যে বিরোধী পক্ষ থেকে এই বাজেটের মাধ্যমে তারা রাজ্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন রকম সাজেশান দেবে কি শিক্ষায়, কি সংস্কৃতিতে, কি স্বাস্থ্য সর্ব কিছুতেই বিরোধী পক্ষরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক সাজেশান রেখেছেন কারণ ঐ বিরোধী পক্ষের লোকের মধ্যে অনেক পুরাতন মহান্ত রয়ে গেছে, অনেক বুদ্ধিমান মানুষ তারা পলিসি জানে, বুদ্ধি তাদের আছে এবং এই হাউসে তারা যে বিবৃতি দিয়েছেন সেগুলি কতগুলি শ্লাব ওয়ার্ড, কতগুলি অযুক্তির অবতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রামায়ণ থেকে হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ল সেটা হলো দুর্নীতি এবং অত্যাচারের দায়ে রাবণ যখন সবংশে ধ্বংশের পথে সেই সময় তরুণী সেনকে যুদ্ধে পাঠাল সারা গায়ে রাম নাম লেখে তারা প্রায় সবংশ বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে এখন যদি রাম নাম কারো গায়ে লেখা থাকে তাহলে ধর্মাবতার রাম তার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না যার জন্য ছদ্মবেশী তরুণী সেনকে পাঠানো হলো সারা গায়ে রাম নাম লেখে আর ঐ পূর্বতন মন্ত্রীসভা কুখ্যাতি ঢাকা দেওয়ার জন্য লা-ইলাহা মহম্মদ রসুলুল্লা ঐ জিগির পরে আলখাল্লা গায়ে দিয়ে, তবজীর মালা গলায় দিয়ে আলি মুনসর সাহেব এসেছেন উনাদের সাজেশান দেওয়ার জন্য উনারা কি জানেন না যে কংগ্রেসের মধ্যে একজন লিডার ছিলেন, কংগ্রেসের লিডার তো মরে নি যিনি ছিলেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের লিডার সুখময় সেনগুপ্ত তো মরে যায় নি, উনি তো প্যারালাইসিসে ভোগছেন না,

উনি তো শশরীরে সুস্থ দেহে বহাল তবিয়তেই আছেন তবে আলখাল্লা গায়ে দিয়ে ঐ জিগীর পরে তিনি আছেন উনি কি জানেন না পূর্বে তিনি কতগুলি অন্যায় করেছেন, কতগুলি দুর্নীতি পরায়ণ কাজ করেছেন তার জন্য তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার ঃ—দলীয় কথা বলবেন না।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দলীয় কথা বলছি না, আমি শুধু বলছি,

মিঃ স্পীকার—না এই সব দলীয় কথা বলবেন না।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি আমাদের এই বাজেটে একটা কথা লেখা আছে সেটা হচ্ছে দুর্নীতি দমন করা। এই দুর্নীতি কি করে আসল বাজেটে এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। আজকে সুখময় সেনগুপ্ত নূতন রূপ নিয়েছে মন্ত্রীত্ব বিসর্জন দিয়ে। সুতরাং নূতন রূপ নিয়ে এসেছেন মনসুর আলী সাহেবও। আমি মনে করব তিনি সুখময় সেনগুপ্তের সঙ্গে বিভিন্ন রকম দুর্নীতিতে জড়িত আছেন। আমাদের এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ উষ্মা প্রকাশ করেছেন। উনি কি জানেন না কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার শব্দের অর্থ? কি করে সুন্দর ও সুষ্টুভাবে রাজ্য চালিয়ে যেতে হয় তারই একটা সুন্দর ও সুষ্টুভাবে রাজ্য চালিয়ে যেতে হয় তারই একটা সুন্দর ও সুষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মধ্যে মধ্যে আমার এক ভাই উকি-ঝুকি করে উঠছেন, শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত অনেক সময় বিগলিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন। ওনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার বাড়ীতে লোকসংখ্যা কত? এই যে স্যার উনি বলেছেন ২ জন চাকরীর সংখ্যা তিনটা. এই হলো বেকারত্ব ঘুচাবার নমুনা। উনি একজন প্রতিনিধি বেকারত্ব ঘুচাবার জন্য উনি মানুষের সামনে কেঁদে আকুল। উনার কি সাহস আছে বেকারদের সামনে গিয়ে ন্যায্য কথা বলবার ঃ নেই। আরেক ভাই গোফ, দাড়িওয়ালা, মাঝে মাঝে মুচকী হাসছেন মাননীয় সদস্য তাপস বাবুকে কেন মিসায় এরেষ্ট করা হলো? তাহলে বলতে হবে এম. এ,লে থেকে উনি কোন রকম দুর্নীতি করেছেন আর না হয় করেন নি। যদি উনি না করে থাকেন তাহলে সুখময় বাবু স্বীকার করুক উনি দোষ করেছেন না হয় শ্রীতাপস বাবু দোষ করেছেন। যদি সুখময় বাবু দোষ করেন তাহলে সমস্ত মন্ত্রীসভা দোষী, আর না হয় উনি যদি দোষ করেন তাহলে ওনাকে মিসায় আটক করার প্রয়োজন ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দলীয় কথা নিয়ে এখানে আসিনি শুধু বলতে বাধ্য হচ্ছি এই জন্য যে যদি না বলি তাহলে শাস্ত্রকে অবমাননা করা হয়। কারণ তারা যে আচরণ করেছে শাস্ত্রে আছে 'সঠে সাঠ্যং সমাচারেৎ' এই জন্যই আমি এই কথাগুলি বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আড়াই মাসের মধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা যা করেছে বিগত ৫ বছরেও ওনারা তা করতে পারেন নি। প্রথম কথাই হচ্ছে বাক স্বাধীনতাকে বিগত মন্ত্রীসভা গলা চেপে ধরে রেখেছিল। মানুষ তার সুখ দুঃখের কথা জানাবার জন্যই মন্ত্রীসভা তৈরী করে সুখময় সেনগুপ্তের দরজা বন্ধ থাকত, কোন লোকের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না, তার জন্যই মানুষ ওনার উপর বিক্ষুব্দ। বর্তমান এই কোয়ালিশন

মন্ত্রীসভার কাছে হাজার হাজার মানুষ তাদের আবেদন নিয়ে যাচ্ছে এবং মন্ত্রীরাও তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছে, তাদের সুখ দুঃখের খবর নিচ্ছে। কিছুদিন আগে ত্রিপুরাতে বন্যা হয়েছিল তাতে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পরেছিল। কিন্তু আমরা জানি মন্ত্রীরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে তাদের খোঁজ নিয়েছে, এবং তাদের কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টা করেছে। এটা তো বিরোধীরা অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই রকম করা হয় নি। যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে তাকে আমি প্রতিনিধি বলে মনে করি না। মাননীয় সদস্য যদু বাবু শচিন সিং সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন এবং এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উনি এই কথা বলেছেন উনি নাকি আমাদের অনেকের ভাসুর ঠাকুর। তাহলে আমি মনে করব যিনি এই কথা বলেছেন তিনি ওনার জারজ সন্তান। জারজ সন্তান পিতাকে অস্বীকার করে। যদু বাবুই প্রথম কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসিতে যোগ দিতে চেয়েছেন। এবং তার জন্য উনি আমাদের অনেক বুঝিয়েছেন কিসের লোভে উনি দলত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং আমি বলব আমার ভাষায় এই প্রতিনিধি জারজ সন্তানের উপযুক্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, এখানে ল্যাণ্ড রিফর্ম কমিটি করা হয়েছে বিগত মন্ত্রীসভা উদ্বাস্তুদের জমি হস্তান্তরিত করেছে, তাদের জমি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু সেই সব কিছুই তারা পালন করেন নি। ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা ঠিকমত কাজ করতে পারেনি। বর্তমান মন্ত্রীসভা এইসব কাজগুলি করবার জন্য চেষ্টা করছে।

এই স্বল্পকালীন যে বাজেট হয়েছিল তারাই অর্থ থেকে এই কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে জল সেচের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ। দেখা গেছে বিভিন্ন রাস্তাঘাট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বহু পুল যানবাহনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। সেখানে অতি তাড়াতাড়ি একশান নিয়ে পুল তৈরী করা হয়েছে, রাস্তাঘাট মেরামত করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা হয়েছিল আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন নন ফাংশনারি স্কুল বলতে কি বুঝায়। এই নন ফাংশনারি কথাটা আমার নয়। বিগত মন্ত্রি সভার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলেশ সোম উত্তর দিয়েছিলেন এই রাজ্যে ৭১টা নন-ফাংশনারি স্কুল আছে। সেই নন-ফাংশনারি স্কুলগুলি যাতে নাকি ফাংশান করতে পারে তারজন্য কোন চেষ্টা করেননি। বর্ত্তমানে শিক্ষা মন্ত্রী উনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন নন ফাংশনারি স্কুল বলতে কি বোঝায়। উনি পলিসী নিয়েছেন নন-ফাংশনারি স্কুলে বলতে কোন স্কুল থাকবেনা প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে ঠিক ঠিকভাবে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। পূর্বতন সরকার এর যে বাজেট তারা বুঝতে পারছিল যে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছে যার জন্য তারা বাজেটকে সুন্দরভাবে রূপায়ণ করতে পারেননি। তার জন্য দায়ী তারাই এবং কতগুলি অপরিকল্পিত বিষয়বস্তু এই বাজেটে তৈরী করবার জন্য তারা চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা টের পেয়ে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল দাস মহাশয় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সংগে আলাপ আলোচনা করে কতটা সংশোধন করেছেন এবং জনসাধারণের উপকারার্থে সেখানে ১১ দফা প্রস্তাব রেখেছেন এবং এই ১১ দফা প্রস্তাব প্রত্যেকটি মানুষের উপকারে আসবে এবং সাধারণ মানুষকে আর্থিক সংগতিতে নিয়ে যাবে। এই কথা উনারা অস্বীকার করছেন না। উনারা আমাকে ইংগিত করেছেন যে ভাই তুমিও তো ছিলে। এটা আমি অস্বীকার করছিনা। আমি ছিলাম বলেই যেই মাত্র দেখেছি যে দুর্নীতি দিনের পর দিন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, আমি অনেক দিন তৎকালীন

মাননীয় এম-এল-এদের বলেছিলাম যে দুর্নীতি চলছে তার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। আমার এক ভাই একদিন আমাকে বললেন যে দেখ দুর্নীতির মধ্যে হাত দিতে যেওনা। আমি তোমাকে ২০।২৫টি চাকরি দেব। সত্যি কথা শুনুন উনি বলেছেন

শ্রীমধুসূদন দাস—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন উনি যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে উইথড্র করে নেবেন, আর যদি প্রমান দিতে পারেন তাহলে আমি উইথড্র করে নেব। এইটা স্যার, একসপাঞ্জ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অডার হতে পারেনা। এইটা উনি পার্সনেল্লী এস্কপ্রেস করতে পারেন।

শ্রী মধুসূদন দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক। উনি এখানে অসত্য কথা বলেছেন।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক জন সদস্যের নামে উনি এসব কথা এখানে বলতে পারেন না। এ সম্পর্কে আমি আপনাকে রুলিং দেখাতে পারি। উনি যে বলছেন যে মাননীয় সদস্য শ্রীমধুসূদন দাস ৩০ টা চাকরী দেবেন সেটা আন ফাউণ্ডারী এনেছেন। একটা এসেম্বলীতে উনার বিরুদ্ধে উনি এই ধরণের কথা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস আই নো দেট রুলিং। এই জন্য আমি বলেছি উনি এইটা পার্সনেলী এসপ্রেশান দিতে পারেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় প্রাচীন প্রতিনিধি। তিনি এই রকম একটা অসত্য কথা বলতে পারেন এইটা আমি আশা করতে পারিনি। আমি তো মধুসূদন দাসের নাম এখানে উল্লেখ করেনি। আমি বলেছি যে আমার কথা শুনে কোন কোন সদস্য মুচকি মুচকি হাসবেন। সত্য কথা বললে উনাদের গা জ্বলে যায়। সত্যকে ঢাকা দেওয়া যায়না। এটাকে মাটি চাপ দেওয়া যায়না, পাথর চাপা দিয়ে রাখা যায় না, অগ্নি চাপা দিয়ে রাখা যায় না। সত্য কথা আপনি থেকেই বেড়িয়ে আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন মানুষের কাছে যাই তখন বিরোধী দলের বর্ত্তমান লীডার, উনার প্রতি কটাক্ষ করে অনেক বলেন, আমাকে কবির ভাষায় বলতে হচ্ছে—কে গো তুমি কোথা যাও আল খাল্লা গায়ে, দেখে যেন মনে হয় চিনি তোমারে। কাজেই তুমি যে কে, এবং কি করেছ আমরা তোমাকে চিনি। সুতরাং এই আলখাল্লা গায়ে দিয়ে তিনি যেখানে যান সেখানে হা হতোস্মি। সুতরাং প্রতি পদে পদে এই রকমের কথা বললে, কি করেছেন না করেছেন এই কথা বললে উনাদের গা জ্বালা আরম্ভ হয়ে যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নষ্ট করবনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এখানে কোন সাজেশান রাখতে পারেন নি। তাই আমি এই হাউসের সামনে কয়েকটি সাজেশান রাখছি। সেটি হল ১) প্রত্যেক বৎসর বন্যায় কবলিত হয়েছে ত্রিপুরার বহু মানুষের বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই বন্যার উৎস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় রিজার্ভেয়ের করে দেওয়া হোক। আগে মহারাজার আমলে সমস্ত জায়গায় বাঁধ ছিল। যার ফলে জল সহজে আসতে পারতনা। এখানে লোক বসতির জন্য এই সমস্ত জায়গার নদী নালা পরিষ্কার হয়ে গেছে যার ফলে বৃষ্টির জল সহজেই সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাষিয়ে

নিয়ে যায়। আমি এখানে সাজেশান রাখব প্রত্যেক জায়গাতে রিজার্ভয়ের করে বাঁধ দিয়ে সেই জলকে আটকানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে বন্যা দ্রুত এত গতিতে আসতে পারবে না। এই রিজার্ভয়ের থাকলে আমাদের আরও কয়েকটি উপকার হবে। এক দিকে দিয়ে খরার সময়ে এই রিজর্ভয়ের থেকে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। আর এক দিকে এই রিজার্ভয়ের থেকে মৎস চাষের ব্যবস্থাও হতে পারে। আমি আর একটা সাজেশান রাখতে চাই যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৫৫ পার্সেন্ট ভূমি টিলা ল্যাণ্ড। এই টিলা ল্যাণ্ডের মধ্যে বেশীর ভাগই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমি সাজেশান রাখব এই টিলা ভূমিগুলিকে সমতল করে সমতলের মতই টিলা ভূমির মধ্যে ফলের বৃক্ষ রোপণ করে মানুষের বসবাসের উপযোগী করতে হবে। সেই ব্যবস্থা পূর্বতন মন্ত্রীসভা করেন নি। আমরা এই সাজেশান প্রতি বৎসরই করে আসছিলাম। কাজেই আমি বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার কাছে সাজেশান রখব যাতে ফলের বাগান করে প্রতিটি মানুষকে যাতে বিকল্প ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবেন। এবং ত্রিপুরার প্রত্যেকটি টিলার মধ্যে ফলের গাছ, বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ উৎপাদন হতে পাবে। এবং সেটা আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ভাল ভাবে জানেন এবং তার ব্যবস্থা করে কৃষককে যাতে বাঁচানো যায় তার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর দুই একটি সাজেশান রাখব যেগুলি ত্রিপুরার মানুষের প্রয়োজন, তার জন্য আরও দুই মিনিট বেশী সময় আমাকে দেওয়া হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ইলেকট্রিসিটি করা হচ্ছে কার জন্য, শিল্পের জন্য ইলেকট্রিসিটি, কৃষির জন্য ইলেকট্রিসিটি, আমি বলব ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ইলেকট্রিসিটি, গ্রামে ঘরে সাধারণ তাঁত এবং বাঁশ বেতের কাজ যারা করে, সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রিজের জন্য লাইটের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কারণ তারা দিনের বেলায় অন্য কাজ করে এবং অবসর সময়ে রাত্রিতে সেইসব কাজ করে। কৃষক বিকল্প কাজ হিসাবে এইসব তাঁত এবং বাশ বেতের কাজ রাত্রিতে করে, কাজেই তাদের যাতে ফ্রী অব কষ্ট ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা যায়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এই মন্ত্রীসভাকে বলব।

আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, চিকিৎসার কথা, এই চিকিৎসা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত। আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা যেমন বাধ্যতামূলক করব, তেমনি চিকিৎসাও বাধ্যতামূলক করতে হবে—প্রত্যেকটি গ্রামের মধ্যে ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় পাঠিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষ করে এ্যাম্বুলেন্সের কথা আমি বলব, এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রামে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— অন্যারাবল মেম্বার, নাউ আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু কনক্লুড ইউর স্পীচ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোর্টের উন্নতিকল্পে কয়েকটি সাজেশান রাখছি, আমরা দেখি কোর্টে মোকদ্দমা চলাকালীন মানুষ পথে,

কোর্টের বারান্দায় বসে থাকে কারণ তাদের হাজিরা দিতে হয়, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব যে কোর্টের সামনে একটা ওয়েটিং রুম যাতে করা হয় এবং তাতে বিভিন্ন মানুষ এসে যাতে সেখানে বিশ্রাম নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। আমি মনে করি সেখানে একটা ওয়েটিং রুম করার প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অনেক সময় রাজস্ব এবং জমির খাজনা মকুব করার কথা বলে থাকি, জমির খাজনা কতটুকু মকুব হতে পারে সেটা গভর্ণমেন্ট চিন্তা করবেন, কিন্তু সেই সংগে আমি এখানে একথা বলতে চাই যে কৃষকের ফসল উৎপাদন কি করে আমরা বাড়াতে পারি সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। পূর্বতন কৃষিমন্ত্রী এই সমস্ত কাজে কোনদিনই হাত দেননি, আমি আশা করি বর্তমান মন্ত্রীসভা কৃষক যাতে ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারে সেই দিকে কাজ করবেন।

ইণ্ডাষ্ট্রিজ সম্পর্কে আমি বলব যে ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলার আশে পাশে দেখতে পাই যে কংগ্রেস তাঁদের ৩০ বছর শাসন-কালের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডেভলাপমেন্ট করতে পারেনি, দুই একটা সাধারণ ইণ্ডাষ্ট্রি ছাড়া আর কোন কিছুই নেই এবং সেগুলিও ধ্বংসের মুখে, আমি বর্তমান মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ রাখব সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি পুনর্জীবিত করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ--- প্লীজ কনক্লুড ইওর স্পীচ নাউ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ আমি আর দুই একটি কথা বলব ।

মিঃ স্পীকার ঃ প্লীজ ওয়েট এ ফিউ মিনিটস্। গতকাল হাউস আমাকে এ্যাসিউরেন্স দিয়েছিলেন দুই ঘন্টা এক্সটেণ্ড করা হবে, আশা করি হাউস সেটা রক্ষা করবে ।

(ভয়েস---আজকে হবেনা স্যার)

মিঃ স্পীকার ঃ আই ওয়জ এ্যাসিউরড বাই দি হাউস ইয়েসটারডে। আপনারা জনতার প্রতিনিধি, জনতার জন্য একটু কষ্ট করুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--আজকে জেনারেল ডিসকাশন শেষ করে ডিমাণ্ডগুলি মুভ করে রাখা হোক এবং আগামী কাল তার উপর ডিস্কাশন হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ আজকে আরম্ভ করে কালকে শেষ করুন--

(গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : ওরা অনেক নিয়েছে স্যার, আজকে সময় দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীতাপস দে ঃ স্যার আজকে হাউস এক্সটেনশানের যে প্রশ্ন উঠেছে, আমি সে ক্ষেত্রে বলছি যে যারা কর্মচারী আছেন, তারা সাড়ে নয়টায় খেয়ে এসেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ এ্যাসেম্বলীর কর্মচারীদের কথা বলছেন ? আই ক্যান এ্যাসিউর ইউ দ্যাট দে উইল স্টে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ স্যার আধ ঘন্টা এক্সটেণ্ড করতে পারেন, এর বেশী নয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর দুই তিন মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করব, কারণ আমার কথার ফিনিশিং একটা আছে তো, সেটা বলেতো

আমাকে শেষ করতে হবে। আমি এতদিন বুঝতামনা দেয়ালে লেখা ছিল। 'দিল্লী থেকে আসছে গাঁই, সংগে আছে সি. পি. আই' উনি অনেকদিন অপেক্ষা করে এখন এঁদের সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন স্যার। এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ আমার মনে হয় আলোচনা আজকে দুই ঘন্টা হবে জেনারেল ডিস্‌কাশন, এই কথা হয়েছিল। এর পরে হাউস এক্‌টেনশান করা হবে এই কথা হয়ে ছিল।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী ঃ আমার আপত্তি নেই যদি তারা হাউস এক্‌সটেনশান করতে চান।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ এইসব নিয়ে তাদের সংগে মারামারি হত, এক মিনিট তারা ছাড়বে না, একটা শব্দ তারা বলতে দেবে না। এই ছিল তাদের ট্রেডিশান।

মিঃ স্পীকার ঃ ঠিক আছে এখন ৫-১৫ মিঃ বেজেছে। অনারেবল মেম্বার শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়ালিশন সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা দেখে মনে হচ্ছে (গোলমাল)। কারণ তারা বলেছেন যে এই বাজেটটা তাদের তৈরী নয়। সেটা আগের বাজেটই। আজকে বাজেট ভাষণ দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী যেসব কথা রেখেছেন সেই কথার মধ্যে আমরা দেখেছি বাজেট সম্পর্কে বেশী কথা তিনি না বলে তারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন যেসব কথাবার্তা বলতেন সেইরকম কথাবার্তাতেই পূর্ণ এবং তিনিও বলেছেন (গোলমাল) কেউ কারো গায়ে স্পর্শ করছে না। এই যদি হয় কোয়ালিশন সরকারের অর্থ হয় তাহলে তিনি যে গলিত কুষ্ঠরোগীর সংগে থাকছেন, তাহলে আমি বলব সেই কুষ্ঠরোগীর যে পূজ রক্ত পড়ছে সেগুলি তারা খাচ্ছেন, আর জনসাধারণের দুর্গতির দিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না। আজকে এখানে প্রশাসন সম্বন্ধে অনেক কথা উঠেছে এবং ২১শে জুনের (দৈনিক সংবাদ) পত্রিকায়ও "বেথেলছামের ঘন্টা"--শীর্ষক একটি এডিটরিয়েলও এ বিষয়ে একটা কথা আছে এখানে এই বিধান সভায় গণতন্ত্রের কথা, তারা বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা, এগুলি আর এখন কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না। আরও বিশ্বাস করতে পারছেন না, এই জন্য যে বিধান সভার ভিতর তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সরকার গঠন করেছেন, সেই সরকার বৈধ কিনা, তা প্রশ্নাতিত। যেহেতু বর্তমান যে কেন্দ্রীয় সরকার, যে সরকারের পলিসি যদি কোন সরকার মানে, তাহলে তারা সেখানে কি করতে চাইছে, সেটা আমাদের ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। আমরা দেখেছি যে বিগত লোক সভার নির্বাচনের সময়ে যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার ছিল এবং সেখানে জনতা কংগ্রেসী সরকার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করেছেন, সেই সব রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে আবার গণতন্ত্র চাইছেন এবং সেখানে ভোট হয়েছে এবং ভোটের পরে সেখানে সরকারও গঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে যারা বিরোধী পক্ষ যারা নূতন সরকার করেছেন, তাদের মধ্যে আমরা কি দেখছি? তাদের মধ্যে দেখছি একজন পরাজিত লোক যারা সরকারে আসতে পারে না, তারাও এক দল হিসাবে আছেন, আর অন্য দল হচ্ছে কারা, তারা হচ্ছে যে জনতার

রায়ে গাঁই বাছুরের ছাপ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তারা তাদের খুসীমত দলত্যাগ করে এ' ভোটারদের মতামত না নিয়ে এখানে একটা মিলিঝুলি সরকার গঠন করেছেন। তারা এখনও একে অন্যের বিরুদ্ধে খারাপ খারাপ কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা গলিত কুষ্ট রোগী নিয়ে ঘর করছি। কাজেই এই ধরণের একটা সরকার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি আশা করতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আর এখানে চলছে ফাঁকা আওয়াজ। আমরা রেডিওতে শুনেছি এবং আমরা পত্রপত্রিকাতেও দেখেছি এবং অর্থমন্ত্রী নিজে যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে দেখেছি যে তারা এখানে ৫৫।। লক্ষ টাকা ত্রাণের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এবং বলছেন যে জুলাই মাসের মধ্যেই তারা সেই টাকা খরচ করা শেষ করবেন এবং ত্রাণের কাজ করবেন। এটা তো যাদুর কথা, স্যার। হয়তো যাদুমন্ত্র ছুঁয়ালে এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি যে এই ৫৫।। লক্ষ টাকার একটি পয়সাও আমাদের মফঃস্বলে যায় নি। আমি এই বিধানসভায় যে দিন আসি, তার দুই এক দিন আগে পাণিসাগর বি, ডি, সির মিটিং এর একটা রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে দেখেছি একটা ব্লকের জন্য মাত্র ৮০০ টাকার টেস্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে ওদের বন্যা ত্রাণের নমুনা, স্যার। এই ১লা বৈশাখ থেকে এখন পর্যন্ত যে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে, মন্ত্রীরাও অনেক বন্যা কবলিত জায়গায় গিয়েছেন, এবং প্রত্যক্ষ করেছেন যে অনেকগুলি ছড়ার বাঁধ, নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে দরিদ্র কৃষকদের জমির উপর ১ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত বালি পড়ে গিয়েছে এবং এতে দ্রোণের পর দ্রোণ সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কৈ, সেখান থেকে বালি সরানোর কোন ব্যবস্থা আজ অবধিও হল না। যারা দরিদ্র কৃষক, তারা তো সারা জীবনেও এই বালি সরাবার মতো পয়সা জোগার করতে পারবে না, তাদের পিছনে আজ পর্যন্ত কয়টা পয়সা খরচ করা হয়েছে, তা আমি জানি না, তবে মন্ত্রীরা হয়তো বলতে পারেন। অবশ্য আমরা যারা মফঃস্বলে আছি আমরা যারা গ্রামের সাধারণ মানুষ, আমরা যারা দরিদ্র কৃষক আমাদের জমি মরুভূমি হয়ে গেছে, আর এখানে বলা হচ্ছে যে ৫৫।। লক্ষ টাকা এর জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। কাজেই স্যার, এখানে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয় কারণ উনারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকার গঠন করছেন, আমরা দেখছি এই বিধান সভায় যে সব সদস্য প্রশ্ন করে, তারা তার কোন সদ্ উত্তর পান না। স্যার, আপনিই তো অনেক সময় বলেন, যে আর সাপ্লিমেন্টারী করতে পারবেন না? কিন্তু আপনিই বলুন যদি প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নের জবাব না পায়, তাহলে তার আর প্রশ্ন করার দরকার কি? কোয়েশ্চান আওয়ারটা বন্ধ করে দিলেই হয়, স্যার। কারণ এটা একটা সরল কথা যে একটা হ্যাঁ বা না বললেই যেখানে একটা উত্তর হয়, সেখানে প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে, যেখানে দুই মিনিটের সেখানে যদি আধা ঘন্টা লাগানো হয় এবং আমরা বার বার সাপ্লিমেন্টারী করে যদি তার সদ্ উত্তর না পাই, তাহলে আমরাত সেখানে নাছার। আমরা কি করব? আমরা কি কোয়েশ্চান করা বন্ধ করতে বাধ্য হব? এই আজকের পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে যখন এখানে এই সভায় আলোচনা হচ্ছে, তখন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে অনেক কথা উঠেছে, যে তিনি অনেকগুলি দপ্তর নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। আজকে তো আমরা এখানে দেখেছি যে এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো অনেকগুলি দপ্তর নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এখানেতো সেই ভূমিকাই চলছে, স্যার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলে গিয়েছেন,

যে স্টেক হয়ে রয়েছে। তখন যদি না পচে তো ২।। মাসে আর পচাবেনা। স্যার, উনারা যাদেরকে নিয়ে সরকার করেছেন, সেই বন্ধুদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। কাজেই সেই দপ্তরগুলি যদি বন্ধুদের মধ্যে বণ্টণ করে দেন, তাহলে কে কখন কোনদিক দিয়ে ঠকিয়ে দেয়, তারঠীক নেই, কাজেই তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। দেশ যে ভালোভাবে চলবে এবং ভাল ভাবে চলার জন্য যে আইন, যে নিয়ম আছে, তা না করে ১০-১২ জন মন্ত্রী রেখে, তাদের বিশ্বাস না করে তাদেরকে বঞ্চিত করছেন এবং তিনি নিজেই নিজের পকেটে এ সব দপ্তগুলি রেখে দিয়েছেন। কাজেই যেখানে এই রকম অবিশ্বাস, যাদের নিয়ে ঘর করলেন, তাদের সম্বন্ধেই যদি অবিশ্বাস থাকে, তাহলে দেশের জনসাধারণ কিভাবে বিশ্বাস করবে যে এই সরকার আগের সরকারের চাইতে অনেক ভাল কাজ করবে? আজকে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের কথা বলছেন, যদি এই সি,এফ,ডি বা তাদের দলের সদস্যরাই তাদের নামে এই সব কথা বলেন, তাহলে কি অস্বীকার করতে পারেন যে গত ৩০ বছরে যত অন্যায় কংগ্রেস করেছে, তার চাইতে আপনারা পৃথক। আর এখানে কোন আইন যদি পাশ হয়ে থাকে তো উনারা কি সেই আইনের পক্ষে ভোট দেন নি, দিয়েছেন, সেটা এই হাউসের প্রসিডিংস খুললে দেখতে পাওয়া যাবে। কাজেই আজকে শুধু দোষারূপ করলেই চলবে না, আজকে তাদের নিজেদের কথাও ভাবতে হবে। আজকে কংগ্রেস স্বীকার করছে যে সে দোষ করেছে। এবং সেই দোষের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বহু ক্লেশে তাদেরকে সরকার থেকে নামতে হয়েছে। এখন অবশ্য ঝাড়া মুচা চলছে, যারা দোষী তাদেরকে দল থেকে বাইর করে দেওয়ার জন্য পার্টি চেষ্টা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আড়াই মাস হল এই যে নুতন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যারা দোষী ব্যক্তি, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করবেন, সেই কমিশন আর হচ্ছে না, এটা তাদের ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাদের সেই সৎ সাহস নাই, যদি সত্যি সৎ সাহস থাকতো তাহলে এই ছোট্ট একটা রাজ্যে যেখানে ৯২ জন মন্ত্রী রয়েছেন, সেখানে একটা অন্তত কমিশন গঠন করতেন। কারণ তারা নিজেরাই তো এখানে উদাহরণ রেখেছেন যে অমুক এই করেছেন, অমুক এ' করেছেন। কাজেই তার জন্য একটা অন্তত কমিশন বসিয়ে প্রমাণ করা যেত যে কারা সত্যিকারের দোষী, আর কারা দোষী নয়। কিন্তু সেই রকম সৎ সাহস তাদের আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমি আর আমার বক্তব্য লম্বা করছি না স্যার। কাজেই তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেন না, কারণ এখানে এই সভাতেও কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে খুনের আসামীকে ধরার ক্ষমতাও এই সরকারের নেই। স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছে, ঘটনার পর ঘটনা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দুস্কৃতকারীরা যে কাজ করেছে, তাদের ধরার জন্য, সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কিছুই করেনি, আমি জিজ্ঞাসা করি, তখন তাদের প্রশাসন কোথায় ছিল? কাজেই ভাল ভাল বুলি আওড়ালেই সব সাত্য হয়ে যাবে, এই কথা বিশ্বাস করতে পারি না। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই আসে না। তাদের নিজেদের মধ্যেই কোন সমঝোতা নেই, মুখ্যমন্ত্রী তার দলের মন্ত্রীদের পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি মন্ত্রীদের অনেকের সঙ্গেও আলাপ করে দেখেছি, তারা বলেছে, ভাই কি করব, ফাইল গেলে আর ফিরে আসে না। তাহলে আগের প্রশাসন আর বর্তমানের মধ্যে আমি তো কোন বেশকম দেখছি না। কাজেই তারা এখানে যে সুন্দর

সুন্দর কথা বলছেন দেশের জনসাধারণের ভালর জন্য, শুধু বলতে হবে বলার জন্য যদি না বলে থাকেন, তাহলে অবশ্য আশা করব এবং আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করব, তারা যে সব গঠনমূলক কজে করবেন, সেগুলির সঙ্গে আমরা সহযোগীতা করতে, যাতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। তারপর শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে এই যে গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট, আমরা যখন নুতন বিধানসভায় এসেছিলাম, তখন বিরোধী পক্ষ থেকে এটাকে একটা অবাস্তব পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আজকে কিন্তু তারাই সরকারে এসে বলছেন যে এতে সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কাজেই এখানে কংগ্রেস সরকার কিছু করে নাই এত বড় মিথ্যাকথা জনপ্রতিনিধি হয়ে যাঁরা বলতে পারেন, তদের কাছ থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই আসে না। বরং আমি কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী কালীপদ বানার্জী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৪ দিন ধরে আমি খুব মন দিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য শুনেছি। তারপর এক-সময় শুনলাম যে বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য মনছুর আলী সাহেব বক্তব্য শুরু করেছেন। অমি ভেবেছিলাম যে তিনি যখন প্রায় এক দশক কাল কৃষি মন্ত্রী ছিলেন এবং এই বিধান সভায় ১৯৭৪ সালে জুন মাসে যে সভা হয়েছিল সেই সময় ইমার্জেন্সীর আগে এই বিধান সভা সরগরম ছিল, সেই বিধানসভায় তিনি কৃষি মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন যে সারা ভারতে তিনি কৃষি-বিপ্লব এনেছেন। ত্রিপুরাতে তিনি কৃষি বিপ্লব এনেছেন। সারা ভারতে সেচ প্রকল্প কোন রাজ্য যদি গ্রহণ করতে পারে কাশমীর বাদে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থান এক নম্বর। আমরা তখন বন্ধুর মত ছিলাম এবং আজও বন্ধু আছি। আজ আমরা মন্ত্রী হয়েছি তাতে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয় নাই। আমাদের দল বদল হয়েছে আমি ভেবেছিলাম যে মনছুর আলী সাহেব নিজেকে কৃষক কৃষক বলেন—কৃষি মন্ত্রী—গ্রামের মানুষ, এই সব তিনি যখন বলেন, আমি ভেবেছিলাম হয়ত বা ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারাটা পাল্টেছে। কিন্তু আমার চোখে পড়েনা। আমি উনাকে বলেছিলাম যে আপনি এই ভাবে বলবেননা—মনছুর আলী সাহেব এই ভাবে আপনি লোককে ধোঁকা দেবেন না। আমি তখন দেখেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারাটা কি। তিনি বক্তব্যে বলেছেন এই যে বন্যার ক্ষতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও কিছু সাহায্য দেওয়া হচ্ছেনা। আর অনেকগুলি গ্রামের নাম বলেছেন (ইন্টারাপশান) আমি আপনাদের কোন বাধা দেই নাই। তিনি বলেছেন যে সারা ত্রিপুরার মানুষের আমরা হার্ডি জির-জির করেছি, তাদের শুধু চামড়া আছে তাদের পেটটা মোটা। এই আড়াই মাসে আমরা এই চেহারা করেছি। আমি ৩০ বছরের কথা বলতে চাই না। দশ বছরের কথা বলছি—তিনি যখন বলতেন যে এক সুখী ত্রিপুরা আমরা গড়ে তুলেছি। এই ত্রিপুরার রূপকার আমরা সুখী ত্রিপুরা আমরা গড়ছি ১৯৭৫ সালের মে জুনের এই বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে তিনি বলেছেন সেচ প্রকল্পের দিক থেকে আমরা সারা ভারতের প্রথম স্থান অধিকার করেছি—কাশ্মীর বাদ দিয়ে অবশ্য। তাহলে আমরা ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি তিনি গরিবী হটিয়েছেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রী মনছুর আলী ঃ—আমি বলেছিলাম যে সিজনেল বাঁধের মাধ্যমে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। স্থায়ীভাবে আমরা কিছু করতে পরি নাই।

শ্রী কালীপদ বানার্জী ঃ—১৯৭৫ সালের কথায় আমি আরও বলব যে এইগুলি হচ্ছে ওয়েস্টফুল এক্সপেণ্ডিচার। এই সিজনেল বাঁধ হচ্ছে একটা দুর্নীতির বাসা এটাকে বন্ধ করুণ। আমিই প্রথম বলেছিলাম। আমি মনছুর আলীকে কোন কটুক্তি করবনা। তিনি বলেছিলেন যে আমরা সবুজ বিপ্লব এনেছি এবং ত্রিপুরার মানুষের কোন অভাব নেই। আর তার পরবর্তী অবস্থায় তিনি বলছেন যে আড়াই মাসের রাজত্বে আমরা সব শেষ করেছি। আমি এই কথা বলছিনা যে আমরা অনেক কিছু করেছি ত্রিপুরার মানুষের জন্য। কিন্তু আড়াই মাসের ফলশ্রুতি কি এই যে আমরা ত্রিপুরার মানুষের রক্ত শুষে নিয়েছি তাদের আমরা পেট মোটা করলাম—এই কথাই কি উনি বলতে চেয়েছেন? আমার সেখানে আপত্তি হচ্ছে (ইন্টারাপ্শান) তিনি যদি বলতেন যে আমরা যে ভাবে রাজ্য চালিয়েছি সেই ভাবে যদি আপনারা রাজ্য চালান তাহলে ভুল হবে। তাহলে আমরা খুশি হতাম। মনছুর আলী সাহেব আপনি দায়িত্বশীল মন্ত্রী ছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি আমাদের বলতে পারতেন যে আমাদের এই করা উচিত আমরা শিখে নিতাম। আমরা খুশী হতাম যদি তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলতেন। তিনি বলেছেন– তিনি ৫৫ লাখ টাকার কথা সেখানে জুড়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি এটা ভাল করে পড়ে দেখেন নি। এই ৫৫ লাখ টাকা খরচা করা হবে যা এরা আগে করেন নি। কিন্তু ৬ষ্ঠ ফিনান্স কমিশন বলেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে খরা হবে বন্যা হবে, তার জন্য পার্মানেন্টলী খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদি তোমরা করতে পারবে না।' কিন্তু এমন সব অঞ্চল আছে সেই সব অঞ্চলে প্রতি বছর খরা বন্যা হয় সে জন্য বিশেষ ভাবে প্লেন করে কাজ করতে হবে। এই কথা ৬ষ্ঠ ফিনান্স কমিশন পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছে। সুখময় বাবুর সময় তখন এটা হয় নাই। তখন উনারা মন্ত্রী ছিলেন আমরা সদস্য ছিলাম এই কৈলাসহরে বন্যা হয়েছে কমলপুরে বন্যা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সুনিল বাবু আমাকে বলেছেন যে একটা অঞ্চল ভেংগে গিয়েছে। যদুপ্রসন্ন বাবু বলেছে যে খোয়াইয়ের একটা অঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই অঞ্চলে কি হয়েছে? মুখ্য মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে এস. ও. এস পাঠিয়েছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্য জলের নীচে। আমার মনে আছে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্য জলের নীচে—সাহায্য পাঠাও। আমর মনে আছে সাহায্য তারা পাঠিয়েছিলেন—লাখ লাখ টাকা সাহায্য আসে, কোথায় সাহায্য করা হয়েছে? কোন সাহায্য করা হয়েছিল? করা হয়নাই। লোক কিছু বলে নাই কারন তখন ইমাজেন্সী ছিল। সেই ইমাজেন্সীর সুযোগ নিয়ে গরীব মানুষের জন্য যে সাহায্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে সেই সাহায্যের টাকা খরচা করা হয় নাই। আমি সুখময় বাবুকে জিজ্ঞাস করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য যে সাহায্যের টাকা এসেছে সেই টাকা কেন আপনি খরচা করছেন না? তিনি আমাকে বলেন যে রামকৃষ্ণ আশ্রমকে টাকা দিয়ে দিয়েছি,—বিভিন্ন মিশনকে দিয়ে দিয়েছি। আপনি কৈলাসহরের মানুষ, আপনি কৈলাসর থেকে এসেছেন আপনি জানেন যে কৈলাসহরে কি কি কাজ হয়েছে।

আমি সেই সময় সুখময়বাবুকে বলেছিলাম যে টাকা এসেছে খরচ করুন। তিনি বললেন না আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমকে দিয়ে দিয়েছি। আপনি স্যার, কৈলাসহরে আছেন

আপনি জানেন রামকৃষ্ণ আশ্রমকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি এই রাজ্যের নাম করে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাহায্য আনা হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র থেকে এই রাজ্যের নাম করে ইমার্জেন্সির সুযোগ নিয়ে ভিক্ষা করা হয়েছে। আমি প্রতিবাদ করেছি, অনেকেই করেছে। এই একটা জিনিস নিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের চোখে আমাদেরকে এই ত্রিপুরার মানুষকে ছোট করেছেন। কোন অধিকারে? তার জবাব দিতে পারবেন? কেন আমাদেরকে এই ভিক্ষার পর্যায়ে নিয়ে আসা হল। শুধু মাত্র এক ব্যক্তির জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। তার তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। তদন্ত কমিশন করা হবে। এটার কোন দরকার ছিল? যদি তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থাটা কি, তার আয় কত, বলা হত তাহলে কি কেন্দ্র বুঝত না? আজকে যদি আপনারা না বুঝেন, বুঝেও যদি না বুঝার ভান করেন, তখন যারা এই বিরোধী বেঞ্চে বলেছিলেন তাদের থেকেও আপনারা গুরুতর। মনে হয় যেন আপনাদের কোন দায়িত্ব নেই। নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করেছি, এই বিধানসভায় করেছি। ইন্দিরা গান্ধী, সেই ভদ্রমহিলাকে কেন টানছেন? এই সুখময়বাবু এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্য যারা ছিলেন, আপনারা যাদেরকে ভজনা করছেন তাদেরকে বলছি। তখন বলা হয়েছিল যে সিক্সথ ফাইনেন্স কমিশনের ডিসিশন অনুযায়ী এই ১২ লক্ষের বেশী খরচ করতে পারবেন না। টেস্ট রিলিফের মত কাজ না করে স্থায়ী একটা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা কর। অবশ্য প্রতি রাজ্যের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীও সিক্সথ্ ফাইনেন্স কমিশনের যে রিপোর্ট মেনে নিলেন। পরিষ্কারভাবে সেখানে বলা হয় না এই রাজ্যের আয় কত, এই রাজ্যের রিসোর্স কি, বলা হয় নি যে এই রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র রেখার নীচে বাস করে এবং তাদের অবস্থা কি। কেন্দ্র থেকে বলা হল তোমার রিসোর্স কি? এখানে প্রফেশনের টেক্স বসানো হল এবং বলা হল যে এই আমার রিসোর্স। এখানে প্রফেশন টেক্স করা হয়েছে যার বাৎসরিক আয় তিন হাজার টাকা তাকেও টেক্স দিতে হবে। এই ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু পরে বাদ পড়েছে। যাইহোক তিন হাজারওয়ালারা বেঁচে গেছেন। তবুও এ রাজ্যের বাস্তব অবস্থাটা বলা হয়নি। এ রাজ্যের ভূমিহীনদের কথা বলা হয় নি। উদ্‌বাস্তু যারা পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছিলেন তাদের পুনর্বাসনের কথা বলা হয় নি। এ রাজ্যে যারা ট্রাইবেল তাদের আর্থিক অবস্থা কি? তা তুলে ধরা হয় নি। আমার শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই সেই চিত্র সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় নি। এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম চলুন আমরা দিল্লী যাই প্ল্যানিং কমিশনের কাছে বলি, আমি ষ্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার হিসাবে বলেছিলাম; সুনীলবাবুও বলেছিলেন কিন্তু আমাদের সেই কথা গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের এই ষ্টেট ষ্টেটহুড হয়েছে। পূর্ণ রাজ্য হয়েছে। এই রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়াণা, পাঞ্জাবের তুলনা হয় না। চলুন আমাদের অবস্থার কথা আমাদের দুরাবস্থার কথা ফাইনেন্স কমিশনের কাছে বলি। আশা করি তারা দেবেন। এটাকে তো আর ইউনিয়ন টেরিটরি করা যাবে না। আমাদের দুরাবস্থার কথা বললে আশা করি সাহায্য পাব। এই যে ৫৫.৫০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার বার বার প্রতিবাদ করেছে, বলেছে যে তোমরা বাস্তব প্রকল্প গ্রহণ কর এবং এইগুলি যদি না কর টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ওরা তা করে নি। আজকে যেহেতু ওরা বিরোধিতা করছেন, মনসুর আলী সাহেব বলেছেন যে আমি চেষ্টা করেছিলাম

কিন্তু পারি নি। কেন পারেন নি? মনে করুন ৫ লক্ষ টাকা কৃষির জন্য খরচ করা হবে, ২৫টা প্রকল্প গ্রহণ করা হলো, এই ২৫টা প্রকল্পে কতজন লোক কাজ করবে এবং ৫ লক্ষ টাকাতে কত ম্যান ডেজ পাওয়া যাবে এবং কোন কোন জায়গাতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তা যদি আমরা ঠিক করে নিতে পারি তাহলে হবে না কেন? কাজ হচ্ছে। পি, ডব্লিউকে আমরা বলে দিয়েছি যে ম্যানটেনেন্স এর কাজ এই ভাবে আমরা করাবো ১০ লক্ষ টাকার। তাতে কাজ হচ্ছে। কত ম্যানডেজ হবে এবং এই এই পকেটে আমরা কাজ দেব। ফরেস্টের কাজ হাতে নিয়েছিল, এইভাবে কাজ হচ্ছে। আমরা কাজ হাতে নিলাম না, আমরা দেখলাম না, বলছে হয় না। হয় না মানে কি? নয় ছল করে টাকা দিলে কাজ হয় না। তুমি এক লক্ষ টাকা নিয়ে যাও, তোমার খেয়াল খুশী মত খরচ কর। আমরা তখনই পারবা না যখন আমরা বলবো যে এই এক লক্ষ টাকা তুমি খরচ কর এবং তার কোন হিসাব লাগবে না। কিন্তু এই ৫৫.৫০ লক্ষ টাকার হিসাব লাগবে। টেস্ট রিলিফের কাজ করানো হয়েছে কিন্তু গত বছর এক পয়সাও খরচ হয় নি। অনেক মন্ত্রী গর্ব করে বলেছেন যে দেখুন টেস্ট রিলিফের জন্য আমরা খরচ করি নি। কি ক্রেডিট আমাদের। সেই দুস্থ মানুষের কি হয়েছে? ১৯৭৫ সালের ২৮শে জুন যখন ইমার্জেন্সী হলো তখন টাকা তুলে ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয়েছে। কোন লোক পেল না। কোন লোক বলে নাই আমার খাবার নেই, আমার কাজ নেই, মানুষ মরলেও বলতে পারতো না। বলেছে টাকা জমা দিয়ে দাও। আমরা বলেছি এটা কি করলেন? এই মুনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আজকে হয় তো অস্বীকার করতে পারেন। সেই সময়ে আমরা যতটুকু প্রতিবাদ করার ইমার্জেন্সীর আগেও করেছি, পরেও করেছি। এখানে এসেছি মন্ত্রী হওয়ার জন্য নয়। মন্ত্রী হওয়ার যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে সুখময়বাবুর আমলেই মন্ত্রী হতে পারতাম। মন্ত্রী হওয়ার জন্য দলত্যাগ করি নি। দল ত্যাগ করেছি এই জন্য যে এদের সঙ্গে আর থাকা যায় না বলে। আপনারা ভাল থাকুন, আমি খুশী হব। দল ত্যাগ করছি প্রতিবাদ করেই দল ত্যাগ করছি। এই হাউসে করেছি। আপনারা বলেছেন সি, এল, পি, থেকে প্রতিবাদ করুন আবার আপনারাই বলেছেন কিসের সি, এল, পি,? এই সুখময়বাবুর রাজত্ব কালে সাব্রুমে লাঠি চার্জ হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। কেন লাঠি চার্জ?

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে সাব্রুমে লাটিচার্জ করা হয়েছে। এই প্রথম স্যার, সেখানে লাঠি চার্জ করা হয়েছে। আমার সাব্রুমের ভুখা মানুষের উপর লাটিচার্জ করা হয়েছে। পুলিশকে লাটি চার্জ করতে বলে দেয়া হয়েছে। পুশ ব্যাক করা হয়েছে। ইংরাজীতে বলে স্যার, পুশ ব্যাক করা হয়েছে। এই পুশ ব্যাক কেন করা হল। তারা কি কাজ করেছিল, যার জন্য এই পুশ ব্যাক। আমি এই হাউসে দুঃখের সঙ্গে বলাতে বলেছেন যে, না কিছুই হয় নি। আমি তখন স্যার, এ্যাস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দিল্লী ছিলাম। সেখানে আমি খবর পাই। ফেরার পথে কলকাতায় আমার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম কি হয়েছে? তিনি বলেছেন যে, 'কিছুই হয় নি। তুমি গিয়ে নিজে দেখ। দেখে যদি খুশি হতে না পার, তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব। আমি গিয়েছি, গিয়ে সব দেখেছি। হাসপাতালে গিয়ে লিস্ট এনেছি। আমি খবর নিয়ে জানলাম ভুখা মানুষরা এসেছিল এস, ডি, ও'র কাছে, কাজের আশায় কিন্তু সেখানকার এস, ডি, ও-এর নির্দেশে তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়েছে।

আমরা স্যার, ল্যাঠি চার্জ করব না কারো উপর, আমরা যতটুকু করতে পারব, ঠিক ততটুকুই করব। আমরা নয় ছয় করব না। চুরি যাতে না হয় আমরা সেটা দেখব। যেটা ওরা করছের, সেটা আমরা করব না স্যার, এর আগে বহু জায়গাতেই স্যার, লাঠি চার্জ হয়েছে, কিন্তু আমার সাব্রুমে এই প্রথম লাঠি চার্জ হল। স্যার, আজকে যারা এ বিরোধী আসনে বসে আছেন, তাদের মধ্যে কোন কোন সদস্য, এমন কি মন্ত্রী পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এটা সত্য। কিন্তু তাঁরা কিছু করতে পারেন নি। তবে তাঁরা না পেরেও তাল দিয়ে গেছেন। বলেছেন কি করা যাবে, কি করা যায় দেখা যাবে। যাই হোক, আমরা মাত্র এই আড়াই মাস হল সরকারে এসেছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সমালোচনা করেছেন ঠিকই, তবে কোন সমালোচনাই বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল রেখে করা হয় নাই। কিন্ত স্যার, প্রত্যেকটা মানুষের দিকে (ভয়েসেস:— চাকুরীর কথা বলুন, বদলীর কথা বলুন) বলব নিশ্চয়ই। ধৈর্য্য ধরে শুনুন ঃ দেখবেন সবই আছে। মনসুর আলী সাহেব বলছেন, তাঁবা, যে জায়গা এ্যালট করে গিয়ে ছিলেন সেই জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু লিষ্টি টিপিটি দিন। অবশ্যই আমরা দেখব। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে—

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লিষ্ট দেব উনার হাতেই। আজকেই দেব স্যার। উনি যে লিষ্ট চাইছেন, সেটা দেব স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—হ্যাঁ, দেবেন। দিলে পর অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। তিনি অনেকগুলি গ্রামের নাম বলেছেন। তিনি কি ওদের বাড়ী গিয়েছেন? তিনি বলেছেন এই বাড়ীর মানুষের এই হয়েছে, সেই হয়েছে, এ ধরণের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমর ধারণা হয়তো তিনি কারো কাছ থেকে শুনেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করছি, আদৌ কি কাউকে জমি দেয়া হয়েছিল? খাজনা আদায় কার জন্য, চাঁর বছরের খাজনা আদায় করার জন্য পড়চা দেয়া হয়েছিল। কাউকে স্যার, তাঁরা জমি দেন নি। আমার অঞ্চলের কথা আমি জানি, আমি বলতে পারি; পচড়া দেয়া হয়েছে স্যার, জমি দেয়া হয় নি। তাদের বলা হয়েছে স্যার, এই হয়েতে টাকা পাবে, ১৯১০ টাকা পাবে। তারা স্যার, আমি জানি নিজেদের গরু বিক্রি করে খাজনা দিয়েছে। তিনি সেই পচড়ার কথা বলে থাকেন তাহলে আমি বলছি স্যার, আদৌ কোন জমি তাঁরা দেন নি। তাঁরা যদি সেটলম্যান্ট দিয়ে থাকেন, আর এই সরকার যদি তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে থাকে, এরকম কোন অভিযোগ পেলে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। এই আশ্বাস আমি তাদের দিচ্ছি। তারপরে বলেছেন; লিষ্টি করে বদলী করা হচ্ছে। আমি জানি না। এরকম কথা হয়েছে কিনা, আমার জানা নাই। (শিশুত কি করে জানবেন) (শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—ট্রান্স-ফারেবল চাকুরী যখন তখনত বদলী করা হবেই।) আবার কেহ কেহ স্থায়ী, অস্থায়ীর কথা বলছেন। এবং কোন কোন সদস্য সেই সম্পর্কে আরো জোরদার করার জন্য বলেছেন। আমরা ইরিগেশানের সঙ্গে ইনভেষ্টিগেশান বলে একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে প্রচুর জমিতে সেচের আওতায় আনা যাবে। এবং এর ফলে কৃষকের সুবিধা হবে। তারপর আরো বলা হচ্ছে পূর্বতন সরকার যে প্রকল্প গুলি হাতে নিয়েছিলেন সেগুলি পরিবর্তন করা হয় নি কেন? উনারা জানেন, প্ল্যানিং কমিশনারের এ্যাপ্রুভ যে প্ল্যান, সে প্ল্যান পরিবর্তন করা যায় না। এটা তাঁরা ভাল করেই জানেন।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে দিল্লীতে বৈঠক হয়, এবং সেখানে এই প্ল্যান নেয়া হয়। অর্থাৎ নভেম্বরে যে, এলকেশান নেয়া হয়েছে, সেটা বদলানো যায় না। প্ল্যানিং কমিশান তোমাদের এই টাকা দিচ্ছে, এই খাতে তোমরা টাকা খরচ করো। সুতরাং এই প্ল্যান বদলানো যাবে। (শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---তাহলে বলুন আপনারা কংগ্রেসের প্ল্যান নিয়ে আজ করছেন।) না, কংগ্রেসের প্ল্যান নিয়ে কাজ করি নি। এই প্ল্যান অফিসাররা তৈরী করে দেন। অজিত বাবু জানেন। তিনি এই প্ল্যানিং কমিশনে ছিলেন। আর যদি আপনারা না জনেন, যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার চান দেশের সমস্ত গণমুখী করার জন্য। যাতে সমস্ত লোক সমান ভাবে সুযোগ সুবিধা পায়।

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনি আর কতটুকু সময় নেবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---আধঘন্টা বলব স্যার। সি, পি, আই দলের মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন; ভারত সরকার যে ব্যয় সংকোচের প্রস্তাব নিয়েছেন, রাজ্য সরকার তা গ্রহণ করবেন কি না। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এটা অবশ্যই করা হবে। সমস্ত রকম বাজে খরচ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে। যে খরচ না করলেও হবে, সেগুলি অচিরেই বন্ধ করা হচ্ছে।

মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বাজেটের লক্ষ্যগুলিকে ভুল করে বলেছেন কি বলা হয়েছে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় পরিস্কার আছে অনুমান করা হচ্ছে একটা ব্যাক গ্রাউণ্ড দেওয়া হয়েছে সারা ভারতবর্ষের চিত্র তারপর বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা আশ্চর্য্যের কিছু নয় যে, এখনও রাজ্যে ৫০ হাজার শিক্ষিত বেকার তালিকাভুক্ত আছে সেই সঙ্গে গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাও প্রচুর যাদের ভাগ্যে বছরে ১৫০ দিনের বেশী ৫০ দিনও কাজ জোটেনা। অনুমান করা হচ্ছে এই রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে আছে ত্রিপুরা সম্বন্ধেও যদি আমরা মূল বিষয়গুলি মনে করি এই বিষয়গুলিকে আমাদের মনে রাখতে হবে এই রাজ্যের এটাই হচ্ছে বাস্তব চিত্র তাহলে আগামী সুদক্ষ বাজেটের মূল লক্ষ্য নির্দ্ধারণের জন্য সহায়ক হবে। এই যে মূল লক্ষ্য ত্রিপুরায়, সুনীল বাবুই বলেছেন যে মূল লক্ষ্য কি সে একটা ভাসা ভাসা কথা যেন ওদের বক্তৃতা থেকে বোঝা গেছে এটার বাংলাও হয়নি, ভাসা ভাসা খাপছাড়া কি কি যেন বললেন। কিন্তু এটা তো পরিষ্কার উক্তি যে এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। এই চেহারার দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়, তাহলে এই চেহারাকে আমাদের পাল্টাতে হবে। এই চেহারাকে পাল্টানোর কি কি হিসাব তা'ও আমার দিয়েছি সেই সম্পর্কে সুনীল বাবুই বোধ হয় বললেন যে দুর্নীতি দুর করার সম্পর্কে কিছু আছে কিনা, দুর্নীতি দূরিকরণ এটা কেমনতর কথা ইচ্ছার উপর কিছু নাই, দুর্নীতি পাল্টানোর জন্য টাকা লাগে না আমরা যদি মনে করি আমরা তুলসী পাতা খাব এবং যা দুর্নীতি করে এলাম এটা দুর হয়ে যাবে তাহলে কোন কথা নেই। যদি দুর্নীতিকে দুর করতে হয় তাহলে তার জন্য পয়সা খরচ তো লাগেই। ষ্টাফ রাখতে হবে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে তার খবর আসবে তার তদন্ত করতে হবে, বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে, দুর্নীতি মানে কি জেলে বা মিসায় আটক করে রাখা, বিনা বিচারে আটক রাখা, তা তো হবে না। তুলসী পাতা খেয়ে যদি বলেন পাপ-টাপ যা করলাম তুলসী পাতা খেলাম বা গোবর জল ছিঁটা দিলাম মাথায়, তাহলে পাপ দূর হয়ে গেল, দুর্নীতির মৃত্যু হয়ে গেল, তা তো নয়।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দুর্নীতিকে যদি রোধ করতে হয় তার জন্য পয়সা খরচ করতে হবে, আজকে দুর্নীতি কোথায় হচ্ছে তার তদন্ত করতে হবে। কাজেই তদন্তকারী অফিসার রাখতে হবে, রাখতে হলে বেতন দিতে হয় আগলা পালটানো কথা নয় যার জন্য যা দরকার, যেই কাজের জন্য যা দরকার তা করতেই হবে। তারপর সুনীলবাবু ঝু ঝ-সুরে বলেছেন পরিকল্পনাগুলি নূতন করে সাজাতে পারতো, নুতন করে সাজালো না কেন? পরিকল্পনাগুলিকে আমরা কাজে রূপ দেব এবং তাকে গণমুখী রাখবো যতটা জনগণের কল্যাণ করা যায় তা দেখবো এবং আমরা বিস্তৃতভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য যা পরিকল্পনা তা গ্রহণ করা হবে। তারপর অশোকবাবুতো সাংঘাতিক কথাই বলে গেলেন যে ঘাটতি পূরণের জন্য কোন আশ্বাস নেই। আমাদের বলেছেন নাবালক, নৃপেনবাবুকে বলেছেন সাবালক, সাপ-ব্যাঙ এই সব তিনি বললেন ভুলে গেছেন সব কিছু তিনি জানেন কিনা আমি জানি না, আমি জানি না বলতে হয় বলেই বলেছেন কিনা, মাননীয় সদস্য যে সব অভিযোগগুলি জানালেন আমার ধারনা মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে গত ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট, গত বছর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহামান্য সুখময় সেনগুপ্ত পেশ করেছিলেন এবং পাশও করেছিলেন এবং তাতে সাড়ে চার কোটি টাকা ঘাটতি ছিল তখন কারা সাবালক ছিলেন কারা নাবালক ছিলেন, কারা সাপ-ব্যাঙ এটা আপনারাই বিচার করুন ঘাটতি পূরণের জন্য সুখময়বাবু কি কথা রেখেছিলেন আর এখানে কি রাখা হয়েছে যে টেক্স—(গণ্ডগোল) তা তো আপনারা জানেনই এবং তা তো আপনারা বলতে পারতেন কিন্তু তা তো আপনারা বলেন নি, আপনারা তো এই অভিযোগ আনেন নি যে এই সরকার বরাদ্দ করেছে।

শ্রীঅজিত ঘোষ—আমি নিজে এনেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—না আপনি আনেন কি এখন আনছেন লেখা আছে জানি না ঘাটতি পূরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয় নি রাখা হয়েছে ঘাটতি পূরণেরর জন্য একটি মাত্র প্রস্তাব টেক্স। এখানে প্রস্তাব যেটা রাখা হয়েছে সেটা টেক্স সম্পর্কে তারপর শুনুন আমি আরও ডিসকাশন করে দিচ্ছি রাজ্য পর্যায়ে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়েই সম্ভাবনা আদৌ নেই। আমরা কোন লোকের উপর টেক্স বসাতে পারি না এমনিত্রেতে মানুষের অবস্থা খারাপ, এ কথা স্বীকৃত অভূতপূর্ব বৃষ্টিতে দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে তাঋণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ পুরানো বকেয়া রাজস্ব কার এইগুলি জোর করে আদায় করা চলবে না ঋণ আর বকেয়া রাজস্ব আগের সরকরে জোর করে আদায় করে নিয়েছেন। মোটামুটি বর্ত্তমান আইন-কানুন পরিবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি কোথায় কিভাবে করা যায় তা চিন্তা করতে হবে। আমি যে কথা বলছিলাম প্রভিশন্যাল টেক্স এর কথা আমরা দেখছি যে প্রভিশান্যাল টেক্স কোন পর্যায়ে নেওয়া যায়, বড় বড় মানুষের উপর ধার্য্য করা যায় কিনা এবং সুনীলবাবু যে কথা বলেছেন যে চা-বাগানের মালিকদের কাছ থেকে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করা যায় কিনা এই বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে। এখনও হিসাব করি নি। ভারত সরকারের নিকট থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করব (ভয়েসেস—দেবে তো) কেন দেবে না। আমি এতক্ষণ বলছিলাম আমার রাজ্যের অবস্থা এটা কোন দলের কথা নয় এটা কংগ্রেসের কথা নয়, এটা সি,এফ,ডি-এর কথা নয়, এটা সি, পি, এম-এর কথা নয়, এটা সি, পি, আই-এর কথা নয়, এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য, এ টাকার প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এ টাকার প্রয়োজন। ত্রিপুরা দরিদ্র মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এ টাকার প্রয়োজন। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, এ টাকার প্রয়োজন। ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষের জন্য তার জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন রাখবো এবং ঘাটতি পূরণ করবার চেষ্টা করবো। গত বৎসর কি হয়েছে ত্রিপুরার নিজস্ব রিসোর্স যেখানে নেই, সেখানে গত বছর সাড়ে চার কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছিল

এবং পাশও হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সেলস্ টেকস্ নেই। তারপর শ্রীমতি মাননীয় সদস্যা বাসনা চক্রবর্ত্তী গ্রামের এলাকায় অধিক সংখ্যায়ক ব্যাংক খোলার কথা বলেছেন, আরও বলেছেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ ব্যাংক কাকে বলে তারা সেটা জানে না। তিনি আশা করতে পাবেন না সে অঞ্চল অর্থাৎ পাহাড়ী অঞ্চল দুর্গম অঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা হবে। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি যে এ বছরই জুলাই মাসে ৪টি শাখা খোলা হবে কাঠালিয়া, কাকড়াবন, রাজনগর, মহারানী। এর পরবর্ত্তী সময়ে গণ্ডাছড়া, অম্পি, দশদা, পেচারথল, ফটিক রায়। ২০টি ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে এর মধ্যে এটা জেনে রাখুন। অজিত বাবু সব জানেন কিন্তু যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি কিছুই জানেন না। আমি বলছি দুর্গম অঞ্চলে শাখা খোলা হবে।

মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত মহাশয় বলেছেন সরকার দুর্দশাগ্রস্ত লোক থেকে দেড়া বীজ নিচ্ছে এই কথা ঠিক নয়। আমি সেই জন্য বলছি একটি বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য, এক কেজির পরিবর্তে দেড় কেজি আদায় করা হবে, তা দিয়ে বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। এটা সুণ্ঠু অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখি সময় মত বীজ পাওয়া যায় না এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। মিজোরাম থেকে আসাম থেকে আমাদের বীজ আনতে হয়। এবং এই জন্য আমরা চাই একটা বীজ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে।

Mr. Speakcr—Hon'ble Minister you have taken about 40 minutes.

শ্রী কান্তি পদ ব্যানার্জী—স্যার আমি কিছুক্ষনের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা সম্পর্কে এখানে অনেক তিক্ত কথা বলা হয়েছে, কিছু না বলে পারছি না। ওনারা বলছেন পুলিশ কোথায় ছিল. মন্ত্রীদের কথা কেউ শুনে না। শ্রী মনসুর আলি সাহেব বলেছেন নেতাজী বড়দোয়ালী স্কুল টেণ্টমেণ্ট করেছে সেই জন্য আমরা ওমেন কলেজে সেণ্টার করেছি। এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, যে অন্যায় 'এবং দুর্নীতি কোন কিছুর কাছে আমরা মাথা নত করবনা এবং আমরা করিনি। পরিষ্কার করে ঘটনাটা বলছি। আমাদের ত্রিপুরার বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান তারা পরিক্ষা পরিচালনা করে। আমি শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য আছে হাউসের কাছে সত্য কথা বলতে। সেইদিন প্রথম শ্রী তাপস দে আমাকে ফোনে জানালেন এই গণ্ডগোলের কথা। সেই জন্য আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতাপস দে কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে বোর্ড থেকে আমার কাছে ফোন এলো যে পরীক্ষা হলে গণ্ডগোল আরম্ভ হচ্ছে। সাড়ে বারটা নাগাদ আমি এই ফোন পেয়ে সাথে সাথে আই. জি. পি কে বললাম পুলিস নিয়ে আসার জন্য। আগে থেকে কোন পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণ এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে তাতে কোন গণ্ডগোল হয় নি সেই জন্য আমরা পুলিশের প্রয়োজন মনে করিনি। আমাদের পুলিশ আনতে

হয়েছে অরুন্ধতীনগর থেকে এবং নরসিংগড় থেকে তাতে আমাদের কিছু সময় লেগেছে। কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী এটা করেছে। তারা স্কুলে ঢুকে শিক্ষকদের কাপড় ধরে টেনেছে. কিছু জিনিষপত্র নষ্ট করেছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাণী বিদ্যাপিট একটা গার্লস স্কুল, সেখানে ছেলেরা গিয়ে খাতা এনে সব ছিড়ে ফেলেছে যখন পুলিশের লাঠি পড়েছে তখন দেখা গেল সব দমে গেল। এবং আমার কাছে দাবী এসেছে পরীক্ষা বন্ধ করে দিন; মাষ্টাররা ভয় পাচ্ছে। আমি কয়েকজনকে জানিয়েছিলাম পরীক্ষা বন্ধ রাখতে। কিন্তু নেতাজী স্কুল এবং বড়দোয়ালী স্কুল বলল পরীক্ষা আমরা বন্ধ রাখতে পারব না, পরীক্ষা আমাদের নিতে হবে এবং সেই জন্যই আমরা নেতাজী এবং বড়দোয়ালী স্কুলের সিট মহিলা কলেজে দিয়েছি। তাতে আমরা দোষটা কি করলাম? আমি একটা কথা বলছি এডুকেশান ইনষ্টিটিউশানে পুলিশ না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমার বিশ্বাস যে পুলিশ নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। এম. বি. বি. কলেজে প্রফেসরদের কাছে চিঠি গেছে নকলের সুযোগ দিতে হবে। তাহলে কি কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ছেলের কাছে আমাদের মাথা নত করতে হবে? না সেটা কখনও করতে পারবনা। আর মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন যে না পরীক্ষা নিতে হবে না, বিরোধী দলেরা যদি বলেন যে বাদ দিয়ে দিন তাহলে আমরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে দিতে পারি। আর না হয় পরীক্ষা নিতে হবে, পুলিশ সেখানে থাকবে।

২৫ তারিখ থেকে যখন স্বাভাবিক ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হল তখন বিজয় কুমার স্কুল থেকে ২ জনকে একসপেল করা হয়েছে, মহিলা কলেজ থেকে ১ জনকে একসপেল করা হয়েছে অসদোপায় অবলম্বন করার জন্য, বোধজং স্কুল থেকে এক জনকে অসদোপায় অবলম্বন করার জন্য একসপেল করা হয়েছে। তবুও ছাত্রছাত্রীরা তার জন্য কোনরকম গণ্ডগোল করেননি বা পরীক্ষা বন্ধ রাখেননি। দুষ্কৃতকারীদের কাছে যদি আমরা মাথা নত করতাম তাহলে এখানে এডুকেশান ইনষ্টিটিউশান রাখা যেত না। দুষ্কৃতকারীদের কাছে মাথা নত করা চলবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে, পুলিশ ছাত্রের উপর লাঠি চার্জ করেছে। এখানে ছাত্রের উপর লাঠি চার্জ করা হয়নি। তারপর উনারা চাকরির কথা বলেছেন। শিক্ষা বিভাগে আমরা কয়েকজন লোককে; যাদের বাবা, মা, বা বড় ভাই সরকারী স্কুলে চাকরি করতেন তাদের অকাল মৃত্যুতে বা চাকরি করতে করতে মারা যাওয়ায় পরিবারের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে; এই ধরনের কিছু লোককে আমরা চাকরি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য অজিত বাবু বলেছেন যে দুই ভাইবোন চাকরি পেয়েছে। আমরা তখন বুঝতে পারিনি। যখন একটি মেয়ে এসে বলল যে আমার বাবা মারা গেছে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবার চলছে না, তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা তাকে চাকরি দিয়েছি। তারপর আর একটি ছেলে এসে বলল যে আমার বাবা মারা গেছে তখন তাকে অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে তাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরে যখন খবর এল যে এরা দুই ভাইবোন তখন একজনের অর্ডার কেনসেল করা হয়েছে। আর একটি ঘটনা হয়েছে কৈলাশহরে সুভাষ দাস বলে একটি ছেলের কথা একজন মাননীয় সদস্য আমাকে বলেছিলেন, অবশ্য তিনি হাউসে বলেননি। তাঁর কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্দেশ দিয়েছি এটা তদন্ত করে দেখার জন্য যে তার পরিবারে কেউ চাকরি বাকরি করে কিনা, যদি সে আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে

চাকরি নিয়ে থাকে তাহলে তার অফার কেনসেল করে দিতে বলা হয়েছে। আর প্রকৃত-পক্ষেই যদি তার পরিবারে কোন লোক রুজি রোজগার না করে থাকে, সত্যিই যদি তার বাবা মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার চাকরি থাকবে। বোর্ডে কয়েক জনকে কনটিনজেন্ট হিসাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বোর্ড ডাইরেকটলী আমাদের আওতায় আসে না। মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু চম্পকনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমাকে বলেছেন। সেই সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পি. ডাবলিউ. ডি.কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা আশা করছি পাঁকা ঘর না হোক অন্তত কাঁচা ঘর অবিলম্বে তৈরী হয়ে যাবে। ডিপ টিউব ওয়েল মেরামত করা হবে, যেখানে যেখানে পায়খানা নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে এগুলি অবিলম্বে মেরামত করা হবে। তার পর স্কুল ঘরের কথা বলা হয়েছে আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইমারী স্কুল এর অবস্থা কি অবস্থায় আছে। বাজেটে যে টাকাই বরাদ্দ থাকুক না কেন তা দিয়ে ব্যাপকভাবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলি মেরামত করা সম্ভবপর নয়। যদি না জনসাধারণ এর সহযোগিতা থাকে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই সব প্রাইমারী স্কুলগুলিকে গ্রামের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে মেরামত করা যায়। এই বছরেই নন-প্ল্যানে আমরা ১৫ লক্ষ টাকা রেখেছি। এই টাকাটা কমপ্লিটলী ম্যানেজিং কমিটির মারফৎ আমরা খরচ করব। আর প্ল্যানে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকাটা দিয়ে শহরাঞ্চলে এবং যেখানে যেখানে সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে সেখানে কনস্ট্রাকশানের জন্য আমরা পি. ডাবলিউ. ডির হাতে দেব। আমার মনে হয় আমাদের সামনে যে অভিযোগ রাখা হয়েছে তার মোটামুটি জবাব দেওয়া হয়েছে। আর রাজনৈতিক সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আমি মনে করিনা কারণ বললে অধিকন্তু হবে। কেননা এই সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য সি, পি. এম এর এবং জনতা দলের সদস্যগণ তার উত্তর দিয়েছেন। আমরা ত্রিপুরার মঙ্গল চাই। আমাদের সামনে যদি ত্রিপুরার দুঃখী জনসাধারণের চিত্র থাকে, তাহলে তাদেরকে সুখী করবার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি আ রা করে যেতে পারব। অপোজিশান সদস্যগণ টাকার বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন, কিন্তু টাকার জন্য কোন অসুবিধা এ পর্য্যন্ত আমাদের হয়নি। বরং দেখা গেছে গত বছর সুখময়বাবুর মন্ত্রীসভা পুরাপুরি টাকা খরচ করতে পারেননি। তবে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, টাকা যাতে অব্যায়িত অবস্থায় পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এবং সম্মিলিত ভাবে ত্রিপুরাকে সুখী গড়ার জন্য একটা পদক্ষেপ দিতে পারব এই বিশ্বাস আমার আছে এবং আমি আশা করব সহযোগিতার জন্য আপনাদের হাত সবসময় প্রসারিত থাকবে।

Mr. Speaker :—Now the general discussion on the Budget is over, I am passing to the next item.

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1977-78.

Mr. Speaker :—Next item of Business is discussion and voting on Demands for Grants for the year 1977-78. In today's List of Business there are 10 Demands for Grants of which Demand No. 8 is Charged. All the Demands for Grants are related to the Chief minister and he will move the Demands

when called upon by me. The Demands and the Cut Motions relating thereto are shown in the Appendix to the List of Business already circulated to the Members. I shall take all the Cut Motions as shown in the 'Appendix' as moved except the Cut Motions of Shri Jaduprasanna Bhattacharjee and Shri Madhusudan Das as they are not present in the House. Their Cut Motions falls through ; First there will be discussion on the Demands and Cut Motions and aftei discussion I shall dispose of the Cut Motions first and there after I shall put the Demands to vote.

Now I would request the Hon'ble Minister Shri Jatindra Kr. Majumder as authorised by the Chief Minister to move the motions one by one on behalf of the Chief Minister.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 18,35,000] exclusive of charged expenditure of Rs. 60,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending in the 31st day of March, 1978 in respect of Demand No. 1, Major Head 211—Parliament, State/Union Territory Legislature & 288—Social Security and Welfare.

DEMAND NO. 2

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,00,000 exclusive of the charged expenditure of Rs. 5,29,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of paym nt during the year ending on the 31st day of March, 1978 in respect of Demand No, 2, Major Heads 212—President, Vice-President, Governor, Administrator of Union Territory (Charged) and 213—Council of Ministers.

DEMAND NO. 4

Mr. Speaker, Sir, on the recommondation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 80,39,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1978 in respect of Demand No. 4, Major Heads—220—Collection of Taxes on Income and Expenditure, 229—Land Revenue, 230—Stamps and Registration., 240—Sales Tax. and 261—External Affairs.

DEMAND NO. 5

Mr. Speaker, Sir, on the rscommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,07,000 [inclusive of the sums specified in col. 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of demand No. 5, Major Heads—239 State Excise and 245—Other Taxes and Duties Commodities and Service.

DEMAND No. 6

Mr. Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,25,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1977) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 6, Major Heads 344 Other Transport and Communication Services, and 241—Taxes on Vehicles.

DEMAND No. 9

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 65,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 9, Major Heads 252-Secretariat General Services, 265—Other Administrative Services (Vigilance) (Guest House Govt. Hostel etc.) and 295—Other Social and Community Services (Celebration of Republic Day) Installation of Commemorative Stone).

DEMAND No. 10

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 60,42.000 [exclusive of charged expenditure of Rs. 1,80,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 10, Major Head 253—District Administration.

DEMAND No. 11

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,53,05,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 11, Major Heads 255-Police, 260 Fire Protection and Control, 265-Other Administrative Services (Civil Defence, Home Guards) and 344—Other Transport and Communication Services (Police Radio).

DEMAND No. 15

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 39, 62,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 15, Major Heads-259—Public Works (Collection and Housing, Building Statistics), 283—Housing (Subsidies Housing Scheme for Plantation Workers). 284—Urban Development (Urban Community Development Pilot Project and Corporation etc.). 287—Labour and Employment.

শ্রীমনসুর আলী ঃ---স্যার, আজকে এখানেই শেষ করুন।

Mr. Speaker :—Is it sense of the House ? To-day's business is carried over. The House stands adjourned till 12 noon of Thursday the 23rd June, 1977.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. *2 by Shri Jitendra Lal Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার পূর্ব-বগাফা গ্রা ম লাউগাং নদীতে জল সেচের জন্য একটা স্লুইস গেইট দেওয়ার পরিকল্পনা বর্ত্তমান সময়ে সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকলে, তা কবে থেকে চালু হবে ?

উত্তর

১।. হ্যাঁ।

২। প্রস্তাবটি পরীক্ষাধীন পর্য্যায়ে আছে। প্রস্তাবটি আর্থিক এবং প্রযুক্তির দিক হইতে অনুকুল বিবেচিত হইলেই রূপায়ণের প্রশ্ন উঠিবে।

Admitted Starred Question No. *5 by Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির সংস্কারের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

২। ধর্মনগর বাজার সন্নিকটে শ্মশাণ খোলার ভিতর দিয়ে শ্মশাণ কালী বাড়ীর পাশ দিয়ে এবং পরে জুড়ি নদীর পূর্ব পার হয়ে যে রাস্তা দক্ষিণ নয়াপাড়া রাজবাড়ী সীমান্তে জুড়ি নদীর উপর বাঁশের পুল পর্য্যন্ত গিয়েছে সেই রাস্তা।

৩। ধর্মনগর নয়াপাড়ার ওয়াটার সাপ্লাই-এর পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা (যে রাস্তা নয়াপাড়া পূর্ব চন্দ্রপুর রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়েছে)?

উত্তর

১। এই রাস্তাগুলি পূর্ত বিভাগের তালিকাভুক্ত নহে এবং আপাততঃ এই রাস্তাগুলির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ইহার উত্তর ১নং প্রশ্নেই দেওয়া হইয়াছে।

৩। ইহার উত্তর ১নং প্রশ্নেই দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 14 By Shri Madhusudan Das.

Will the Han'ble Minister in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased ta state—

১। ইহা কি সত্য যে ভারতীয় সংবিধানের ৩১১ ধারার মাধ্যমে যে সকল সরকারী কর্মচারী বরখাস্ত হয়েছে তারা পুনরায় চাকুরীতে বহাল হচ্ছে?

২। ইহা কি সত্য যে ৩১১ ধারায় বরখাস্ত ঐ সকল কর্মচারীকে পুনর্বহালের জন্য আদালতে শরনাপন্ন হয়েছিলেন?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহা হইলে আদালতের রায় কি?

উত্তর

১। বিষয়টি সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

২। হ্যাঁ

৩। ১৯ জন কর্মচারীর রিট পিটিশন্‌স সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্ট এই আদেশ দেন যে, সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দরখাস্তগুলি গ্রহণ যোগ্য নহে। ৮ জন কর্মচারীর রিট পিটিশন্‌স আদালতে বিচারাধীন আছে।

QUESTION

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 22

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ে যারা আর, আই, পি লোন পেয়েছেন, তাদের নাম, ঠিকানা ঋণের টাকার অঙ্ক এবং কি ধরণের শিল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ (মহকুমা এবং বৎসর ভিত্তিক)

২। এবং ঐ সব ক্ষেত্রে ঋণ দানের ভিত্তি কি ছিল?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। শিল্পের উপযোগীতা ঋণ গ্রহীতার উপযুক্ততা বিচারক্রমে স্টেট এইড টু ইণ্ডাস্ট্রিজ রুলস্ ১৯৪৯ ইং সনের সর্তের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

STATEMENT OF RURAL INDUSTRIES PROJECT
LOAN FROM *ST APRIL, 1972 TO % *ST
MARCH, 1977

DHARMANAGAR SUB DIVISION YEAR :- 1972-73

Sl. No.	Name & address of the loanee	Name of Industry	Amount of loan received by the loanee.	Remerks
1	2	3	4	5
1.	Sri Bidhu Bhusan Deb, Dharmanagar, North Tripura.	Brick kiln	39,000/-	
2.	Sri Dhirendra Kumar Deb, Dharmanagar, North Tripura.	Sheet Metal Products.	20,000/-	
3.	Shri Haridhan kar, Dharmanagar, North Tripura.	Servicing & repairing workshop	10,000/-	
4.	Shri Narendra Ch. Debnath, Office Tilla, Dharmanagar	Mfg, of Cycle parts & Ricksbaw body & repairing	6,000/-	
5.	Sri Kshitish Ch Nandi, Dharmanagar Bazar, Dharmanagar. North Tripura.	Ice Factory.	20,000/-	
6.	Sri Ganesh Lal Ghorawath & others, Dharmanagar, North Triputa.	Ginning Mill	30,000/-	
7.	Sri Dhirendra Lal Dey, Kurti Road, Dharmanagar. North Tripura.	Mfg. of Washing Soap.	17,000/-	
8.	Sri Bireswar Rn. Biswas, Kameswar Goan, Dharmanagar, North Tripura.	Tailoring	10,000/-	
9.	Sri Sukhdeb Nath. prop. Sankat Candle Mfg. Dharmanagar, North Tripura.	Washing Soap & Candle mfg.	13,000/-	
10.	Smti. Prativa Bala Dey. Thana Road, Dharmanagar, North Tripura.	Distilled Water & Storage of Battery.	5,000/-	

1	2	3	4	5
11.	Sri Kounish Ranjan Dhar, Thana Road, Dharmanagar, North Tripura.	Basketry.	3,000/-	
12.	Sri Narendra Ch. Nath, Padma pur, Dharmanagar, North Tripura.	Lime mfg. Industry.	9,000/	
	KAMALPUR SUB DIVISION.			
13.	Shri Krishna Singha, Halahali, Kamalpur, North Tripura.	Rice & Oil Mill	15,000/-	
	KAILASHAHAR SUB-DIVISION			
14.	Smti. Priyalata Ghosh, Ghosh, Bidyanagar, Kailashahar,	Readymade Garments	1,500/-	
15.	Md. Answar Mia, Kailashahar. Kanakpur, North Tripura.	Motor Repairing & servicing.	15,000/-	
16.	Shri Birjit Sinha, Paitur Bazar, Kailashahar. North Tripura.	Carpentry	5,000/-	
	KAMALPUR SUB-DIVISION.			
17.	Shri Mohan Deb Barma. Kalachera Kamalpur.	Carpentry	3,000/-	
18.	Shri Subash Ch. Ghosh, Kamalpur North Tripura.	Oil Ghani	5,000/-	
19.	Shri Durgapada Choudhury, Kamal-pur.	Timber Sawing	6,000/-	
	KAILASHAHAR SUB-DIVISION			
20.	Jogesh Chandra Roy. Kailasha-har North Tripura.	Ayurvedic dedicine.	1,000/-	
21.	Shri Amulya Bhusan Chakraborty, Kailashahar, North Tripura.	Rice Mill	10,000/-	
22.	Shri Ananda Mohan Rishidas, Kailashahar, North Tripura.. Kailashahar Bazar.	Musical Instruments,	1,000/-	
23.	Shri Jyotirmoy Roy, Kailashahar, North Tripura.	Candle mfg.	3,000/-	

1	2	3	4	5
24.	Smti. Ranuprava Das, Kailashahar, North Tripura.	Readymade germents,	3,000/-	
25.	Md. Abdul Suttar, Tilla Bazar, Kailashahar, North Tripura.	Carpentry	5,000/-	
26.	Shri Sudip Ranjan Bhattacharjee, Kailashahar, North Tripura.	Rickshow body mfg.	5,000/-	
27.	Shri Nityananda Paul, Kailashahar North Tripura.	Fitter mfg.	5,000/-	
28.	Shri Santosh Deb Roy, Kailashahar, North Tripura.	Printing Press.	5,000/-	
29.	Shri Raihharan Rishidas,, Kailashahar, North Tripura, Vill. Motor Stand.	Shoe making	2,000/-	
	DHARMANAGAR SUB-DIVISION			
30.	Shri Shyama Kanta Dey, C/O. Dey Brother Watch Co., Dharmanagar, North Tripura.	Watch Repairing.	10,000/-	
31.	Shri Rakesh Ch. Deb, Dharmanagar, North Tripura, Dharmanagar Bazar.	Brick kiln	25,000/-	
32.	Shri Birendra Ch. Roy, Ramkrishna Candle Factory, Dharmanagar North Tripura.	Candle mfg.	4,000	
33,	Shri Rabindra Kumar Paul, Mike & Electric Supply, Kalibari Road, Dharmanagar, North Tripura.	Elect. Servicing & repairing work shop.	5.000	
34.	Shri Bipin Behari Nath, Vibekananda Road, Dharmanagar. North Tripura.	Carpentry	5,000/-	
35.	Shri Kaunish Ch. Dhar, Dhar Industries, Thana Road, Dharmanagar. North Tripura,	Busketry.	3,000/-	
36.	Haribandhu Debnath, Haruah, Kala cherra, Dharmanagar, North Tripura.	Sewing Industry.	5,000/-	

1	2	3	4	5
37.	Shri Ramesh Ch. Nath, Padmapur Dharmanagar, North Tripura	Busketry	5,000/-	
38.	Shri Gopal Krishna Kanta Singh, Sanicherra, Dharmanagar, North Tripura	Carpentry	5,000/-	
39.	Shri Gopal Ch Saha, Sri Durga Cycle Stores, Dharmanagar, North Tripura.	Filter Mfg	5,000/-	
40.	Shri Nripendra Ch. Das Subhas, Dharmanagar, North Tripura pally	Servicing & Repairing works.	3,000/-	
	YEAR—1974-75 KAILASAHAR SUB DIVISION,			
41.	Shri Satish Chandra Nath, Dighal Bagh, Dharmanagar North Tripura.	Oil & Rice Mill	30,000/-	
42.	Shri Prafulla Acherjee, Bibekananda Road Dharmanagar, North Tripura	Ayurvedic Medicine	5,000/-	
43.	Shri Sushil Chowdhury, Editor Agradut, Dharmanagar, North Tripura.	Printing Press	10,000/-	
44.	Shri Rashik Lal Nath, Nayapara Dharmanagar, North Tripura,	Photo Binding	1,000/-	
45.	Shri Rabindra Kumar Dhar Padmapur Dharmanagar, North Tripura	Repairing & servicing of Radio.	5,000/-	
46.	Shri Kripesh Chandra Dutta, Pecharthal, Dharmanagar, North Tripura	Bakery	3,000/-	
47.	Shri Himangshu Sekhar Bhattacharjee, Vill Saraspur, P. O Rakhalganj, Dharmanagar North Tripura.	Oil & Rice Mill	5,000/-	
48	Shri Sukumar Debnath, Vill. Dewanpasha, P O. Halflong, Dharmanagar, North Tripura.	Handicraft	2,000/-	
	KAMALPUR SUB-DIVISION			
49.	Shri Tapan Dutta Chowdhury, Mayacharri, Ramdurlabpur, Kamalpur Town, North Tripura.	Candle mfg.	3,000	
	SADAR SUB DIVISION			
50.	Shri Benimadhab Deb, Kunjaban, Agartala West Tripura.	Carpentry	5,000/-	

1	2	3	4	5
51.	Shri Nanigopal Bhuiya, Ranirbazar, West Tripura.	Oil Mill,	5,000/-	
52.	Shri Gopal Chandra Dey, Banamalipur Agartala.	Brick kiln	20,000/-	
53.	Shri Rati Ranjan Bhowmik, Majlishpur Agartala.	Handicraft	5,000/-	
		YEAR :—1974-75		
	KHOWAI SUB-DIVISION			
54.	Sri Nripendra Chandra Das, Subash Park, Khowai, West Tripura.	Bidi making	5,000/-	
55.	Shri Kabindra Ch Paul, Khowai Bazar, Khowai, West Tripura.	Saw Mill	30,000/-	
56.	Sri Tikendra Deb Barma, Vill. Laxminarayanpur, P. O. Gouranga Tilla, Khwoai, West Tripura.	Busketry	2,000/-	
57.	Smti. Nandini Deb Barma, Vill. Laxminarayanpur, P.O. Gouranga Tilla, Khowai, West Tripura.	Busketry	2,000/-	
58.	Sri Dinesh Ch. Deb, Subash Park, Khowai, West Tripura.	Agarbati mfg.	5,000/-	
59.	Sri Jaduprasanna Bhattacharjee, Khowai, West Tripura.	Rice Mill & Wheat Crushing Ind.	25,000/-	
	UDAIPUR SUB DIVISION			
60.	Sri Tarani Ranjan Roy, Udaipur Bazar, P. O, R. K. Pur.	Soda Water & Lamonade	2,000/-	
61.	Sri Haripada Debnath, Gokulpur, Udaipur, South Tripura.	Mfg. Exercise Book-cum-paper bng. making.	5,000/-	
	AMARPUR SUB DIVISION			
62.	Sri Sukumar Sil, Amarpur Bazar, Amarpur, South Tripura.	Battery for Vehicle & Photo Binding.	3,000/-	
63.	Smt. Sushama Podder, C/o. Joyram Dress House Amarpur, South Tripura.	Readymade Garments	4,000/-	
		YEAR :—1975-76		
	SADAR SUB DIVISION			
64.	Sri Madhab Ch. Kar, Sekerkote, West Tripura.	Brass Utensils	3,000/-	

1	2	3	4	5
	KHOWAI SUB-DIVISION			
65.	Sri Nitu Ranjan Roy, Khowai Bazar, Khowai, West Tripura.	Cotton Yarn Dyeing.	4,000/-	
	BELONIA SUB-DIVISION			
66.	Sri Dinesh Ch. Saha, Bankarghat, Belonia, South Tripura.	Saw Mill	15,000/-	
67.	Sri Sridam Ch. Das, Santirbazar, Belonia, South Tripura.	R. C. C. Ring	4,000/-	
68.	Sri Swadesh Ch. Das Chowdhury Bankar Road, Belonia, South Tripura.	Bakery.	4,000/-	
69.	Sri Gopal Ch. Das, Santirbazar, Belonia, South Tripura.	Brick kiln.	15,000/-	
70.	Sri Prasanna Kumar Sutradhar, Jolaibari, South Tripura.	Carpentry	4,000/-	

YEAR—1975-76

BELONIA SUB-DIVISION			
71.	Sri Nepal Ch. Roy, Butan Ch. Roy, Bankar Road, Belonia, South Tripura.	Readymade garments	5,000/-
72.	Shri Harinarayan Debnath, Jolaibari, South Tripura.	Candle Mfg.	5,000/-
KAMALPUR SUB-DIVISION			
73.	Sri Monoranjan Saha, Office Road, Kamalpur, North Tripura.	Printing Press	7,500/-
74.	Sri Paritosh Sil, Singhibill, Kamalpur, North Tripura.	Book binding	3,000/-
SONAMURA SUB-DIVISION			
75.	Sri Harendra Ch. Chakraborty, Sonamura Town, West Tripura.	Paddy Husking	5,000/-
76.	Sri Gouranga Ch, Das, Melaghar Bazar, Sonamura, West Tripura.	Bidi making	10,000/-
SABROOM SUB-DIVISION			
77.	Sri Nalini Kanta Sutradhar, Manubazar, South Tripura.	Furniture making	5,000/-
78.	Sri Priyatosh Banik, Manubazar, Sabroom, South Tripura.	Soda Water	1,000/-

1	2	3	4	5
79.	Sri Matahari Choudhury, North Bhuratali, Satchand, Sabroom, South Tripura.	Rice Mill	10,000/-	
80.	Sri Narayan Ch. Sarma, Manubazar, Sabroom, South Tripura.	Readymade Garments	3,000/-	
	AMARPUR SUB-DIVISION			
81.	Sri Sunil Barman, Amarpur Bazar, Amarpur, South Tripura.	Glass Silvering	5,000/-	
	KAILASHAHAR SUB-DIVISION			
82.	Sri Arun Ch. Dhar, Chantail, Kailashahar, North Tripura.	Rice Mill	10,000/-	
83.	Sri Anil Behari Chakraborty, Paiturbazar, Kailashahar, North Tripura.	Mfg. of Exercise Book	5,000/-	
84.	Sri Sarada Kanta Das, Kacharghat, Kailashahar, South Tripura.	Saw Mill	17,000/-	
85.	Sri Kshitish Ch. Paul, Kacharghat, Kailashahar, North Tripura.	Soap making	5,000/-	
86.	Sri Jyotirmoy Roy, Paiturbazar, Kailashahar, North Tripura.	Candle Mfg.	3,000/-	
87.	Md. Sacha Box, Vill. Kubjar, Kailashahar, North Tripura.	Umbrella mfg.	3,000/-	
88.	Sri Rajkumar Pratap Singh, Bidyanagar, Kailashahar, North Tripura.	Cycle Rickshaw repairing	3,000/-	
	DHARMANAGAR SUB-DIVISION			
89.	Sri Rathindra Kumar Dey, Nayapara, Dharmanagar, North Tripura.	Book binding	2,000/-	
90.	Sri Niranjan Sen, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.	Cabinet Mfg.	1,000/-	
91.	Sri Kshirode Ch. Nath, Tilthai, Dharmanagar, North Tripura.	Oil Dal & rice etc.	10,000/-	
92.	Sri Monoranjan Debnath, Nayapara, Dharmanagar, North Tripura.	Carpentry & Electric Fittings	10,000/-	
93.	Sri Nripendra Kumar Das, Rajbari, Dharmanagar, North Tripura.	Mech. Workshop	5,000/-	
94.	Sri Ramendra Kumar Bhattacharjee, Kalibari Road, Dharmanagar, North Tripura.	Battery Charging	5,000/-	
95.	Sri Kailash Chandra Roy, Old Post Office Road, Dharmanagar, North Tripura.	Mfg. & Repairing of Musical Instruments.	3,000/-	
96.	Smti. Biva Rani Bhattacharjee, Kalibari Road, Dharmanagar, North Tripura.	Book binding	3,000/-	

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 28

By Shri Chandra Sekhar Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়ায় পোদ্দার অয়েল মিল কখন থেকে বন্ধ হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

২। বর্ত্তমান সরকার ইহা চালু করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ২৯-২-৭৬ তারিখ হইতে বন্ধ হইয়াছে। স্পেসাল এনালিস্টের অভিযোগক্রমে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর মালিক তেলের কলটি বন্ধ করিয়া দেন।

২। সরকার এবিষয়ে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চান না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 56,

By Shri Amarendra Saima.
Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মনগরে পাটকল স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলেন ;

২। যদি সত্য হয় পরবর্তীকালে এই স্থান পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 58

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

QUESTION

1. What is the total land taken for setting up of Jute Mills ?
2. Whether it is a fact that only 50 acres of land was decided to be taken for this purpose . and
3. If so, has the dicision been changed ?

ANSWER

1. Total land taken for setting up of the Jute Mill is 41.24 acres

2. No.

3. Does not arise.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 59

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

QUESTION

1. Who had been appointed as Paper Mill Consultants for the paper mill at Kumarghat ?

2. If they were appointed on lowest tender basis ?

3. Whether it is a fact that the consultants appointed by Nagaland were ready to work at much lower rate, and

4. If so, why they were not appointed ?

ANSWER

1. M/S. Development Consultants (private) Ltd., Calcutta have been appointed as Consultants for the Paper Mill near Kumarghat.

2. No tender was invited.

3. No.

4. Does not arise.

Admitted Starred Question No. 66 by Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister, in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বগাফাতে একটি প্লাইউড তৈয়ারীর কারখানা হওয়ার কথা ছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিপুরা সরকার আরোপিত সর্ত্ত পালনে উদ্যোক্তাদের অক্ষমতা।

Admitted Starred Question No. 67 by Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে মোট কতজনকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয় ?

২। এদেরকে কমপেনসেইট করার জন্য বর্তমান সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি হ্যাঁ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ ?

উত্তর

১। ৭৭ জন।

২। যেহেতু কেন্দ্রীয় মিসা আইনে এমন কোন বিধান নাই সেই হেতু মিসা বন্দীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

AMITTED STARRED QUESTION NO 69
By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চোরাইবাড়ী প্যারাছড়া রাস্তার কাজ কোন সনে আরম্ভ হয়?

২। ইহা কি সত্য যে রাস্তায় বা রাস্তার উভয়পার্শ্বে অবস্থিত কদমতলা বাজারের অংশের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই?

৩। যদি সত্য হয়, তাহলে ঐ ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার কারণ কি? এবং ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তা তৈরীর কাজ আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাপ্ত দলিল পত্র অনুসারে দেখা যায় যে তদানীন্তন ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ ১৯৫৮-৫৯ সনে চোরাইবাড়ী প্যারাছড়া রাস্তা উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৬৩ সনে পূর্তবিভাগের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

২। না।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STRRED QUESTION NO. 72.
By Shri Radharaman Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর কদমতলা রাস্তার উন্নয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে এবং ঐ কাজ শেষ হতে কি পরিমাণ সময় লাগবে?

২। মনু মংপুই রাস্তার কাজে কত টাকা খরচ হয়েছে? বর্তমানে ঐ রাস্তা চালু আছে কি?

উত্তর

১। এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য আনুমানিক ব্যয় ১১,২২,৭০০ টাকা এবং ১৯৭৮-৭৯ইং সনে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ৯,৮৪,৬৬৮ টাকা। আংশিক চালু আছে।

Admitted Starred Question No. 76 By Shri Anantahari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরাস্থিত কুমারঘাটে পেপার মিলের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

২। ঐ কাজে বর্তমান সময় পযন্ত সর্বমোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ? এবং ঐ মিল স্থাপনের জন্য কত একর ভূমি একুইজিশান করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরাস্থিত কুমারঘাটের সন্নিকটেই প্রস্তাবিত পেপার মিলে নিম্নলিখিত কাজ হইয়াছে—

ক) "ফিসিবিলিটি রিপোর্ট" তৈরী হইয়াছে।

খ) "প্রজেক্ট রিপোর্ট" তৈরী হইয়াছে।

গ) "কনসালমেন্ট" নিযুক্ত হইয়াছে।

ঘ) "মিল" স্থাপনের স্থান ঠিক করা হইয়াছে।

ঙ) ভারত সরকারের "লেটার অব্ ইনটেন্ট" পাওয়া গিয়াছে।

চ) মিলের স্থান জরিপ করা হইয়াছে ও মাটি পরীক্ষা করণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ছ) "এপ্রোচ রোড" ও "ডাক বাংলো" তৈরী করা হইয়াছে ইত্যাদি।

জ) বর্তমান সময় পর্যন্ত সর্বমোট মং ১৬,১৯,০৭২'২০ টাকা (ষোল লক্ষ উনিশ হাজার বাহাত্তর টাকা ও পয়সা কুড়ি) মাত্র ব্যয় হইয়াছে এবং ঐ মিল স্থাপনের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন ভূমি একুইজিশান করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 88

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that D.M. West wrote a letter to Chief Secretary vide 3821/D.M(W)/Ca/76 dated 24th Dec. 76 seeking an enquiry in regards to Jute Mill.
2. If it is so the context of the letter & the action taken ?

উত্তর

১। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক মেহা নং ৩৮২১/ডি,এম/ডব্লিউ/কন-৭৬, ২৪-১২-৭৬ তারিখের চিঠিতে মুখ্য সচিবের নিকট ত্রিপুরা জুটমিল সংক্রান্ত একটি অভিযোগের সংবাদ জানান। মুখ্যসচিবের অবগতি ও বিহিতের বাসনায় উক্ত চিঠি লেখা হইয়াছিল।

২। ঐ চিঠিতে যে অভিযোগটি উল্লেখ ছিল তাহা নিম্নরূপ ঃ—

ত্রিপুরা জুটমিল কলিকাতা হইতে মালপত্র আনার উদ্দেশ্যে কন্ট্রাকটার নিযুক্ত করার জন্য দরপত্র আহ্বান করিয়াছিল। শ্রী আর,কে,জেন ব্যতীত অন্যান্য কন্ট্রাকটর গণ ৩২ পয়সা কেজি দর চাহিয়াছিল। ইহাই সর্বনিম্ন দর বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রী জৈন ২৮ পয়সা কেজি দর চাহিয়াছিলেন এবং উহাই গৃহীত হয়। শ্রী জেনের কার্য পদ্ধতি এই ছিল যে প্রতিটি আটে মেট্রিক টন বহন ক্ষমতাক্ষম গাড়ীতে জুট মিলের মাল পত্র আড়াই হইতে সাড়ে তিন টন মাল বহন করেন এবং গাড়ীর অবশিষ্টাংশ ক্ষমতায় অন্যান্য খরিদ্দারের মাল বহন করে। ইহাতে শ্রী জৈন অতিরিক্ত লাভ করেন। তাহাকে তখন পর্যন্ত পচাশি হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

পরীক্ষা করে দেখা হইয়াছে যে উক্ত অভিযোগটি সত্য নহে। নিম্নতম দরপত্রের ভত্তিতেই শ্রী আর,কে,জৈনকে কাজ দেওয়া হইয়াছিল। বিষয়টি জুটমিলের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এও আলোচিত হয়। শ্রী জৈনের দ্বারা মালপত্র আনয়ন করায় জুট মিলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চৌষট্টি হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা শ্রী জৈনকে দেওয়া হইয়াছে। (পচাশি হাজার টাকা নহে)।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 94

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state—

QUESTION

1) Whether it is a fact that Dr K.D.Shome, Malaria Medical Officer misappropriated money allotted for purchase of anti-malarial meterials like D.D.T., K. Oil.

2) If so, whether enquiry has been made.

ANSWERS

1 & 2. Various charges have been received by the Govt. Against Dr. K. D. Shome, one of which is alleged irregularities in purchase of light diesel oil. The matter has been investigation by the Anti-corruption Organisation who have submitted a report, The report is under consideration.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 99.

By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এস্টেটে কি কি শিল্প বর্তমানে চালু আছে এবং কি কি শিল্প বন্ধ আছে তার বিবরণ ;

২। চালু শিল্পের মধ্যে কোনটিতে কত শ্রমিক কাজ করছেন তার বিবরণ।

ANSWERS

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর সংযোজন 'ক' ও 'খ'তে দেওয়া হইল।

সংযোজন—"ক"

Sl. No.	Name of running units.	No of workers working.
	At Industrial Estate. Arundhutinagar with extension at Badharghat	
1	Departmental Production Units at Arundhutinagar	
(a)	Handmade Paper	10 Nos.
(b)	Tannery	10 „
(c)	Carpentry	26 „
(d)	Shett-metal & Blacksmithp	24 „
(e)	Vehicle repairing	28 „
(f)	Servicing	5 „
(g)	Production-cum-Service Unit on Blacksmithy, Carpentry & Footwear	9 „
(h)	G.B. Hospital repairing unit	4 „
(i)	Stores section and office etc.	38 „
	Total :—	154 Nos.
2	Corporation (Units run by the Tripura Small Iudustries Corporation Ltd at Arundhutinagar.	
(i)	Fruit Canning Unit	6 Nos.
(ii)	Timber seasoning treatment	
3.	Corporation (Unit run by the Tripura Handloom & Handicrafts Development Corporation Ltd. at Arundhutinagar.	
(i)	Production of furnishing fabrics	21 Nos.
4.	Units run by the Private Entrepreneurs at Industrial Estate, Arundhutinagar.	
(a)	Aluminium utensils mfg. of Tirthamoyee alluminium Products	36 Nos
(b)	Steel furniture and allied products of East Iodia Steel Crafts	12 Nos.
(c)	Spray painting Spray Painting House	1 „
(d)	Fruit Canning of Badal Fruit Products	2 „
(e)	Sawing of timber of Chunilal Banik	7 „
(f)	Moulding & Fabrication of Laxminarayan Banik	6 „
(g)	Bar & Washing Soap Unit of Satyanarayan Soap Factory.	2 „
(h)	Handloom & Handicrafts Units of Praktan Chatra Samabaya Samity Ltd	10 „
	Total :—	76 Nos.

5. Badharghat Production Units (run by the Tripura Small Industries Corporation Ltd. & Tripura Khadi & Village Iudustries Board)

Sl. No.	Name of running units	No of worker working.
(a)	Pharmaceutical Unit run by the T.S.I.C. —	15 Nos.
(b)	Carpentry & Ghani unit run by the Tripura Khadi & Village Industries Board. —	22 Nos.
	Total :	37 Nos.

1	2		3
6.	UNITS RUN BY THE PRIVATE ENTREPRENEURS.		
(a)	Mossaic Tile Works of Ureka Mossaic Co.	—	4 Nos.
(b)	Agri-implements Manufacturing of Shekhar Kar.	—	4 ,,
(c)	Steel furniture making unit of Radheshyam Steel Crafts.	—	5 ,,
(d)	M. S. Rod mfg. by Bhutoria Rolling Mills	—	6 ,,
(e)	Vehicle repairing, servicing unit of Industrial Entrepreneurs Co-operative Society.	—	3 ,,
		Total :	22 Nos.
(B)	AT INDUSTRIAL ESTATE, UDAIPUR. DEPARTMENTAL RUNNING UNITS.		
(a)	Carpentry.	—	11 Nos.
(b)	Blacksmithy	—	29 ,,
		Total :	40 Nos.

CLOSED UNITS. সংযোজন—"খ"

Sl. No.	Name of the units closed.
1.	INDUSTRIAL ESTATE AT ARUNDHUTINAGAR.
	(a) Tripura Match Company.
	(b) Tripura Plywood Corporation.
	(c) Modern Book Binding House.
	(d) Soap making unit of Beauty Soap Works.
2.	INDUSTRIAL ESTATE AT BADHARGHAT.
	(a) Tripura Glass Works.
3.	INDUSTRIAL ESTATE AT UDAIPUR.
	(a) Plywood manufacturing Unit.
	(b) Tea Chest manufacturing Unit.
	(c) Ply-wood-cum-Aluminium Foil roofing sheet manufacturing.
	(d) Sheetmetal Unit.
4.	INDUSTRIAL ESTATE AT KUMARGHAT.
	(a) Aluminium Utensils manufacturing Unit of National Lngineering Enterprise.

Admitted Starred Question No. 107
By Shri Manoranjan Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে পানিসাগর বি. এস. এফ. ক্যাম্প ও ইহার রাস্তার জন্য স্থানীয় লোকজন হইতে জোতের জায়গা অবিলম্বে উপযুক্ত মূল্য সরকার হইতে দেওয়া হইবে আশ্বাস দিয়ে আপোষে ১৯৬৭ ইং সনে দখল নিয়ে কাজ করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি ঐ সমস্ত জায়গার একুইজিশানের টাকা না দেওয়ার কারণ কি ?

খ) ইহা কি সত্য ধর্মনগরের এস. ডি. ও. বিভিন্ন সময়ে ঐ বিষয়টি অবিলম্বে ফাইনেলাইজেশান করার জন্য ডি. আই. জি. বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর নিকট লিখা সত্বেও কোন ফল হইতেছে না ?

উত্তর

ক) ও খ) অধুনা মাত্র এ ব্যাপারটি আমার গোচরে আসিয়াছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছি।

Admitted Starred Question No. 108
By Shri Manoranjan Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State—

প্রশ্ন

ক). ধর্মনগর সাবডিভিসনে কতটি ডিপ টিউব-ওয়েল করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে কতটি চালু অবস্থায় আছে ?

খ) ডিপ-টিউব করতে প্রতিটি গড়ে খরচ কত ?

উত্তর

ক) ৭টি (সাত) ; তন্মধ্যে ৪টি (চার) চালু অবস্থায় আছে ;

খ) আনুমানিক গড়-পড়তা খরচ প্রতিটি ৮৫,০০০, টাকা।

Admitted Starred Question No. 109
By Shri Anantahari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে বর্তমানে কত ম্যাগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে ?

২) এবং, বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট চাহিদা কত ম্যাগাওয়াট ?

উত্তর

১) সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) ম্যাগাওয়াট ;

২) ৬'৫ ম্যাগাওয়াট (সর্বোচ্চ চাহিদা)।

Admitted Starred Question No. 116

By Shri Radharaman Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) প্রাক্তন সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার কোন মন্ত্রীর বাড়ীর উন্নতির জন্য পূর্ত দপ্তর মোট কত টাকা খরচ করেছে ;

২) কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে এখনো সরকারী আসবাব-পত্র আছে এবং ঐ আসবাব-পত্রের তালিকা।

৩) উহা আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) প্রাক্তন সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার কোন মন্ত্রীর বাড়ীর উন্নতির জন্য পূর্ত দপ্তর কোন টাকা খরচ করে নাই।

২) সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

৩) মন্ত্রীদের আসবাব-পত্র ফেরত দেওয়ার জন্য সেক্রেটারিয়েট এড্‌মিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট এবং তাহাদের পারসনেল এ্যাসিস্টান্টদের মাধ্যমে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ANNEXURE 'A'

Name of occupant :—Shri M. Ali. (State Minister) quarter No. 2/—Non-type (Officers quarter lane) Agartala.

Sl. No.	Name of furniture	Unit
1	2	3
1.	Sofa Set.	3 (Sets).
2.	Centre table.	3 Nos.
3.	Cot (Double)	1 No.
4.	Bench	1 No.
5.	Almirah glass door.	1 No.
6.	Chair armless cane.	6 Nos.
7.	Dressing table.	2 Nos.
8.	Dressing Stool.	1 No.
9.	Dinning table.	1 No.
10.	Dinning chair.	5 Nos.
11.	Dunlop Mattress (Single)	1 No.
12.	Wordrap	1 No.
13.	Pag table.	2 Nos.
14.	Bed side table.	2 Nos.
15.	Cot (single)	3 Nos.
16.	Wooden chowki.	2 Nos.
17.	Dressing Almirah Minor.	1 No.
18.	Alna.	4 Nos.
19.	Tea table.	1 No.
20.	Easy chair.	1 No.
21.	Table	2 Nos.

	2	
22.	Dunlop Mattress (double).	1 No.
23.	Rilaxam Matress.	1 No.
24.	Jute mat.	1 No.
25.	Folding steal chair.	4 Nos.
26.	Cot (Single)	1 No.
27.	Full set table.	1 No.
28.	Chair with arm Cushion.	1 No.
29.	Steel Almirah.	1 No.
30.	Book Shalve.	1 No.
31.	Doors & Windows screen sofa Cape.	36 Nos.
32.	Easy Chair.	1 No.

32 (Thirty two). items only.

SHRI K. C. DAS, EX. MINISTER OF FOREST.

1.	Foam Mattress.	1 No.
2.	Coir Mattress.	1 No.
3.	Door & Windows screen	6 Nos.

Name of occupant :—Shri Hari Charan Choudhury, Ex. Tribal Minister, Quarter No. 22/Non-Type (Officers quarter lane), Agartala.

Sl. No.	Name of furniture (Not yet returned)	Unit
1	2	3
1.	Dunlop Mattress (Single)	1 No.
2.	Jute mate.	1 No.
3.	Rilaxam Matterss.	1 No.
4.	Dressing stool.	1 No.
5.	Chair armless cane.	2 Nos.
6.	Chair armless cane.	4 Nos.
7.	16" Sweep oscellating table Fan.	1 No.

6 (six) items only.

Name of accupant :—Shri Basana Chakraborty. Ex-State Minister quarter No. At his own house.

Sl. No.	Name of furniture (Not yet returned).	Unit
1.	Sofa Set.	1 (Set)
2.	Centre table.	1 No.
3.	Steal Almirah.	1 No.

Name of occupant ;—Shri S. Shome. Ex-Education Minister at his own house at Ranir Bazar.

1.	Sofa set.	1 Set.
2.	Centre table.	1 No.
3.	Chair armless cane.	4 Nos.
4.	Chair with arm cane.	2 Nos.
5.	Refrigerator.	1 No.
6.	Ceiling Fan (56', inch)	1 No.
7.	Tube light fitting.	3 Nos

Ex Minister Sri D. K. Choudhury, (Minister Parliamentary affairs and Jail)

Sl. No.	Name of furnitures lying with him	Unit
1.	Cot (Double)	1 No.
2.	Cot (Single)	1 No.
3.	Dressing table.	1 No.
4.	Dinning Chair.	4 Nos.
5.	Dressing table.	1 No.
6.	Dunlop Mattress (Single).	1 No.
7.	Dunlop Mattress (Double).	1 No.
8.	Alna.	2 Nos.
9.	Centre table	1 No.
10.	Table.	1 No.
11.	Stool Almarh.	1 No.
	11 (Items only).	

Name of accupant :—Shri S. Sengupta Ex-Chief Minister. Quarter No. 21 / Officers quarter lane, Agartala.

Sl. o.	Name of furniture (Not yet returned).	Unit
1	2	3
1.	Dunlop Mattress (Single)	2 Nos.
2.	Dunlop Pillow.	2 Nos.
3.	Dunlop Mattress (Single)	1 No.
4.	A, Mosquite to Neat.	1 No.
5.	Dunlop Mattress (Single)	1 No.
6.	Foam Mattress (Single)	1 No.
7.	Chair armbless cens.	1 No.
8.	Centre table.	1 No.
9.	Chair with arm cens.	1 No,
10.	Chair with arm cens.	4 Nos.

Starred Question (Admitted) No. 118

By Shri Bhadramani Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরার মোট হোম গার্ডের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। তাদের পুলিশ ও জেল পুলিশে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয় কিনা?

৩। যদি হয়ে থাকে গত ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ এর মধ্যে কোন বিভাগে কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে?

Answer

১। বর্তমানে ২৮৪১ জন আর্ম রক্ষী তালিকাভুক্ত আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সদর	---	১৫৩৩
সোনামুড়া	---	২২৬
খোয়াই	---	২৭০
কৈলাশহর	---	১৩৭
কমলপুর	---	৮২
ধর্মনগর	---	১৫৮
উদয়পুর	---	১১৬
অমরপুর	---	৪৫
বিলোনীয়া	---	২১৬ এবং
সাব্রুম	---	৫৮
	সর্বমোট	২৮৪১

২। হ্যা মহাশয় পুলিশ ও জেল পুলিশে নিয়োগের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুযায়ী উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে পুলিশ ও জেল পুলিশে নিযুক্ত করার কথা বিবেচিত করা হয়।

৩। গত ১৯৭০ ইং সন হইতে ১৯৭৬ ইং সন পর্য্যন্ত ৯৪ জন গৃহরক্ষী পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছে ১৯৭৭ ইং (জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত আরও ৬ জন পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছে।

Admitted starred Question No. 131

By Shri Sudhanna Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা চালু হবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যতনবাড়ী ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কর্মরত কতজন শ্রমিক কর্মচারী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কর্মচ্যুত বা বেকার হয়েছেন।

২। যাহারা কর্মচ্যুত হয়েছেন তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান করা হয়েছে কি?

উত্তর

১। ৩ (তিন জন) মাত্র।

২। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.140

By Shri Anantahari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to State—

QUESTIONS

১। ত্রিপুরা সরকারের যে কোন বিভাগে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী ইমারজেন্সী ষ্টাফ হিসাবে বিবেচনা করা হয় কি ?

২। এবং কি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ?

ANSWERS

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ইমারজেন্সী ষ্টাফ বলিয়া অভিহিত করিবার কোন বিধি বা রেওয়াজ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 157

By Shri Subal Ch. Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ফটিকরায় এ মনু নদীতে একটা ব্রিজ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি না ;

২। করিলে, সরকার এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে উহা বিবেচনা করা হইবে।

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

ANNEXURE : B

ADMITTED-UN STARRED QUESTION NO. 5

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় বিভিন্ন মহকুমায় মোমবাতি তৈরীর কারখানা কয়টি আছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এ সমস্ত কারখানাগুলির জন্য ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বৎসরে কি পরিমাণ পেরাফিন ওয়াক্স এলট করে কারখানাগুলিকে দেয়া হয়েছিল ? (বিভিন্ন মহকুমার কারখানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। পেরাফিন ওয়াক্স এর পরিমাণ অনুযায়ী ঐ সমস্ত কারখানায় মোমবাতি তৈরী করা হয়েছে কিনা তার হিসাব ;

৪। বিভিন্ন কারখানায় পেরাফিন ওয়াক্স এলট করার ভিত্তি কি ছিল ?

১। ত্রিপুরায় বিভিন্ন মহকুমায় মোমবাতি তৈরীর কারখানার (মহকুমা ভিত্তিক) সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ANSWERS

ক)	আগরতলা	২৩টি
খ)	ধর্মনগর	৫টি
গ)	কৈলাশহর	১টি
ঘ)	বিলোনীয়া	১টি
ঙ)	উদয়পুর	২টি
চ)	খোয়াই	৩টি
ছ)	অমরপুর	১টি
জ)	কমলপুর	২টি
	মোট :—	৩৮টি

২। হাউসের টেবিলে একটি তালিকা পেশ হইল।

৩। হ্যাঁ।

৪। ভারত সরকার হইতে প্রাপ্ত পেরাফিন ওয়াক্স এর পরিমাণের ভিতরে সীমিত রাখিয়া বিভিন্ন কারখানার ক্ষমতা এবং চাহিদার ভিত্তিতে পেরাফিন ওয়াক্স বিলি করা হয়।

Sl. No.	Name of the unit & address.	Quantity of Paraffin Wax alloted during 1974-75 In bags (M. T.)	1975-76 In bags (M. T.)	1976-77 In bags (M. T.)
	2	3	4	5
	(A) SADAR (AGARTALA).			
1.	M/s Tripureswari Candle Factory, 67/2 Central Road, Agartala.	122 (7.6250)	137 (8.5625)	196(12.2500)
2.	M/s. Sunlight Candle Works, Old Melarmath, Agartala.	76 (4.7500)	78 (4.8750)	108(6.7500)
3.	M/s. Kali Candle Factory, Jhagariamnra, Agartala.	73 (4.5625)	78 (4,8750)	112(7,0000)
4.	M/s. Bharat Laxmi Candle Works, 69/1, Central Road, Agartala.	119 (7.4375)	137 (8.5625)	196(12.2500)
5.	M/s. Kali Candle Works, 29, Central Road, Agartala.	94 (5.8750)	117 (7.3125)	168(10.5000)
6,	M/s. Gopinath Candle Factory, Agartala.	73 (4.5625)	78 (4.8750)	112(7.0000)
7.	M/s. Ramkrishna Candle Factory, 66/4, Central Road, Agartala.	105 (6.5625)	117 (7.3125)	168(10,5000)

1	2	3	4	5	6	7
8.	M/s.Dada Factory, East Shibnagar, Agartala.	73	(4.5625)	78	(4.8750)	112(7.0000
9.	M/s. Mukty Chemical Works, Motor Stand Road, Agartala.	108	(6.7500)	137	(8.5625)	196(12.2500)
10.	M/s. Joykali Candle Works, 76/2, Central Raod, Agartala.	100	(6.250)	117	(7.3125)	168(10.5000)
11.	M/s. Sakti Candle Factory, 4, Hariganga Basak Road, Agartala.	69	(4.3125)	78	(4.8750)	112(7 0000)
12.	M/s. Ramkrishna Candle Works, 54/2, Netaji Subash Road, Agartala	94	(5,8750)	117	(7.3125)	168(10.5000)
13.	M/s. Rupasi Candle Works, Jhagariamura, Agartala.	75	(4.6875)	70	(4.3750)	112(7.0000)
14.	Devajoyti Candle Industries, Hariganga Basak Road, Agaartala	97	(6 0625)	117	(7.3125)	168(10 5000)
15.	M/s. Sree Ma Candle Works, Shibnagar, College Road, Agartala.	73	(4.5625)	78	(4.8750)	112(7.000)
16.	M/s. Banik Candle Works, Hariganga Basak Road, Agartala.	105	(6.5625)	137	(8.5625)	196(12.2500)
17.	M/s. Laxminarayan Candle Factory, Central Road. Agartala.	119	(7.4375)	137	(8.5625)	196 (12.2500)
18.	M/s. Laxmi Candle Works, Agartala.	73	(4.5625)	78	(4.8750)	112 (7.0000)
19.	M/s. Paul Candle Works, Maharajgaaj bazar (Gurpatty), Agartala.	73	(4.5625)	70	(4.3750)	112 (7.0000)
20.	M/s. Biswanth Candle Works, 76, Central Road, Agartala.	104	(6.5000)	81	(5.0625)	132 (8.2500)
21.	M/s. Dutta Soap Works, Netaji Subhas Road, Agartala.	99	(6 1875)	114	(7.1250)	168 (10.5000)
22	M/s. Nishikanta Candle Factory, East Shibnagar, Agartala.	29	(1.8125)	74	(4.6250)	112 (7.0000)
23.	M/s. Shyam Sundar Candle Works, Dhaleswar, Agartala.	Nil		Nil		62 (3.8753).
	TOTAL : SADAR :	1953	(119.3625)	2225	(139.0625)	3298 (206.1250)

1	3		4		5	
(B) DHARMANAGAR SUB-DIVISION :						
1. M/s. Sankar Candle Factory, Dharmanagar, Agartala.	114	(7.1250)	130	(8.1250)	196	(12.2500)
2. M/s. Ramkrishna Candle Factory, Office Tilla, Dharmanagar.	108	(6.7500)	130	(8.1250)	196	(12.2500)
3. M/s. Srigopal Candle Works, Dharmanagar Bazar, Uttar Patty, Dharmanagar.	98	(6.1250)	117	(7.3125)	168	(10.5000)
4. M/s. Nath Candle Factory, Office Tilla, Dharmanagar.	96	(6.0000)	93	(5.8125)	168	(10.5000)
5. M/s. Dhakeswari Soap & Candle Factory, Dharmanagar, Tripura.	75	(4.6875)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
TOTAL : DHARMANAGAR :	491	(30.6875)	548	(34.2500)	840	(52.5000)
(C) KAILASHAHAR SUB-DIVISION :						
1. M/s. Roy Candle Factory, P. O. Paiturbazar, Kailashahar.	65	(4.0625)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
(D) BELONIA SUB-DIVISION :						
1. M/s. Laxmi Janardhan Candle Works, Po. Jolaibari, Belonia.	74	(4.6250)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
TOTAL : BELONIA :	74	(4.6250)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
(E) UDAIPUR SUB-DIVISION :						
1. M/s. Mata Tripureswari Candle Factory, Giridhari Pally, Uadipur.	74	(4.6250)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
2. M/s. Badar Saheb Candle Works, Badar Mukam, Udaipur.	69	(4.3125)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
TOTAL : UDAIPUR :—	143	(8 9375)	156	(9 7500)	224	(14.0000)
(F) KHOWAI SUB-DIVISION :						
1. M/s. Ma Candle Factory, Subhas Park, Khowai.	95	(5.9375)	117	(7.3125)	168	(10.5000)
2. M/s. Baikuntha Candle Factory, Netajinagar, Teliamura.	45	(2.8125)	78	(4.8750)	112	(7.0000)
3. M/s. Sankar Candle Factory, Teliamura Bazar.	Nil		48	(3.0000)	112	(7.0000)
TOTAL : KHOWAI :—	140	(8.7500)	243	(15.1875)	392	(24.5000)
(G) AMARPUR SUB-DIVISION :						
1. M/s. Podder Chemical, Amarpur, Tripura,	41	(2.5625)	78	(4.8750)	112	(7.0000)

1	2	3	4	5
(H)	KAMALPUR SUB-DIVISION :			
1.	M/s. Padma Soap & Candle Factory, P. O. Ambasa, Kamalpur.	19 (1.1875)	78 (4.8750)	96 (6.0000)
2.	M/s. Ma Candle Industries, P. O. Kamalpur, Tripura.	Nil	Nil	68 (4.2500)
	TOTAL : KAMALPUR :	19 (1.1875)	78 (4.8750)	164 (10.2500)

Note :— Weight of one bag of Paraffin Wax is 62.5 Kgs.

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 6.

By Shri Amerendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Development be pleased to state :---

QUESTION

১। ত্রিপুরায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য বর্তমান সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

২। এবং ঐ সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য নূতন গড়ে ওঠা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ইউনিটকে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সাহায্য অথবা ঋণ কি হারে এবং কি কি শর্তে দেওয়া হবে ?

ANSWER

১। ত্রিপুরায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য বর্তমান সরকার যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন উহা নিম্নরূপ ঃ---

ক) শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ।

খ) যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং কাঁচামাল পরিবহন খরচের উপর ভর্তুকী প্রদান।

গ) কারখানা ঘর তৈরী অথবা মেরামত করার জন্য সাহায্য এবং ব্যাঙ্ক হইতে সহজ সর্তে ঋণ প্রদান।

ঘ) বাজারের চাহিদানুযায়ী উন্নত মানের দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য নক্সা সরবরাহ।

ঙ) উৎপাদিত দ্রব্যের বিপনন ব্যবস্থা।

২।

ক) দুঃস্থ এবং উপজাতি তাঁতীদিগকে শতকরা ৫০% শতাংশ ভর্তুকিতে সুতা এবং সরঞ্জাম সরবরাহ।

খ) যন্ত্রপাতির মূল্যের ৭৫% শতাংশ ভর্তুকি প্রদান।

গ) সুতা পরিবহন খরচের ৫০% শতাংশ ভর্তুকী প্রদান।

ঘ) কারখানা গৃহ মেরামতের জন্য অনুদান (তাঁতীদের জন্য)।

ঙ) রেশম পোকা প্রতিপালনের গৃহ নির্মানের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে সহজ সর্তে ঋণ প্রধান এবং শিল্প বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় প্রান্তিক মূলধন সাহাষ্য হিসাবে প্রদান।

চ) নিয়োজিত মূলধনের (Fixed Capital) উপর ভর্তুকি প্রদানের সত।

১। ১-১০-৭০ ইং অথবা তৎপরবর্তীকালে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা গঠিত হয়েছে উহাদের নিয়োজিত মূলধনের ১০%. শতাংশ ভর্তুকী প্রদান।

২। ১-১০-৭০ ইং এর আগে যে সমস্ত শিল্প সংগঠিত হয়েছে যাহারা ১-১০-৭০ ইং সনের পরে শতকরা ২৫% ভাগ মূলধন সম্প্রসারিত করিয়াছেন তাহাদিগকে উক্ত সম্প্রসারিত ২৫% ভাগের ১০% ভাগ ভর্তুকী প্রদান।

৩। ১-৩-৭৩ ইং অথবা তৎপরবর্তীকালে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা গঠিত হয়েছে উহাদের নিয়োজিত মূলধনের ১৫% শতাংশ ভর্তুকী প্রদান।

৪। উপরোক্ত ২নং ক্রমিক উল্লিখিত শিল্প সংস্থা যাহারা ১-৩-৭৩ ইং সনের পরে ২৫% ভাগ মূলধন সম্প্রসারিত করিবেন তাহাদিগকে সম্প্রসারিত অংশের ১৫% শতাংশ ভর্তুকী প্রদান।

ছ) পরিবহন খরচের উপর ভর্তুকী প্রদানের সর্ত ঃ—

১) ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত শিল্প সংস্থা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল শিলিগুড়ির বাহির হইতে আমদানী করিবেন এবং উৎপাদিত দ্রব্য শিলিগুড়ির বাহিরে বাজারজাত করিবেন তাহাদিগকে শিলিগুড়ি হইতে শিল্প কেন্দ্র পর্যন্ত পরিবহন খরচের ৫০% শতাংশ ভর্তুকী প্রদান করা হইবে।

জ) নিম্নলিখিত সর্ত অনুযায়ী State Aid to Industries Rules এবং Rural Industries Project স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান ঃ- -

১। স্টেট এইড টু ইনডাষ্ট্রিজ রুলস অনুযায়ী ঋণ প্রদানের সর্ত ঃ---

ক) শতকরা বার্ষিক ১০½% হার সুদে ঋণ গ্রহণের তৃতীয় বৎসর হইতে মোট ৯টি সম কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

খ) ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে সুদ দিতে হইবে।

গ) বণ্ডে উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করিলে সুদের শতকরা বার্ষিক ৭½% হারে ছাড়া প্রদান।

ঘ) কিস্তি খেলাপ করিলে অনাদায়ী কিস্তির উপর আসল ও সুদের উপর শতকরা বার্ষিক ১৩% হারে পেনাল সুদ ধার্য্য করা হইবে।

ঙ) প্রাপ্ত ঋণের টাকা এবং স্কীম অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার দেয় অংশ ঋণ গ্রহণের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সৎব্যবহার করা।

চ) স্কীম রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করিবেন এবং মঞ্জুরীকৃত টাকার অধিক অংশ ঋণ গ্রহীতা নিজস্বভাবে বিনিয়োগ করিবেন।

২। গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রদানের শর্ত ঃ—

ক) শতকরা বার্ষিক ৫½% হারে ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫টি সম-কিস্তিতে পরিশোধ করতে হইবে।

খ) ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে সুদ দিতে হইবে।

গ) কিস্তি খেলাপ করিলে আসল এবং সুদের অনাদায়ী কিস্তির উপর শতকরা বাৰ্ষিক ৮% টাকা হারে পেনাল সুদ ধার্য্য করা হইবে।

ঘ) অন্যান্য সর্ত স্টেট এইড টু ইনডাস্ট্রিজ রুলসের অনুরূপ।

ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনেচ্ছুক ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিম্ন লিখিত সর্তে নিয়োজিত মূলধন এবং পরিবহন খরচের উপর ভর্তুকী প্রদান।

Shri Sudhanwa Deb Barma—.Admitted Unstarred Question No 21

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১) শিল্প গঠনের জন্য যে সকল কো-অপারেটিভ ঋণ নিয়েছেন—তাদের নাম, ঠিকানা ও ঋণ নেওয়ার তারিখ।

২) যারা এখনও সেই ঋণে শিল্প গড়তে পারেন নাই তাদের নাম।

৩) যারা শিল্প গড়েছেন তাদের কোন শিল্পে বর্তমানে কত শ্রমিক কাজ করছে তার বিবরণ।

ANSWAR

১) শিল্প গঠনের জন্য কোন কো-অপারেটিভ সরকারী ঋণ নেয় নাই। তবে শিল্পের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন শিল্প সমবায় সমিতিকে ঋণ দেয়া হইয়া থাকে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 22 By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১) ২০ হাজার টাকা বা তার বেশী ঋণ দেয়া হয়েছে এমন কো-অপারেটিভের নাম ও ঠিকানা।

২) এই সকল সোসাইটির মধ্যে যারা দশ বছর বা তার বেশী পুরাণো ঋণ এখনো পরিশোধ করতে পারে নাই তাদের নাম ও বকেয়া ঋণের পরিমাণ।

৩) এই সকল ঋণ সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হবে কি ?

ANSWER

১) ২০ হাজার টাকা বা তার বেশী সরকারী ঋণ দেয়া হয়েছে এমন কো-অপারেটিভ সোসাইটির নামও ঠিকানা এইরূপঃ—

১) জিরানীয়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ বীরেন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২) কৈলাশহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা।

৩) বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি ঃ,
পোঃ বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৪) হিত সাধিনী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি · লিঃ,
পোঃ- ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৫) অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ অমরপুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৬) কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা।

৭) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোং আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৮) উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৯) মোহনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ মোহনপুর, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১০) খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপাবেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১১) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ মেলাঘর, সোনামুড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১২) তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি মিঃ,
পোঃ তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৩) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মাকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৪) বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ বিশালগড়, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৫) ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৬) ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৭) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৮) ত্রিপুরা অটোরিক্সো এণ্ড টেম্পো ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৯) ত্রিপুরা রিক্সো শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

২০) মেসার্সঃ তন্তোবায় কল্যাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
পোঃ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২১) মেসার্সঃ ঢাকাই পল্লী তাঁত সমবায় সমিতি লিঃ,
পোঃ মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২২) মেসার্সঃ বাউলিয়াবস্তি তাঁত ও চর্কা সমবায় সমিতি লিঃ,
পোঃ কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা।

২৩) মেসার্সঃ সর্বমঙ্গল তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ,
পোঃ রাণীর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২) এই সকল সোসাইটির মধ্যে যারা দশ বছর বা তার বেশী পুরানো ঋণ এখনো পরিশোধ করতে পারে নাই তাদের নাম ও বকেয়া ঋণের পরিমাণ এইরূপ---

সোসাইটির নাম	বকেয়া ঋণের পরিমাণ
১) জিরানীয়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২৪,৩৭২'০০
২) কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	৩৬,২৫০'০০
৩) বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	৭৯,০০০'০০
৪) অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২১,০০০'৯০
৫) কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	৬৭,৭৯০'০০
৬) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২,১৪,০৮০'০০
৭) উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	১,৭৫০'০০
৮) মোহনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১৬,২৫০'০০
৯) খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২২,৫০০'০০
১০) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২১,৮৭৫'০০
১১) তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	৪১,৭৫০'০০
১২) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।	২৯,২৫০'০০

১৩) বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। ১০,৫০০'০০

১৪) ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিঃ। ৩৮,২৬২'০০

১৫) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। ৯৭,৫০০'০০

১৬) মেসার্সঃ তন্তবায় কল্যাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। ১৯,৯৫২'৫২

১৭) মেসার্সঃ ঢাকাই পল্লী তাঁত সমবায় সমিতি লিঃ। ১৩,৮৭২'৮১

১৮) মেসার্সঃ বাউলিয়াবস্তি তাঁত ও চর্কা সমবায় সমিতি লিঃ। ২১,১০০'০০

১৯) মেসার্স ঃ সর্বমঙ্গল তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ। ৫,৫০০'০০

৩) কো-অপারেটিভ সোসাইটির খাতা পত্রাদি সমবায় বিভাগীয় অডিটারগণ The Tripura Co-operative Societies Act. অনুসারে যথা নিয়মে পরীক্ষা করেন।

UN-STARRED QUESTION (ADMITTED) NO. 24

By—Shri Bhadramani Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৭০-৭৬ পর্যন্ত কোন কোন মহকুমায় কয়টি (ক) ডাকাতি, (খ) খুন, (গ) ছিনতাই, (ঘ) আত্মহত্যা হয়েছে তার হিসাব আলাদা আলাদা ভাবে।

২। আগরতলা সহরে ইহার সংখ্যা কত ?

৩। এই সকল অপরাধ সম্পর্কে মোট কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ?

ANSWE R

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ

মহকুমার নাম	ডাকাতি	খুন	ছিনতাই	আত্মহত্যা
১	২	৩	৪	৫
সদর	৭৪	৭১	—	৪৩৮
খোয়াই	২৬	২২	—	১৬৩
সোনামুড়া	৫৫	১৮	—	১৬২
উদয়পুর	২৩	১৮	—	১৫১
অমরপুর	৪২	৭	—	৯৮
বিলোনীয়া	১৮	২৩	৮	২০৮
সাব্রুম	১১	১০	—	৭২
কৈলাশহর	৩৯	১৯	—	১৫৬
ধর্মনগর	১৯	১৭	—	১৫৬
কমলপুর	৬	১২	—	৫৭
২। আগরতলা	১৫	১৫	—	১৮৬

৩ (ক) গ্রেপ্তারের সংখ্যা নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ—

১	২	৩	৪	৫
সদর	২২৩	১৫৬	—	—
খোয়াই	৭৬	৭১	—	—
সোনামুড়া	১৫৪	৩৬	—	—
উদয়পুর	১৩২	৪৭	—	—
অমরপুর	১২২	১৫	—	—
বিলোনীয়া	৪৫	৩৮	৬	—
সাব্রুম	২৭	১৯	—	—
কৈলাশহর	১৩৪	২৪	—	—
ধর্মনগর	৭২	২২	—	—
কমলপুর	৮	১২	—	৩১

৩ (খ) আদালতে কতজন দোষী সাব্যস্থ হয়েছে তার সংখ্যা নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ

১	২	৩	৪	৫
সদর	২	৩	—	—
খোয়াই	—	২	—	—
সোনামুড়া	—	১	—	—
উদয়পুর	২	—	—	—
অমরপুর	৪	৬	—	—
বিলোনীয়া	—	২	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—
কৈলাশহর	১	২	—	—
ধর্মনগর	৭	২	—	—
কমলপুর	—	৩	—	—

UNSTARRED QUESTION (ADMITTED) NO. 25
By Shri Bhadramani Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৭৫-১৯৭৬এ বাংলাদেশ-ত্রিপুরা বর্ডারে কয়টি চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিবরণ ও স্থানের নাম ;

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ

ক্রমিক নং	অপরাধের নাম	থানার নাম ও ঘটনার স্থান	গ্রেপ্তারের সংখ্যা
১	২	৩	৪
	ডাকাতি		
১		দুর্লভনারায়ণ, সোনামুড়া থানা	৪
২		পশ্চিম ট্যাক্সাপাড়া, ঐ	—
৩		কুলুবাড়ী, ঐ	১
৪		আরমাই, ঐ	১৭
৫		উত্তর নবদ্বীপ, চন্দ্রনগর, সোনামুড়া থানা	—
৬		পশ্চিম ট্যাক্সাপাড়া, ঐ	—
৭		দুর্লভনারায়ণ, ঐ	—
৮		দুর্গাপুর, ঐ	—
৯		তিবারিয়া, এয়ারপোর্ট থানা	১
১০		কোণাবন, বিশালগড় থানা	১
১১		পাণ্ডবপুর, ঐ	৪
১২		নারায়ণকুমার, পশ্চিম আগরতলা থানা	৩
১৩		নাজারপোরা, কলমছড়া থানা	৪
১৪		মানিক্যনগর, ঐ	১
১৫		সুকনাছাড়ি, সাব্রুম থানা	৭
১৬		আমলিঘাট, ঐ	১
১৭		হরিপুর, বিলোনিয়া থানা	—
১৮		ইরাণী, কৈলাশহর থানা	৩
১৯		ঐ ঐ	৫
২০		সাতধুবিয়া, সিধাই থানা	৫
২১		বদরপুর, যাত্রাপুর থানা	—
২২		বরখোলা, ঐ	৭
২৩		রাঙ্গামুড়ী, ঐ	৭
২৪		কচুবাড়ী, খোয়াই থানা	—
২৫		বড় বাজার, ঐ	—
	খুন		
১		বাগদী, এয়ারপোর্ট থানা	—
২		দেবীপুর, বিশালগড় থানা	—
৩		সাহাপুর, সোনামুড়া থানা	৫
৪		পি, আর, বাড়ী, পি, আর বাড়ী থানা	—

১	২	৩	৪
	ছিনতাই		
১		আগরতলা এয়ারপোর্ট, এয়ারপোর্ট থানা	—
২		চানমুড়ি, ঐ	২
৩		বড়ধপা, সোনামুড়া থানা	—
৪		মাগ্রোম, সাব্রুম থানা	—
৫		তেবারিয়া, পি, আর, বাড়ী থানা	—
৬		রামনগব, রাঙ্গামুড়া রোড, ঐ	—
	সিঁদেলচুরি		
১		আগরতলা এয়ারপোর্ট, এয়ারপোর্ট থানা	—
২		উষাবাজার, এয়ারপোর্ট থানা	—
৩		নরসিংগড় বাজার, ঐ	—
৪		লঙ্কামুড়া, পশ্চিম আগরতলা থানা	—
৫		লঙ্কামুড়া, ঐ	—
৬		ঐ ঐ	—
৭		সানমুড়া, ঐ	—
৮		বরধপা, সোনামুড়া থানা	২
৯		কামালনগর, ঐ	—
১০		এন, সি, নগর ঐ	২
১১		নলধেপা, ঐ	—
১২		এন, সি, নগর ঐ	১
১৩		কুলুবাড়ী ঐ	৩
১৪		নয়নামুড়া, ঐ	—
১৫		গজারিয়াবাড়ী ঐ	—
১৬		দুর্লভনারায়ণ ঐ	—
১৭		নগর, কলমছড়া থানা	—
১৮		পুটিয়া, ঐ	—
১৯		রহিমপুর, ঐ	১
২০		আদমপুর, ঐ	—
২১		নগর জে, বি, স্কুল, কলমছড়া থানা	—
২২		গৌরামগোল, কমলছড়া	—
২৩		বিজয়নগর, সিধাই থানা	—
২৪		তারাপুর ঐ	—
২৫		তারানগর ঐ	—
২৬		বাজালঘাট ঐ	—
২৭		বিজয়নগর ঐ	—

১	২	৩	৪
	সিঁদেলচুরি		
২৮		গোপালনগর সিধাইথানা	—
২৯		ছেল হরিয়া, ঐ	
৩০		হরিহরদুলা, বিশালগড় থানা	
৩১		পুরাতন রাজনগর, ঐ	
৩২		পাণ্ডবপুর, ঐ	১
৩৩		চারমা, খোয়াই থানা	
৩৪		চেরাগঙ্গি ঐ	
৩৫		ভবানীপুর, যাত্রাপুর থানা	
৩৬		নিদয়া ঐ	
৩৭		ভবানীপুর ঐ	
৩৮		মহেশপুর ঐ	
৩৯		বড়খোলা ঐ	
৪০		কালিকৃষ্ণনগর ঐ	
৪১		মহেশপুর ঐ	
৪২		থাম্বামুড়া ঐ	
৪৩		শিলাছড়ি, সাব্রুম থানা	৩
৪৪		কালিনগর, বিলোনীয়া থানা	১
৪৫		অভয়নগর, ঐ	
৪৬		বালীগাঁও বি. ও, পি, কমলপুর থানা	৩
৪৭		গঙ্গানগর, ঐ	
৪৮		মড়াছড়া, ঐ	
৪৯		বোলাপাশা, কৈলাশহর থানা	১
৫০		বৌলাপাশা, কৈলাশহর	১
৫১		বোলাপাশা, ঐ	১
৫২		যুবরাজনগর, ঐ	
৫৩		কমলানগর, কমলপুর থানা	
৫৪		ধলাইঘাট সি. পি. কমলপুর থানা	
৫৫		নোয়াগাঁও, ঐ	২
৫৬		বালীগাঁও, ঐ	
৫৭		কমলপুর টাউন, ঐ	
৫৮		কমলপুর টাউন, ঐ	
৫৯		মোহনপুর, ঐ	২

১	২	৩	৪
	চুরি		
১		কালিকাপুর, পশ্চিম আগরতলা থানা	—
২		বেলাবর, ঐ	—
৩		গজারিয়া, ঐ	—
৪		পশ্চিম ভূবনবন, এয়ারপোর্ট থানা	—
৫		আগরতলা এয়ারপোর্ট ঐ	—
৬		লক্ষীলুঙ্গা টি, ই, ঐ	—
৭		আগরতলা এয়ারপোর্ট ঐ	—
৮		সিনাইহানী ঐ	—
৯		বাটীদুলা, সোনামুড়া থানা	—
১০		মগবাড়ী, ঐ	—
১১		কমলনগর ঐ	—
১২		ঐ ঐ	—
১৩		আড়ালিয়া ঐ	—
১৪		কোণাবন, বিশালগড় থানা	—
১৫		উত্তর কোণাবন, ঐ	—
১৬		দেবীপুর ঐ	—
১৭		হরিহরদুলা ঐ	৬
১৮		বালুরছড় জে, বি, স্কুল, কলমছড়া থানা	২
১৯		গোপালনগর জে, বি, স্কুল, সিধাই থানা	—
২০		গোপালনগর, ঐ	—
২১		রঙ্গটিয়া ঐ	—
২২		হরিহরদুলা, বিশালগড় থানা	—
২৩		বড়কাঠাল, যাত্রাপুর থানা	—
২৪		রাজেন্দ্রটিলা, ঐ	—
২৫		দক্ষিণ নিদয়া, ঐ	—
২৬		ভবানীপুর ঐ	—
২৭		যাত্রাপুর ঐ	—
২৮		ভবানীপুর ঐ	—
২৯		[illegible] ঐ	—

১	২	৩		৪
	চুরি			
৩০		রাজেন্দ্রটিলা	যাত্রাপুর থানা	—
৩১		নিদয়া	ঐ	—
৩২		মনাইপাথার	ঐ	—
৩৩		বনবাজার,	খোয়াই থানা	—
৩৪		বেলছড়,	ঐ	—
৩৫		ভদ্রবাড়ী,	যাত্রাপুর থানা	—
৩৬		মহেশপুর,	ঐ	—
৩৭		তুলা তালিপাড়ি,	ঐ	—
৩৮		লেম্বুছড়া,	ঐ	—
৩৯		শিলাছড়ি,	সাব্রুম থানা	—
৪০		দেবেন্দ্র করবরি পারা	ঐ	—
৪১		হেজাছড়ি,	ঐ	—
৪২		সমবঙ্গ বাজার	ঐ	—
৪৩		অল্লামারা	ঐ	—
৪৪		কাঠালছড়ি	ঐ	—
৪৫		ঐ	ঐ	—
৪৬		দৌলবাড়ী	ঐ	—
৪৭		কৃষ্ণনগর	ঐ	—
৪৮		ব্রজেন্দ্রনগর	ঐ	—
৪৯		দৌবাড়ী	ঐ	—
৫০		ব্রজেন্দ্রনগর	ঐ	—
৫১		ঐ	ঐ	—
৫২		শিলাছড়ি	ঐ	৪
৫৩		ঐ	ঐ	২
৫৪		বিলোনীয়া,	বিলোনীয়া থানা	—
৫৫		দেবীপুর	ঐ	—
৫৬		ঐ	ঐ	১
৫৭		ঐ	ঐ	১
৫৮		অভয়নগর,	ঐ	—
৫৯		[illegible]	ঐ	—

১	২	৩	৪
	চুরি		
৬০		রাধানগর, পি, আর, বাড়ী থানা	১
৬১		পি, আর, বাড়ি; ঐ	—
৬২		রাঙ্গামুড়া, ঐ	—
৬৩		ইরানী, কৈলাশহর থানা	—
৬৪		বৌলাপাশা ঐ	—
৬৫		কৃষ্ণপুর ঐ	—
৬৬		বাউরঘাট ঐ	—
৬৭		মোহনপুর, কমলপুর থানা	—
৬৮		পঞ্চনগর, কৈলাশহর থানা	৩
৬৯		যুবরাজনগর, ঐ	—
৭০		লাতিপুরা, ঐ	—
৭১		লক্ষীছড়া, কমলপুর থানা	২
৭২		কমলপুর টাউন, ঐ	—
৭৩		কুর্তী, ধর্মনগর থানা	—
	দাঙ্গা হাঙ্গামা		
১		হরিয়াখালা, সিধাই থানা	—
২		বিজয়নগর, ঐ	—
৩		নারায়ণপুর, এয়ারপোর্ট থানা	৪
৪		সাহাপুর, সোনামুড়া থানা	—
৫		গলাচিপা, কলমছড়া থানা	—
৬		মাছিমা, যাত্রাপুর থানা	—
৭		একিনপুর, পি. আর. বাড়ী থানা	—
১	অন্যান্য	তারাপুর, সিধাই থানা	—
২		লক্ষীলুঙ্গা টি. ই.; এয়ারপোর্ট থানা	—
৩		নরসিঙ্গর, ঐ	—
৪		ঐ ঐ	১
৫		ভাগলপুর ঐ	৩
৬		পশ্চিম ভুবনবন ঐ	—
৭		নড়সিঙ্গর বাজার ঐ	—
৮		নারায়ণপুর ঐ	১
৯		নড়সিঙ্গগড় ঐ	১
১০		আগরতলা এয়ারপোর্ট ঐ	—
১১		নারায়ণপুর ঐ	২
১২		নারায়ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঐ	২
১৩		নারায়ণপুর ঐ	—

১	২	৩	৪
১৪	অন্যান্য	আগরতলা এয়ারপোর্ট এয়ার পোর্ট থানা	৩
১৫		ঐ ঐ	১
১৬		ঐ ঐ	২
১৭		তুফানিলুঙ্গা এয়ার পোর্ট থানা	৩
১৮		দুর্গাবাড়ী টি, ই, ঐ	১
১৯		এন, সি, নগর, সোনামুড়া থানা	৪
২০		সোনামুড়া ঐ	৩
২১		দুর্গাপুর ঐ	—
২২		কুলুবাড়ী ঐ	—
২৩		বালুরচর, কলমছড়া থানা	২
২৪		আদমপুর ঐ	—
২৫		গৌরনগর, খোয়াই থানা	—
২৬		হিমৎপুর, যাত্রাপুর থানা	—
২৭		বিরামপুর ঐ	—
২৮		বিশালগড়, বিশালগড় থানা	২
২৯		ঐ ঐ	—
৩০		হরিপুর ঐ	১০
৩১		গজরিয়া, পশ্চিম আগরতলা থানা	১
৩২		বিলোনীয়া, বিলোনীয়া থানা	—
৩৩		রাজনগর ঐ	—
৩৪		আমজাদনগর ঐ	১
৩৫		পি. আর, বাড়ী, পি, আর. বাড়ী থানা	১

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION (ADMITTED) NO. 36
By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭০ থেকে এ পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কত বে-আইনী দেশী বন্দুক পুলিশের হাতে এসেছে।

২। ঐ বন্দুকের মালিকদের মধ্যে কতজন উপজাতিভুক্ত ?

৩। ইহা কি সত্য যে, বন্য জানোয়ারের হাত থেকে ফসল রক্ষার কাজ ঐ বন্দুক ব্যবহৃত হলে বন্দুকের মালিকরা জানিয়েছেন ?

৪। যদি সত্য হয়, ঐ বন্দুক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স তাদের দেয়া হচ্ছে কি ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া হইল।

বৎসর ৩১-৫-৭৭ইং পর্য্যন্ত

মহকুমার নাম	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	মোট
সদর	—	১	২	—	৩	২	৩	—	=১১
খোয়াই	৫	.১	৬	১	—	—	৩	—	=১৬
সোনামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	৪	১	—	৩	২৭	১	=৩৬
অমরপুর	২	—	—	—	১	৪	৪	—	=১২
বিলোনীয়া	—	—	—	—	—	—	২	—	— ২
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	=—
কৈলাশহর	—	—	৭	২	২	৪	৫	—	=20
ধর্মনগর	১	—	২	৩	১	৪	৪	—	=১৫
কমলপুর	—	—	১	২	১	—	৪	—	=৮0
	৮	২	২২	৯	৯	১৭	৫২	১	=১২

২।

মহকুমার নাম	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	মোট
সদর	—	১	২	—	৩	২	৩	—	=১১
খোয়াই	৫	১	৬	১	—	—	২	—	=১৫
সোনামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	
উদয়পুর			৪	১	—	৩	২৭	১	=৩৬
অমরপুর	—		—	—	১	৪	৪	—	= ৯
বিলোনীয়া	—	—	—	—	—	—	২	—	= ২
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাশহর	—	—	৪	১	১	[illegible]	৫	—	=১৩
ধর্মনগর	—	—	১	২	১	৩	৩	—	=১১
কমলপুর	—	—	১	২	১	—	৩	—	=৭
	৫	২	১৯	৭	৮	১৫	৪৭	১	=১08

৩। সরকারের কাছে এমন কোন তথ্য নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 43
BY—SHRI TAPASH DEY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Deptt. to be pleased to state :—

QUESTIONS

(i) Whether it is a fact that the State Engineers Associations submitted Memorandum in regard to their demands etc. to the Hon'ble PWD Minister ?

(ii) If so, what are the demands, and

(iii) The steps taken so far in regard to their demands ?

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.